Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1.3

LIBRARY
No. 11434
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেন সহ)

চতুর্থ খণ্ড

LIBRARY
No. 11/34
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিতব্যাখ্যানুবাদেন সহ)

LIBRARY
No. 8৫ প
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

প্রাপ্তিস্থান—
মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা
ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়
১৩৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীকালীপদ মৈত্র
৭৭, যতীন দাস রোড
কলিকাতা—২৯

মূল্য চারি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

বিন্দু হইতেই সিন্ধুর সৃষ্টি। জপসূত্র যখন সূত্রাকারে একদিন ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম কলেবর লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তখন সেই সূত্রেরই তায়ন ও বয়নে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সুবিপুল এই মহাগ্রন্থটি অধ্যাত্মশিল্পের এক বিচিত্র নিদর্শনরূপে নিজেকে মেলিয়া ধরিবে, তাহা কেহই কল্পনা করে নাই। দেখিতে দেখিতে শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় ইহার চতুর্থ খণ্ড এবার প্রকাশিত হইল। কোথায় বা কবে ইহার উপসংহার তাহার নির্দ্দেশ বা বিজ্ঞপ্তি দানও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সাধারণ আত্মসচেতন রচনায় যেভাবে পরিসমাপ্তির একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া সকলে অগ্রসর হয়, এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ও অভাব রহিয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামিজী সব সময়ই ইহা অনুভব করেন যে ইহার রচনা তাঁহার কৃতি নয়, যিনি নিখিলের 'দৃষ্টিমতিরতিপ্রদঃ' ইহা তাঁহারই আপন বিচিত্র বিলাস, এক্ষেত্রে তিনি শুধু যন্ত্র মাত্র। সংস্কৃতে লিখিত মূল গ্রন্থখানি—পঞ্চশতাধিক সূত্রে এবং দ্বিসহস্রাধিক কারিকাশ্লোকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রহিলেও, সূত্রের ব্যাখ্যান-বিবৃতি-বিস্তারে এবং প্রসঙ্গতঃ নব নব ছন্দোভাব-বৈভবময়ী শ্লোক-সৃষ্টিতে, গ্রন্থকলেবর অচিন্তিতভাবে বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়াই চলিয়াছে; সুতরাং, জপসূত্রমের প্রতিপাদ্য মূল বস্তুসংস্থা সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, তৎসম্বন্ধে ধ্যানমননাদির যে ধারা ক্রমবর্দ্ধমানা হইয়া চলিয়াছে তাহা যে কবে পরিপূর্য্যমাণতায় পৌঁছিবে, তাহা একমাত্র সেই সর্ব্ব-পরিপূর্ণতাধারই জানেন!

অনেকের কাছে এরূপ পরিসমাপ্তি সম্পর্কে পরিকল্পনাহীন রচনা কোথাও কোথাও অসংবদ্ধ দুর্ব্বোধ্য ভাব ও ভাষাবিলাস বুলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্ররসিকমাত্রই জানেন যে স্থূলতঃ নানা পরস্পরবিরোধী বিচ্ছিন্ন বাক্যরাশির মধ্যে সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্রটি আবিষ্কার করাই বিশারদী বুদ্ধির যথার্থ কাজ। যাঁহারা এটুকু পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ তাঁহাদের নিকট বেদ উপনিষদ্ গীতাদি সব অধ্যাত্মশাস্ত্রই অনেকস্থলে বিবিধ ব্যামিশ্র বাক্যের জটিলতা বলিয়াই বোধ হইবে। স্তূপীকৃত কাচখণ্ডের মধ্যে দুটি চারিটি মণিখণ্ডও হয়তো বা ছড়াইয়া আছে—তাঁরা ভাবেন। বেদান্তদর্শন সেইজন্য ব্রহ্ম বা আত্মার প্রমাণ যে একমাত্র শাস্ত্র তাহাই শুধু 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রে বলিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই, পরের সূত্রেই 'তত্তু সমন্বয়াৎ' বলিয়া এই অমূল্য সমন্বয়তত্ত্বটির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছেন।

জপসূত্রেও সেই মূল রাগিণীটি চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। জপসূত্র মুখ্যত মন্ত্রশাস্ত্র, তাই ইহার নানা সুরলহরী ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বমন্ত্রমূল সেই পরম ওঁকারকেই স্পর্শ করিয়া আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। ওঁকারের দ্বিবিধ প্রকাশ—একটি তার পাদের দিক্, অপরটি মাত্রার দিক্। চেতনার বিভিন্ন পর্ব্ব ব্যাপিয়া যে প্রকাশ তাহা পাদের অভিব্যক্তি, তেমনি ঠিক তদনুরূপ স্পন্দনের উন্মেষ মাত্রা নির্দ্দেশ করে। একদিকে জ্ঞানের ধারা, অপর দিকে ক্রিয়ার ধারা। স্পন্দনের আশ্রয়ে চেতনার উন্মেষই জপাদি সাধনের লক্ষ্য। জপসূত্রেও এই দুইটি দিকের আলোচনা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে: একটি দুরূহ তত্ত্বালোচনার ধারা, অপরটি মন্ত্রাদি স্পন্দনের নিয়ামক বর্ণরসায়নের নিপুণ বিশ্লেষণ। যেমন এ খণ্ডে 'অক্ষর' প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় স্থান পাইয়াছে, তেমনি ওঁকারের বিভিন্ন বিবর্ত্তনে কেমন করিয়া সাধারণের পক্ষে সুগম 'রাম' বা 'মা' নাম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারও বিচিত্র বিবরণ দেওয়া আছে। আমাদের দেশের অধ্যাত্মশাস্ত্র সর্ব্বত্রই এই দু'টি ক্রম অনুসরণ করিয়াছেন: পাতঞ্জল যোগদর্শনে সমাধিপাদে সমাধির লক্ষণ প্রভৃতি তত্ত্ববিচার উপন্যস্ত করিয়া সাধনপাদে সেই সমাধিলাভের উপযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ার বর্ণনা করা হইয়াছে। গীতায় প্রথমেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুরূহ সাংখ্যযোগে আত্মতত্ত্বের দুরধিগম্য আলোচনার অবতারণা এবং পরে কর্ম্মযোগাদি প্রসঙ্গে তাহারই সাধন সরণি পর্ব্বে পর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠও 'দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য' বলিয়া এই যুগ্মপক্ষের ইঙ্গিত করিয়াছেন—একটি 'সম্যগবেক্ষণম্' বা জ্ঞানধারা, অপরটি 'প্রাণস্পন্দনিরোধনম্' বা ক্রিয়ার ধারা। এই উভয় ধারার মধ্য দিয়া গুপ্তা সরস্বতীর মত ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিতা এবং এই ত্রিধারার সার্থক সমন্বয়ে মহাত্রিবেণীসঙ্গমে যিনি আপনাকে নিমজ্জিত করিতে পারেন, তাঁহারই সাধনা সিদ্ধির সফলতা ও পূর্ণতার মহিমায় মণ্ডিত হয়।

দুঃখের বিষয় আধুনিক যুগের প্রয়াসবিমুখ জনসাধারণের কোনো ধারাকেই নিষ্ঠার সঙ্গে ধরিবার বা বুঝিবার ধৈর্য্য নাই, অনুষ্ঠান তো দূরের কথা। কোনো মহাপুরুষের নিশ্চিন্ত পদাশ্রয় লাভ করিয়া বিনা আয়াসে ভবসিন্ধু উত্তরণেই সকলে ব্যাকুল। কিন্তু যথার্থ 'আশ্রয়' লাভ হইলে যে নিরুদ্বেগ ও নিরাপত্তাবোধ জীবনকে অনাবিল প্রশান্তিতে ভরিয়া তোলে তাহার কোনো লক্ষণই কাহারও চিত্তে ফুটিতে দেখা যায় না। আমরা সকলেই ভুলিয়া বসিয়া আছি যে সংসারে বাসনার ধন বা সাধনার ধন যাহাই কিনিতে চাই তাহা যথার্থ মূল্য বিনা লভ্য নয়। 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ' অতি উপাদেয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু সেজন্য শুধু গদগদ উচ্ছ্বাসে দুই বিন্দু অশ্রুপাতেই কি তাহা মিলিবে? ভক্ত মহাজন তাই সঙ্গে সঙ্গে মূল্যটিও ধার্য্য করিয়া দিতে ভুলেন নাই—'তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্' এবং তাহাও আবার 'জন্মকোটিসুকৃতৈ র্ন লভ্যতে'! 'জপসূত্র' আলোচনায় প্রবুদ্ধ করিতে গিয়া আশানুরূপ সাড়া যে মিলে না তাহার কারণই এ যুগের মানুষ মূল্যদানে অসম্মত, তপস্যায় বিমুখ, পরিশ্রমে কাতর। আমার পূজনীয়চরণ আচার্য্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ জানাইতেছিলেন যে সকলকেই তিনি এ অপূর্ব্ব গ্রন্থটি পঠনে ও আলোচনে প্রোৎসাহিত করেন কিন্তু সকলেই ইহার দুরূহতার অজুহাতে অগ্রসর হইতে চা'ন না। দুরূহকে বোধগম্য করার জন্য বুদ্ধির যেটুকু প্রয়াস ও সুস্থির বিনিয়োগ অপেক্ষিত সেটুকু তাঁরা করিতে নারাজ। তবে কালও অনন্ত, দেশও অসীম, সুতরাং এ মহাগ্রন্থ যে কোনো দেশে বা কালে নিষ্ঠাবান্ কোনো সাধকের হাতে পড়িলে তাঁকে উৎফুল্ল ও উল্লসিত করিয়া তুলিবেই এবং তাঁর সাধনায় নূতন প্রেরণা ও রস সঞ্চার করিবে—এই উদ্দেশ্যেই আমাদের গ্রন্থপ্রকাশন।

জপসূত্রের আর একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে এবং ইহা হইল এক একটি শব্দ ধরিয়া প্রত্যেকটি বর্ণবিশ্লেষপূর্ব্বক তাহার নিগূঢ় মর্ম্মার্থ ধরিবার প্রয়াস। এক্ষেত্রেও অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে ইহা কেবল যাদৃচ্ছিক কষ্টকল্পনা, কিন্তু ইহা আমাদের সুপ্রাচীন পদ্ধতিরই পুনরুজ্জীবন। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও নিরুক্তকার যাস্ক এবং তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী ঔর্ণবাভ, স্থৌলাষ্ঠীবি, শাকপূণি প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই রীতিরই অনুসরণ করিয়া বেদের রহস্যার্থ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি তাহারও পূর্ব্বে স্বয়ং ঋষিবৃন্দ উপনিষদেও বিবিধ বিদ্যার প্রসঙ্গে, যেমন উদ্গীথবিদ্যায় উৎ-গী-থ, প্রত্যেকটি অক্ষরের ব্যঞ্জনা লইয়া এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমাদের আধুনিক মার্জ্জিত (?) ভাষাবিজ্ঞানী বুদ্ধির কাছে এগুলি এখন হাস্যকর প্রয়াস বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু সাধনরাজ্যের গহন-লোকে যিনিই প্রবেশ করিতে চা'ন, তিনিই এগুলির নিগূঢ় সংকেতমূল্য বুঝিয়া ধন্য হ'ন। নিগমে যেমন তেমনি আগমেও এই বর্ণবিশ্লেষণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বীজমন্ত্রাদি সব কিছুই এই স্বরব্যঞ্জনের নানাবিধ সংশ্লেষ-সমন্বয়ের রহস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি সমস্ত সৃষ্টির বিকাশ-রহস্যও এই বর্ণমালার মধ্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংগোপনে সুরক্ষিত আছে। মন্ত্রমহেশ্বর অভিনবগুপ্তাচার্য্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রালোক' নামক মহাগ্রন্থে তিনটি মূল স্বর—অ, ই, উ-আশ্রয়েই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যোঽনুত্তরঃ পরঃ স্পন্দো
যশ্চানন্দঃ সমুচ্ছলন্।
তাবিচ্ছোন্মেষসংঘট্টাদ্
গচ্ছতোঽতিবিচিত্রতাম্॥

সকলের মূলে 'অনুত্তর'রূপে পরম পরিসীমায় রহিয়াছেন 'অ'কার; তারপর, নিজেকে একটু দীর্ঘ, বিস্তৃত করিয়া 'আ'কারে উচ্ছল 'আনন্দে'র সমুল্লাস; সেই আনন্দ হইতেই 'ই'কারে সৃষ্টির 'ইচ্ছা' বা কামবীজের উৎপত্তি এবং পরে 'উ'কারে সেই বীজেরই 'উন্মেষ' বা অঙ্কুরোদ্গম। সুতরাং 'অ আ ই উ' এই কয়টি স্বরের সংঘট্ট বা পরস্পর সম্মিলনেই এই অতি বিচিত্র বিশ্বের বিকাশ! সাধকের কাছে এই সংকেতের মূল্য অপরিসীম, কারণ ইহাই তাঁহাকে ধ্যানের নিবিড়তায়, সমাধির গভীর গহনে ডুবাইয়া দেয়। জপসূত্রও এই দিক্ দিয়া কত স্তোত্র-মন্ত্রের উপর যে অভিনব আলোকসম্পাত করিয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। পূজ্যপাদ স্বামিজী এসব ক্ষেত্রে আর্য ঋষিদের সনাতন ধারারই পুনরুজ্জীবন করিয়াছেন এবং সেই ঋষিজুষ্ট পথেই নানা বিলুপ্ত মণিমাণিক্য সমুদ্ধার করিয়া আনিয়া দিয়াছেন এবং ইহা যে তাঁহার কষ্টকল্পনার ব্যর্থ প্রয়াস নয়—ইহা জানাইবার জন্যই একথা কয়টির অবতারণা।

জপসূত্রের তৃতীয় খণ্ড পূজনীয় আচার্য্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অমূল্য ভূমিকায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রের দিক্ হইতে জপসাধনার নানা গূঢ় তাৎপর্য্য ও অজ্ঞাত তথ্য সকলের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এবার আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যবশত আর একজন বিশিষ্ট সাধক ও মনীষী শ্রীমৎ অনির্ব্বাণ বেদের দৃষ্টিতে জপরহস্য উদ্ঘাটনে অগ্রসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন এবং একটি বহুমূল্য সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বেদের মধ্যে জপাদি সাধনের যে মূল সুগোপনে সংরক্ষিত আছে তাহার কিছু পরিচয় আপন সাধনলব্ধ প্রজ্ঞার ভাস্বর আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছেন। স্বপ্ন দেখি কবে এই সব মহামনীষী ও সাধকদের সমবেত সার্থক প্রয়াসে আবার আর্য সাধন বিজ্ঞান পুনরায় পূর্ণগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিবে! হয়তো আমাদের এই বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তাহারই সূচনা বা পূর্ব্বাভাসমাত্র।

জপ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তত্ত্বের ভারে পীড়িত হইয়া অনেকের মন হয়তো ইহার বাস্তব কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আস্থা হারাইতে পারে এবং ইহা শুধু সার্থকতাবিধূত বাক্যবিলাস এবং ভাববিলাস বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলে শ্রীগুরুদত্ত নাম বা মহামন্ত্র যে এখনও সাধককে কিরূপ কৃপা করেন তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সামান্য বিবরণ তাই এবার পরিশিষ্টের সর্ব্ব শেষে গ্রন্থের উপসংহারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলি সাধকের একান্ত গুহ্যাতিগুহ্য অনুভূতির পরম গোপ্য বিবরণ, তাই সাধারণের কাছে প্রকাশে স্বভাবতই কুণ্ঠা আসে। তবে এই মহাসাধক এখন লোকলোচনের অগোচরে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাই ইহার প্রকাশে তাঁহার মহিমা প্রচারের দ্বারা কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বরং নামেরই মহিমা উদ্ঘোষণে লাভ আছে এই ভাবিয়াই প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। জপসূত্রের প্রকাশে এই মহাপুরুষের প্রেরণাই ছিল প্রথম ও প্রধান, তিনিই ছিলেন ইহার 'প্রাণ'। জপসূত্রের প্রতিটি কথা তাঁর দিব্য অনুভূতির বীণায় যে ঝঙ্কার তুলিত, তাহারই উল্লাস নিত্য নব রচনায় গ্রন্থকারকে উদ্বুদ্ধ করিত। সে আশ্চর্য্য আদানপ্রদান, ভাববিনিময় শুধু অন্তরেরই আস্বাদ্য ছিল এবং সে দিব্য আস্বাদনের স্মৃতি আজও হৃদয়কে অমৃতে ভরিয়া রাখিয়াছে। এই অপূর্ব্ব বিবরণীটি পড়িবার সময় দু'টি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে: প্রথমত, সাধকের মধ্যে নাম যেন আপনি ক্রিয়া করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়াছে, তিনি শুধু নীরব সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে দেহের বিভিন্ন অবয়ব হইতে তা'র উত্থান ও গতিভঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, শুধুই কেবল ধ্বনির স্পন্দন বা গুঞ্জনকে অনুসরণ করিলে তাহা যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্রে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু নাম যে চৈতন্যশক্তি তাহার পরিচয় তখনই মিলে যখন সংকীর্ণ জৈব চেতনা প্রসারিত হইতে হইতে দিব্য চেতনায় স্থিতি লাভ করে। ক্রিয়ার সার্থকতা যে বোধের উন্মেষে ও ব্যাপ্তিতে বিবরণীর শেষাংশে ইহারই ইঙ্গিত দেওয়া আছে। 'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—ইহা জপরূপ কর্ম্মে বিশেষভাবে প্রযোজ্য ও সর্ব্বদা স্মর্তব্য।

প্রত্যেকবার পরিশিষ্টে যাঁহার একটি জ্ঞানগর্ভ রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধন করিতাম, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা সেই আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যে আমরা হারাইয়াছি। তিনি পূজ্যপাদ স্বামিজীর অগ্রজ ছিলেন এবং তাই আপন প্রতিভাবান্, সর্ব্বত্যাগী অনুজের এই বিচিত্র রচনার প্রতি শুধু যে তাঁর গভীর মমতাবোধ ছিল তাই নয়, অন্তরের অনুভব দিয়া তিনি ইহা আস্বাদন করিতেন। সদ্গুরুর নিকট নাদ-সাধনায় দীক্ষিত হইয়া সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া গভীর মহানিশার নিথর মৌনতায় তিনি বিশ্বসঙ্গীতের ছন্দে ও সুরে আপন বীণাটি বাঁধিবার নিয়মিত প্রয়াস করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনে তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন এবং কৃষ্ণনগর কলেজের উপাধ্যক্ষরূপে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তারপর বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চাণ্ডুলিতে আপন গ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি সকলের অলক্ষ্যে নামসাধনায় ও জ্ঞানানুশীলনে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। দর্শন তাঁর অবসর বিনোদনের বিলাস ছিল না, জীবনের নিয়ামক ছিল। জ্ঞানে এবং রসে উভয়তই তাঁর জীবন সুসমৃদ্ধ ছিল। তাঁর পঠনের বিষয় এত বিস্তৃত ছিল যে তাহা দর্শনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সাহিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞান চারুকলা প্রভৃতি সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সমান রস ও প্রেরণা লাভ করিত। আপন গভীর চিন্তারাশিকে তিনি প্রত্যহই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ইদানীং বেদের নানা তত্ত্ব, বিশেষ করিয়া 'সোম', তাঁহার একান্ত ধ্যানের বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার রচনাবলীর অংশবিশেষ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিতে পারিব আশাকরি। জপসূত্রের বিরল বোদ্ধার আর একজনও চলিয়া গেলেন, এ শূন্যতা আর পূর্ণ হইবার নয়।

কলিকাতা
দশহরা
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৩

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
নিবেদন			
বিশ্বকল্প অক্ষমালার মেরু—সূর্য্যতত্ত্ব	...	...	১
বিধান ও আধান	...	...	৩
একপঞ্চাশৎ	...	...	৫
বাক্‌চতুষ্টয়	...	...	১২
অভ্যারোহসোপানচতুষ্টয়	...	...	১৫
রাকা ও আমাবস্যা	...	...	১৯
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ	...	...	২১
গ্রহণে গঙ্গাস্নান ইত্যাদির মর্ম্ম	...	...	২৫
জপের অধ্যাত্মরূপ ভাবনা	...	...	২৭
সাধ্য বাধ্যের চরম সংঘর্ষের স্থল	...	...	২৮
বিন্দু ও সিন্ধু	...	...	৩২
জপে মাত্রা	...	...	৩৪
অহং এবং অহঃ			
হ্রীমাদি বীজচতুষ্টয়ের উপযোগ	...	...	৪৩
পুরশ্চরণ	...	...	৪৪
চন্দ্রমা সূত্র	...	...	৪৬
অনুস্বার ও বিসর্গ	...	...	৪৭
জপে দক্ষিণাচার ইত্যাদি	...	...	৪৮
একমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা	...	...	৪৮
বিশ্বাঙ্কন ও বিশ্বনিরঞ্জন	...	...	৫৪
মনঃ ও চন্দ্র	...	...	৫৭
প্রাকৃত কামাদি ও জপ	...	...	৬৩
ওঁকারাদি জপ	...	...	৬৫
অজপা	...	...	৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা
বরুণ-সোম-বিবিধরূপ	...	...	৭৫
চর্য্যা বা সাধনক্রম	...	...	১০৫
বর্ণরসায়ন ও রূপরসায়ন (নানা মন্ত্র ও যন্ত্রে)	...	...	১২২
চন্দ্রমাঃ চন্দ্রমা ও আদিত্য	...	...	১৩৭
দিব্ ও দ্যৌঃ	...	...	১৪৯
পৃথিবী	...	...	১৫৬
পৃথিবী বীজ লং	...	...	১৬১
'ত' বর্গ	...	...	১৬৩
বেণ ও পৃথু	...	...	১৬৩
ভূভার	...	...	১৭৩
স্বস্তি ও শান্তি	...	...	১৭৫
পৃথিবীর 'গুণ'	...	...	১৭৬
ধূপধূনা	...	...	১৭৯
গন্ধাদির সূক্ষ্ম চেতনা	...	...	১৮৩
ব্যাহৃতি হবন	...	...	১৮৫
পৃথিবীর লক্ষণ	...	...	১৮৬
বাধা প্রতিষেধক্রম	...	...	১৮৮
ভূঃ এবং ভূ	...	...	১৮৯
বাধাচতুষ্টয় পরিহারের আন্তর উপায়	...	...	১৯১
অন্তরীক্ষ সূত্র			
ব্যবস্থিতি সূত্র	...	...	২১২
অবস্থিতি, ব্যবস্থিতি, পরিস্থিতি	...	...	২১৪
সংখ্যা	...	...	২১৪
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা	...	...	২১৮
প্রমাণ কতদূর অবধি ?	...	...	২১৯
প্রশাসন সূত্র	...	...	২২৭
অধ্যক্ষতা	...	...	২২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা
যন্ত্র ও যন্ত্রম্	...	...	২৩০
ত্রিপুটী	...	...	২৩১
পরম ও উত্তম	...	...	২৩৪
সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ	...	...	২৩৬
নাদ ও সূত্রাত্মা	...	...	২৩৭
আজ্ঞা চক্র	...	...	২৩৮
অধিষ্ঠান সূত্র	...	...	২৪০
পরিশিষ্ট :			
(ক) জপযজ্ঞ	...	...	২৪৯
(খ) অৰ্দ্ধমাত্রাষ্টকম্	...	...	২৫৫
(গ) সিন্ধৌ বিন্দুদশকম্	...	...	২৬৪
(ঘ) করুণাম্বুধিসন্নিধৌ	...	...	২৭১
(ঙ) Yantram	...	...	২৭৩
(চ) নামের কৃপা	...	...	২৮৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপস্তুত্রম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No... ......
Sh... Shr... ...e Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপসূত্রম্

বিশ্বকল্প-অক্ষমালার মেরু—সূর্য্যতত্ত্ব

পূর্ব্বখণ্ডে শেষভাগে সূর্য্যপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু তার সমাপন হয় নাই। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' এক মৌলিক রহস্যগর্ভ যুগ্ম তত্ত্ব। এই নিখিলভুবন এক মূর্ত্ত মহান্ জপ। বহির্বিশ্বে ঐ পরিদৃশ্যমান ছায়াপথ এই বিরাট্ জপের 'আভাসিক' অক্ষমালা। 'আভাসিক' এইজন্য যে, আমাদের এই Galactical system তো সমগ্র বিরাট বিশ্ব নয়; একে যদি এক ব্রহ্মাণ্ড বল, তবে বিশ্বে এরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। ইহা বিজ্ঞানের সম্মত কথা। আমাদের 'এই' ব্রহ্মাণ্ডে 'এই' সূর্য্যের মত কোটি কোটি সূর্য্য দেদীপ্যমান, সন্দেহ নাই। কিন্তু 'সূর্য্যতত্ত্ব' বলিতে এদের কোনটিকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া বুঝিলে চলিবে না। এদের কোনটি "আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" নয়। তবে প্রত্যেকটি স্বাধিকারে পূর্ব্বালোচিত "মিত্রাগ্নি" সঙ্ঘাতের প্রতীক। প্রত্যেকটি পূর্ব্বোক্ত 'আত্মনীন' এবং 'অধ্বনীন'—এতদুভয় মৌলিক বৃত্তির (basic function এর) সামঞ্জস্য-সংস্থাপক 'নাভি' আকৃতি—যেখান থেকে শক্তি তেজঃ আকারে (as kinetic energy) 'অর' এবং 'নেমি' (as process paths and as field or. sphere) নিজেকে এক বিশিষ্ট সংস্থান দিয়াছে এবং দিতে চাহিতেছে। বিরাটের বার্ত্তা যতদূর আমরা লইতে পারিয়াছি, তাতে সামঞ্জস্য-সংস্থাপন প্রয়াসের কোন 'ধ্রুব' সংস্থা এখন অবধি পাই নাই। সামঞ্জস্য সমীকরণ (Harmony Equation) এখনও কোথাও ধ্রুব এবং পূর্ণ সমাধানে আসে নাই। ওখানেও হিসাবে—Probability and Statistical Calculus। সুতরাং বাহির বিশ্বে কোথাও "খাঁটি" সূর্য্যতত্ত্বকে আমরা জানি নাই। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে মহাজপরত, সে জপের অক্ষমালা এখনও গণিত বিদ্যার কল্পলোকে। সেই কল্প-অক্ষমালার 'মেরু' হইলেন সূর্য্যতত্ত্ব। বিশ্ব তাঁতেই বিধৃত; বিশ্ব কখনই তাঁকে লঙ্ঘন করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আণবী অক্ষমালার মেরু—সূর্য্যতত্ত্ব

অণুর বিশ্বেও nucleus মিলিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছেও। একটা বিন্দুর মত সরল স্বভাবে তার আবির্ভাব ঘটেনা ; তার বিপ্লব-বিবর্ত্তনাদিও সরল সমীকরণের সহজ নক্সায় পড়িতেছে না। অণুর অভ্যন্তরে সত্যকার 'নাভি' এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—আণবী জপমালার সেই মেরু, যাহাতে ইলেকট্রন, প্রোটনাদির সকল গতি বিধৃত রহিয়াছে, এবং যে মেরুকে, যে মেরুর প্রশাসনকে কাহারও সুষম অথবা বিষম গতি (rhythmic or eccentric motion) লঙ্ঘন করিতে সাহসী নয়, অণুর মধ্যে সেই 'এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে' এর কেন্দ্রটি হইল সূর্য্য। অত্র ইহা প্রাণ এবং আদিত্যরূপে অণু ও মহান্, ব্রহ্ম এবং দহর, দুইকে এক অদ্ভুত সন্ধি সমন্বয়ে মিলাইয়াছে। শক্তি (Energy) নিজেকে প্রাণ পর্য্যায়ে তুলিয়া না দেখান' পর্য্যন্ত এই পরমাশ্চর্য্য সন্ধি সমন্বয়টি বোধে ও বুদ্ধিতে সম্ভাবিত হয় না। প্রাণই আপনাকে বীজকণিকাটি আকারে ঘনীভূত করিয়া বলে—দেখ, আমি কত বিপুল, কত বিচিত্র, কত অদ্ভুত !! ব্রহ্ম প্রাণরূপেই হইয়া থাকেন সেই আদিজীব—হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্য = পরম সমঞ্জস ঘনীভাবরূপ। এ ঘনীভাব সত্তা শক্তি এবং ছন্দঃ—এ তিনেরি ঘনীভাব। এই পরম সমঞ্জস ঘনীভাবটি 'গর্ভে', কিনা, নাভিতে না থাকিলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এ তিন ব্যাপারই কোথাও সমঞ্জসভাবে, কিনা, ছন্দে সাধিত হয় না, কোন Law, System বা Equation এর অনুবৃত্তিতে আসে না। সূর্য্য এই 'হিরণ্য'কে বিশেষভাবে 'গর্ভিত' এবং 'উর্জ্জিত' করিয়াছেন। এই গর্ভিত এবং উর্জ্জিত হিরণ্য বিশ্বে সর্ব্বস্তরে সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ আকৃতি আধান করিতেছে।

বিশ্ববিধানে হিরণ্যরেতাঃ সূর্য্য

জড়ের দেশে হিরণ্যরেতসের আধান যে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাকে বলে বিধান (Formulation)। Energy as Rest Mass and Energy as Mass in Motion—স্থির জড়ত্ব আর অস্থির জড়ত্বের নিয়ামক বিধানের উদ্ভব এইখানে। হিরণ্যরেতাঃ এই সব ক্ষেত্রে বিধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াও, তাদের স্বয়ং কোন না কোন ধ্রুব সংখ্যানে (Cosmic Constant এ) বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন। Mass এবং Energyর যে সমীকরণ সূত্র, তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসংখ্যান মূর্ত্তি হিরণ্যরেতাঃ স্বয়ং 'c' এই আকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। উর্জ্জিতের স্থলে যে সমস্ত মূল বিধানসূত্র, তাতে তিনি 'i' 'π' ইত্যাদি আকারে বিশ্বের 'জগৎ' এবং 'প্রসরৎ' ভাব বিভাবন করিতেছেন।

বিধান ও আধান—জড় ও প্রাণের দেশে

প্রাণের দেশে আসিয়া বিধান হয় আধান। এই আধানই হিরণ্যরেতসের অকুণ্ঠিত, অনবগুণ্ঠিত, অলুণ্ঠিত রূপ। বিধানের যে 'বি' তার সঙ্গে আধানের 'আ' সংহত হইয়া 'ব্যাকৃত' এবং 'ব্যাকরণ' আকার পাইল। প্রাণ ব্যাকৃত হইয়া, প্রাণের ব্যাকরণে হইল ছন্দঃ। জড় বিশ্বের বিধান হইল এই প্রাণচ্ছন্দের ছদি এবং ছদ্মরূপ। জড়ের মূল বিধানে যে 'সম্ভাব্যাসুর' (Demon of Chance, Probability Function) আপন 'আমোল' মাগিয়াছিল, প্রাণের ভূমিতে সে আর 'অসুর' রহিল না, হইল 'সুর'। জড় বিশ্ব যেন কংসকারা; Quantum Statistics ইত্যাদি অসুরমল্ল সে কারার প্রহরী। Schrodinger যে সব সমীকরণের কূলকিনারা পাইলেন না, ভারতের Bose তাদের সমাধান করিয়া, ঐ অসুরমল্লদের অবশ্যই বরখাস্ত পরওয়ানা জারি করিলেন না, তাদের ঘাটতি 'বল' পূরণ করিলেন। তাতে হইল ভালই। কেননা, তাদের বল যেখানে 'পূরা', সেখানেই (তার আগে নয়), অসুরের 'অ'-কারটি মোছার সুরু। সেখানেই মধুকৈটভ দৈত্যযুগল লড়াইএ তুষ্ট হইয়া বলিবে—বর মাগো, আমরা তোমার বধ্য হইব।

কারামল্ল যার সাথে তাদের চরমবল পরীক্ষা দিবে, সে তো দেবকীনন্দন প্রাণগোপাল, ছন্দোদুলাল। প্রাণ জড়ের ক্ষেত্রে আসিয়া যে নিগূঢ় নিপুণ লড়াইটি করে, সে লড়াই এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। একটা ধূলিরেণু আর একটা বীজকণাকে ক্ষেত্রে পাশাপাশি রাখিয়া লক্ষ্য করিয়া যাও। আমরা বিশেষ করিয়া 'প্রাণপাদে' এই বিধান এবং আধানগত বিভেদটি আলোচনা করিব। বিধানের দেশ মুখ্যতঃ বন্ধের দেশ; এই বন্ধের গ্রন্থিগুলি বেধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের যে স্বভাবচ্ছন্দোমঞ্জীর নৃত্য, তার সাড়া মিলে না। সুতরাং প্রাণের আধাতা যে সূর্য্য সে সূর্য্য তোমার বন্ধবিধি, সংখ্যা-সংখ্যান সূত্রের প্রেক্ষাগৃহের পটান্তরালে প্রতীক্ষমাণ। প্রাণ হইল সেই বিশ্বরসায়ন, যাহা বন্ধবিধিকে ছন্দোলাস্যে লীলায়ন করে; সংখ্যা-সংখ্যানকে লইয়া সাংখ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণীত এবং প্রসংখ্যানে সমন্বিত করে। সংখ্যাদির পূর্ব্বকথিত লক্ষণগুলি আবার স্মরণ করিয়া লও, তা হইলে কথাগুলি আর প্রহেলিকার মত ঠেকিবে না।

বিশ্ববিধানের নিয়ামক—সংখ্যা-সংখ্যান সাংখ্য অভিমুখে একমুখী

প্রাণবিজ্ঞান না হইলে সৌরবিজ্ঞান হয় না। প্রাণকে কলনী এবং ফলনী দুই আকৃতিতেই চিনিতে হয়। প্রথম আকৃতিতে এক সদা প্রত্যক্ষরূপ-কাল। ফলনী আকৃতিতে ইহা-দেশ। এ কাল অবশ্য শূন্য ধারামাত্র—mere vacuum continuity নয়; আর, এ দেশও Space as vacuity নয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্যায় এই দুইকে মিলাইয়া বিশ্ববিধির যে আধার পরিকল্পিত হইয়াছে, সে আধার অবশ্য প্রাণের 'আধান' ক্ষেত্র হয় নাই। কাজেই সে আধারে সূর্য্য এখনও অনুদিত, তবে বিজ্ঞানের পশ্যন্তী দৃষ্টিতে উদীয়মান। সংখ্যা-সংখ্যানের বিচিত্র বহুমুখী রেখাগুলি আসিয়া সাংখ্যে একমুখী হইতেছে, সন্দেহ নেই। প্রাণ মনের (ইন্দ্রিয়াভাস এবং বিসম্বাদিনী কল্পনার) বিক্ষেপক সমূহ নিরসন করিতে করিতে বিশ্বনাভিতে স্থিতা যে ধী (Cosmic Reason), তাতেই সকল মননের 'অর' সমর্পণ করিতেছে। ইহাই সাংখ্য।

বিশ্বভুবনচক্রনাভি সূর্য্যে পাঁচটি অর সমর্পিত

আরও গহনে অগ্রসর হবার আগে এই কারিকা দুটি ভাবিয়া রাখ—

কলনী ফলনী সূর্য্যে চলনী রুক্মরেতসি।
সমর্পিতা অরাঃ পঞ্চ চাকর্ষণী বিকর্ষণী॥
প্রত্যেকং দশধা কল্পপ্তং পঞ্চাশদিত্যতঃ স্থিতে।
একমাত্রৈকনেমিঃ স একপঞ্চাশদক্ষরঃ॥ ১-২

রুক্মরেতাঃ সূর্য্য বিশ্বভুবনের নাভিতে। সে নাভিতে পাঁচটি অর সমর্পিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চকের নাম—কলনী, ফলনী, চলনী (চরণী), আকর্ষণী, বিকর্ষণী (অথবা সঙ্কোচনী, প্রসারণী)। এই অর পঞ্চককে প্রণব (সবিতা স্বর) এর পাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চকের সঙ্গে যথাযোগ্য অন্বিত করিয়া ভাবনা করিও। যথা কলনী=অ; চরণী=উ; ফলনী=ম; প্রসারণী=নাদ; সঙ্কোচনী বা আকর্ষণী=বিন্দু। এস্থলে বিকর্ষণী দ্বারা বিতত-ব্যাপিকা শক্তি এবং বৃত্তি বুঝিবে।

ঐ অরপঞ্চকের প্রত্যেকটি আবার দশধা কৢপ্ত বা আবির্ভূত। যথা, দশ দিক্। কাল প্রভৃতিকেও অনুরূপ বিশ্লেষণে বিশ্বব্যাপারে মিলাইতে হইবে। প্রাণপাদে দেখিব যে, প্রাণ স্বয়ং নিজেকে দশধা কৢপ্ত করিতেছেন—আপন বীজটিকে (হিরণ্যগর্ভকে) দশধা 'জপের' নিমিত্ত। সংখ্যা ব্যবহারের মূল (স্বাভাবিক) এই 'দশ' (Decimal Notation)। বিশেষ বিশেষ স্থলে (অনুবন্ধে) ইহা সপ্তাদিও হইয়া থাকে। সংখ্যাবিজ্ঞান (Theory of Numbers) সংখ্যাকে সংখ্যানের মূলসূত্র অনুসরণ করাইয়া সাংখ্যে উপনীত করার প্রয়াস করিয়াছে। সূর্য্য প্রসংখ্যান রূপে আদিম শুদ্ধ মূল সংখ্যাটি (Pure Root Prime Number) ব্যপদেশ করেন (Posits Himself)। কালে এবং দেশে সেই মূলটিকে বহুধা ব্যাকৃত করেন। বিশ্ব তো সংখ্যা-সংখ্যানরূপী এক মহান্ অশ্বত্থ পাদপ। 'ঊর্দ্ধমূলং অধঃশাখম্'। 'ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি'। ছন্দাংসি জড়পরিচ্ছেদের (Physical limitation) ভূমিতে নামিয়া=Theory of Number and Magnitude।

একপঞ্চাশৎ

এ সব প্রসঙ্গের পরে পুনশ্চ অনুসরণ হইবে। এ স্থলে মিলিল ৫×১০=৫০, পঞ্চাশৎ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি যদৃচ্ছাকল্পিত নয়। তাই কারিকায় 'কৢপ্ত' বলা হইল। ইষ্ট বিধানে যে বৈকল্পিকত্ব, সেটি এখানে নেই। এই পঞ্চাশতের সঙ্গে এক যোগ কর। কে সেই এক? সেই এক তত্ত্ব, যিনি পঞ্চাশৎ অর বিস্তার করিয়াও স্বয়ং 'একমাত্র' (একনাভি, একনেমি ইত্যাদি) রূপে অদ্বিতীয় বিরাজমান আছেন।

অতঃপর বিশ্বকে বাঙ্ময় ভাবনা কর। তা হইলে সূর্য্য=স্বরব্যঞ্জনময়ী মাতৃকা। স্বয়ং একনাভি সবিতাস্বর (প্রণব) রহিয়াও ইনি স্বরব্যঞ্জনাদি আকৃতিতে পঞ্চাশৎ অর বিস্তার করেন; স্বয়ং একনেমিরূপে সে অরসমূহকে একাক্ষ এবং একাধ্বগ করেন (common axis and orbit)। পরে দেখিব যে, এই স্বরব্যঞ্জনময়ী মাতৃকা অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু পরিগ্রহপূর্ব্বক 'সূর্য্যাচন্দ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মসৌ' এই রহস্যযুগ্মকের যে চন্দ্রমা, তাঁকে (অর্থাৎ, স্বধা, সোমশক্তিকে) বরণ করেন। বিসর্গযোগে (চন্দ্রমস্) নাদমুখ্যতা (স্বাহা, অগ্নি) ; অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু যোগে বিন্দুমুখ্যতা। সূর্য্য, চন্দ্রমা এবং চন্দ্রমস্ এই যুগ্ম'পক্ষ' বিস্তার করতঃ অণু-বিরাট্, অন্তর্বহিঃ বিশ্বে অগ্নীযোমীয় সমতাবিধান করিতেছেন।

স্বরব্যঞ্জনের মাতৃকারূপ

মাতৃকার স্বরব্যঞ্জন এক এক বর্ণ সবিতাস্বর (প্রণবের) নাভিতে সমর্পিত এক একটি অর। এ অরগুলির আধারে কেবল যে বাঙ্ময় জগৎ আবর্ত্তিত হইতেছে, এমন ভাবিও না। আর, জপসূত্রমের আলোচনায় এ কথাটা সম্ভবতঃ সুস্পষ্ট হইয়া থাকিবে যে—অকার-ককারাদি স্বরব্যঞ্জন কতিপয় arbitrary notations নয়। জড় বা স্থূল পরিচ্ছেদে আসিয়া স্বরব্যঞ্জন 'বিখর' বা বৈখরী হইয়াছে বটে, কিন্তু তারা সবিতাস্বর প্রণব এবং প্রাণেরই কুণ্ঠিতাদি রূপ। প্রাণই প্রচোদয়িতা এবং প্রবক্তা। প্রাণভূমিতে (সূর্য্যতত্ত্বে) বর্ণ নিত্যস্ফোট। এটি মধ্যমার ভূমি। মুখ্য প্রাণবৃত্তিরূপা মধ্যমা—'এষা জাগর্ত্তি'। বাক্ একদিকে বৈখরী, অন্যদিকে পশ্যন্তী থেকে আপনাকে যেন 'সংবৃত' করিয়া এই প্রাণমাতৃকা মধ্যমার কুক্ষিতে বিশ্রান্ত হন। তখন বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই মধ্যমা-মাতৃকা-মাধ্যমে প্রজাপতি ব্রহ্মা পশ্যন্তী ভূমিতে নিরুদ্বেগ অধিকারটি পাইলেন। তুমি আমি জপকর্ম্মে ইহারই মাধ্যমে যেন প্রথমতঃ বৈখরী ভূমিতেই নিরুদ্বেগ, স্বচ্ছন্দ, সমর্থ ব্যাহরণটি লাভ করি! মধ্যমার সঙ্গে অর্দ্ধমাত্রার সম্পর্কটি প্রণিধান করিও যেন।

জপ এবং জপাক্ষরাদি জড় পরিচ্ছেদে এবং তদতীত ভূমিতে কিরূপ ?

সংক্ষেপতঃ মধ্যমার প্রসঙ্গ করিয়া এইবার পশ্যন্তীতে সূর্য্য ব্যপদিষ্ট হইতেছেন নীচের এই কারিকায়—

মিত্রাবরুণয়োশ্চক্ষুশ্চক্ষুরগ্নেশ্চ ভাস্করঃ।
অপরঞ্চ পরং সন্ধিং পশ্যন্তী রাজতে স্বভাঃ ॥৩

বেদমন্ত্রে সূর্য্য, মিত্র, বরুণ অগ্নির চক্ষুঃ শ্রুত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এই তিনকে যথাক্রমে অধ্যাত্ম, অধিদৈবত এবং অধিভূত—এ তিনভাবে বুঝিয়া লইতে পার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা বাহুল্য, এরূপ ভাবনায় ধী বা বুদ্ধি এক প্রসজ্যমান অবচ্ছেদকতা মানিয়া লইল। প্রসজ্যমান কোনবিষয় বুঝিতে গেলে বুদ্ধির এরূপ একপ্রকার অবচ্ছেদকতা (relevancy ruling) মানা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শাস্ত্র তাৎপর্য্য বিনিশ্চয়ে তাই আচার্য্যবর্গ ষড়্লিঙ্গাদি (উপক্রম প্রভৃতি) সূত্র ধরিয়া চলেন। কিন্তু তাই বলিয়া মিত্র, বরুণ প্রভৃতি আর্ষবিজ্ঞানের রহস্য পরিভাষাগুলি জড়-পরিচ্ছেদে (rigid inelastic sense-এ) আবদ্ধ করা যাতে না হয়, সে পক্ষে সদা সজাগ রহিতে হইবে। তাদের (জপের ভাষায়) বৈখরীতে রাখিলে চলিবে না ; মধ্যমায় প্রাণপর্য্যায়ে তুলিয়া স্বচ্ছন্দ্, মুক্ত করিতে হইবে। যেমন, জড়-পরিচ্ছেদে (in the context of physical appreciation and interpretation) অণু-বিরাট্ সর্ব্বত্র যে আবৃত্তি এবং অভ্যারোহ (উদ্বর্ত্তন) জপ চলিতেছে, প্রাণভূমিতে সে জপ অপেক্ষাকৃত মুক্ত (free, spontaneous) এবং স্বচ্ছন্দ (selective, creative, purposive) আকৃতি 'আবিষ্কার' করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের 'অজপা' 'শুদ্ধ হংসঃ' (প্রাণ, সূর্য্য) আকৃতি পাইতে প্রয়াস করে। প্রাণের ভূমিতে এখানেই অভ্যারোহ জপের সূচনা। এর ফলে জড় পরিচ্ছেদের (physical setting-এর) নব রূপায়ণ এবং রসায়ন আরব্ধ হয়। যে সূর্য্য-চন্দ্রমা ইড়াপিঙ্গলা নাড়ীতে 'প্রাকৃত' অজপাজপ নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁরাই উক্ত রূপায়ণ এবং রসায়নটি ঘটান।

পদার্থের তিন অবস্থান—অপর, পরাপর এবং পর

এখন, কারিকার শেষ ভাগের অর্থ কি দেখ। পদার্থের (কারণ ও কার্য্য উভয়েরি) তিন অবস্থান—অপর, পরাপর (সন্ধি) এবং পর। অপর অবস্থানে ক্রিয়া-কারক-ফল এ তিন ত্রিভুজের তিন বাহুর মত 'সংহত' হইয়াও 'যেন' স্বতন্ত্র এবং অসমগ্র (specified)। পরাপর বা পরাবরে ক্রিয়া-কারক দুয়ে যেন মিলিয়া এক হইল (কারকই ক্রিয়ারূপ হইল)। যেটি ছিল ত্রিভুজ, সেটি হইল রেখা। রেখাকে rigid করিয়া দেখিওনা, vector করিয়া দেখ as tracing a path। সুষম ছন্দে আসিলে (in rhythmic relation) একে বলে অধ্বনীন। অধ্বগ হয় অধ্বনীন। তারপর, যেখানে ক্রিয়া-কারক-ফল একত্র হইয়া এক বিন্দুতে (বিন্দুর লক্ষণ ভাবনা কর) সমাপ্ত হয়, তখন হয় পর অবস্থান। বলা বাহুল্য, অখণ্ড, সমগ্র, সমতার স্থান ব্যতীত এই পরাবস্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভাবিত হয় না। ক্রিয়াদির বদলে অপর যে কোন ত্রিপুটী লইয়া পরীক্ষা কর। সংক্ষেপে বলা হইল, পরে দৃষ্টান্তস্থলে বিস্তারিত হইবে।

এ সম্বন্ধে দৃষ্টি চতুষ্টয়ী

ভাস্বরের যে স্বভাঃ (বরেণ্যং ভর্গঃ), সেটি অপর, পরাপর এবং পর, এ তিন অবস্থান সম্বন্ধেই পশ্যন্তী। 'দিবীব চক্ষুরাততম্' মন্ত্রের মর্ম্ম এই পশ্যন্তীতে। কিন্তু পশ্যন্তীকে যদি পরাবরের প্রান্তে শেষ করিয়া রাখা যায়, তবে, পশ্যন্তীর পারে পরা। অপরা, পরাপরা, পরা এবং পরমা—এই চারিটি 'পাদে' বিশ্বতশ্চক্ষুঃ সূর্য্যনারায়ণ বিশ্ব ঈক্ষণ করিতেছেন। এই ঈক্ষণ চতুষ্টয়কে নীচের কারিকানুযায়ী ভাবনা করিতে পার—

পরা গৃহ্ণাতি সামগ্রীং সমস্তঞ্চ পরাপরা।
ব্যস্তঞ্চ যাঽপরাদৃষ্টিঃ পরমা ব্রহ্মদৃক্ স্বয়ম্ ॥৪

দেশকালসহকৃত নিখিল কার্য্যকারণজালকে তার নাভি অথবা বিন্দুস্থিত হইয়া যে দৃষ্টি 'সামগ্রী' ভাবে দেখে (সকল গণ্ডী, অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদের পারে যাইয়া), তাকে বলে পরা দৃষ্টি। সমস্ত (বা integrally) দেখে পরাপরা। সামগ্রীর সঙ্গে সমস্তের ভেদ ভাবনা কর। কোন পদার্থ সংশ্লেষ-বিশ্লেষে (analytically and synthetically) দেখিয়া জানিলাম যে, এটি ঠিক এইভাবে হইয়াছে অথবা হইতেছে। এরূপ দেখাতে তৎসম্পর্কীয় 'গ্রন্থি'টি ভিন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে সংশয়ও ছিন্ন হইল, এবং তদনুরোধে যে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তারও ক্ষয় হইল। কিন্তু নিখিল-তত্তৎ-পরিচ্ছেদাদির পারে, তার অখণ্ড আধারভূত 'সামগ্রী', তাতে পৌঁছিয়া বুদ্ধির যে সমস্তীকরণ (integration), তার বিশ্রান্তি ঘটিল না। বিজ্ঞানের সমস্তীকরণ অনেক কিছু গ্রন্থিভেদ, সংশয় নিরসন, সমীক্ষা-পরীক্ষার উপসংহার করা সত্ত্বেও জড় পরিচ্ছেদে আসিয়া থমকিয়া রহিয়াছে। জড়ের বিধান এখনও তো কৈ প্রাণেরই ছন্দঃরূপে পরিচয়ে ও পরিণয়ে আসিল না! প্রজ্ঞানের সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ—তাই না এখনও প্রহেলিকাময়! তবে ভরসার কথা এই যে, পরাপর দৃষ্টি পরার পরোবরীয়ান্ প্রকাশেই ফুটিতে চায়। পরাই তার আদর্শ, তার লক্ষ্য। অপরা যে দৃষ্টি, সে ভাগ, অংশ, কলা (sections, aspects, partials) লইয়াই ব্যস্ত। শেষকালে, পরমা ব্রহ্মদৃক্ স্বয়ম্। পরার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে এই সূক্ষ্ম অথচ মহাশ্চর্য্য ভেদটি চিন্তা করিও। পরায় দৃষ্টি বিন্দুস্থা বলা হইয়াছে। পরমে বিন্দুর শূন্য এবং পূর্ণ দুই-ই পারম্যে যাইয়া, পরমশূন্য তথা পরমপূর্ণরূপ পরমাশ্চর্য্য প্রকাশস্থিতি হয়। সিন্ধুঘন বিন্দু আর বিন্দুঘন সিন্ধু—এ দুয়ের পরম সমীকরণটি পরিনিষ্ঠিত হয়। এ দৃষ্টিচতুষ্পদীর কল্যাণে যে শ্রেয়ঃ ফলচতুষ্টয়, তা পরের কারিকায় বলা হইতেছে—

দৃষ্ট্বা পরাবরং গ্রন্থেঃ পরং দৃষ্ট্বা মূলস্য চ।
দ্বৈতাদ্বৈতস্য পারম্যং ভবেদুপশমঃ ক্রমাৎ ॥৫

সূর্য্যনারায়ণের ঈক্ষণের ফলচতুষ্টয়

পরাবরগ্রাহিণী দৃষ্টি কি করে? গ্রন্থিভেদ। জপসূত্রমে হৃদ্দেশ, হৃদয় এবং হৃৎ স্বতন্ত্র করিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অপরাদৃষ্টি পদার্থের হৃদ্দেশগ্রন্থি মোচনে ব্যাপৃত। কথাটা ভাবিয়া দেখ। পরাবরা হৃদয়গ্রন্থিও ভেদে পটীয়সী হয়। তবে, ক্রমান্বয়ে—progressively। শ্রুতির মন্ত্র এই ক্রমান্বয়ের যেটি কাষ্ঠা, সেটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, পরাবরের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়াছেন। তারপর, 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'—পরবস্তুকে দর্শন করিলে 'মূল', কিনা নিখিলের মূল যে প্রকৃতি তার উপরম হয়। পরবৈরাগ্য এবং প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষ সাক্ষাৎকারের কথা চিন্তা কর। সমানে সমানেই সাধ অথবা বাধ সম্পূর্ণ হয়। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার (realization) না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতিরূপা যে মূল বা পরকারণভূমি, তার 'বাধ' হয় না। সাধ পূরণেই বাধ সম্পূর্ণ। শেষকালে পারম্যটি দর্শন করিলে দ্বৈতাদ্বৈত এতদুভয়ের অতীত যে পরম তূষ্ণীম্ভাব, সেটি অপাবৃত হয়। সেথায় কে কাকেই বলে—দেখ আমি দুই নহি, বহু নহি, এক! সূর্য্যনারায়ণের এই চতুষ্পাৎ ঈক্ষণ শিবতমং রসতমমস্তু!

ঐ সাগর-সন্ধানে তটিনীর দৃষ্টান্ত

জড় পরিচ্ছেদে অপরাদৃষ্টি আর বৈখরীবাকে ইনি প্রথম পাদটি প্রথমতঃ বিন্যাস করুন। ফলে, জড়ের জড়ত্ব আর বৈখরীর খরত্ব প্রাণের লীলানিপুণ ছন্দে সাগরাভিসারিণী তটিনীর মত আপূর্য্যমাণ হইয়া চলুক!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তটিনী রোধসা বন্ধগূর্ম্মিরন্যোন্যসঙ্করম্।
উচ্ছ্বাসঃ স্রোতসা ভঙ্গং সিন্ধৌ জুহোতু ছন্দসা॥
অর্কেণাধানভাবশ্চ সোমেনোচ্ছূনরূপতা।
মহিম্নি ভাবনং ভানোশ্চন্দ্রমসো রসায়নম্॥৬-৭

তোমার অপরা প্রকৃতি এবং দৃষ্টি, তোমার বৈখরী বাক্ আর 'জড়' জপ, ঐ কৃশকায়া তটিনীর মত ক্লিষ্টচরণে চলিয়াছে সাগরেরই অভিসারে, সন্দেহ নেই। সে আকুল অপেক্ষায় চলিয়াছে—কবে তার তটের ভঙ্গুর বন্ধন, তার বক্ষে উচ্ছৃঙ্খল বাতপ্রহত উর্ম্মিজটলা, বীচিবিক্ষোভ (অন্যোন্য সঙ্কর), সাগর সন্নিকটে আসিয়াও তার আপন স্রোতোবেগপরবশ হৃদয়োচ্ছ্বাস, সে নিঃশেষে সিন্ধুর মহামহিম ছন্দে সঁপিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে? কিন্তু ওগো তটিনী! বল তুমি কবে জানিবে তোমার তটিনীনাথের ঐ যে সব আপূরিত, পরিপূরিত করিয়া দেয়া মহিমচ্ছন্দঃ, তার আধান এবং স্বরূপভাবন করিতেছেন, অর্ক-ভানু; আর উচ্ছূন-উচ্ছ্বাসে তার 'রসায়ন' করিতেছেন—সোমচন্দ্রমা? কথাগুলির ভাবে কবির ভাবের পরশ, আর ভাষায় তাঁর রঙের তুলির ছোঁয়াচ লাগিল বটে, কিন্তু জড় পরিচ্ছেদ থেকে প্রাণের অনুচ্ছেদে তোমার জীবন ও সাধনকে তুলিয়া নেবার যে ঋত এবং মধুচ্ছন্দঃ তারই বাধ থেকে সাধের সরণিটি এখানে দেখান হইল।

তটিনী দৃষ্টান্তের অনুসরণ—তিন রকমের বাধা

জড় পরিচ্ছেদ থেকে প্রাণ অনুচ্ছেদে যাবার সরণিটি উচ্ছেদ-বিচ্ছেদের ধ্বংস পর্ব্বের মধ্য দিয়া নয়। তাই ঐ সাগরগামিনী তটিনীর উপমা। গিরি তুষার কারার কোন্ নিভৃত কন্দরকক্ষে কোন্ চিররহস্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে তার জনম; সেখান থেকে বন্ধু-বন্ধুর কত না বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়া ঋজু-কুটিল কত না দীঘল বর্ত্ম ধরিয়া, তার এই অবুঝ মরমী অভিসার! রোধঃ বা তটের বন্ধন বিজাতীয়, বাইরের বাধা, পরিচ্ছেদ। ভঙ্গুর, তবু আছেই। বুকে উর্ম্মিসংঘর্ষ, বীচিবিক্ষোভ সজাতীয়, ভিতরকার বাধা, তবে প্রকটবাধা, গোপন-গহন নয়। আর, জোয়ারে তার উতল হৃদয়টি যখন উছল, উদ্বেল হইয়া ওঠে—সে যখন বোঝে তার দরদী বিপুল বঁধুয়ার আকুল মরমী টান, তখন যে তার ঐ গোপন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গহন তলটি থেকে কে যেন বলে—আমার কতদিনের, কতযুগের আপন বেগের ঋণ, আমার এতকালের মজুদী চাহিদার দাবী তোমার না মিটিয়ে তো যাওয়া হবে না। এটা হইল অপ্রকট ভূমির সঞ্চিত সংস্কার ব্যূহের বাধা, স্বগত বাধা। এ তিনকে তোমার জীবনে ও সাধনে ঋতচ্ছন্দ আর মধুচ্ছন্দের শাসনে না আনিতে পারিলে, তোমার গতিস্থিতির জড়ত্ব (বন্ধ-সংঘর্ষভঙ্গ) যে কিছুতেই চেতনার ও প্রাণের 'ওর' হীন আলোক-পুলকে ভরিয়া স্বচ্ছন্দ হইবে না।

সূর্য্য-চন্দ্রমা—এই যুগ্মতত্ত্বের ভজনে ক্রমশঃ তেজস্বী, ওজস্বী, মনস্বী এবং আত্মস্বী হও

স্বভাবের দুটি পক্ষ—স্বরূপ ও স্বরস। সূর্য্য জ্যোতিঃ দ্বারা স্বরূপ-আবরণ উন্মোচন করতঃ তাকে ফোটাইয়া তোলো—'ওঁ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা'—এই আবরণাহুতি মন্ত্রে। আর, স্বরসের আপ্যায়ন হোক্ চন্দ্রমায়—'ওঁ সোমোরসো রসঃ সোমঃ স্বধা'। অথবা সোম সম্বন্ধীয় কোন সমর্থ বেদমন্ত্রে। 'হ্সৌং' এবং 'গ্লৌং' এই বীজদ্বয়কে এতৎপ্রসঙ্গে ধ্যান করিবে। সমস্ত কিছু পদার্থে প্রাণ, চেতনা এবং রস জাগৃতি, বিভূতি এবং বিস্তৃতির জন্য এই সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যুগ্মতত্ত্ব ভজনীয়।

বন্ধং জহি সহিষ্ণুঃ সন্ বিক্ষোভঞ্চ তিতিক্ষয়া।
ধীরো ভূত্বা জয়েদ্ ভঙ্গং সম্প্রসীদার্ণব-সঙ্গমে ॥৮

জড়িমার যে তিনটি বাধার প্রসঙ্গ পূর্ব্বে হইল, (তটিনীর দৃষ্টান্তে) সে তিনটিকে জয় কর—প্রথমে সহিষ্ণু, পরে তিতিক্ষু, তার পরে ধীর হবার সাধন করিয়া। এ তিনের সিদ্ধি সমাপনে ঐ তটিনীর মতই সিন্ধুসঙ্গমে সম্প্রসন্ন হও (সম্প্রসীদ)। সূর্য্যনারায়ণের প্রত্যক্ষ তেজঃ ভজনা করিয়া সহিষ্ণু হও। সে তেজকে যদি বল সহঃ, তবে সেই সহঃ তোমায় সহনশীল করুক। এর দ্বারা তুমি সাহসী এবং তেজস্বী হও। আন্তর তেজঃ—প্রাণভূমিতে সাক্ষাদ্ভাবে যেটি প্রভাব বিন্যাস ও বিস্তার করে, তাকে যদি বল ওজঃ, তবে তুমি তার দ্বারা ওজস্বী এবং তিতিক্ষু হও আর নাভিনিষ্ঠ তেজঃকে যদি বল ভর্গঃ, তবে সে ভর্গঃ তোমার ধীকে ধীর হবার জন্য 'প্রচোদয়াৎ'। মনস্বী হও। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এর যে চন্দ্রমাঃ, তার তেজঃকে যদি বল রোচিঃ, তবে সে রোচিষের দ্বারা সবিতার ভর্গঃ হউক 'বরেণ্যং', ধীরের আপ্যায়নে হউক সম্প্রসন্ন। আত্মস্বী হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈখরী প্রভৃতি বাক্-চতুষ্টয় দ্বারা কিভাবে অমৃতে অভিনিষ্পন্ন হইবে ?

চতস্রো হি গিরঃ পাদাঃ সবিতুঃ পুরুষস্য বৈ।
পাদোঽস্য গোচরং বিশ্বং ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৯

বৈখরী প্রভৃতি চারিটি বাক্ সবিতা যে পুরুষ তাঁর চারিটি পাদ। তাঁর একটি পাদ (বৈখরী) এই গোচর বিশ্ব। ইহার মধ্যমাদি অপর তিন পাদ 'দিবি'—কিনা, এ গোচরের ঊর্দ্ধে যে লোক—তাতেই বিদ্যমান। সেই সাধারণ গোচরাতীত 'ত্রিপাৎ' অমৃত জানিবে। অর্থাৎ, অমৃতের পান্থ তুমি, মৃত্যু থেকে অমৃতে সরণি ঐ মধ্যমাপ্রমুখ তিনটি পাদের মাধ্যমেই জানিবে।

নেমিজ্ঞানেন মৃত্যুং বৈ দ্বে যানে চারবিদ্যয়া।
অমৃতং নাভিনিষ্ণাতো বিশ্বচক্রস্য জানত ॥১০

এই ভুবনচক্রের যেটি নেমি (দেশাবচ্ছিন্ন কালনেমি—The Time path as traced on the board of cosmic configuration), সেটিকে; বিশেষভাবে জানিলে মৃত্যুবিজ্ঞান লব্ধ হয়। প্রকারান্তরে সংখ্যাবিজ্ঞানে (জড়ে Quanta ইত্যাদির, প্রাণে অজপা, হংস ইত্যাদির) মৃত্যুবিজ্ঞান। এখানে সংক্ষেপে প্রসঙ্গ করা হইল। অরবিদ্যায় (অর্থাৎ, বিশ্বচক্রবিধারক যে সকল মূল ছন্দঃ তাদের বিজ্ঞানে) দেবযান পিতৃযান, শুক্লা কৃষ্ণা গতি ইত্যাদি অতিক্রান্তি বিজ্ঞান লব্ধ হয়। প্রথমে উৎক্রান্তি, পরে অতিক্রান্তি। এই অরবিদ্যাকে সাংখ্য-প্রত্যক্সংখ্যান বিজ্ঞান বলিয়াও বুঝিবে। শেষকালে, বিশ্বচক্রের যে নাভি (সবিতা) তাতে 'নিষ্ণাত' হইতে পারিলে, অর্থাৎ, সাংখ্য প্রসংখ্যান দুই-তেই নিষ্ঠিত হইলে সাক্ষাৎ অমৃত। নি+স্নাত, এই দুইভাবে সাংখ্য এবং প্রসংখ্যান এতদুভয়ের গ্রহণ হইবে। প্রসংখ্যানে নাভি বিজ্ঞাতও হয়, আবার চক্রসংস্থাবচ্ছেদক রূপে বিদীর্ণও হয়। জড়ের দেশে Nuclear Physics-এ এটি সম্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যস্ত-বিপ্লবীভাবে ; প্রাণের ভূমিতে এটি সহজেই হইতেছে, কিন্তু তবু ব্যষ্টি-সৃষ্টি আকারে। এই নিমিত্ত, বিশ্বের মৃত্যু-নেমিতেই, সংসৃতিতেই, সেটি প্রক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূর্নেমিং জহি বৈখর্য্যা মধ্যময়া ভুবর্হ্যরম্।
স্বর্নাভিং জহি পশ্যন্ত্যা পরয়া তুর্য্যগো ভব ॥১১

চক্রের যে গোচর নেমি ('এই'), তাকে যদি বল 'ভূঃ', তবে তার-চক্র-সমাচরণ বিধিতে তোমার বৈখরী জপ সে নেমিকে জয় করুক। এই ভাবে 'ভুবঃ' যে অর, তাকে জয় কর মধ্যমায়। পশ্যন্তী দ্বারা নাভি (স্বঃ), এবং 'ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ স্বাহা' রূপে পাদত্রয়ে তোমার জপহবন আহুতিটি দিয়া, শেষকালে পরায় এ তিনের অতীত, তুর্য্যগ হও। এই অবয়বত্রয় আবার যথাক্রমে ফল (resultants), ক্রিয়া (lines of operative energy) এবং কারক (origin operative centre) ইত্যাদি রূপ। পশ্যন্তী পর্য্যন্ত (যে পশ্যন্তী পর ও পরমে ও যায়, তাকে না ধরিয়া) ক্রিয়া-কারক-ফল-নিষ্পাদ্যতা বিদ্যমান থাকে। পরা স্বতোনিষ্পন্ন, সেখানে আর নিষ্পাদ্যতা নেই। এ তিনের অতীতা বলিয়াও পরা তুরীয়া বা তুর্য্যগা।

বাক্-চতুষ্টয়ের দ্বারা সূর্য্য-নারায়ণের চতুর্ব্যূহ রূপ ধ্যান করতঃ তেজস্বী, ওজস্বী ইত্যাদি হও

প্রত্যুম্নো বৈখরী গীশ্চানিরুদ্ধো মধ্যমা মতঃ।
সঙ্কর্ষণশ্চ পশ্যন্তী সূর্য্যনারায়ণঃ পরা ॥১২

এইবার বৈখরী প্রভৃতি চারি বাক্‌কে সূর্য্যনারায়ণের চতুর্ব্যূহ রূপে ভাবনা কর। বৈখরী প্রত্যুম্ন, অনিরুদ্ধ মধ্যমা, পশ্যন্তী সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেব সূর্য্যনারায়ণ স্বয়ং পরা। 'বাসুদেব' এবং 'নারায়ণ' এই দুই শব্দের যেটি নিগূঢ়ভাব, সেটিও সূর্য্যতত্ত্বে সুসমঞ্জস হইয়াছে। ধ্যান দিও।

বৈখরী গোচরঃ সূর্য্যো মধ্যমা প্রাণরূপতঃ।
মহাংশ্চৈব পশ্যন্তী প্রধানাধ্যক্ষতা পরা ॥
তেজ ওজস্তথা জ্যোতির্ভর্গো লভেত সংবিদি।
জ্যোতীরসো রসজ্যোতিঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিতি ॥১৩-১৪

প্রত্যক্ষগোচর যে সূর্য্য, তাঁর সমাশ্রয়ে এবং তাঁর প্রসাদে বৈখরী সিদ্ধি হয়। ফল, তেজঃ। প্রত্যক্ষ বিশ্বে সূর্য্য (তেজঃ) শক্তি এবং ছন্দঃ এ দুয়েরই বিপুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধার ও ভাণ্ডার। সুতরাং, সাবিত্রী গায়ত্রী জপাদি কর্ম্মে তোমার ব্যষ্টি আধারটাকে তেজঃ এবং ছন্দে আপূরিত করিয়া লও। সূর্য্যকে সমাশ্রয় করতঃ বিশেষভাবে 'সন্ধ্যামুপাসীত'। ইহা সূর্য্যের 'পূর্ব্ব' হিরণ্যগর্ভরূপ। তৎপরে জড় পরিচ্ছেদের বন্ধাদি অপনীত হইয়া যাইতে থাকিলে সূর্য্যকে প্রাণরূপে সদা স্বচ্ছন্দোগ দেখ মধ্যমায়। তখন হৃদ্দেশ হইয়াছে 'হৃদয়'। ফল, ওজঃ। তারপর, সূর্য্যকে সাক্ষাদ্ বা 'মধ্যম' হিরণ্যগর্ভ বা 'পূর্ব্বাদুত্তর' হিরণ্যগর্ভরূপে ধ্যানে মিলিলে (ধীমহি), তিনি হন 'মহান্'। এ মহান্কে দ্বৈতদর্শনের মহদ্ বুদ্ধির দৃশ্যমাত্র ভাবিও না। এখানে প্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বরূপ, এবং মহান্রূপে উত্তররূপ বলা হইল। ইনি দেন জ্যোতিঃ পশ্যন্তী। উত্তর হিরণ্যগর্ভরূপে সূর্য্যনারায়ণ মহান্ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। সত্ত্ববিশাল যে মহদ্বুদ্ধি (Cosmic Reason), তাকে তিনি উপাধি করতঃ দৃগ্-দৃশ্য-উভয়থা আপনাকে 'যেন' অন্যোন্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া সমস্ত কিছু দর্শন করেন। তোমার জপাদি সাধন পশ্যন্তী গ্রামে তুলিয়া লইয়া মনস্বী, জ্যোতিষ্মান্ হও।

হিরণ্যগর্ভরূপে সূর্য্যনারায়ণের পূর্ব্ব, উত্তর, মহোত্তর, অনুত্তর—চারিটি ভূমি।

অপর এবং পরাপর, এ দুয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টির উন্মেষ হইল। কিন্তু, এখনও অবশেষ—পরভূমি। মহানের পর প্রধান। এই মহা অশ্বত্থ পাদপে সমস্তদৃষ্টি হইলে তাতে অপরাদৃষ্টির শেষ; পাদপের 'ঊর্দ্ধমূল'টি সমস্তভাবে (comprehensively) দৃষ্টিতে আসিলে, পরাপরা দৃষ্টি। আর, মূলেরও মূল যে পরিণামী অক্ষর বীজ, তাতে সমগ্র (সর্ব্বতোঽবগাহিনী) দৃষ্টি হইলে, পরা। এখানে সূর্য্যনারায়ণ প্রধানের অধ্যক্ষতা করেন, কেননা, তিনিই—একাধারে 'নিধানং বীজমব্যয়ং' এবং 'বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ'। যদি হিরণ্যগর্ভ আখ্যাটি রাখ, তবে ইহা তুরীয়। 'সমুত্তর' বা 'মহোত্তর' (মহান থেকেও উত্তর) বলিতে পার। এ ভূমিতে সৌর তেজঃ এবং প্রকাশের যে রূপ, তাকে বল—ভর্গঃ। ছন্দঃকে সন্ধিতে রাখিয়া চন্দ্রমায় ইনি হন রোচিঃ। এরও পারে (তুরীয়াতীত) এক ভূমিও আছে। তাকে বল অনুত্তর। তদুত্তর আর নেই এও বটে, আবার সেখানে কোনও জিজ্ঞাসার উত্তর নেই, কেননা, সকল জিজ্ঞাসা তথায় পরমাবসান। তবে, 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যুগলকে কিছুতেই ছাড়িতে না চাও তো বল—ইহা একাধারে জ্যোতীরস এবং রসজ্যোতির ভূমি। এ কিন্তু একান্ত অভিন্নযুগল। তুমি শুধু একবার সূর্য্যে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলে—জ্যোতীরস; আর একবার চন্দ্রমায় রাখিয়া বলিলে—রসজ্যোতিঃ। একবার ঋষি, একবার কবি। একবার দ্রষ্টা, একবার রসিক।

এইবার সাধনের দৃষ্টান্ত—অভ্যারোহের সোপান চতুষ্টয়

বাক্চতুষ্টয়সম্বন্ধি হ্যভ্যারোহচতুষ্টয়ম্।
বাধাচতুষ্টয়ং তেন জহি গ্রন্থিচতুষ্টয়ম্ ॥১৫

পূর্ব্বোক্ত বৈখরী প্রভৃতি চারিটি বাক্, এবং তত্তন্নিরূপিত চারিটি ভূমি, জপাদি সাধনে অভ্যারোহের সোপান চতুষ্টয়রূপে আশ্রয় করিবে। 'সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ'—এই যুগ্মতত্ত্ব উক্ত অভ্যারোহে প্রচোদয়িতা, নির্ব্বাহয়িতা, বিভর্ত্তা, রসয়িতা এবং আপ্যায়য়িতা। গায়ত্রী এবং মধুমতী ঋক্দ্বয়কে ইহারা যথাক্রমে 'ভর্গসা' এবং 'মধুনা' (রোচিষা) বিনিয়োগ করেন। ছন্দঃ 'মিত্র'রূপে উভয়ের সন্ধি। এ সন্ধিতে আসিয়া সূর্য্য (হংস) হন 'ঋতং বৃহৎ', আর চন্দ্রমাঃ হন 'মধুক্ষরৎ'। এখন, এই সন্দীপনী 'অম্' আপ্যায়নী দুটি ধারাকে অবিনাভাবে বহমানা রাখিয়া, অবরোধাদি পূর্ব্বোক্ত বাধা চতুষ্টয়কে এক এক সোপানভূমিতে ক্রমে জয় কর। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিচতুষ্টয়ও বটে।

যথা বৈখরী জপজাত তেজোদ্বারা দেশনিমিত্ত বাধা—অবরোধ—জয় কর। সে জপে যে রস মিলে, তদ্ দ্বারা হৃদ্দেশ গ্রন্থি (জড়িমা, স্ত্যান, তামসভাব) মোচন কর—যেন বুকের একটা শক্ত গাঁট খুলিয়া গেল; আর, জপ কণ্ঠ থেকে কষ্টে নয়, বক্ষঃ থেকে সহজেই আসিতেছে। তারপর, মধ্যমায় আসিয়া কালজন্য বাধা—প্রতিরোধ—পরিহার কর। তুমি না চালাইলেও সে চলে। তখন, 'জপ হওয়া'। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়গ্রন্থি (রাজস) মোচন হোক্। শ্রুতি এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদের পরিসীমা বা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জপসূত্রতেও তমঃ রজাঃ প্রভৃতি রজোমার্জ্জনের ক্রমগুলি বলা হইয়াছে। তারপর, বিরোধ ও নিরোধ রূপ বাধাদ্বয়, এবং দুই প্রকারের হৃদ্গ্রন্থি—হৃল্লেখাকে স্বচ্ছন্দে ফুটিতে দেয় না যেটি, সেটি ছন্দোগ্রন্থি; আর হৃদ্বিন্দুকে স্বভাবে অপিহিত রাখে যাহা, সেটি বস্তুগ্রন্থি। পশ্যন্তী এবং পরার ভূমিতে যাইয়া এই দুই মর্ম্মৌকঃ গ্রন্থি মোচন কর। বেদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জাতবেদসে' মন্ত্রদ্বারা, প্রথম বাধা এবং গ্রন্থি ; 'ত্র্যম্বক' মন্ত্র দ্বারা কালবাধা এবং হৃদয়গ্রন্থি ; 'মধু বাতা' দ্বারা ছন্দোগ্রন্থি এবং বিরোধ বাধা ; আর 'গায়ত্রী' দ্বারা বস্তুগ্রন্থি এবং নিরোধ বাধা পরিহারে অভ্যাস কর। গায়ত্রীর 'বরেণ্যং' পদে সবিশেষ অবহিত হইবে। কেননা, এই স্থলে অগ্নীষোম, মিত্রাবরুণ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাক্ষাৎ সঙ্গত হইয়া এক এক বর্ণ দ্বারা এক এক বাধা ও গ্রন্থি মোচনায় উৎসুক রহিয়াছেন (ব+রে+ণী+য়ম্)। 'জাতবেদসে' মন্ত্রে 'আ' স্বর, 'ত্র্যম্বকে' 'ই' স্বর, 'মধু বাতা'তে 'উ' (মউ) স্বর, আর গায়ত্রীতে স্বয়ং ওঙ্কার (অউম নাদবিন্দু) ব্যাহরণ এবং অনুস্মরণে মুখ্যতায় রহিয়াছেন। দেশনিমিত্ত অবরোধ অপসারণে 'আ' ; কালনিমিত্ত প্রতিরোধ নিরসনে 'ই' ও 'ঈ' ; ছন্দোগত বিরোধ পরিহারে 'ম' যুক্ত 'উ' ; এবং বস্তুগত নিরোধ অপনয়নে নাদবিন্দু-মেরু সমাশ্রিত 'অউম' সবিশেষ সাধিষ্ঠ, ইহা মনে রাখিও। সঙ্গীতে সুষম স্বরবিতানে 'আ', সুস্পন্দ স্বর প্রলম্বনে 'ই', উদারায় সুগম্ভীর বেধনে 'উ', এবং স্বরের স্বালয়ে নাদশয়নে 'অউম' সমাশ্রয় করিতে হয়। রস আবেদনের দিক দিয়াও এ সবের নিজস্ব ব্যঞ্জনা আছে।

পুনশ্চ, বৈখরী সিদ্ধিতে হঠযোগ, মধ্যমায় লয়যোগ, পশ্যন্তীতে মন্ত্রযোগ, এবং পরায় রাজযোগ সিদ্ধির সীমায় উপনীত হও।

অভ্যারোহ চতুষ্টয়ে সমর্থ বীজচতুষ্টয়

হ্রীমৈমাদীনি চত্বারি বীজানি বৈ যথাক্রমম্।
সপ্রণবানি যুঞ্জীত বৈখর্য্যাদিষু সিদ্ধয়ে ॥১৬

বৈখরী প্রভৃতি অভ্যারোহের চারিটি ভূমিতে প্রণবসহ হ্রীঁ ঐঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই বীজ চতুষ্টয়কে যথাক্রমে সিদ্ধিকাম সাধক যোগ করিবেন। অর্থাৎ বৈখরীতে ওঁ হ্রীঁ, মধ্যমায় ওঁ ঐঁ, পশ্যন্তীতে ওঁ শ্রীঁ এবং পরায় ওঁ ক্লীঁ—এই মন্ত্র যোগচতুষ্টয়, বাধা এবং গ্রন্থি অপনোদন পূর্ব্বক তত্তদ্ভূমির সুষ্ঠুভাবে সাবকাশতাবিধানে সাধিষ্ঠ বুঝিবে। সর্ব্ববিধ জড় পরিচ্ছেদ ছিন্ন করিতে প্রথম বীজটি বজ্র ; প্রাণ প্রবাহকে ঊর্দ্ধগ ও ধামগ করিতে দ্বিতীয়টি ; জড়িমমুক্ত, প্রাণসমৃদ্ধ সর্ব্বাবভাসক সত্ত্বের সকল সম্পদ্ পূর্ণাৎ পূর্ণতর করিয়া ফোটাইয়া তুলিতে তৃতীয়টি ; আর, স্বধামের যেটি সমগ্রতা এবং পরিপূর্ণতা, তাতে তুলিয়া দিবার নিমিত্ত তুরীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজটি। প্রণব সঙ্গে, অধ্ব এবং ধাম এ দুয়ের আধাররূপে আছেনই। বাকের স্বভাবই হইল প্রণব। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এই স্বভাবের স্বরূপ-স্বরস কলন, ভরণ, পোষণ করেন। স্বয়ং স্বভাবে রহিয়া অক্ষরাদি সমস্ত কিছুতে অগ্নিমাত্রা, সোমমাত্রাদির সন্ধিবন্ধন করেন, এবং 'বরেণ্যং' আকৃতিতে তাদের সমতা-সমন্বয় বিধান করেন।

বাকে যে যুগ্মতত্ত্ব বীজের বীর্য্যে এবং শ্রীরূপে পাইলে, তোমার বহিঃপ্রকৃতিতে সে যুগ্মতত্ত্বকে মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে সন্দর্শন কর—

বহিঃপ্রকৃতিতে যুগ্মতত্ত্বের সন্দর্শন

বনস্পতির্বিবস্বান্ য ওষধিঃ সোমরূপতঃ।
গামাবিশতি যুগ্মং বৈ পয়ঃ সোমো হবী রবিঃ ॥১৭

ঐ যে অশ্বত্থাদি বনস্পতি দেখিতেছ, উহাকে বিবস্বানের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে দেখিবে। কেন—তা প্রাণপাদে সবিশেষ কথিত হইবে। ওষধি সোমের রূপ। কেবল 'পুষ্ণামি' নয়, সোমই ওষধি আকৃতি ধরিয়াছেন। এও পরে প্রাণপাদে বিবেচিত হইবে। পুনশ্চ, ঐ যুগ্মতত্ত্ব 'গামাবিশতি'—গো, পৃথিবী ইত্যাদিতে ব্যাপ্তিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গাভীরূপা গোতে যে পয়ঃ (রস), তাহা সোম; আর, যে হবিঃ (তেজঃ), তাহা রবি (অর্ক) জানিবে। গো=বাক্ ধরিয়া বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। সূর্য্য-সোম এইভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন বলিয়া ধাত্রী (আমলকী), বিল্ব, অশ্বত্থাদি বনস্পতি সমাশ্রয়ে জপাদি ফলপ্রদ ; বনস্পতির দারু সমিধ্‌রূপে হোমাদিতে প্রশস্ত। তুলসী একাধারে বনস্পতি ওষধির যুগলতনু ; সুতরাং, তুলসীর ভজনায় (সোম বা রসের মুখ্যতা নিবন্ধন) রসজ্যোতিঃ (প্রোজ্জ্বল রস) আপনীয়। রুদ্রাক্ষাদিতে জ্যোতীরস।

ওষধি বনস্পতির ফল-পত্র-পুষ্পাদিতে ঐ সূর্য্য-সোম যুগ্মতত্ত্ব প্রণিধান করিবে। প্রণিধান সূত্রটি এইভাবে বুঝিয়া লইবে—

জড়ে বিধীয়তে বুদ্ধিঃ প্রাণ আধীয়তে হি সা।
শুদ্ধসত্ত্বে সমাধানং সন্ধানমনুচেতসা ॥১৮

যতক্ষণ জড়-পরিচ্ছেদে রহিয়াছ, ততক্ষণ বুদ্ধি (বোধ, মনন-বিচার) সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়-বিধানেরই বাধ্য হয় ; বোধ-বিচারাদি জড়ীয়ই হইয়া থাকে। সূর্য্যনারায়ণের সাক্ষাৎ প্রভাবমণ্ডলে আসিয়া বিশ্বে ওতপ্রোত যে প্রাণ, তৎপর্য্যায়ে আসিলে বুদ্ধির 'আধান' হয়, বুদ্ধি 'আহিতা' হয়। তা হইলে, ওষধি, বনস্পতি, গাভী, নক্ত, উষা, পার্থিব রজঃ ইত্যাদিকে বদ্ধ সঙ্কীর্ণরূপে দেখিলে না, মুক্ত, উদার, স্বচ্ছন্দরূপে দেখিলে। তারপর, অনুচেতসের দ্বারা অনুসন্ধান ও সন্ধান সুরু হয় —বস্তুর নাভি, হৃৎ, স্বরূপের। এই সন্ধান সমাপন হইয়া সমাধান হয় শুদ্ধ সত্ত্বে। 'অনুচেতস্' শব্দটিতে অবহিত হও। 'নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ'—এই আন্ধ্য, এই জাড্য হইল অচেতসের তমসার দেশ। 'অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ'—এটি প্রত্যক্ বা অনুচেতসের অনুসন্ধিৎসা এবং অনুসন্ধানের সন্ধানী রশ্মিসন্নিপাতের ভূমি। বহিঃক্ষেত্রে দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণাদিতে যেমনটি করিতে হয়। এর পর কয়টি ভূমি পরে অন্তে সেই 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'। এটি পরম ও সমগ্র—এই ভাবে যদি হয় (as Pure Consciousness and as Perfect Consciousness), তা হইলে পরেরটি সম্পর্কে বলা যায়—প্রচেতসঃ। এই পদটি বহুবচনে প্রয়োগ না করাই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে বল প্রচেতাঃ। ইনি 'চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ' এবং 'আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'। ইনিই একর্ষি। তথা, একসূরি।

ভাবৃত্তি ও মধুবৃত্তির একত্র বিনিয়োগ

ভাবৃত্ত্যা মধুবৃত্ত্যা চ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দ্বয়ম্।
আলোচনে রসাস্বাদে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥১৯

বুদ্ধির দুটি মুখ্যা বৃত্তি—একটি আলোচন, অপরটি আস্বাদন। এ দুটিকে ভাবৃত্তি আর মধুবৃত্তি বল। বেদে—ঋচা ও সাম্না। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এতদুভয়কে যুক্ত করিয়া (যজুষা), স্বয়ং যুগ্মতত্ত্বরূপে আমাদের বুদ্ধিসমূহকে (ঋতেন ভর্গসা সত্যেন মধুনা) প্রচোদিত করুন। এ যুগ্মতত্ত্বের যেটি যজুঃ (আহুতি) রূপ, সেটি সাবিত্রী এবং মধুমতী ঋক্ দুটির অন্যোন্য পাদপুটিত মন্ত্রসহকারে হবনে অপূর্ব্ব জ্যোতীরসের নির্ঝর অঝোরে বহাইয়া দিয়াছে।

নিখিল বাচ্যবাচকাদিতে পাদমাত্রা কলাকাষ্ঠার বিনিয়োগ

পাদমাত্রে কলাকাষ্ঠে বীজেষু বৈজিকেষু চ।
বিদধাতে বিবস্বাংশ্চ চন্দ্রমা বেদমাতরি ॥২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগ্‌বীজে (যথা, প্রণব) অথবা বাচ্যবীজে (যথা, পাদপবীজ), কিংবা বাগ্‌বাচ্যবীজ থেকে যৎকিঞ্চিৎ সমুদ্ভূত (বৈজিক), সে সকলে পাদমাত্রা, কলা-কাষ্ঠা মূল 'অবচ্ছেদক' (categories) অবশ্যই প্রসক্ত (necessarily applicable) হইয়াছে। প্রণব অথবা কোন গাছের বীজ লইয়া এটি বুঝিয়া লইও। বেদমাতা গায়ত্রী স্বয়ং পাদমাত্রাদি বিজ্ঞানের এবং বিনিয়োগের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল। যথা—সপ্রণব ব্যাহৃতিত্রয়সহ গায়ত্রী চতুষ্পদী; অগ্নি ও সোমমাত্রা হিসাবে এতে চতুর্দ্দশমাত্রা, আর, কালমান (time measure) হিসাবে ষোড়শমাত্রা; এবং উদয় বিলয় দুই প্রণবে চারি চারি মাত্রা ধরিলে চতুর্বিংশতি মাত্রা। মধ্যমার ভূমিতে প্রণবদ্বয়ের উদয় এবং বিলয়বিন্দু। বৈখরীতে আসিয়া (বাচিকাদিরূপে ত্রিধা) চারিটি পাদে বিতান বা বিক্রমণ। উদয় বিলয় দুটিকে পাদদৃষ্টিতে 'সেতু' বল। মধ্যমার সেই আরম্ভ অবসান বিন্দুটিকে বল 'মেরু'। এখানে দুটি পরদায় বা গ্রামে গায়ত্রী লেখাটি দেখান হইল। কিন্তু বৈখরীর নীচে তিন, আর উপরে তিন গ্রাম ধরিয়া 'সপ্তগ্রামে' লেখাটি আলোচিত হইতে পারে। হওয়া উচিতও বটে।

শয়ীথাঃ, মা লজ্ঘীঃ

কলা বলিতে উদয় (প্রাতঃ), বিতান (মধ্যাহ্ন) এবং বিলয় (সায়াহ্ন) এই তিন বুঝিতে পার। অন্যভাবেও হইতে পারে। আর, কাষ্ঠা বা সীমা মধ্যমার ঐ মেরু বিন্দুটি। এখানে শয়ীথাঃ। মা লজ্ঘীঃ।

গায়ত্রীর দৃষ্টান্তে সূর্য্য চন্দ্রমা,—রাকা ও অমাবস্যা

প্রয়োজনীয় বোধে গায়ত্রীর দৃষ্টান্ত (আদর্শরূপে) বলা হইল। এখন, পাদমাত্রাদি এই আকৃতি চতুষ্টয়কে বিবস্বান্ এবং চন্দ্রমাঃ সহযোগে conjointly 'বিদধাতে'। এর মধ্যে পাদমাত্রায় বিশেষতঃ সৌরমুখ্যতা, কলায় কাষ্ঠায় সোমমুখ্যতা। যেমন, শুক্লা কাষ্ঠা পৌর্ণমাসী, কৃষ্ণা অমাবস্যা।

বরেণ্যমিতি চিদ্‌ব্যোম্নি সূর্য্যচন্দ্রৌ সহোদিতৌ।
রাকা পূর্ণোদয়ে তত্রামাবস্য বিন্দুশায়নে।
অমেতি নিত্যপূর্ণায়াং কলায়াং বসতস্ততঃ ॥২১

গায়ত্রী দৃষ্টান্তের অনুসরণ হইতেছে। 'বরেণ্যম্' এই পদে সূর্য্যচন্দ্রমা স্ব স্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমায় (ভর্গঃ এবং রোচিঃ) সহোদিত হইয়াছেন। এ এক পরমাশ্চর্য্য সম্মেলন। তারচক্রে এটি উর্দ্ধশিখর (zenith)। এটি রাকারূপে যুগ্মতত্ত্বের পূর্ণোদয়ের স্থল। এ রাকায় আবিঃ এবং রাত্রি উভয়েরই আপন আপন জ্যোতির সম্পূর্ণতা বুঝিও। ইহা পূর্ব্বোক্ত যে সপ্তগ্রাম বা ধাম (বৈখরীকে মাঝে রাখিয়া 'ধনে ঋণে' উপরে তিন, নিম্নে তিন), তাদের যে মধ্য নিরূপক বিন্দু ('শূন্য'), তার সাথে আসিয়া মিলিতেছে। মধ্য বিন্দুগুলির সংযোজক এক লম্ব রেখা টান, এবং 'লেখ'টি 'অঙ্কন' (সূর্য্যে) এবং 'রঞ্জন' (সোমে) করিয়া ফোটাইয়া তোল। সাধারণ ভাবে, উর্ম্মি-কলাটি চূড়ায় পূর্ণিমা ; সানুতল বিন্দুতে অমাবস্যা। শূন্য অমাবস্যার স্বকোটি। সাধারণ জপে, মধ্যমার মেরুবিন্দুতে যথাযথ নাদাবসানটি ঘটিলেই অমাবস্যা। অমাবস্যায় অরূপনাম বিশ্রান্তি করিয়া শান্ত, স্বস্থ হও।

'আধারমানন্দমখণ্ডবোধং
যস্মিল্ল্ঁয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ ॥'২২

রাকা ও অমাবস্যাস্থলে গ্রস্তভয়। তা থেকে মুক্তি কোথায় কিরূপে ?

বিন্দুতে শূন্যতা পূর্ণতা একত্র। সুতরাং, এই শূন্যে আসিয়াই পূর্ণকে (পৌর্ণমাসীকে) জ্যোতিতে ও রসে ভরপুর করিয়া মিলাইতে হইবে। ভরপুর বলিতে এক ক্রম ও কাষ্ঠার কথা আসিয়া থাকে। সাধারণতঃ, বিশ্ব ব্যাপারে সর্ব্বত্র, স্থূলে সূক্ষ্মে, উর্ম্মিভঙ্গিমায় বৃত্তি ঘটিতেছে। জপে সেই বিশ্ববৃত্তিটিকে উত্তরোত্তর ছন্দোগ, সুষম এবং ধামগ করারই যত্ন করিতে হয়। Partial Pattern থেকে খাঁটি Prototypeএ ফিরিতে হয়। সর্ব্বক্ষেত্রেই উর্ম্মির চূড়াবিন্দুকে 'পূর্ণিমা' আর সানুবিন্দুকে 'অমাবস্যা' মনে করা যায় বটে ; কিন্তু চিন্তা কর যে, বিশ্বপরিস্থিতিতে সর্ব্বত্র ঐ দুই স্থলেই বিশেষ করিয়া গ্রহণাশঙ্কা (রাহুকেতু ছায়াগ্রস্ত হবার ভয়), উদ্যত আয়ুধের মত শিরে নিপতনের অপেক্ষায় আছে। সুতরাং ঐ সব আভাসিক, প্রতিহন্যমান স্থলে যাইয়া চিদ্রশ্মি এবং চিন্মধুর কোন ধ্রুব সংস্থায় স্থিত হইয়া অপেতভীঃ হইলাম, ইহা ভাবা যায় না। চিরপৌর্ণমাসী আর নিত্য অমাকলার ঠাঁইটি কোথায় যেথায় সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ গ্রস্তভয়-ক্ষয়োদয়রহিতরূপে স্ব স্ব জ্যোতিষ্মান, এবং মধুমান্ মহিমায় দেদীপ্যমান? বিজ্ঞানও উর্ম্মিবিজ্ঞানে ধ্রুবকোটিটি (সংখ্যা-সংখ্যানের নাভি যে সাংখ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি) খুঁজিতেছে ; এখনও পায় নাই। প্রজ্ঞান সেটি মিলাইয়াছে অধ্যক্ষর লোকসমাশ্রয়ে—যথা, বৈখরী গায়ত্রী জপে ঐ 'বরেণ্যম্' আর মধ্যমায় অলঙ্ঘনীয় মেরুবিন্দু। লক্ষ্য কর যে, এই দুই অধ্যক্ষর ভূমিতেই পূর্ণিমা অমা (এবং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ) দেশকালাদি দ্বারা ব্যবহিত নয়।

কিন্তু মনে রাখ যে, ইহা কাষ্ঠা বা পরিসীমার সমাচার। তুমি আমি জপে লাগিয়াই—এই পরিসীমার সীমানায় পৌছিতে পারিনা। বর্ত্ম দীর্ঘ, প্রয়াস-বহুল। অধিভূত ভূমিতে চলিতে সুরু করিয়াছ ; নীরস, কৃচ্ছ্র, গুরু জপ-সাধনায়। এখানে গ্রস্ত-অস্ত-ব্যস্ত অমা-পূর্ণিমার একটি পলকের পরশেই তুমি অচিন্তিত আলোক পুলকের সাড়াটি পাইয়া গেলে ! অধিভূত থেকে চল অধি-দৈবত—জড় পরিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হইয়া প্রাণের স্বচ্ছন্দানুবন্ধে। সে প্রাণকেও আবার আপন অন্তরাত্মায় সূত্রিত, অন্বিত, সঙ্গত কর—Objective জপে যেটি 'পর' সেটি 'Self'রূপে হউক 'আপন'। এটি অধ্যাত্ম। এইবার পরভাব থেকে স্বভাবের পানে ফিরিলে। তবু দূরে। 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—এই ব্যহৃতিত্রয়কে সম্যক্ প্রসন্ন করতঃ এই তিন ভূমি অতিক্রম করিতে যত্ন কর। 'ভূঃ'কে তুষ্ট কর ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা। তদ্‌ব্যতীত তোমার 'এই' কদাপি তোমার অভীষ্টবর্ষী সিদ্ধিদ 'সেই' হইবেনা। 'ভুবঃ'কে তোষণ কর ভাব দিয়া। আর, 'স্বঃ'কে বিজ্ঞানে। শ্রুতির সেই—বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ।

জপধ্যানাদি সাধনে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের আশঙ্কা ও তার পরিহার

এ তিনে আরূঢ় হইয়া সত্যকার সমর্থ অধ্যক্ষর ভূমিতে অধিকার জানিবে। অর্থাৎ, তখনই, তার পূর্ব্বে নয়, গায়ত্রীর 'বরেণ্যম্' এবং 'মেরুবিন্দু' এই দুই পরমোন্মেষ (উন্মীলন) এবং পরমোপরম (নিমীলন)এর ঠাঁই তুমি সংবেদনে মিলাইতে সমর্থ হইবে। আর, তখন 'অধিযজ্ঞ' রূপ পরম পুমান্, কি করিবেন ? তোমার সমারব্ধ সংবেদনকে সেই নিত্য অমা পূর্ণিমায় মিলিবার নিমিত্ত "ধিয়ো-য়োনঃ প্রচোদয়াৎ"।

এইবার গ্রস্ত গ্রহণের কথা। ইহাও এক জাগতিক রহস্য, কেবল solar বা lunar eclipse ভাবিওনা। উর্ম্মিবিশেষ অথবা উর্ম্মিশ্রেণি, তার ছন্দে সুষম কি বিষম এই প্রশ্ন। ছন্দের বৈরূপ্য—বৈগুণ্যজনককে যদি ব্যাজ-বিঘ্ন বল, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন উর্ম্মিচ্ছন্দঃ এ দুয়ের কোনটি অথবা উভয়ের দ্বারা 'গ্রস্ত' হইতে পারে। গ্রস্তের মুক্ত হওয়া (মোক্ষ) আবশ্যক। বিশেষভাবে পাদমাত্রাসম্বন্ধি যে ছন্দঃ, সেটি গ্রস্ত হইতে পারে, অথবা কলাকাষ্ঠাসম্বন্ধি ছন্দঃ। প্রথমস্থলে সূর্য্যগ্রহণ, দ্বিতীয়ে চন্দ্রগ্রহণ। উর্ম্মি দৃষ্টান্তে সানুবিন্দু অমার (শূন্য) স্থল। এটি অবসান আরম্ভ, এ দুয়ের সমতার স্থল। এটি বিশেষভাবে সূর্য্যসংস্থা। সূর্য্যই অবসিত সমস্ত পদার্থকে পুনশ্চ সমারম্ভণ করেন। এ স্থলে কোন কারণে 'গ্রাস' হইলে বুঝিতে হইবে যে, অবসানও ঠিক হইল না, সমারম্ভও ঠিক হইবেনা। প্রণব, গায়ত্র্যাদি জপে এক এক শূন্য স্থলে (সানু বিন্দুতে), এবং বিশেষভাবে, মেরুবিন্দুতে, এই অমাগ্রাসটি কাটাইয়া উঠিতে হয়। মেরুবিন্দুতে নাদের ঠিক ঠিক বিলয় ঘটিল তো, আর তা থেকে পুনশ্চ নাদের ঠিক ঠিক উদয় হইবে তো? ইহাই প্রশ্ন। নাদ এ স্থলে সূর্য্য। তাঁর গ্রস্ত হওয়া মানে অপিহিত হওয়া। তাই না ছায়ার আপত্তি! গায়ত্রীজপে মেরুবিন্দুরূপা যে অমামুখ্যা, তাতে নাদের 'গ্রস্ত' হবার সম্ভাবনা প্রবল, এবং সেটি আমরা দেখিলাম। ইহা সাবধানে মনে রাখিতে হইবে যে, নাদের বিলয়-উদয়ে মেরুস্থলে 'গ্রস্ত' হওয়া আর স্বচ্ছন্দে বিন্দুলীন হওয়া এক বস্তু নয়। বিন্দুলীন হইলে নাদবিন্দু অথবা সূর্য্যসোমের পরিপূর্ণ মিলনটি ঘটিল। নাদজ্যোতিঃ আসিয়া বিন্দুসিন্ধুরসে নিষ্ণাত হইল, তুরীয়, এবং তুরীয়ের পর যে শান্ত, শান্তাতীতাদি পরমের 'নৈকটিক' ভূমিগুলি আছে, তাদের 'কোটি'তে আসিয়া উপনীত হইল। এ ভাবে, সচরাচর অপ্রকট ভূমিতে, রস-নিষ্ণাত নাদ আবার, ধ্রুবকোটির বা অমার অঙ্কে যেন নবভূমিষ্ঠ হইয়া, নবায়-মানতায় সমুদিত হইতেছেন। প্রাকৃতস্থলে, সুষুপ্তিরূপ 'ব্রহ্মপুরে' অভিনিষ্পন্ন হইয়া প্রত্যহ জীব যেরূপ জাগরে ব্যাপারবান্ হয়। প্রণবাদি জপসাধককে এই মেরু-বিন্দুনিষ্ণাত অভিন্নজ্যোতীরসে অভিসম্পন্নতাটি যথাসম্ভব মিলাইবার যত্ন করিতে হয়। এই বিন্দুমেরুরূপ 'মহাবিষুব' স্থলে নিষ্ণাতলীন হইতে যাইয়া গ্রস্তভীতি একান্তভাবে কাটাইবে কখন? যখন 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই মহাব্যাহৃতিত্রয়, এবং 'অ-উ-ম' এই মাত্রাত্রয়ের পর তুরীয় (মহঃ) অথবা তুরীয়া (অর্দ্ধমাত্রা), সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিচ্ছিন্ন পাদমাত্রাকলাদিরূপে না বৃত্তিমান্ রাখিয়া চিরকাষ্ঠায় অভেদে মিলাইবেন—যে কাষ্ঠার পরম পরিশুদ্ধিতে সূর্য্য হন 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ', আর চন্দ্র বা সোম হন 'রসানাং রসতমঃ'। চিদাকাশজ্যোতিঃ এবং চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা পরস্পর অভেদ আলিঙ্গনে মিলিলে—কুতস্তমঃ কুতঃ কষায়ঃ কুতোভয়ম্? সূর্য্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমের বিচ্ছেদে, বিগ্রহেই গ্রস্তভীতি। অধিভূতস্থলে কখনও এই পৃথিবী, কখনও বা ঐ চন্দ্র 'মাঝে' আসিয়া ঐ বিচ্ছেদটি ঘটায়। অধিদৈবতাদি স্থলেও বিচ্ছেদ, তবে অন্য আকৃতিতে। যথা—অধ্যাত্মস্থলে, জপ যখন চলিতেছে, তখন জপকর্ম্মের মুখ্য নির্ব্বাহয়িতা প্রাণ যদি জপের ঠিক অনুকূল ঋতচ্ছন্দে না চলিয়া অনৃত বিরুদ্ধ ছন্দে চলে, তবে ফলে হইল সূর্য্যগ্রহণ; আর, মন যদি জপের মরমী রসে নিষ্ণাত না হইয়া দৌর্ম্মনস্য বিকল্পাদি কষায়ক্লিষ্ট থাকে, তবে হয় চন্দ্রগ্রহণ। মন (চন্দ্রমা) আপন বৈমুখ্য-বৈমনস্যে প্রাণ (সূর্য্য)কে আচ্ছন্ন করিলে প্রথমটি; আর, বাক্, শরীর, পরিবেশ—এদের স্থূল, গুরু সম্বেগ সংস্কার-গুলি (পৃথিবী), মনকে চাপিয়া ধরিলে দ্বিতীয়টি।

যে কোন ভবঘটনার উর্ম্মিচূড়াবিন্দু আর সানুবিন্দু লইয়া পূর্ণিমা-অমা, আর সেই সেই স্থলে 'গ্রস্ত' হ'বার সম্ভাবনা দেখিতে যাইয়া বিশেষ প্রসঙ্গে গায়ত্রী জপের দৃষ্টান্তে আসিয়াছি। 'প্রচোদয়াৎ' এর পর যে ওঁ, তাঁর বিন্দুতে স্বচ্ছন্দে 'লীন' না হইয়া 'গ্রস্ত' হবার আশঙ্কা খুবই থাকে। গ্রস্ত হইলে বোধ হইবে 'হঠাৎ' (by jerk as it were) থামিয়া গেল (অবরোধ); হঠাৎ যেন লাফাইয়া পড়িয়া (by jump as it were) 'চুরমার' হইয়া গেল (প্রতিরোধ); হঠাৎ আক্ষিপ্ত হইয়া (by spasm as it were), তার সুষমচ্ছন্দঃটি (harmonic wave pattern) হারাইল (বিরোধ); অথবা সে আর নাদ-বস্তুটিই রহিল না (উম্ এর মত কৃত্রিম বহিঃস্বরে পরিণত হইল), এটি নিরোধ। এ চারিটি বাধা কাটাইয়া তাকে বিন্দুশয়ানে উপনীত হইতে হইবে। উদয়ের কালেও অনুরূপ ব্যাজ-বিঘ্ন আছে। 'মূল' থেকে ধীরে ধীরে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ মাধ্যমে উদয়, উত্তম কল্প। নাভি থেকে মধ্যম; হৃদয় থেকে অনুমধ্যম; কণ্ঠ মাত্র থেকে অধম।

সীমা ও পরিসীমা—কলা ও কাষ্ঠা

গ্রস্তোদয়ঞ্চ গ্রস্তাস্তমুভয়ং মুঞ্চ যত্নতঃ।
পাদমাত্রাকলামৈত্রং বরেণ্যং নয়তূদয়ম্ ॥২৩

পূর্ব্বোক্তক্রমে মেরুবিন্দুতে নাদের অস্ত এবং উদয় যাতে 'গ্রস্ত' না হয়, সে পক্ষে অবহিত এবং যত্নবান্ হইবে। এটি (বিন্দুমেরু) বিশেষভাবে 'অমা'র স্থল বলা হইয়াছে। ঊর্দ্ধে সমসূত্রে অপর মেরু—নাদমেরু। এটি পূর্ণিমার স্থল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদমাত্রাকলা, এ তিনকে মৈত্র সম্বন্ধে রাখিয়া এই স্থলে বরণীয় যে উদয়কাষ্ঠা (পরিসীমা) সেটি প্রাপ্ত হও। বিন্দুমেরুতে লয়কাষ্ঠা হইয়াছে অথবা হবার সযত্ন প্রয়াস হইয়াছে। এই নিমীলন আর উন্মীলনের পরিসীমা স্থল দুটিতে 'অপাকৃত' হইলে চলিবে না। কাষ্ঠা অপকাষ্ঠায় নিজেকে বিফল, অপহৃত হইতে দিলে হইবে না। গায়ত্রীতে 'বরেণ্যম্' উন্মীলন কাষ্ঠার স্থল। আগে 'সবিতুঃ' পদটি আছে। সবিতা এস্থলে নিজেকে নাদশেখরে সমুদিত করিতেছেন। 'ণ্যম্' ভাগটিকে (কলা) 'ণীঅম্', এইভাবে দীর্ঘ এই স্বরাবলম্বনে পরিপূর্ণতায় ফুটিতে দাও। সেরূপ ফুটিলে কি চরিতার্থতা সাধিত হয়? নাদ-বাহিতায় বিন্দু মজ্জমান না রহিয়া পূর্ণকলায় বিকশিত হন। ফলে, শেখর স্থলটি (বরেণ্যম্) নাদবিন্দু-শেখর বা সোমার্দ্ধ-শেখর। এস্থলে বিন্দুকে তাঁর পূর্ণ প্রকটন পরিচয়ে সমুদিত দেখিয়া নাদ যেন তাঁকে বলেন—তুমি থাক অভিব্যক্তি কাষ্ঠায় বা পরিসীমায়, আর আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী কলারূপটি ধরি। তুমি হও জ্যোতির্ঘন রস (সোম) অভিব্যক্তির পরিসীমা; আর, আমি হই তোমার পরিপূর্ণ আলোকরসের আধ আধ, নব নব ঋধ্যমানা কলা। এ কলার ভূমিকা সঙ্গে ও পাশে না রহিলে সীমা কোনদিনই জানিবে না যে সে পরিসীমা। কলা আছে তাই না কাষ্ঠা!

সাপেক্ষভাব

যদি বল—এতো সাপেক্ষ সীমাত্ব। পরস্পরের অপেক্ষায়, তুলনায়, কলা বলে—তুমি আমার কাষ্ঠা, কাষ্ঠা বলে—তুমি আমার কলা। যে কোন উর্ম্মিচূড়া বা শিখরে আরূঢ় হইয়া এই অপেক্ষাটি বুঝিয়া লও। একদিকে—ক্রমোন্নত, অন্যদিকে ক্রমনিম্ন কলাবিন্যাস—আরোহ আর অবরোহ। ভাব আর বোধের ভূমিতেও এটি দেখিয়া লও।

অনপেক্ষভাব এবং সেটি কোথায় কিভাবে মিলাইবে?

কিন্তু অনপেক্ষ ভাবটি? সেটি 'প্রায়িক' (approximate) রূপে মিলে যে কোন সানু বিন্দুতে, শূন্যবিন্দুতে—at the neuter point—অবসান আরম্ভের সন্ধিস্থলে। এখানে তো 'স্থির' হইয়াছি, কিন্তু হয়ত' আবার ওঠানামার নাগর দোলায় পড়িতে হইবে। আর পড়িতে যাতে না হয় তার জন্য খোঁজ ধ্রুবকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় ? সেই অমাস্থল মেরুবিন্দুতে। এখানে নাদ-কলাসুবলিততনু বিন্দু আর কোন অপেক্ষার পটভূমিতে পূর্ণপ্রকটনে বিরাজমান নন। এখানে, নাদ এবং কলা—দুই-ই বিন্দুর অপর নিরপেক্ষরূপে নিমীলিত। স্বয়ং নির্ব্যূঢ় পরম কাষ্ঠা না হইলেও, তার অব্যবধান প্রান্তভূমি। মহামায়া বা পরব্রহ্ম এই 'বিন্দুমায়া'কে সাক্ষাৎ মাধ্যমে রাখিয়াই অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে আসেন। 'ব্রহ্মাস্মি' অববোধের কেন্দ্রবিন্দু। রসানুভূতিতেও এই পরম নিমীলন বিন্দুটিকে মিলাও। সেই প্রমুদিত রাসশতদল আবার ভাব। এখানে প্রকাশ এবং রস দুই-ই এক মৌন অব্যক্ত পরমতায় মিশিতে যাইয়া তাদের কলাকলিত, পাদনিষ্পাদিত, মাত্রাসম্মিত রূপটি পরিহার করে।

নাদের গ্রস্তাস্ত এবং গ্রস্তোদয়

অপর সানুবিন্দুর সঙ্গে বিন্দুমেরুর এই অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা। নাদমেরুতে অথবা শিখরে (যথা 'বরেণ্যম্') বিন্দুরূপ সোমকে নাদকলাসহকারে আপন রস পৌর্ণমাসীতে পূর্ণ ই ফুটিতে দিতে হইবে। পাদমাত্রাকলাদির বোধভাবাদির বৈরগ্রাসে 'গ্রস্ত' হইয়া নিষ্প্রভ বা 'কুণ্ঠিতপ্রভ' উদয়ে হইবে না। আর, বিন্দুমেরুতে বিন্দু 'অমা' বা নিত্যই আছেন ; তাঁর পরম 'তটস্থ' অব্যক্ত অভিসম্পন্নার ভূমি মাগিতেছে যে নাদ, সেটির গ্রস্তাস্ত অথবা গ্রস্তোদয় হইলেও চলিবে না।

ধ্রুবকোটি ধ্রুব বলিয়া মিলিবার আগে

এ ধ্রুব বা 'অমা' স্থল হইতে আবারও চলিতে হয়—পুনরুদয়ায় ? এ ধ্রুবে আসিয়াও পুনরাবর্ত্ততে চক্রম্ ? না। তবে 'অমা'র যে 'মা' তাঁকে ধ্রুব খাঁটি করিয়া মিলাও। তারপর, 'ন স পুনরাবর্ত্ততে'। প্রণবাদি সহকারে সাধনা তো ঐ নিমিত্তই। খাঁটি করিয়া ঐ ধ্রুবকোটি (The 'Point' that opens into the Absolute) মেলার পরও যদি বা ঘোর, তবে, সে ঘোরা সেই রাসমণ্ডল-বিমণ্ডল দোল ! বুঝিলে ? না বোঝার সময় হয়তো, জপের মালা প্রাণের হিরণ্ময় সূত্রে গাঁথিয়া মনের মণিমেখলায় ঘুরাইয়া যাও।

গ্রহণে গঙ্গাস্নান পুরশ্চরণাদির অধ্যাত্ম মর্ম্ম

গায়ত্রী জপের দৃষ্টান্ত লইয়া নাদবিন্দুকলার উদয়-বিলয়-অনুদয় অবস্থাগুলি সংক্ষেপে দেখিয়া লইলাম। প্রণব অথবা যে কোন বীজ (যথা, হ্রীঁ), অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে ঐ অমা-পূর্ণিমার মেরু দুটিতে সবিশেষ অবহিত হইয়া জপ করিতে হইবে। অর্থাৎ, পূর্ণ উন্মীলন আর পূর্ণ নিমীলনের স্থলদুটি। এই দুই স্থলেই গ্রহভীতি আর গ্রহণ বা গ্রস্তাশঙ্কা বলীয়সী। সচরাচর গ্রস্তাস্ত এবং গ্রস্ত—উদয়ই তো ঘটিতেছে। হইলে, তৎকালে বিশেষ ভাবে গঙ্গাস্নান, পুরশ্চরণাদি কৃত্য। গং+গা=নাদ—বিন্দুর অবিনাভাব বহমানতা। তাতে অবগাহন কর। আর, সংখ্যাদি সঙ্কল্পপূর্ব্বক যথাবিধি পুরশ্চরণে লাগ। জপের গ্রস্তভাব কাটাইতে এ দুটি উপায় উত্তম। প্রথমটি বিশেষ ভাবে প্রাণ এবং রাগমার্গ; দ্বিতীয়টি ক্রিয়া ও বিধিমার্গ। প্রথমটি দ্বারা 'গং' (কিনা, নাদ—বিন্দুরূপ প্রাণব্রহ্ম) 'গচ্ছতি'; দ্বিতীয়ের দ্বারা গ্রস্তাদি বাধা নিরসনপূর্ব্বক 'পুরতশ্চরতি'—সিদ্ধিতে অগ্রসর হয়। (শুভ) সঙ্কল্প দ্বারা বস্তুগত বাধা; তাতে নিতরাং স্থিতিঃ বা নিষ্ঠা দ্বারা দেশবাধা; সংখ্যা পূরণের দ্বারা কালবাধা; জপাদিতে ছন্দোগ হইয়া ছন্দোবাধা; ভগবানে ফলসমর্পণে পাদমাত্রাদিগত বাধা এবং যৎকিঞ্চিৎ কার্পণ্যবাধা পরিহার কর। হবনে জপশক্তিকে সাক্ষাৎ তেজঃ, ওজঃ এবং ভর্গঃ আকারে আহরণ কর; এবং শান্তিবচন, ধ্যান, স্তব কীর্ত্তনাদি দ্বারা তার অমৃতাভিষেকও কর। এই পুরশ্চরণের প্রসঙ্গ পরে আসিবে।

গ্রহণকালে পৃথিবীর সমসূত্রে আসা—এর তাৎপর্য্য কি ?

গ্রস্ত আশঙ্কাবারণের নিমিত্ত সূর্য্য-চন্দ্রমা (বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নাদবিন্দু) কদাপি 'পার্থিব' সমসূত্রে আনিও না। অর্থাৎ, তোমার সাধারণ বৈখরীবাক্, এবং তৎসহ সাধারণ প্রাণন এবং চিন্তন, যে 'level' বা পরদায় রহিয়া তোমার এই মামুলি জীবনযাত্রাটি চালাইতেছে, সাবধান! তোমার বীজনামাদি জপ (বিশেষতঃ নাদবিন্দু) যেন সে পরদায় থাকিয়া যায় না, বা তাতে নামিয়া আসে না। বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের Energy level high হওয়া চাই-ই। জপের potential and kinetic planeদ্বয় তোমার 'পার্থিব' planeএ আসিবে না। আসিলে সঙ্কট। 'পার্থিব' মানে যাতে জড়তা পরিচ্ছেদ (rigidity, mutual exclusion ইত্যাদি) ঘটে। 'পৃথিবী' তত্ত্বের সঙ্গে গুলাইও না। ইনি দ্যৌঃ এবং অন্তরীক্ষ সহকারে ভজনীয় তত্ত্ব। পূর্ব্বখণ্ডে এ সকল সূত্রিত, ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বীজ-নামশক্তি পৃথিবী তত্ত্বে 'ধারণ' করার নিমিত্ত ভগবানের কৌর্ম্ম আকৃতি। উর্দ্ধে উত্তোলনের নিমিত্ত বারাহী; ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপে আন্তর বা অধ্যাত্ম হোম কিভাবে ভাবনা করিবে ?

অক্ষরমক্ষরব্রহ্ম চেকারাদ্যগ্নিদীপিতম্।
নাদবিন্দু রবীন্দু চ সূর্য্যসোমাগ্নিমূর্ত্তিভৃৎ ॥২৪

মন্ত্রে যে অক্ষর (বর্ণ), তাঁকে অক্ষরব্রহ্ম ভাবেই জানিবে। তন্মধ্যে 'ঈকারাদি' রূপে (যথা হ্রীঁ) তিনি দীপক (উর্জ্জস্বান্) অগ্নি। শীর্ষে নাদবিন্দুকে সূর্য্যসোম জানিবে। অতএব, অক্ষরব্রহ্ম, মন্ত্রে অগ্নি-সূর্য্য-সোম এই মূর্ত্তিত্রয় ভরণ করেন। সুতরাং—

হোমে তদক্ষরং বেদীমীকারাদীন্ হুতাশনম্।
নাদাহুতিঞ্চ স্বাহেতি সুতঃ সোমশ্চ বিন্দুনা ॥২৫

বীজাদি সহকারে যখন হোম করিবে, তখন ভাবনা কর যে সেই অক্ষরই তোমার বেদী; ঈকারাদি দীপিত, উর্জ্জিত স্বর সে বেদীতে আহিত এবং উদ্দীপিত হুতাশন; 'স্বাহা' বলিয়া তাতে আহুতি দিতেছ—নাদ; আর, সোম (অমৃত), বিন্দুরূপে সেই নাদমহিম্নি সমুজ্জ্বল অগ্নিতে অভিষুত হইতেছে। এটি না হইলে যজ্ঞফল যে অমৃত, সেটি লব্ধ হয় না। এখানেও সূর্য্যাগ্নিসোম এ ত্রিতত্ত্বের পরস্পর উপকুর্ব্বাণ অবিনাভাবটি বুঝিয়া লও।

বাগগ্নেঽবনাগ্নের্বৈ ফলং দশগুণং ততঃ।
প্রাণে দশগুণং তস্য লক্ষং ভাবেঽমৃতং চিতি ॥২৬

যজ্ঞফল যে অমৃত, সেটিকে কাষ্ঠায় দেখাইবার নিমিত্ত বলা হইতেছে—বাকে যে অগ্নি, কেবল অথবা মুখ্যতঃ তাতে জপযাগ করিলে যে ফল, তার দশগুণ ফল হোমাগ্নিতে বীজাদি সহ আহুতি করিলে। (এই জন্য, পুরশ্চরণের সংখ্যার দশমাংশ হোম করার বিধি আছে।) তারপর, বাহ্য অগ্নি স্থলে প্রাণাগ্নিতে (প্রাণায়াম, শ্বাসজপ ইত্যাদি) বীজাদি হবনে আরও দশগুণ ফল। ভাবধ্যানের অগ্নিতে লক্ষগুণ ফল। আর, চিদগ্নি বা ব্রহ্মাগ্নিতে হবনে সাক্ষাৎ অমৃত। শ্রীভগবানে বা ভগবতীকে সর্ব্বসমর্পণে এটি সাধ্য হয়। এখানে বাক্, এবং হোমাগ্নিকে অগ্নিস্থানীয়, প্রাণকে সূর্য্য এবং ভাবকে সোমস্থানীয় ভাবনা করিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ামাত্রে চূড়া এবং সানুস্থলে বীর ও ধীর হইতে হইবে

গ্রহণের প্রসঙ্গ অত্র আর অনুসরণ করিব না। তবে, এ সম্বন্ধে আর দুইটি কথায় প্রণিধান কর। প্রথম, পূর্ব্বোক্ত চূড়ামেরু এবং সানুমেরুতে বিশেষতঃ গ্রস্তসঙ্কট সম্ভাবনার কথা। প্রকৃতিতে সর্ব্বত্র জড় প্রাণ, মন—সর্ব্ব স্থলেই এটি পরীক্ষা করিয়া বুঝিও। মৃত্যু, এমন কি মধ্যস্থলে কোথাও চরম এবং বিপ্লবী সংঘর্ষটি সংঘটিত হয় না। দৃষ্টান্তে যাইলাম না। তবে একটা মাত্র—ঐ বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘ, আর এই বিপরীত বিদ্যুদ্গর্ভা পৃথিবী। অশনি সম্পাত বিনিময়টি হবে কখন? উভয়কেই 'অধিমাত্র' হইয়া তীব্র সম্বেগসম্পন্ন হইতে হইবে। চূড়ায় উঠিয়া তোমার 'উর্জ্জিত' বা kinetic শক্তিকে যখন সর্ব্বাধিক পাইলে, তখন, তখনই তার নিম্নতলে পড়ার সম্ভাব্য ঝোঁকটি (potential drag) সর্ব্বাধিক। পুনশ্চ, সানুবিন্দুতে স্থির হবার ঝোঁক (rest potential) যেখানে সর্ব্বাধিক, সেখানে তোমাকে ঠেলিয়া সরানর ঝোঁক (moving potential) টিও সর্ব্বাধিক। এই নিমিত্ত চূড়ারূঢ় হইয়া 'বীর', আর সানুপীঠে আসিয়া 'ধীর' হও।

যেটি সাধ্য ও যেটি বাধ্য তাদের চরম সংঘর্ষের স্থল কোথায়?

বাধিকা সাধিকা চাপি চতুর্ব্বৃত্তা হি রোধিকা।
সাধ্যং বাধয়তে সা চ বাধ্যং সাধয়তি ক্রমাৎ।
সাধ্যসাহসকাষ্ঠায়াং ভূয়িষ্ঠো বাধ্যবিক্রমঃ ॥২৭

রোধিকা শক্তি চারি আকারে বৃত্তিমতী হইয়া থাকে। সাক্ষাদ্ভাবে—বাধিকা এবং সাধিকা (যেখানে, যথা চিত্তবৃত্তি, রোধ করতঃ কোন ফল, যথা যোগ, সাধিত হয়)। আবার, অপর দুটি স্থল আছে, যেখানে ঠিক সাক্ষাদ্ভাবে নয়, কিন্তু ক্রমসম্বন্ধে, রোধিকা কি করে?—যেটি বাধ্য (বাধযোগ্য), তাকে ক্রমশঃ সাধক করিয়া তোলে (যেমন, কোন বিষের অল্পমাত্রায় ক্রমিক 'ভেষজ' প্রয়োগে রোগ বিষ নিবারণ); আবার, যেটি সাধ্য, সাধন যোগ্য, তাকে বাধ্য—বাধিত, বাধযোগ্যও করে। এর দৃষ্টান্তও চিন্তাকর। এখন, ক্রম বলিতে কাষ্ঠাও আসিয়া থাকে। তাই দেখ—যে স্থলে সাধ্য সাহসের কাষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(the top level of success co-efficient or fruition factor), সেখানেই বাধ্য বিক্রমটিও 'ভূয়িষ্ঠ' (at its highest efficiency level)। সেই তো সাধ্য-বাধ্যের উভয়ের 'অধিমাত্র' হইয়া চরম সংঘর্ষ করার স্থল। এখানে বাধা যেরূপ অজেয় দৈত্যমহাবলরূপা, সে বাধা নিরসনেও তদ্রূপ অমোঘ কোন 'আয়ুধ' শক্তি সমাশ্রয় করিতেই হয়। এখন, লক্ষ্য কর যে, গায়ত্রী ব্যাহরণে ছয়টি 'শূন্য' আর ছয়টি 'পূর্ণ' স্থল আছে। বিন্দুমেরু ('Origin') থেকে প্রবৃত্ত-প্রত্যাবৃত্ত ছয়টি উর্ম্মিলেখ পরীক্ষা করিয়া এটি বোঝ।

গায়ত্র্যাদি ব্যাহরণে শূন্য ও পূর্ণ স্থল, আর তাতে গ্রস্ত ভয় নিবারণ

গায়ত্র্যাদি ব্যাহরণে উক্ত পূর্ণ শূন্য স্থলগুলি এই ভাবে সমীক্ষণ করিবে—

ষট্ শূন্যানি সুখং স্পৃষ্ট্বা ষট্ পূর্ণানি ক্রমান্বয়ম্।
শূন্য-পূর্ণ স্থলে ব্রহ্ম-সংস্পর্শসুখমশ্নুতে॥
স্পর্শং গ্রসেত ন স্পর্শে পূর্ণং ন নাদশেখরে।
কলাং নাদকলায়াং ন বিন্দুং ন শূন্যপূর্ণতঃ॥
পাদেন পঠ্যমানস্য মাত্রায়াং যচ্চ মীয়তে।
নাকলিতং কলায়াং বা কাষ্ঠায়াং যৎ সমাপ্যতে॥২৮-৩০

মেরুবিন্দু শূন্য-পূর্ণ উভয়ের একত্র হবার স্থল। সপ্রণব গায়ত্রী ইত্যাদি ব্যাহরণ করার সময় এই মেরুবিন্দুর যে শূন্যকলা (aspect), সেটিকে 'স্পর্শ' করিয়া, অথবা তার তটস্থ হইয়া (as closely as possible to the 'origin') আরম্ভ করিতে হয়। বাক্, প্রাণ এবং চিত্ত-এ ত্রয়ী একটা ধীর-তার উপযোগে (requisite level এ) উপনীত হইতে না পারিলে, এরূপ তটস্থ সমারম্ভও সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং এটি সাধন, ভাব এবং বৈরাগ্য, এ তিনেরি কথঞ্চিৎ সৌষ্ঠবের অপেক্ষা রাখে। সঙ্গীতে যেমন কোন রাগ আলাপনে যেটি সে রাগে ধ্রুব বা বাদী স্বর, তাতেই ঠিক আরম্ভন এবং তাতেই আধার রূপে স্থিতিটি সহজে আদায় হয় না। যাই হোক্, এটি ধরিয়া ছয়টি 'শূন্য' স্থান (potential points)। এ ছয়টি স্থলে ব্যাহরণ কালে সুখং (সহজে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে। নাদ সম্বেগে (kinetic momentum দ্বারা) এ কয়টি স্পর্শস্থল যেন 'গ্রস্ত' (merged or bypassed) না হয়। একে বল স্পর্শগ্রাস।

তারপর, আদি অন্তে দুটি প্রণবসহ ছয়টি উর্ম্মিচূড়া বা পূর্ণের স্থল। এ স্থলগুলিতে বাক্-প্রাণ-চিত্ত-উর্ম্মি—উন্মেষের এক এক (আপেক্ষিক) কাষ্ঠাস্থানে আসিয়া এক এক বিশেষ সুষম আকৃতি (parabola ইত্যাদি) গ্রহণ করে। এ আকৃতিগুলিকে অব্যাকৃত (unmanifest), অতিব্যাকৃত (over-manifest), অব-বা ন্যূন-ব্যাকৃত (under-toned), এবং বিকৃত (unsymmetrical)—এই চার দোষ থেকে মুক্ত রাখিয়া চলিবে (সঙ্গীতে যেমন)। যদি প্যারাবোলা আকৃতি হয়তো উহার যথার্থ vertexটি প্রদর্শিত হওয়া চাই। এটি সযত্নে সাধিতে হয়। সুষম নাদবাহিতার যে অক্ষ (axis) চলিতেছে, তার সম্পর্কে বিষম, ভগ্ন অনুপাতে (in eccentric relation), উক্ত উর্ম্মি শ্রেণীটি চলিবে না। শেষকালে, শূন্যপূর্ণ একত্র মিলিবার স্থল যে বিন্দু-মেরু, সেখানে সমাপনটি (close up) ঠিক ভাবে হইলে গীতার কথায়—'ব্রহ্ম সংস্পর্শমুখমশ্নুতে।' এটি অভিসম্পন্ন হবার স্থান; এখানে অবশ্যই শান্ত হইবে, এবং ক্রমোপসংহারে আত্যন্তিক সুখী হইবে। তখন অভিনিস্পন্ন—আর ক্রিয়ানিস্পাদ্যতা নাই।

ছয়টি শূন্যের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ, নিত্য (অ-মা) আছে, তা দেখিয়াছ। তেমনি আবার ছয়টি পূর্ণ স্থলের মধ্যে একটি সমধিক উৎকর্ষের স্থলও আছে (পূর্ণিমা),—ইহাও দেখিয়াছ। গায়ত্রীতে এটি 'বরেণ্যং'। এটি নাদবিন্দু কলা, এ তিনকেই মহামহিম্নি ফুটাইবার স্থল। একে মহিম কাষ্ঠাবল। আর, মেরুবিন্দু হইল (তাতে অভিনিস্পন্ন হইলে) পরম কাষ্ঠা। স্পর্শ এস্থলে 'ব্রহ্ম-সংস্পর্শ'। আগেরটি অতিশয়ের উৎকর্ষ; পরেরটি নিরতিশয়। এই বিভেদটি বিভাবনীয়। এই বার সতর্ক রও যাতে ঐ কয়টি স্পর্শ স্থানে স্পর্শগ্রাস না ঘটে; নাদকলা স্থলগুলিতে (up and down wave aspects স্থলে) কলাগ্রাস সংঘটিত না হয়। সে সকল স্থলে bulging in or out—(অযথা অন্তর্বহিঃস্ফীতি) যেন নাদবিতান আকৃতিসৌষ্ঠব (symmetry & curvature) ক্ষুণ্ণ না করে। যথা, 'ধীমহি' স্থলে 'ধী'কে চূড়ায় দেখাইয়া আবার হ্রস্ব 'হি'কে তার স্বচ্ছন্দ সানুস্পর্শী ধ্বনিস্তর থেকে উঠাইয়া লইলে, অথবা তাতে 'মীড়াদি' কুন্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনিয়া তাকে স্বস্তরেই (horizontally) দোলাইলে। এই নিমিত্ত আরোহ-অবরোহ দুই স্থলেই মধ্যাঙ্ক (শুক্লা কৃষ্ণা অষ্টমী), এবং একোনপূর্ণ শূন্য স্থলে (শুক্লা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী),—এই কয়টি স্থলে সবিশেষ সতর্ক হইতে হয়। এগুলি 'পর্ব্ব' তিথি। একাদশী আর সংক্রান্তির প্রসঙ্গ পরে হইবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, অষ্টম্যাদি পর্ব্ব বিশ্বব্যাপারে সংখ্যানিষ্ঠ যে উর্ম্মি অথবা স্পন্দবিজ্ঞান তারই আপন 'ঘরওয়া কথা'। সঙ্গীত এই স্পন্দসাংখ্যসংখ্যানের সুষম মনোহারী রূপ। কাজেই, জপে সাংখ্য-সংখ্যানগত সেই সুষমতা সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। তবে, জপবিজ্ঞান=সঙ্গীত বিজ্ঞান নয়; সুতরাং জপ প্রমেয়, গেয় নয়, এই ভেদ মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। গায়ত্রী ত্র্যম্বক, গায়ত্রী মধুমতী ইত্যাদি পুটিত জপে ক্রম, সন্ধি সমূহ ঠিক রাখিয়া পরিণয়, অন্বয়, সমন্বয়াদি ক্রমে সেই পরম সমন্বয়টি মিলাইতে হয়। 'একমাত্র' কোন মন্ত্রকে অপরের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া ব্যাহরণে 'অর্দ্ধমাত্রাকে' প্রসন্ন করিতে হয়। সঙ্গীতে যথা শুদ্ধ রাগদ্বয়ের মিশ্রণে। মিশ্রণে পরিণয়াদি থাকা আবশ্যক। সাম্না উদ্গীত হইলে বেদমন্ত্র উদ্+গী+থ—এই আকৃতিস্থিত (থ) থাকে, সুতরাং তাতে ব্যাহরণের ব্যভিচরণ ঘটে না।

স্পর্শগ্রাস, কলাগ্রাস, এবং পূর্ণগ্রাস (নাদশেখরে)—এ তিনটি গ্রাস নাদের বহির্ব্যক্তরূপ যে বৈখরী, তাতেই সবিশেষ যত্নসহকারে প্রতিবিধেয়। কিন্তু অন্তর্ব্যক্ত অথচ বহিরব্যক্ত যে মধ্যমাদি ভূমি তার ঐ শূন্য-পূর্ণ সামানাধিকরণ্য স্থলেও যে চরম গ্রাস, সেটি থেকে স্বচ্ছন্দ মুক্ত না হইতে পারিলে, ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ যে আত্যন্তিক সুখ সেই পরম লাভটিই মিলিল না। প্রাণ তার আপন প্রাণের অমৃতপরশ থেকে বঞ্চিত রহিয়া গেল, কাজেই নিরুদ্ধনির্ঝর সরিতের মত তার অফুরান সম্বেগটি যেন ফুরাইয়া নিঃশেষ হইতে দিল!

জপকে পঞ্চমুখে ভজন

বাঙ্মুখঃ প্রথমং প্রাণো মনোমুখস্তদুত্তরম্।
চিত্তচেতোমুখঃ পশ্চাচ্চিতিমুখশ্চ সোঽন্তিমে ॥৩১

জপাদি সাধনে চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রাণসরিৎ প্রথমে চলে বাঙ্মুখ হইয়া। মনকে 'ভজাইয়া' একে মনোমুখ হইতে হয়। তখন 'মনরসনায়' নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল সে প্রপন্ন। সে ছন্দে তার নিজ ছন্দটি সাধা যেমন যেমন হইবে, সে তেমনি তেমনি হবে প্রতিপন্ন। তারপর শেষে রত্নটির—সম্পন্ন আর নিষ্পন্ন—সংবাদ কোন ভাবমৌন মহা আর পরম মগ্নতার অতলে লুকায়।

একটি রসকণাকে পাইলাম সহচরী বিশ্বের প্রতিটি রেণুর আপন রসাভিসার সরণি-অনুসরণে। অসারগর্ভ নিছক রসবিলাস ভাবিয়া যেন 'এরসে বঞ্চিত' হইও না। মনে রাখিতে হইবে যে রসকে বাদ দিয়া কেবল রাস নয়, পরন্তু সারই হয় না; আর, মধু না রহিলে যে শুধুই 'শুধু'! মধুর ছেড়ে সবই বিধুর! ব্রহ্ম 'অস্তি ভাতি' রূপে তো কখনই অস্তমিত নয়। তবে 'প্রিয়ং' হয় কখন? ব্রহ্ম আত্মাই—এই পরম সমীকরণে! 'আত্মা'ই প্রিয়তার প্রেষ্ঠ-বোধের একান্ত খনি, আর একমাত্র পরশমণি। এই আত্মমধুর 'মাত্রা'য় নিখিল মধুর। এখন, ভাবিয়া দেখ যে 'অস্তি'কে যদি আধাররূপে বিশ্বভুবনে পাতিয়া লও, তবে 'ভাতি'র সাক্ষাৎ রূপটি হইল ভাস্কর আর, 'প্রিয়মের' হইল চন্দ্রমা। কেবল অধিভূতের কথাই ভাবিও না। অধিভূতাদি পঞ্চগ্রামেই সমীক্ষণ করিও।

জপে মাত্রার প্রয়োজনীয়তা—দৃষ্টান্ত

পথ্যমানতার কথা, আর সেই সঙ্গে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ এবং পদে পদে অন্যোন্য মিলন পূরণ প্রয়াসকে কথঞ্চিৎ প্রপঞ্চিত করিয়াই, বলা হইল। উৎপন্ন থেকে নিষ্পন্ন পর্য্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই এই ভাতি-প্রিয়মের, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের, ছন্দঃ-স্বরের মিলন প্রয়াসটিকে কুণ্ঠায় কুণ্ঠিত হইতে দিতে নাই।

গ্রাসকরী কুণ্ঠা। একে নিরসনের নিমিত্তই না বাক্-প্রাণ চিত্তের ধ্বনিগ, ছন্দোগ, ধামগ হবার সাধন! মীয়মানের স্থলে প্রথমে সমস্ত কিছুকে সংখ্যা-সংখ্যান ছন্দে আনিয়া সংখ্যেয় কর। তৎপরে সংখ্যেয় হোক্ প্রমেয়। এ প্রমেয়তার অবধি প্রসংখ্যান-প্রান্ত পর্য্যন্ত। তারপর, অপ্রমেয়ের মহান্, এবং পরম ভূমি! স্থূলতঃ, গায়ত্রী-ব্যাহরণে, অগ্নি (বা সূর্য্য) মাত্রা এবং সোমমাত্রা, সাতটি করিয়া সুষম বিন্যাসে রহিবে। 'বরেণ্যম্' উভয়ের সৌষম্য-শেখর স্থল। কালিক মাত্রা হিসাবে, ৪+৪×৪+৪=২৪, এই সংখ্যা ছয় পাদে রহিবে। সঙ্গীতে তাল যেমন। এ দ্বিবিধ মাত্রাকে যদি বল, স্বরমাত্রা এবং ছন্দোমাত্রা, তবে এদের বিশেষ অধ্যক্ষতা করেন চন্দ্রমা এবং অর্য্যমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সূর্য্য)। কোন স্থলেই মাত্রা ভ্রংশ হইতে দিতে নাই। মাত্রাজ্ঞানহীন হইয়া জপাদি কোন সাধনই চলে না।

কলায় কল্যমানতা—ত্রিসন্ধ্যার দৃষ্টান্ত

তারপর, কলার কথাও অনুরূপ ভাবে বুঝিয়া লও। কলা বিবিধ রীতিতে আকলিত হয় এবং ভাবিত হইতে পারে। অত্র প্রসঙ্গে এইটি ভাবনা কর—

উষসং পশ্য পূর্ব্বাহ্নমহর্মধ্যঞ্চ ভর্গসা।
সায়াহ্নং পশ্য চাস্তান্তমপরাহ্নং প্রচোদয়াৎ ॥৩২

গায়ত্রী জপে উদয় ওঙ্কারকে সবিতা স্বরের উষাকলা অথবা অবস্থারূপে দেখিবে। ব্যাহৃতিত্রয়ে (সমুৎপন্নে) প্রাতঃ বা পূর্ব্বাহ্ন। 'তৎ সবিতুঃ' থেকে 'ধীমহি' অবধি অহর্মধ্য, এবং তাতে 'বরেণ্যং' চূড়া বা শেখর স্থল—ইহাও 'ভর্গসা' দেখিবে। শেষের পাদটি, 'প্রচোদয়াৎ' অবধি—অপরাহ্ন। আর বিলয় প্রণব স্বয়ং সায়াহ্ন—অস্তকলা। এই পঞ্চকলা বা অবস্থানে পঞ্চধা নাদবিন্দুর (সূর্য্য সোমের) কলারূপে স্বাকলন। বাক্, প্রাণ, মন—কোনটিকেও এ অবস্থানপঞ্চকে অব্যবস্থিত হইতে দিও না। এই অব্যবস্থান বারণের নিমিত্ত কি করিবে? তিন সন্ধিতে বারত্রয় 'সন্ধ্যামুপাসীত'। মধ্যমার মেরুবিন্দু থেকে বৈখরীভূমিতে নাদের উদয়কাল (চারিমাত্রা বা 'দণ্ড') যে উষা, তাকে বল ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। এ সময়ে জাগৃতি হওয়া চাই-ই। বৈখরীতে উত্থানের যে সন্ধি, তাতে প্রাতঃসন্ধ্যা। গায়ত্রীতে ব্রাহ্মীতনুতে ধ্যান। অহর্মধ্য যৎকালে 'বরেণ্যম্' শেখরে নাদ আরুরুক্ষু,—তখন উরুক্রম বা বিষ্ণু অধ্যক্ষ, অর্থাৎ অক্ষটি তখন উরুক্রমাধিকরণে। এই সন্ধিতে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। প্রাতরাচমনে 'যদ্, রাত্র্যামকার্ষং' সেই মন্যুকৃত 'দুরিতং'-কে নাদজ্যোতিঃ যে সূর্য্য তা'তে ('সূর্য্যে জ্যোতিষি') হবন করিও। এস্থলে মন্যু মুখ্যতঃ তামস। সুতরাং, জ্যোতিষা বাধয়স্ব তমঃ—হে নাদরূপী সবিতা! তোমার জ্যোতিতে 'অজাগর্ত্তি' ভূমি থেকে 'জাগর্ত্তি' ভূমিতে স্থূলতঃ উঠিয়াও যে সূক্ষ্ম তমসার গ্রাস, সে গ্রাস থেকে আমায় মুক্ত কর। তৎপরে, বরেণ্যমে উপনীত হইয়া যখন তোমার জ্যোতীরসের মহামহিম্নি নিষ্ণাত হইব, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু সূক্ষ্ম নয়, কারণ তমসাকেও যেন তোমার 'ভর্গসা' অপনীত করিয়া 'তমসঃ পরস্তাৎ' তোমার স্বরূপটিও অনপিহিত দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারি,—সেই নিমিত্ত আমার ধীকে প্রচোদিত করিও। মধ্যাহ্ন আচমনে 'বিষ্ণুনা ধৃতা' যে পৃথ্বী, তাঁকে প্রসন্না পাইতে হয়। পৃথ্বী সাধিকা না হইয়া বাধিকা হইলেই গ্রস্তাশঙ্কা। পৃথ্বী কি হইলে বাধিকা, আর কিসেই বা সাধিকা হন, তাহা অনুধাবন করিবে। সমস্ত কিছু 'পৃথু' ভাবে ধারণ করেন যিনি, তিনি পৃথ্বী। সুতরাং, নাদ মেরুস্থলে আসিলে দেখিতে হইবে—কে বা কি তথায় পৃথুতম হইবে, আর কিই তথায় অণুতম হইবে। 'বরেণ্যম্' স্থলটিতেই অণু-তনু-পৃথুর অন্যোন্য অনুপাত সুসমঞ্জস করার স্থল দেখিবে। যৎকিঞ্চিৎ তামস, তাহা 'ব' কারে অণু হইল; রাজস 'রে' দ্বারা তনু হইল; আর সত্ত্ব স্বয়ং 'ণী+অয়ম্' দ্বারা পৃথূর্জ্জিত হইল। কাজেই,—এটি হইল—উত্তমাঃ, তনুরজাঃ সত্ত্ববিশালের স্থল। এতে উপপন্ন হইয়া, 'ধীমহি' দ্বারা এতে প্রপন্ন হও। সায়ং সন্ধ্যাটি কখন? বৈখরী থেকে পুনশ্চ মধ্যমায় ফেরার সন্ধিতে। এটি শৈবমুহূর্ত্ত। এস্থলে নিখিল দুরিত (দুর্+ইত=যাত বা চলিত) 'সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি' হবনের স্থল। এ স্থলে জ্যোতিঃ কে সত্য যে পরমাত্মা, তাঁর সঙ্গে অভেদ ভাবনায় মিলাইতে দিবার চরম হবনটি সুরু করিতে হয়। তার দ্বারা আদৌ অভিসম্পন্ন, পশ্চাৎ অভিনিষ্পন্ন হইবে। দেখিয়াছি যে পরমাত্মায় সকলের স্বাহায়নটি না হওয়া পর্য্যন্ত জ্যোতিঃ নিজেকে ইতরনিরপেক্ষ 'একরস' ভূমারূপে যেন ঠিক মিলাইতে পারে না। 'ভাতি'তে আর 'প্রিয়মে' যেন একটুখানি অবুঝ-আড়াল রহিয়া যায়। 'সত্যে' মিলিল—অস্তি; 'জ্যোতিষি'=ভাতি, এবং 'পরমাত্মনি'=প্রিয়ম্, প্রেষ্ঠম্। তান্ত্রিক সন্ধ্যায় 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা,' 'বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' এবং 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা'—এ তিনটি আচমন অনুরূপভাবে ভাবনা করিও। কেবল বাহ্যতঃ নয়, গায়ত্র্যাদি জপে ঐ সন্ধিত্রয় গ্রহগ্রস্তা শঙ্কাবারণের নিমিত্ত 'সন্ধ্যাত্রয়ীমুপাসীত'। বৈদিক এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যায় জপধ্যানই মুখ্য যাগ; শুদ্ধি, প্রাণায়াম, আচমনাদি তৎসম্পর্কে উপকুর্ব্বাণ। সাধারণ ভাবে, যৎকিঞ্চিৎ মুখ্যকর্ম্মের অপকুর্ব্বাণ অথবা বিকুর্ব্বাণ, তাহাই 'গ্রহণ' (গ্রহের দ্বারা)। এটি সর্ব্বভূমিসংলগ্ন লক্ষণ। ধর, 'ক' নামক কোন পদার্থ আপন অধিকারে, আপন ছন্দে বৃত্তিমান্ রহিয়াছে। 'খ' নামক অপর কোন পদার্থ বেধনৈকটিক (penetrating its own field and sphere) সম্পর্কে আসিয়া 'ক'-কে অপকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিল। (অবশ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'খ' 'ক' এর উপকুর্ব্বাণ হইতেও পারে।) এমত স্থলে, উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাকে বল বিগ্রহ। সেই 'বিগ্রহ' ধারার সঙ্গে এটি গুলাইও না। সেখানে 'বি' মানে অন্য। বিগ্রহে গ্রহের সৃষ্টি। আর গ্রহ কর্ত্তৃক 'গ্রহণ'। এ সকল সাধারণ পরিভাষা। জাগতিক নানাক্ষেত্রে এদের দৃষ্টান্ত। 'অপকর্ষণ' ইত্যাদি শব্দকে 'হেয়', 'অপকৃষ্ট' ইত্যাদি প্রচলিত অর্থেই নিও না। নিতরাং গ্রহ = নিগ্রহ।

পঞ্চবিধ গ্রহ ত্রিবিধ মণ্ডল ও ত্রিবিধ ছায়া

বিকুর্ব্বাণোঽপকুর্ব্বাণঃ সঙ্কুর্ব্বাণশ্চ বেধতঃ।
প্রত্যুপপূর্ব্বকুর্ব্বাণৌ চেতি পঞ্চবিধো গ্রহঃ॥৩৩

জ্যোতিষ্কজগতে ইউরেণাস্ গ্রহের আপন কক্ষ অপর কোন গ্রহের বেধ-নৈকটিক প্রভাবে আসিয়া 'বিষম' হইতেছে দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ সেই অজানা অপর গ্রহটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেন। অপকুর্ব্বাণের দৃষ্টান্ত—সূর্য্য হইতে পৃথিব্যাদি গ্রহগণের উদ্ভব। অন্য কোন জ্যোতিষ্কের অপকর্ষণের ফলে (by tidal action) সৌরসত্তা থেকে এদের আদৌ সম্মিলিত ভাবে, পরে বিচ্ছিন্ন ভাবে সমুদ্ভব। সঙ্কুর্ব্বাণের দৃষ্টান্ত Nebulœর Spiral আকৃতি. ইত্যাদিতে। অথবা পৃথিবীপৃষ্ঠে সাগরে যে জলোচ্ছ্বাস (tides), তাতে সূর্য্য-চন্দ্র উভয়েই সঙ্কুর্ব্বাণৌ। পৃথিবী এবং চন্দ্র (উপগ্রহ) পরস্পরের উপকুর্ব্বাণ। আর, সামান্য-ভাবে প্রতিকুর্ব্বাণ তো পরস্পর সকলেই। অণুর রাজ্যে, প্রাণের ক্ষেত্রে এই পঞ্চবিধ 'গ্রহ' দেখিয়া লও। মানসভূমিতে এদের সঠিক সমাচার আরও অন্তরঙ্গ। এটি পরে বলা হইতেছে। তার আগে 'বেধতঃ' যে বস্তু, সেটি চিন্তা কর। কেন না, জপাদি সাধনে এই বেধ-বিচার একান্তই প্রাসঙ্গিক।

মণ্ডলং পারিমাণ্ডল্যমুপমণ্ডলমেবচ।
ছায়া তথা প্রতিচ্ছায়োপচ্ছায়েতি ত্রিধা ত্রিষু॥৩৪

জড় প্রাণাদি সকল পদার্থের আপন আপন 'মণ্ডল' (sphere of substance or being) থাকে। সেই মণ্ডলের 'পরিতঃ' (covering surface) যেটি, সেটিকে বল, পরিমণ্ডল। আর, 'উপ', সমীপে, সেটিকে ঘেরিয়া যে মণ্ডল, সেটিকে বল, উপমণ্ডল। পৃথিবী, সূর্য্য ইত্যাদির দৃষ্টান্তে এটি বোঝ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন, প্রণিধান করিও যে, যে কোন বস্তুর মণ্ডল, পরিমণ্ডল এবং উপমণ্ডল বেধসম্ভবসঙ্কুল হইতে পারে। আর, বেধসম্ভবটি—ত্রিবিধ আকৃতি পরিগ্রহ করে—ছায়া, প্রতিচ্ছায়া, উপচ্ছায়া। 'ছায়াকে' 'অবস্তু' (immaterial) মনে করিও না। স্পর্শ, প্রভাব, আবেশ, আক্রমণ, সংক্রমণ—এই সব প্রকারে ঐ বেধসম্ভবটি সম্ভাপিত হইতে পারে। জড়ের ক্ষেত্রে, কস্‌মিক রেজ্—কেবল জড়বস্তু স্পর্শ ই করে না, পরন্তু গভীর সংক্রমণও করে। প্রাণিদেশে, জার্মপ্ল্যাস্‌ম্ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় কিসে ও কখন—এটি জৈব-উদ্‌বর্ত্তনের এক মূল প্রশ্ন। Mutation ঘটে কি হইলে ? চাতুর্ব্বর্ণ্যের যে নিজ নিজ বর্ণ, তার 'অব' বা 'উচ্চ' পরিবর্ত্তনটি (বীজগত) কি হইলে হইতে পারে ? পাতিত্য অথবা প্রকর্ষ ?

জপে মন্ত্র, মন্ত্রী, মন্ত্রদাতা, মন্ত্রের উপযোগ—প্রয়োগ—বিনিয়োগ—এ সব স্থলেই উক্ত মণ্ডলত্রয় এবং ছায়াত্রয়ীর বিচার এবং পরীক্ষা একান্তই প্রাসঙ্গিক বুঝিতে হইবে। উপকুর্ব্বাণ এবং প্রতিকুর্ব্বাণ—এ দুই রকমের ব্যতীত অপকুর্ব্বাণাদি ছায়া-স্পর্শ-প্রভাবাদি থেকে নিজ মন্ত্রাদিকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়। নিজের এবং নিজমণ্ডলাদির প্রতিকূল যে অরিবেধ (মন্যু, এনস্, অসুর, পাপ্মা ইত্যাদি), সেটি সযত্নে পরিহার করিতে হয়। সাধুসঙ্গ, দেবালয়, গঙ্গাদি তীর্থ, শ্রীগুরু সেবা ইত্যাদি একান্ত উপকুর্ব্বাণ এবং প্রতিকুর্ব্বাণ 'মিত্রচ্ছায়া'। এর ফলে পরমপাবন সংক্রমণ, সম্পুটনাদি সংঘটিত হয়। শরীর, বিগ্রহ ইত্যাদির কেবল মণ্ডল নয়, পরিমণ্ডল (কায়চ্ছবি) এবং উপমণ্ডল (কায়রশ্মি—the 'body' radiations, 'aura' ইত্যাদি) সম্বন্ধেও অবহিত হইবে।

জপে মণ্ডল-ভাবনা কিভাবে করিবে ?

প্রণবের পঞ্চ অবস্থানরূপে এইরূপ মণ্ডলপঞ্চক ভাবনা করিবে—

অস্তি ভাতি প্রিয়ঞ্চেতি যদৃচ্ছতি চ তিষ্ঠতি।
তদ্‌ব্যোমস্সুবরোং সোম ভুবর্ভূ রোমিতি ক্রমাৎ ॥৩৫

ওঙ্কার 'অস্তি'রূপে ব্যোমমণ্ডল (ব্যোম = বহিরাকাশ মাত্র নয়); 'ভাতি'রূপে স্বরোম্ অথবা 'সুবরোম্'। এটি সবিতা স্বর-রূপ সূর্য্য—ইহা দ্বিতীয় মণ্ডল। 'সবিতা' এবং 'সুবঃ' শব্দদ্বয়ের আকৃতি পরীক্ষা করিও। 'প্রিয়ং' বা প্রীণাতিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঙ্কার সোম। এটি তৃতীয় মণ্ডল। তারপর, ওঙ্কারের ঋচ্ছতিরূপ 'ভুবরোম্'। বহির্দ্দেশে এই 'ভুবরোম'কে ভুবনমণ্ডলরূপে পাইয়া জঙ্গম জগৎ (অণু-জ্যোতিষ্কাদি) চলিতেছে। প্রাণ এবং মানস দেশেও এই ঋচ্ছতিমণ্ডলেই সব কিছু চঞ্চল্যতে। এটি তুরীয়। শেষে, অক্ষ, ধ্রুঃ, বিন্দুরূপে সমস্ত কিছুকে স্থিতিতে (তিষ্ঠতি) রাখার যে মণ্ডল, তাকে বল—'ভূরোম্'। গায়ত্রীশিরঃ দৃষ্টি কর। 'এই' (here-now) রূপেই সব কিছু ধ্রুবাক্ষ এবং ধ্রুববিন্দু স্পর্শ করিতেছে। কিন্তু ঋচ্ছতি মণ্ডল কোনও বস্তুর সম্পর্কে বিষমাবেগবিশিষ্ট (conditioning as actual or potential differential field) থাকায়, সে ধ্রুবমণ্ডলে থাকিতে পায় না। The Unbounded Eternal Here and Now তার মিলে না। বাহ্যজপে মালার মেরুতে আসিয়া জপ শেষ হয় না; আবার ঘুরিতে হয়—মেরু লঙ্ঘন না করিয়া। অন্তর্জপে মেরুবিন্দুর কথা বিশদ করিয়াই বলা হইয়াছে। গায়ত্রী দৃষ্টান্তরূপে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' 'ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'; 'ওঁ নমঃ শিবায়'; ইত্যাদি সকল জপেই ছন্দোমাতা গায়ত্রীর ঐ সু-পরীক্ষিত আকৃতিটি মিলাইতে যত্ন করিবে। হ্রীঁ প্রভৃতি একাক্ষর বীজেও তাই। কোথাও গ্রন্থাদি জপ হইতে দিতে নাই।

জগ্মিবাংস্তস্থিবাংশ্চেতি ধ্রুবোপায়ো দ্বিরূপকঃ।
উদয়ে প্রথমং প্রাপ্য বিলয়েঽপরমাপ্নুহি ॥৩৬

ধ্রুবের উপায় বা উপায়ন জগ্মিবান্ এবং তস্থিবান্ এই দুই রূপে জপে সাধন করিবে। উদয়ে নাদরূপ ধ্রুবের জগ্মিবান্ ভাবটি যথাযথ পাইয়া, বিন্দুবিলয়ে তস্থিবান্ ভাবটিও ক্রমে প্রাপ্ত হও। 'মেরৌ শেতে বিন্দুলীনঃ'। অভিসম্পন্ন এবং অন্তে অভিনিষ্পন্ন হবার স্থল এটি।

জপে যুযুক্ষু, যুঞ্জান এবং যুক্ত এই তিনভাবের সাধন

আপ ইত্যুদয়ং প্রাপ্য যুযুক্ষু ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
আ ধীমহি রসজ্যোতির্যুঞ্জানঞ্চ প্রচোদয়াৎ।
অমৃতং বিলয়ে লব্ধ্বা বিন্দৌ ব্রহ্মেতি শৈরসম্ ॥৩৭

এইবার গায়ত্রী শিরঃ (শৈরসং)টি ব্যাহরণে মিলাইয়া লও। উদয়ে আপঃ, ব্যাহৃতিত্রয়যোগে উদয়ে জ্যোতীরসধাম আপ্তুকামা, 'শিবতমা রসতমা'-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে আপনাকে পবমানা করায় ঊর্দ্ধগা নাদরূপা 'আপঃ'-কে প্রাপ্ত হও। জ্যোতীরসধামের সঙ্গে তোমার নিজ প্রত্যয়ের যে বিপুল ব্যবধান, সেটি উত্তীর্ণ হইবে কিসে? ব্যাহৃতিত্রয়ীকে 'যুযুক্ষু' (যোজিকা) রূপে সমাশ্রয় কর। তারপর, তোমার ধ্যান-মুকুরে পড়িতে দাও সেই 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'। কিন্তু সে মুকুরে রসজ্যোতিঃ বারেক প্রতিফলিত হইয়া আবার অপিহিত হইয়া যায় যে! যুঞ্জান হও—ধী যেন এই যুঞ্জানকেই ভুঞ্জান হয়, জ্যোতির্বিশাল রসভুক্ হয়, সেই নিমিত্ত 'প্রচোদয়াৎ'। যুঞ্জান হইলে অমৃত ঋরীর অপাবরণ—এটি অন্তিম প্রণব দ্বারা সাধিত হোক্। বিন্দুলয়ে 'নিত্যযুক্ত' হবার চরম সাধন।

ঋতবঃ ষট্‌চতুর্যুগী তিথির্মাসোহহ্নঃ ক্ষপা।
অয়নং চরণং ক্রান্তীর্বিদধাতে রবিঃ শশী।
দেশকালাদিমানানি জ্যোতিশ্চক্রধুরন্ধরৌ ॥৩৮

ঋতু কিভাবে বুঝিতে হইবে—ঋতম্ ও ঋতু

হেমন্তাদি ছয়ঋতু; কৃতাদি যুগ; তিথি, মাস, দিবা, রাত্রি; গ্রহ-নক্ষত্রাদির অয়ন, চরণ, ক্রান্তি;—ইত্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের দেশ-কালাদিগত যাবতীয় 'মান', রবিশশী, এই রাহস্যিক-তত্ত্বযুগল, জ্যোতিশ্চক্রের ধুরন্ধররূপে ধারণ এবং বিধান করিতেছেন (সৃষ্টিসূক্তের সেই 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা' পুনশ্চ ভাবনা কর)। ষড়ঋতু ইত্যাদির কথা কেবল যে অধিভূত দৃষ্টিতেই বলা হইল এমন নয়। সূর্য্য চন্দ্রমাকে অধিভূতমাত্র খ্যাতিতে লইলে তাঁদের যে মহীয়সী খ্যাতি, নিখিল সৃষ্টি রহস্যোদ্‌ভাসিনী খ্যাতি, সে খ্যাতিকে একান্ত খর্ব্ব করা হয়। সূর্য্য বিরাট্ নক্ষত্রপুঞ্জের বিপুলভাস্বর মহাসভায় কোন গতিকে তৃতীয় শ্রেণীতে একটুখানি ঠাঁই পাইয়া, আমাদের ধরিত্রীর কাছেই মহাদেদীপ্যমান ভাস্করটি হইয়াছেন; আর চন্দ্র তো এই ধরিত্রীরই এক নীরস, নিষ্প্রভ উপগ্রহ;—এ-দৃষ্টিতে আর্যদৃষ্টির সেই 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা' দেখিতে প্রবৃত্ত হইও না। তবে, 'ঋতং সত্যম্' রূপ স্বয়ংতপঃ ব্রহ্মের আদিম আবী-রূপতার দর্পণে যে 'আদিবিম্ব', সে আদিবিম্বের প্রতিবিম্বও যথাসম্ভব কুণ্ঠিত গুণ্ঠিতাদি হইয়া পড়িয়াছে আমাদের এই অধিভূত দৃষ্টিদর্পণে। এর সাহায্যে সেই অরুন্ধতী দর্শনটি করিয়া লও। ঐ সূর্য্য আর ঐ চন্দ্র, 'এই', 'সেই', আর এদের অন্তরীক্ষ, এ তিনেই অস্মদাদির জড়ীয়, কৃপণ দৃষ্টিকে সেই 'দিবীব চক্ষুরাততম্' রূপে ফুটাইয়া তুলুন। তাই না তাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনীয় পূজনে, স্তবনে, জপে, ধ্যানে। উদাহরণরূপে, ঐ ষড়্‌ঋতু, চতুর্যুগ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই কেবল বাহ্য সৌরমানে (on solar scale) নয়, পরন্তু সর্ব্বজাগতিক (cosmic) পটভূমিকায় বুঝিতে হইবে। সংক্ষেপে ধর 'ঋতু'। ব্রহ্মের আদিম ঋচ্ছতিরূপ যে 'ঋতম্' সেটি যেন আবির্ভাবে আসিয়াও 'ততোভূয়স্ত্বম্'কে সহজে অঙ্গীকার করিতে চায় না। যেন বলে—'মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্'। প্রজাপতির আদিম যে 'কৌমার সৃষ্টি' (সনৎকুমারাদি) তাতে এইরূপ। ব্রহ্মই প্রণবরূপী (অ উ ম) হইয়া সৃষ্টিতে আসিতেছেন। ঋতমে অন্তে যে 'অম্' সে যেন তার ব্রহ্মবিশ্রান্তি থেকে আর নড়িতে চায় না! উপায় ? উপায়—উবর্ণ। এটি প্রাণব্রহ্মের রাত্রির গম্ভীরান্তঃ অবগাহী বায়ুদৈবত রূপ। এটি আসিলে তবে সমস্ত কিছু 'ছন্দসা' আবৃত্তিমান্ হয়—উন্মীলন নিমীলনাদির ছন্দে আপনাদিগকে রূপায়িত ক'রে। ঋতমের অমের স্থলে 'উ'-আসিয়া হইল 'ঋতু'। মানে শুধু 'season' নয়। সর্ব্বজাগতিক ছন্দোগত্ব সংস্থা এই ঋতুতে বর্ত্তিয়াছে বুঝিও। তোমার জপধ্যানাদি সাধনে এই ঋতুচ্ছন্দ অনুসরণ তোমায় ঋতচ্ছন্দের অনুবৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত করিবে।

উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন জপের দৃষ্টান্ত

প্রণব, গায়ত্রী, অপর যে কোন জপে যথাযোগ্য ধ্যান দিও। দুইটি অয়ন—দক্ষিণ এবং উত্তর। এ-দুই অয়নের সন্ধিবিধায়ক দুটি 'সংক্রান্তি' আমাদের পূর্ব্বকথিত দুটি 'মেরু'। যেমন, গায়ত্রীজপে উদয়প্রণবে উত্তরায়ন আরব্ধ হইল। একে সৌরায়ন বা স্বাহায়ন বল। দক্ষিণায়নকে চান্দ্রায়ণ বা স্বধায়ন বলিতেও পার। দুইটি মেরুকে 'উ.দ' এবং 'দ.উ' সংক্ষেপে বল। 'উ.দ'তে ('বরেণ্যম্') উদয়ের পূর্ণতা পূর্ণ উন্মীলন। 'দ.উ'তে সেই পূর্ণ-নিমীলন 'অমা'স্থল। যতক্ষণ জপ সাধারণভাবেই চলে, ততক্ষণ 'উ' আর 'দ' এর এবম্প্রকার অনুসরণ। পরে 'বামেন দাক্ষিণ্যম্'। অর্থাৎ, দক্ষিণ হয় উত্তর, উত্তর হয় দক্ষিণ। তখন, আরম্ভ দক্ষিণে, কিন্তু শেষ উত্তরে। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম শরশয্যায় এই 'উত্তরের' অপেক্ষা করিতেছিলেন, নয় ?

জপে দিবা এবং ক্ষপা কিভাবে পালটাইয়া যায় ?

উত্তর এবং দক্ষিণ অয়ন দুটিকে পালটাইয়া লইবার সাধনই সাধন ! প্রথমতঃ জপে মনে হয় যেন উদয়ে শুরু। গতি—যেন ইহাই দিবা, অহঃ। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনায় তখন চলিতেও হয়, কেননা, বামা-গতি তখন (বৈখরীজপে) স্বচ্ছন্দ প্রবৃত্ত নয়। 'কষ্টকল্পনা' করিয়া, ভাবের উপর জবরদস্তি করিয়া যথার্থ কিছু লাভ হয় না। আবার, তখন বিলয়ে যেন কৃষ্ণা গতি—দেবস্য বরেণ্যং ভর্গঃ যেন কোন্ অব্যক্তের অস্তাচলে গোপন হইতে চলিল। যেন ক্ষপা, নিশা। কিন্তু সংযমীর (বাক্-প্রাণ-চিত্ত এ তিনকে—তেজঃ, ওজ এবং ভাঃ, এ তিনকে মিলাইয়া) জপ মধ্যমাদির ভূমিতে আরব্ধ হোক্। তখন, 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি। তখন বৃত্তি উলটাইয়া গেল। আর, এই 'বামেন' দাক্ষিণ্যং'—ব্রহ্মে, আত্মায় যথার্থ দক্ষিণভাবটি আসিল। এই উত্তরায়ণে বাক্ প্রাণ চিত্ত তাদের বৈখরী-আদি 'তনু' ত্যাগ করতঃ উত্তমাঃ, বিরজাঃ যে বিন্দুধাম তাতে আদৌ সম্পন্ন, পশ্চাৎ তদতীতে নিষ্পন্ন হয়।

অহং এবং অহঃ

মালাজপে মেরুলঙ্ঘন না করতঃ মালা পালটাইয়া যে জপবিধি, সেটি কেন, তা এই সূত্রালোকে দেখিতে যত্ন কর। তবে, যাহা সাধিষ্ঠ-সাধন প্রান্তে আসিবে তাকে প্রথম সাধনারম্ভেই হঠপূর্ব্বক আনিবার অথবা মিলাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। তাই উদয়, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ইত্যাদি কলাক্রান্তিতেই তোমার জপ বিক্রমণটি চালাইতে থাকিবে। তখন, সায়াহ্নের পর যে 'নক্তম্', তাতে 'শয়ীথাঃ'। এ শয়নটি সুস্থির ভাবেই হইয়া চলুক্। প্রথমে যে বিক্রমণ, সে তো 'অহমের' বৃত্তিমান্ হওয়া। বাক্ দেয় আদি স্বর 'অ'; প্রাণ দেয়, 'হ'; আর মন দেয় 'ম'। অহমের এই ক্রমণটি প্রথমে হোক্ বাকের অগ্নিতে বিক্রমী; তারপর, প্রাণের 'ওজসা উরুক্রমী; এবং অন্তে মনের মধুরসে পরিক্রমী। প্রকৃত পরিক্রমা (পূর্ব্বোক্ত নাদমেরু-বিন্দুমেরু তীর্থ পরিক্রমা) চলিতে থাকিলে, অহমের তনুতমসাঘোর কাটিয়া যায়। সে তখন হয় অহঃ।

জপে উদয়, উন্মেষ ও অবসান—প্রতিভাচ্ছটায় এইভাবে ভাবনা কর

ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রৌদ্রী (শাম্ভবী)—এ তিনের সঙ্গে অন্বয় রাখিয়া নাদপরিক্রমার ঐ তিনটি কলাকে যথাক্রমে উপক্রম, উরুক্রম এবং সংক্রম বলিতে পার। পরিভাষা যাই কর, অহমের অহঃ রূপে সংক্রমণ অনুভূতির দিক থেকে অতীব প্রাসঙ্গিক। অনুস্বারের একটি বিন্দু, বিসর্গের দুই বিন্দুতে অন্বিত হইয়া আদৌ মূল ত্রিকোণাকৃতি হইল। পরে, এ ত্রিকোণ সংবৃত হইয়া শূন্যপূর্ণৈক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্দুতে আসিয়া বিশ্রান্ত হইল। বাকের অগ্নি আসিয়া ঐ শাম্ভবী ত্রিকোণীর অগ্নি বিন্দুতে, প্রাণমনের সূর্য্যসোম অপর বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হইয়া, অন্যোন্য-অভেদ ভাবনা সমাপনে 'একবিন্দু'তেই পরিনিষ্ঠিত হইল। অগ্নির দীপক তেজঃ জানিল—সে সবিতার (প্রাণের) ওজঃ এবং ভর্গঃ। আবার, প্রাণের ওজঃ এবং ভর্গঃ জানিল—সে সোমের রোচিঃ এবং রস। 'বরেণ্যম্' স্থলে এই অভেদ সমীকরণের 'আভাস' মিলিয়াছিল। 'ধীমহি'তে প্রপন্ন হইয়া সেই বরেণ্য চিজ্জ্যোতির আভাসটিকে তোমার ধীমুকুরে 'প্রতিভাস' (প্রতিভাত) করিয়া লও। প্রতিভাস অন্তিম প্রণবের বিনিশ্চয়বৃত্তিতে অবধারিত হইয়া হউক প্রত্যবভাস—প্রতিভা। 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—সেই ভাঃ বা ভর্গঃ যখন শুদ্ধ সত্ত্ব ধীতে প্রতিভাত হইয়া সর্ব্বাবভাসিকা হয়, তখনই তাকে বলে 'প্রতিভা'। এই প্রতিভাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিলয়ে কি হইবে? প্রতিভার ঐ 'প্রতি'কে প্রথম পরিহার করতঃ হও 'ভান', এবং অন্তে শুদ্ধ ভাঃ স্বরূপ। 'বরেণ্যম্' শেখরে যে সূর্য্য-শশীর মিলটি দেখিয়াছিলে, সে মিলনের আর বিচ্ছেদ বা বিরহ ঘটিবে না তোমার এই মহীয়ান্ 'প্রাতিভ' পন্থায়। যে রসঝরী 'বরেণ্য'মে বহিয়াছিল, 'ধীমহি'র ধ্যানরসে সে ঝরী হৌক্ তোমার সরস পবমানা সরিৎ। 'প্রচোদয়াৎ' দ্বারা সে সরিৎ হোক্ ঋজুগমনা, ধ্রুববহনা, সমৃদ্ধবেগা। বিলয় প্রণবে সে হৌক্ আকুলোচ্ছ্বাসা সিন্ধুসকাশা সরিদ্বরা। আর, বিন্দুলয়ে? 'ন সো বঁধু সায়র, ন হাম তঁহি তটিনী'! ওগো, গায়ত্রীজাপক! তোমার জীবনে এমন প্রতিভাপেক্ষায় ভাবিলাস, আর মরমীতন্ত্রীতে এমন রসবিলাস কি শুধুই তোমার একটি দীর্ঘশ্বাসে উধাও হওয়া নিছক কল্পনা বিলাসই রহিয়া যাইবে! গায়ত্রীর কথা হইতেছে, কিন্তু হ্রীঁ আদি বীজ মন্ত্র? এদেরও সত্তা (তত্ত্ব), শক্তি (ভাবব্যঞ্জনাদি), ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ চতুষ্পাদেই যে অসামান্য সামর্থ্য, তাহা এই গ্রন্থে বারবার নানাভাবে বলা হইয়াছে। সূর্য্যচন্দ্রমার প্রসঙ্গে এইরূপও ভাবনা কর—

হ্রীমাদি বীজ চতুষ্টয়ের কোথায় কি ভাবে উপযোগ?

তামসং হ্রীমিতি দ্বারা তথা চৈমিতি রাজসম্।
জিগীষ সাত্ত্বিকং ক্লীঁ চ শ্রীমিতি যদছান্দসম্।
নাদবিন্দূ রবীন্দূ চ ভুঙ্ক্তস্তৌ চ দ্বয়ং দ্বয়ম্॥৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার তামস ভাবটি কাটাইয়া মহাশক্তি ভাণ্ডারের অপাবরণ নিমিত্ত কি করিবে? হ্রীঁ এই মহাশক্তি উদ্‌বোধন বীজ দ্বারা 'তামসং জিগীষ'—তামসকে জয় করিতে ইচ্ছা কর। রাজসকে তার বিবিধ অযোগ এবং জিহ্মগ বিক্ষেপমুক্ত করিয়া তাকে ঋজু উর্দ্ধগ করিতে কি করিবে? ঐঁ এই বীজ সমাশ্রয় কর। যৎকিঞ্চিৎ (গতি-স্থিতি) অছান্দস, তাতে সুষমাসৌষ্ঠব সাধনে শ্রীঁ বীজ। আর, স্বধামে অভিসম্পন্ন হওয়াতে সত্ত্বের যে অশুদ্ধিগ্রন্থি, তাকে, এবং স্বভাবে (স্বরূপে ও স্বরসে) নিষ্পন্ন হবার জন্য প্রাকৃত গুণত্রয়ের যে সত্ত্ব, তাকেও জয় করিতে ইচ্ছা কর ক্লীঁ বীজ সমাশ্রয়ে। প্রতিটি বীজ-মূর্দ্ধায় সূর্য্য-সোম নাদবিন্দুরূপে রহিয়াছেন, এবং পূর্ব্বের দুটিকে সূর্য্য বিশেষভাবে, এবং পরের দুটিকে সোম বিশেষভাবে পালন করিতেছেন (ভুঙ্‌ক্তঃ) অর্থাৎ প্রথম দুটির জপে সাধারণতঃ ওজঃ এবং অর্চ্চিঃ এই মাত্রাদ্বয়ের এবং শেষের দুটিতে রোচিঃ এবং শ্রী এই মাত্রাদ্বয়ের মুখ্যতা থাকে। তবে, লক্ষণ বুঝিয়া, অচ্ছন্দোগ স্থলেই শ্রীঁ; অধামগ স্থলে ক্লীঁ, অসমর্থ অজাগৃতি স্থলে হ্রীঁ, আর অযোগ, বিসর্পী, প্রমাথী রাজস স্থলে ঐঁ—এই মহাবীজ চতুষ্টয়কে সমাশ্রয় করিবে। ইহাও লক্ষ্য কর যে—গায়ত্রীজপে উদয় প্রণব থেকে ব্যাহৃতি অন্ত অবধি বিশেষভাবে হ্রীঁ এর অধিকার। 'ধীমহি' পর্য্যন্ত ঐঁ। 'প্রচোদয়াৎ' পর্য্যন্ত শ্রীঁ। আর বিন্দু-বিলয়ে ক্লীঁ। এই সঙ্গতিটি সর্ব্বতোভাবে সাধিয়া লইও।

জপে অয়ন ও চরণ। পুরশ্চরণের যথার্থ তাৎপর্য্য

ঋতুর প্রসঙ্গে আসিয়া 'অয়ন' বুঝিতে হইয়াছে। গায়ত্রী এবং অন্য অন্য জপে উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন গোড়ায় কিভাবে চলে, এবং অন্তে, বাক্-প্রাণ চিত্তের (ধীর) সাধিষ্ঠতায় উপনীত হইলে, কি ভাবে উক্ত অয়নদ্বয় পাল্টাইয়া যায়—তাহা আমরা প্রণিধান করিয়াছি। এই 'পাল্টাইয়াই', গোড়াকার উল্টা হয় সোজা। যাহা 'অয়ন' মাত্র (apparent motion), তাকে 'চরণ' (real motion) এ লইবে যাহা, সেটি 'পুরশ্চরণ'। ক্রমকে সঙ্গে লইয়া এতদুভয় হয় 'ক্রান্তি'। অর্থাৎ, কোন অবচ্ছেদক (point of intersection, node ইত্যাদি) সম্পর্কে আসিয়া। তিনে মিলিয়া আপেক্ষিক গতি (relative motion)। এটিকে 'ই' বা 'গম্' ধাতু দিয়ে বল। আর, ঋতমের স্বয়ং যে ঋচ্ছতি রূপ, তাহাই স্বতন্ত্র গতি (absolute motion)। এ সকল কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেও আসিবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে 'অয়ন' রূপেই চলা সুরু হয়। একে ক্রমে ঋচ্ছতির যে ঋতম্, তাতে তুলিয়া লইতে হয়। সহজে সেটি সাধ্য নয়। কিন্তু ক্রান্তিগুলিতে (যথা, শূন্যস্পর্শাদি) সতর্ক হইয়া পুরশ্চরণ করিতেই হইবে। তখন, জপের গতি স্বীয় গতি হইল; সে নিজেই পুরতশ্চরতি। স্বীয় গতিকে অন্তে সহজ, স্বতন্ত্র গতিরূপে মিলাইয়া তবে ঋতম্‌কে সত্যমে মিলাইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপসূত্রম্

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ

অতঃপর চন্দ্রমাঃ সূত্রিত হইতেছেন—

২৩। চন্দ্রমা বরুণসোমসঙ্ঘাতাৎ ॥

বরুণ এবং সোম (পূর্ব্বোক্ত রীতিতে) সংহত হইলে চন্দ্রমাঃ।

সূর্য্য-সোম ইত্যাদি সকল সমীকরণেই ক্রম ও ক্রমান্বয়

পূর্ব্ব সূত্রে সূর্য্যকে 'মিত্রাগ্নি' আকৃতিতে দেখান হইয়াছে। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' প্রকরণে সূর্য্যচন্দ্রমার পরস্পর অন্বয়টি বহুধা (তত্ত্ব এবং চর্য্যা উভয় ভাবেই) বিস্তারিত হইল। তবু সে প্রয়াস সিন্ধুবেলায় কতিপয় উপলখণ্ড চয়নের প্রয়াসের মত। সে প্রকরণে স্থলে স্থলে চন্দ্রমাঃ=সোম, এই সমীকরণ করাও হইয়াছে। কিন্তু সে সমীকরণ (এবং সকল ব্যূঢ় সমীকরণ) অপেক্ষা রাখে কিসের ? ক্রম এবং ক্রমান্বয়ের। ক=খ ; কিন্তু ক্রমিক শোধনে 'ক' ঠিক 'ক', আর 'খ' ঠিক 'খ' না হইলে তো বাস্তব সমীকরণ হয় না। 'তৎ' এবং 'ত্বম্' পদার্থের যেমন। জল আর H_2O এ দুয়ের যেমন। শুদ্ধ গণিতে সাঙ্কেতিক (symbolical) সমীকরণাদি। সেখানে 'ক', 'খ' ইত্যাদির শুদ্ধি বা 'তৎ+ত্ব' স্বীকৃত। মিশ্র বা ব্যবহারিক গণিতে সেরূপ নয়। গত শতকে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল আলোক এবং তাড়িতের সমীকরণ সূত্রগুলি 'হাতে হাতেই' পান নি। বর্ত্তমানেও দৃষ্টান্ত ভূরি।

এখন পূর্ব্ব প্রকরণে সূর্য্যকে সূর্য্যক্রমের কাষ্ঠায় অথবা তদন্তিকে অনেক স্থলেই লওয়া হইয়াছে, চন্দ্রমাকেও তাই। সূর্য্য তাই 'সবিতা'—এবং তাঁর তেজঃ সেই আদিদেবের 'বরেণ্যং ভর্গো জ্যোতিঃ' রূপ, ভাবিত হইয়াছেন। সবিতা স্বররূপে কখনও বা নাদ। চন্দ্রমাও অনুরূপভাবে বরেণ্যং রোচিঃ এবং রস রূপে চিন্তিত হইয়াছেন। ইনি সে ভাবে সোম। নাদ সম্পর্কে ইনি বিন্দু। বেদের হংসবতী ঋকে 'হংসঃ' (সূর্য্য) এবং 'সোম'—দুই-ই 'ঋতম্ সত্যমে' মিলিত তনুতে দেখা দিয়াছেন। গায়ত্রীতে 'বরেণ্যম্' স্থলে হংস—সোমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মিলন অবলোকিত হইয়াছে। এই 'বরেণ্যম্' স্থলে এবং বরুণ এতদুভয়ের সম্বন্ধ অনুধাবন করিও। ইহাও আবার পরে আসিতেছে।

নাদের উদয়ে হ্‌সৌ এবং হৌংসঃ এই দুটি আকৃতি। অনুস্বার ও বিসর্গ।

এখন এই কারিকাটি ভাবনা কর—

হসৌং হংসো হৌংস আমূর্দ্ধ সোঽহঞ্চ সোম আলয়ম্।
ওমিত্যাবর্ত্ততে চক্রং নাদে বরুণসোময়োঃ ॥৪০

বিন্দু থেকে নাদের উদয়ে যে আদিমা বৃত্তি, সেটি 'হ্‌সৌঃ' এই আকৃতি-বিশিষ্ট। সঞ্চিতশক্তি (হ্‌) এবং সিঞ্চিত শক্তি (স্), এ দুটিকে দুইটি পক্ষের মত বিস্তার করতঃ নাদ (ওঁ) যেন খগেন্দ্রের মত বাগর্থপ্রত্যয়ের আকাশে সমুদিত হইতেছেন। তোমার ঘুম থেকে জাগার সময় কি হয়, চিন্তা কর; বীজ যখন অঙ্কুর হয়, তখনই বা কি হয়? এ স্থলে 'সঞ্চিত' আর 'সিঞ্চিত' যেন এখনও পরস্পর 'মুখোমুখি' রহিয়াছে; বীজ বলিতেছে—'এই আমি অঙ্কুর হইলাম'; আর অঙ্কুর বলে—'ঐ যে আমার বীজ!' জাগৃতি বলে—'ঐ সুষুপ্তি থেকে আমি জাগিলাম'; আর, সুষুপ্তি বলে—'এই তো আমার জাগৃতি'। কোন পক্ষই এখন অবধি 'সংগোপন' হয় নাই। কিন্তু, যেই অঙ্কুরটি চারা গাছটি হইল, অমনি বীজ লুকাইল। মহাপ্রাণবর যে 'হ'কার, তার এই প্রকার সংগোপায়িত ঘনীভাব (hidden mine or reservoir) সূচনা করে 'হং'। বর্ণ (এবং বস্তু) মাত্রেরি প্রসরৎ-সঙ্কুচৎ দুটি বৃত্তি। বিসর্গ দ্বারা প্রথমটি, আর অনুস্বার দ্বারা দ্বিতীয়টি বিশেষিত হয়। সুতরাং 'হংসঃ' এই আকৃতিতে 'হ' আপনাকে সঙ্কোচ-ঘন করিয়া লইল; আর, 'স' নিজেকে প্রসার-প্রবণ। 'হং' যেন হইল 'রেডিয়াম', আর, 'সঃ' হইল তার 'রেডিয়েশন্'। প্রত্যক্ষ সূর্য্য এর ভাস্বর প্রকট রূপ। সৌরায়ণে বা স্বাহায়নে যৎকিঞ্চিৎ চলিতেছে, তাদেরই এই 'হংসঃ' আকৃতিতে ব্যাকরণ। তৎপরে, পূর্ণতায় আসিয়া (আমূর্দ্ধ) সেটি নিজেকে (গায়ত্রীর ঐ বরেণ্যম্ স্থলে) দেখায় কি ভাবে? 'হৌংসঃ'। এখানে ওঙ্কার নিজেকে সঞ্চিতে সঙ্কুচিত, আর সিঞ্চিতে বিক্ষেপ-প্রসারিত (scattering effect) হইতে 'ছাড়িয়া' দেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। সঞ্চিত-সিঞ্চিত, উভয়ই মহাসমন্বয় সংগৃহীত! এটি আমাদের পূর্ব্বালোচিত নাদপূর্ণিমা। এই পৌর্ণমাসীতে পূর্ণাস্থিতিটি কবে সম্ভাবিত হইবে?

জপে দক্ষিণাচার, বামাচার; অভিষিক্ত, পূর্ণাভিষিক্ত।

সুতরাং, গায়ত্রীজপের অনুবর্ত্তনে, 'ধীমহি' স্থলে ঐ পূর্ণকে 'বামেন', বামাগতিতে মিলাইয়া শূন্যে-পূর্ণে পরম সমীকরণটি সাধিয়া লও। শূন্যকে পুরা না পাইলে (অর্থাৎ নিরঞ্জনী স্থিতি না হইলে) পূর্ণ ধ্রুবপূর্ণ হইবে না; আর, পূর্ণকেও পূরা মিলাইতে না পারা পর্য্যন্ত, শূন্যও ধ্রুবশূন্য হয় না। Pureকে না পাওয়া পর্য্যন্ত Perfectএর Perfection নেই, আবার, Perfect না হওয়া পর্য্যন্ত Pureও Pure নয়। তাই, 'হংসঃ' রূপে তোমার 'দক্ষিণাচার' 'সোঽহম্' রূপে হোক্ 'বামাচার'। এ আচারে আগে 'অভিষিক্ত', পশ্চাৎ 'পূর্ণাভিষিক্ত' হও। অভিষেক কিসের দ্বারা? সোম। এই সোমরসে বা অমৃতে পূর্ণাভিষেকের নিমিত্ত—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'। পূর্ণাভিষেকে প্রৌঢ়োল্লাসের অবস্থা—'সুরা পান করি না আমি, সুধা খাই জয় তারা বলে।' 'আঁখি ঢুলু ঢুলু সদা রাত্রদিনে, কালী নামামৃত মদিরা পানে।' তারপর বিন্দুব্রহ্মে যুগপৎ 'অনবস্থ' এবং 'পূর্ণাবস্থ', 'অনুত্তর' এবং 'পূর্ণোত্তর' হবার নিমিত্ত,—'সোম'কে বিলীন করিয়া লও—'বিলয় ওমে' (আলয়ং)। 'সোমে' 'হ'কার আপন পূর্ণ রসায়নটি (অমৃতায়ন) হইতে দিবে বলিয়া 'স' এবং 'ওম্', এই দুইতে নিজেকে নিঃশেষ-সমর্পণ করিতেছে। বলিতেছে—গোপায়িত সঞ্চয় আর কিসের জন্য? সারা প্রাণের সাগর নিঃশেষে মথিয়া পূর্ণ কর তোমার অমৃত কুম্ভ! 'ওমে' গিয়া 'স্'টিও আপন অবসান পাইল। আর, প্রসার-সিঞ্চনই বা কেন? অবশেষ, উচ্ছিষ্ট কোথায়? সে তো আর পশ্চাতে কোথাও নেই—সে ঐ পুরোভাগে—পরম শূন্য-পূর্ণতায়। সিন্ধুবেলায় সমাগতা সরিতের মত! আর তার পিছু ফেরার, এদিক-ওদিক্ করার, থমকিবার 'বেলা' নেই। এখানে আসিয়া 'পূর্ণাবধূত' হও।

একমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা। অর্দ্ধ বলিতে শক্তির ছেদ নয়

এখন দেখ যে, বীজ সহকারে বিশ্বের বাগর্থপ্রত্যয়প্রপঞ্চ উদয়ের, পূর্ণোন্মেষের এবং বিলয়ের যে মূল শক্তিলেখা (হৃল্লেখা) উপরে অঙ্কিত হইল, সেটি সপ্তক্রমী—বিন্দুব্রহ্ম থেকে নাদরূপে উদয়, এবং তাতেই পুনশ্চ বিলয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তুটি আদি এবং অন্তিম ক্রম সহ—সেটি সংখ্যায় সপ্ত। এ কয়টিকে তন্ত্র-গোপিত 'সপ্তবিষুবের' সঙ্গে অন্বয়ে-ব্যতিরেকে মিলাইয়া লইও। এ সাতের 'অর্দ্ধ' তুটি 'হোংসঃ' এই মহামূর্দ্ধনি সম্মিলিত। সমগ্র শক্তিলেখকে (হৃল্লেখাকে) যদি বল—'একমাত্রা', তবে, সেটি তুইটি 'অর্দ্ধমাত্রায়' সম্মিলিত ঐ পূর্ণোদয় স্থলে। অর্দ্ধমাত্রার এই দ্বিভাবকে নাদপ্রভবা, এবং বিন্দুবৈভবা বলিতে পার। তবে মনে রাখিও যে ঋধ্যমানা পূর্ণ এবং পরমাবসানা ঋচ্ছতিরূপে অর্দ্ধমাত্রা 'স্থিতা নিত্যা' এবং অবিভাজনীয়া। সাক্ষাৎ আন্তাশক্তিরূপিণী যেটি, সেটিকে কোথাও 'ছেদ' দিয়া রাখা যায় না। কেন না, তাতে আন্তাশক্তির স্বভাবেই অন্যথাভাব হয়। ছিন্নমস্তারূপে তিনি নিজেকে 'ছিন্ন' করার ছলে সেটি দেখাইয়াছেন। স্থূল ছেদে সূক্ষ্মে অবিচ্ছেদ, সূক্ষ্মচ্ছেদে কারণে, কারণচ্ছেদে তুরীয়ে এবং তদতীতে। তাই :—

অস্তীতি শক্তিসদ্ভাবশ্চাসদ্ভাবোঽপিনাস্তিতা।
জায়তে সদসদ্ভাবে শক্তেরশক্যতা কুতঃ ॥৪১

শক্তির সদ্ভাবই অস্তিতা জানিবে। আর, শক্তির অসদ্ভাব নাস্তিতা। অর্থাৎ 'আছে' এবং 'নাই', এ তুই-ই শক্তিরই সদ্ এবং অসদ্ভাব। এ অসদ্ভাব=শক্তির নাস্তিতা বা শূন্যতা ভাবিও না। তারপর, কিঞ্চিৎ জন্মিল, বাড়িতে লাগিল, কমিতে বা ক্ষীণ হইতে লাগিল, ইত্যাদি বিবিধ বিপরিণাম—এগুলি? এগুলিও শক্তির সদসদ্ভাব ভাবিও। কাজেই, এ হেন যে শক্তিব্রহ্ম তার অশক্যতা কোথায়, কিসে হইবে?

বরুণরহস্য

এখন লক্ষ্য কর যে, 'একমাত্রা' ব্রহ্মশক্তির ঐ যে তুটি অচ্ছেদ্যা 'অর্দ্ধ'তনু (প্রতিটি আবার সার্দ্ধ ত্রি=সাড়ে তিন),—যে তুটিকে নাদপ্রভাবা এবং বিন্দুবৈভবা বলা হইয়াছে,—সে তুটি যথাক্রমে, চন্দ্রমাসূত্রের 'বরুণ' এবং 'সোম'। সোম তো পরেরটিতে প্রকট, কিন্তু বরুণ? নাদকে ওঙ্কার, প্রাণ আদিত্য প্রভৃতির সঙ্গেই সমীকরণ করা হইতেছিল। এখানে বরুণ কেনই বা আসিতেছেন? বরুণ, বিশেষতঃ, অদিতি বা আদিত্য (সবিতা), নাদ (স্বর) এবং প্রাণ—এ তিনের সমানাধিকরণতার স্থল। বরুণ শব্দের 'ব'কার 'বেবিষাণ' (ব্যাপনশীল) যে অদিতি বা অখণ্ড আধার সামগ্রী, তার নির্দ্দেশ দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রু' দেয় স্বরব্রহ্ম বা নাদের। আর, অন্তে যে 'ণ', সেটি প্রাণ। অথবা, যেটি পরম (মূর্দ্ধন্য) ধাম, তাকে যদি 'ণ' বর্ণ বল, তবে সে ধাম 'বিবরিষু' (বরণ করিতে চায়), কিংবা বরণ করাইয়া দেয় ('ঋ' এর গুণে 'অর্') যাহা, সেই তত্ত্বকে বল 'বরুণ'। বরুণ বরেণ্যমে বরিত করার তত্ত্ব। বরুণে বেবিষাণ, অধ্বনীন এবং আপ্যায়ন—এই বৃত্তিধারা উরুক্রমে সংক্রমণ করিয়াছে। 'আমি সমস্ত কিছুকে পরমব্যাপনে লইব ; সব কিছুর অধ্ব বা মার্গ ঋতকুশল করিব ; এবং সব কিছুকে আপ্যায়নের পরাকাষ্ঠায় (ব্রহ্মাপ্যায়নে) চরিতার্থ করিব। 'বৃণু' এবং 'বরুণ' এ দুই আকৃতিও সযত্নে পরীক্ষা করিও। যথার্থ ই, যেটি জ্যোতীরস নিরতিশয়তারূপে পরম বরেণ্য, তাকে 'বিবরিষু' হও (বৃণু) বরুণকে সমাশ্রয় করিয়া। এ সব কেবল অধ্যাত্মসাধনারই কথা নয়। সর্ব্বজাগতিক (Cosmic) রহস্য। অধিভূতে (বিজ্ঞান থেকেও) এর দৃষ্টান্ত লও, পরীক্ষা কর। তাড়িতশক্তি জড় পরিচ্ছেদে (এই পরিচ্ছেদকে 'বিচ্ছেদ' করিয়া অধিভূতেও দেখিতে নাই) বিশ্বব্যাপিকা—বেবিষাণা। তুমি যদি দৃশ্যাদৃশ্য আলোক তাপাদি আকারে এই 'বেবিষাণা'কে মিলাইতে চাও, অর্থাৎ, তোমার সম্পর্কে আপ্যায়নী-রূপে, তবে কি আবশ্যক হয় ? মাঝের ঐ অধ্বনীন (অধ্বনি সাধ্বী) রূপটিও সুকৌশলে মিলাইতে হয়। জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বব্যাপী। তুমি যদি কারীরী যাগে তাকে বর্ষণকৃৎ পর্জ্জন্যরূপে পাইতে চাও, তা হইলেও ঐ আবশ্যকীয় 'ব+রু+ণ' এই আকৃতিটি সমর্থভাবে পাইতে হয়। দুই পাশে 'ব' আর 'ণ' ; মধ্যে 'রু' থাকিয়া উভয়ের সমর্থ-সার্থক সংযোজনটি সংঘটিত করে। প্রণবের 'অ উ ম' এর সঙ্গে কেবল ধ্বনিগত নয়, ব্যাপারগত সঙ্গতি রহিয়াছে, ইহাও দেখ। গত শতকের বিজ্ঞানে 'ঈথার' এক বিভু (বেবিষাণ) পদার্থ মানা হইত (as Plenum). 'Nature abhors vacuum'—এই ছিল সে যুগের চিন্তার এক মূল স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ অব্যাকৃত বিভুবস্তুটি ব্যাকৃত (differentiated) হইয়া পরমাণু আদি মূলবস্তু, আর আলোক-তাড়িতাদি তাদের মৌলিক ক্রিয়া হয় কি করিয়া ? ঐ 'রু'কে মাঝে রাখিয়া। 'রু' ঐ স্থলে সংখ্যা-সংখ্যানের কতিপয় ব্যাস-সমীকরণ (differential equations)। বর্ত্তমানে চিত্র বদল হইয়াছে, কিন্তু 'বরুণ' বাহালই আছেন। 'বরুণ' এবং 'বিষ্ণু উরুক্রম'—এ দুটি তুলনা করিয়া বুঝিও। বরুণের বেবিষাণে 'বিষ্' ধাতু ; বিষ্ণুতেও তাই। বরুণের 'ণ' বিষ্ণুর 'ষ'-এ যুক্ত। উরুক্রম থেকে 'রু' বরুণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝে প্রবিষ্ট। এ সবের দ্যোতনা কি ভাবনা করিও। উরুক্রমের 'উ' আর 'ক্রম', এ দুই বরুণে 'রু'তে মিলিত। এরই বা ব্যঞ্জনা কি? এ সব হেঁয়ালির কথা বলিবে? বহির্বিজ্ঞানে, গণিতে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে এই 'যাদুকর্ম্ম' (jugglery) না করিয়া উপায় নেই। আচার্য্যেরা করিতে কসুর করেন নাই। পরিহার, প্রত্যাহার, অধ্যাহার, অন্বাহার, সমাহার—এসব রকমেই শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়ের আবশ্যকীয় 'আহরণ'টি করিতে হয়। পূর্ব্ব ব্যবস্থিত, অথবা অধুনা ব্যবস্থাপিত কোনও 'ফল' (result) কে উত্তর সূত্র-সমীকরণাদিতে পূর্ব্বোক্ত অধ্যাহারাদি না করিলে তো বরুণের ঐ 'রু' বৃত্তিমান্ হয় না। এখানে কথাটা আভাষে বলা হইল। উরুক্রমের চারিটি বর্ণ আপন 'রু'তে সংগৃহীত করিয়া বরুণ বলিতেছেন—আমি বিষ্ণু বেবিষাণ রূপে বিশ্বের নিখিল ক্রমকে 'উরু' (উদার, অবাধ) হবার নিমিত্ত যে আধার পটভূমি, সেটি পাতিয়া রাখিয়াছি। স্বয়ং ক্রমিকতা (differentiated gradeduess, seriality ইত্যাদি) বরণ না করিয়া, বিশ্বের যাবতীয় ক্রমকে তার ক্রমিকতা অবাধে মিলাইবার আধার হইয়াছি। যেমন, কোন স্পন্দন, কোন উর্ম্মি। ঐ গোচর অসীম মহাকাশ আর অকূল মহাসাগরই তাদের অবাধ ক্রমবিতানের অঙ্গীকার (guarantee) দিতে পারে। স্বয়ং ক্রমবিরহী বলিয়াই 'আকাশ' আর 'আপঃ' স্পন্দ, উর্ম্মি—এদের বলিতে পারে—তোমরা স্বচ্ছন্দে আপন-আপন ক্রম আমাতে অনুসরণ কর। অবাধিত ক্রমটি বাধিত যদি হয় তবে সে বাধ আমার জন্য নয়। একান্ত অবাধায় যে আপ্যায়ন, সেই আপ্যায়নেরই স্বভাবস্বরূপ আমি—'আপঃ'। আকাশ, অদিতি এবং আপঃ—এ তিনটি তত্ত্বকেই আমি আমাতে মিলাইয়াছি।

সুতরাং বরুণে যে 'রু', সেটি স্বয়ং সাক্ষাৎ ক্রমধর্ম্মাবচ্ছিন্ন নয়। সেটি অক্রমী রহিয়া ক্রমমাত্র সম্ভাব্যতাবচ্ছিন্ন। নিখিল ক্রমসম্ভব সে আধারকে আধার পাইয়াই। বরুণের এই uudounded undifferentiated Plenum and Background আকৃতিটি স্মরণযোগ্য। সর্ব্ববিধ সাধনে (বিজ্ঞানেও) এই বেবিষাণ, উরুক্রম আধারটি (অনাহত নাদাদিরূপে) মিলাইতে হয়। নচেৎ নিরাধার জপাদি কর্ম্মক্রম আপন অবাধ ক্রমিকতায় (uurestricted, gradual progression-এর) চলিবার বা দাঁড়াইবার, 'ভূমি' পায়না। তার আপ্যায়নও হয় না। মহাকাশের মহামুক্ততা, আর মহাসাগরের মহা সাবলীলতা—এ দুয়ের কুণ্ঠা-কার্পণ্যহীন 'আধার' মিলাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য, এ তিনের সম্মিলিতরূপ বরুণে প্রপন্ন হও। 'শং নো মিত্রো বরুণঃ'। 'মিত্র' অন্যভাবে ভাবিত হইলেও, এখানে এইরূপ ভাবনা কর—আমাদের কল্যাণ বিধান (আপ্যায়ন) এর নিমিত্ত বরুণ প্রসন্ন হইয়া আমাদের মিত্র হউন! যেন অসীম নীলাকাশ—নিয়ে প্রশান্ত মহাম্বুধির বেলায় দাঁড়াইয়া যুক্ত করে বলিতেছি—ওগো অকৃপণ প্রসাদ মহান্, অকুণ্ঠ স্নেহবিপুল! তোমরা দুয়ে মিলিয়া আমার এই যাত্রাকে তার পরম-আপ্যায়ন পরিসীমায় মিলাইয়া দাও! বরুণ=আকাশ, অদিতি, আপঃ, এ সমীকরণ বেদেই পাই। জীবনে, সাধনেও এটি পাইতে হইবে।

পূর্ব্বে যে 'নাদ প্রভাবা' অর্দ্ধমাত্রার প্রসঙ্গ হইয়াছিল, সেই অর্দ্ধমাত্রা বরুণকে অপাবরণে দেখাইলেন। বরুণের নামে এঁকে বরুণার্দ্ধমাত্রা বল। বরুণ এ দৃষ্টিতে বেবিষাণ, উরুক্রমের উরুরূপ, এবং আপ্যায়ন ভূয়িষ্ঠ। অবাধ বিপুল অধ্বনীন (অধ্বনি সাধু বা সাধিষ্ঠ)। তবু এ বিপুল বেবিষাণ যেন ঐ আকাশ আর অপের মত 'বাহিরে' (an Immense Plenum of Impartial Objectivity)। পরের অর্দ্ধমাত্রায় ইনি 'আত্মনীন' হইতেছেন—'সোঽহম্' এই আত্মাভিসরণে। ঐ সুবিপুল মহান্ এই আত্মাই—এই পরম অববোধটি আনিয়া দেন—সোমার্দ্ধমাত্রা। যে 'অহং' 'সঃ' কে খুঁজিতেছে, সোম তাকে সন্ধান দেন 'স ওম্'। আর, সে ওম্ বিন্দুতে যাইয়া দেখে—আমাতেই সকল আরম্ভ, সকল স্থিতি, সকল অবসান। আমাতেই শূন্য এবং পূর্ণ উভয়েই নির্ব্যূঢ়ভাবে মিলিল। আমি আত্মা—অস্তি, ভাতি, প্রিয়মের একান্ত অভেদে মিলিবার ঠাঁই। এখানেই পরমাপ্যায়নী স্থিতি। যেটি বিপুল মহান্ হইয়াও প্রথম প্রতীতিতে 'বাহ্য', সেটি নিখিলান্তরাত্মা হয়, Immense Objective হয় Intimate Subjective এবং পরিশেষে Ultimate Absolute যে দৃষ্টি বা ধী, তার প্রসাদে তাকে 'সোমধী' যদি বল তো, তবে সোমের, এ প্রসঙ্গে আর এক নাম দাও বিবুধ। তা হইলে, পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ-মাত্রাদ্বয়ের একমাত্রায় মিলন বরুণবিবুধ সম্মিলন। এঁরা গায়ত্রীর 'বরেণীঅম্' তে সমন্বিত সহোদর-যুগল। মাতা পরাবাক্—সুভাষিণী।

আগে 'বরেণ্যম্' স্থলে সূর্য্যসোমকে মিলিতে দেখিয়াছি, তাঁদের নিজ নিজ পূর্ণ মহিম্নি। এখানে, বরুণ সোম (বিবুধ)-কেও মিলিতে দেখিয়া 'বিব্রত' না হই। জড় পরিচ্ছেদে অথবা বিচ্ছেদেই তার মামুলি কর্ম্ম করিয়া বুদ্ধি বেজায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচ্ছেদ বিলাসিনী হইয়া পড়ে। 'কখ' যেথায় আছে, সেখানে 'খগ' থাকে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে মহামায়া বিন্দুবাসিনী হইয়া সব কিছুতেই ব্রহ্মরূপা অনুপ্রবিষ্টা আছেন। ব্যবহারের প্রয়োজনে সে ব্রহ্মরূপাকে যখন, যেভাবে যতটুকু দেখিনা কেন, তাতে ব্রহ্মত্বের অল্পত্বাদি ঘটে না। 'বরেণ্যম্' তো উন্মেষ—উন্মীলনের পৌর্ণমাসী। সেথায় তত্ত্বসামগ্রী অসংখ্যেয় কলায় প্রস্ফুটিতা। কিন্তু এক একটি বর্ণ, অক্ষর? তাতেও ঐ ব্রহ্মরূপা বিন্দুবাসিনীকে অস্বীকার করিবে কে?

ভানে পরম উন্মেষ ও পরম সমাপন

তবে বর্ত্তমান অনুবন্ধের অনুরোধে বরুণ সোম মিলনটি ঐ স্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে। মনে কর এক বিপুল বিতান বা প্রসার যেমন ঐ মহান্ আকাশ আর সমুদ্র। ক্ষোভহীন, সীমাহীন, ছেদহীন 'ভান' রূপে সেটি বিদ্যমান। কিন্তু সে 'ভান' এখনও আপনাতে যেন 'ধ্যান' দেয়নি। সুতরাং এখনও সে ধ্যেয়ও নয় (as Immense Objectivity), ধ্যাতাও নয় (as Fully Awake Intuitional Subjectivity)। 'বরেণ্যম্' স্থলে 'ধ্যেয়-ধ্যাতা' চণকের বীজে দুটি দানার মত পরস্পরে সঙ্গত, আলিঙ্গিত রহিয়াছে। পরস্পরকে 'সরাইয়া' রাখে নাই। না 'সরিলে' কিন্তু ধ্যেয় এবং ধ্যাতা পরস্পরকে তত্তৎ রূপে জানে না। এই নিমিত্ত পরের পাদে আসিয়া হইল 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি'। এইবার, ভানসামগ্রী যেন 'আত্মনীন' হইল। এতেই ধ্যান-মননের জন্ম। 'ধী', এই সাধারণ নামটি ব্যবহার করিলে এতক্ষণ ভানচৈতন্য ছিল, কিন্তু ধীচৈতন্য ছিল না। Alogical ছিল, 'Logical' তাতে 'নিবিষ্ট' ছিল, নিরূপিতরূপে ছিল না। গায়ত্রীর তুরীয় পাদে, ঐ অভিব্যক্ত ধী-চেতনা নিজেকে ধিয়ঃ রূপে বিশ্লিষ্ট (analytically operative) করিয়া লইয়াছে। 'অহং', 'বুদ্ধি', 'মনঃ', 'চিত্ত'—এ সব ধিয়ঃ হইয়া স্ব স্ব অধিকারে মূর্ত্তিমান্ হইতেছে। এদের নিজ নিজ আকৃতি এবং ছন্দঃ প্রয়োগ বিনিয়োগের ভূমিতে আসিল। আদৌ যে ভান-সামগ্রীতে (Experience as undivided whole) 'অহন্তা-ইদন্তা' অভিব্যক্ত হয় নাই, সেটি প্রথমে অন্যোন্যালিঙ্গিত (locked in each other's embrace), পরে পরস্পরাভিমুখীন ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া, শেষে 'ইদং' এবং 'অহং' (ধী), দুটিকেও বিশ্লেষ করিতে লাগিল। এই 'কলা' টিকে 'বিজ্ঞান' বলিতে পার। কিন্তু এ বিজ্ঞানে বিভ্রংশ, বিভ্রমের, বিলুপ্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনষ্টির সম্ভাবনাটিও উন্মুক্ত, উদ্যত, উদ্দাম। ভানের পৌর্ণমাসীতে, পরিপূর্ণভাবে যাহা সেই সবিতার বরণীয় ভর্গঃ, সেই পরম জ্যোতীরসকেই ধ্যান করিব —এই অভিসঙ্কল্প সত্ত্বেও, 'ধিয়ো নঃ'—আমাদের বহুশাখা, অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বিসংবাদী বিজ্ঞান বিভ্রমে পাতিত হইতেছে। আত্মনীন হইবে বলিয়া অনাত্মনীন হইতেছে। কাজেই—'প্রচোদয়াৎ'। অহমাদি ধী সমূহকে তোমার সেই জ্যোতীরসের পরম প্রেরণা দাও। 'অস্তি', 'ভাতি' এ দুয়েরই 'মুখ ফিরাইয়া' নিখিল ব্যবহারিক প্রেয়ঃ আর শ্রেয়ের মূলে যে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ প্রেষ্ঠাদপি প্রিয়ম্, তাতেই সম্মিলিত কর। সত্যস্বরূপ তুমি, আত্মাতেই কর সত্যের সত্যকার প্রতিষ্ঠা; জ্যোতিঃস্বরূপ তুমি আত্মিকসংবিত্তিতে, তোমার জ্যোতিঃ নিজেকে রসজ্যোতিঃ রূপে প্রত্যক্ষ করুক। যাহা ছিল বিজ্ঞান মাত্র, সে বিজ্ঞান হোক্ প্রজ্ঞান! অন্তে, সেই প্রজ্ঞান, শূন্যপূর্ণের একত্রাবস্থান যে বিন্দু সেই বিন্দু দ্বারা হোক্ পরম চেতনা! গায়ত্রী মন্ত্রে এই একান্ত অসন্দিগ্ধ, নির্বিতর্ক যে ভানচৈতন্য 'বিজয়' সেটি দেখান হইয়াছে। সমস্ত কিছুতে সংশয় করিতে পার, বিতর্ক তুলিতে পার, কিন্তু ভানে সেটি হয় না। এই ভানকে তার পরম উন্মেষ এবং পরম সমাপনে লইয়া যাও।

পরিপূর্ণালোচন কিরূপে সাধিবে?

মনে রাখ যে, এই ভান বিজয়ই পরম বিজয়। আকাশ আপঃ ইত্যাদি যে যে আকারে সেই সমগ্র, অখণ্ড, নির্ব্যূঢ় সামগ্রীকে (তত্ত্বকে) পাইতে চাই না কেন, একমাত্র ভানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেটি সম্ভাবিত হয় না। ততক্ষণ 'তটস্থ' হইয়াই রহিতে হয়। মর্শপঞ্চক ততক্ষণ হানোপাদান-রহিত তত্ত্বকে ভাগপঞ্চক আকারেই মিলাইয়া থাকে। এই অধিভূতাদি সকল আলোচনকে এই নির্ব্যূঢ় পরম ভানচেতনায় সমাপন করিয়া তবে পরিপূর্ণালোচনটি সাধিতে হইবে। এই পরিপূর্ণালোচনের পঞ্চধা আলোচন হয় অধিভূতাদি পঞ্চধা খ্যাতিখ্যাপনে (appreciation of what is presented)।

বিশ্বাঞ্জন ও বিশ্ব-নিরঞ্জন

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামুদয়বিলয়ৌ ক্রমাৎ।
ভানে বিশ্বাঞ্জনং কুর্য্যাদ্ ভাবে বিশ্বনিরঞ্জনম্ ॥৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয়ে অন্বয়, বিলয়ে ব্যতিরেক—এই ক্রমে ভানচৈতন্যের যে অখণ্ড সমগ্র 'আধার পট', তাতেই বিশ্বের 'অঞ্জন' (রূপবর্ণাদিতে অঙ্কন) করিয়া, আবার সেই ভানেই বিশ্বনিরঞ্জন সমাপন করিবে। প্রণব, গায়ত্রী, বীজ নামাদি জপে ভান চেতনায় প্রথমে সকলাঞ্জনটি সাধিয়া অন্তে নিরঞ্জনী সমাধায় উপনীত হইতে হয়। বিশেষভাবে, গায়ত্রীলেখ আর শক্তিলেখ ('হসৌঃ হংসঃ' ইত্যাদি) লইয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। অধিভূতাদি দৃষ্টিপঞ্চক (fivefold view-point) নির্ব্যূঢ় ভানদৃষ্টিতে সম্যক্ গৃহীত না হইলে প্রপঞ্চ আর প্রাপঞ্চিকের 'মর্শজাল' থেকে রেহাই মিলে না।

তিনটি ভূমিতে নিরঞ্জন সমাপন

> ন ধ্যেয়ং ন চ স ধ্যাতা পূর্ণে দ্বাবিতি ধীমহি।
> বিজানীতে প্রজানীতে ন জানীতে স চান্তিমে ॥৪৩

পুনশ্চ, গায়ত্রী অথবা ঐ 'হৌংসঃ' লেখ অবলম্বনে এই 'নিরঞ্জন' বুঝিতে যত্ন কর। উদয় থেকে 'বরেণ্যম্' অবধি ভান চেতনায় ধ্যেয় এবং ধ্যাতা এ দুয়ের কোনটিই ব্যক্ত নয়। ইহা 'উদাসীন' অখণ্ড বিপুল ভান মাত্র। সে ভান 'ধীমহি' পাদে আসিয়া পূর্ণ 'ধ্যেয়' ('বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য') এবং সেই পূর্ণ ধ্যেয় বস্তুর সম্পর্কে ধ্যাতা হইল। এ ভূমিদ্বয়ের পূর্ণতার ভূমি (মহাসমন্বয়)। তারপর ব্যতিরেক। অপূর্ণের কলার, অংশের, পরিচ্ছেদের এক একটি 'উর্মি'কে ডাকিয়া বলা—উদয় তোমার কোথায়, স্থিতিই বা তোমার কোথায়, গতিই বা কোথায়—তা কি তুমি জানিবে না? তা যে জানিতেই হবে—জান, বিজানীত। অশেষ বিশেষের মাঝে, অজানা অবোঝার মহাকুহেলিকার মাঝেই জান, বোঝ। বাহিরের সকল বিভ্রমকে চেতনার 'সম্রমে' (appreciation এ) আনিয়া, জান বোঝ। সকল বহির্বিভ্রমকে অন্তঃসম্রমে (যেটি apparent objective মাত্র তাকে positive experience এর মর্য্যাদায় আনাতে)—বিজানীত—বিজ্ঞান। এ কর্ম্মে ধীমহির যে ধী, তাকে হইতে হয় 'ধিয়ঃ'। যাহা স্বভাবে ছিল Intuition, তাহা হইল Intellect. কিন্তু বাহ্য বিভ্রমকে আন্তর সম্রমে আনিতে যাইলেই সে তো সঙ্গে সঙ্গেই 'সংভ্রান্ত' হয় না। উর্মি দোসর পাইলে তার সাথে 'জটনা' করিতেও যে ব্যস্ত। এই নিমিত্ত 'বিজানীত' এর পর 'প্রজানীত' প্রজ্ঞান। আর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তিমে? যে পরম চেতনা, সেখানে, 'এই তো এটা জানিতেছি,' এ জানা তো আর থাকে না; তাই 'ন জানীতে'।

এখন, 'ধ্যেয়ও নই, ধ্যাতাও নই' এই নির্দ্বন্দ্বস্থ বিপুল ভানকে যদি বল 'বরুণ', আর প্রজ্ঞান থেকে পরম জ্ঞানে লইয়া যায় যেটি, তাকে যদি বল 'সোম', তবে, লক্ষ্য কর যে এতদুভয়ের সঙ্ঘাত আদি, মধ্য, অন্তিম বা উত্তর—এইভাবে ত্রিধা। আদি, ধীমহি; মধ্য, ধিয়ঃ; উত্তর, 'স ওম্'। এই তিন সঙ্ঘাত বা সংহতিরূপকে যথাক্রমে 'চন্দ্রমস্' 'চন্দ্র' এবং 'চন্দ্রমা' বল। 'বরেণ্যং ভর্গস্' যে 'ধীমহি'তে প্রতিভাত হয়, সেটি 'চন্দ্রমস্'। সোম খ্যাপন করেন চন্দ্রমা (অন্ ভাগান্ত করিয়া লও)। আর চন্দ্র? সেই উর্ম্মির উপমায় এটি বুঝিয়া লও—

উর্ম্ময়ো যাশ্চ সংচ্ছিন্নাঃ সংকীর্ণাশ্চ পরস্পরম্।
ইন্দূচ্ছ্বাসেন তা যান্তি কামকলাক্রমান্বয়ম্॥
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
মনঃ স্পর্শাংশ্চ মাত্রাণাং ভুঙ্‌ক্তে কামকলাক্রমৈঃ॥
প্রাণবাচৌ মনোমাত্রে শক্তিস্পর্শৌ কলাক্রমৌ।
সোমবরুণসঙ্ঘাতাদণূন্যপি মহান্তি চ॥৪৪-৪৬

চন্দ্র সর্ব্বজাগতিক তত্ত্ব

সমুদ্রবক্ষে যে উর্ম্মিভঙ্গসমূহ, তারা বাতাম্বুবেগাদিবশতঃ পরস্পর সংচ্ছিন্ন এবং সংকীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইন্দুর আকর্ষণ জন্য সাগরের যে সমুচ্ছ্বাস তাহা ঐ বিক্ষুব্ধ-বিষমা উর্ম্মিমালাকে তাদের স্বচ্ছন্দ (কাম) যে কলা (aspect), তাদের সুষম যে ক্রম (wave-length ইত্যাদি) তাতে তা'দিগকে স্থাপিত করে। ধরিত্রীর সত্তায় এবং সংস্থায় যে স্বচ্ছন্দ কলাক্রম, সেটি ঐ চন্দ্রমণ্ডল স্থাপিত রাখিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল ঠিক স্বাধিকারে না রহিলে পৃথিবীর সত্তা-শক্তি-ছন্দঃ-আকৃতি—এ সবেরি ব্যতিক্রম ঘটিত। সাগরের উচ্ছ্বাস তার বলবৎ প্রমাণ; কিন্তু পৃথিবীর জড়ীয়, 'প্রাণিক' এবং আধ্যাত্মিক সমগ্র সত্তা এবং সংস্থার উপরই এই চন্দ্রমণ্ডল মহিমা ভাবিয়া দেখিও। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান—উভয় দৃষ্টিতেই। জপাদিতে তিথি তত্ত্বাদির একান্ত প্রসজ্যমানতা প্রণিধান করিও। কারিকায়—'কামকলাক্রমান্বয়ং'—ভাঙ্গিয়া তলাইয়া বুঝিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঐ' চন্দ্রমণ্ডলের দৃষ্টান্ত লইলাম; কিন্তু 'চন্দ্র'—ঐ চন্দ্রমণ্ডলমাত্র নয়। ইহা সর্ব্বজাগতিক তত্ত্ব।

মনঃ এবং চন্দ্রতত্ত্বের সাদৃশ্য

তাই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলা হইতেছে—'এতস্মাজ্জায়তে' ইত্যাদি। সেই মূলবস্তু প্রথমতঃ প্রাণরূপে যেন 'জাত' হইলেন। এ প্রাণ যে বায়োলজির প্রাণই নয়, তা তো বারবার বলা হইয়াছে। সেই প্রাণব্রহ্ম একদিকে মনঃ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ; অন্যদিকে, ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ হইলেন। ইন্দ্রিয়=মাত্রা যদি মনে কর, তা হইলে মাত্রাকে 'স্পর্শ' (excite) করিতেছে ঐ ভূত ভৌতিক। অতএব, হইতেছে 'মাত্রাস্পর্শ'। এ সকল, পূর্ব্বোক্ত ঊর্ম্মিদৃষ্টান্তে, পরস্পরকে সংচ্ছিন্ন করিতেছে, 'জটলা' পাকাইতেছে। তবু মাত্রাস্পর্শের দেশে সদাই সংঘর্ষ আর দ্বন্দ্ব কোলাহল। স্পর্শ মূলতঃ ঊর্ম্মি অথবা স্পন্দরূপ। কিন্তু কে তাদের স্বাভীষ্ট কলায়, স্বচ্ছন্দক্রমে বাছিয়া, গোছাইয়া, সাজাইয়া লইবে? বাহিরে (objectively) যাহা স্পন্দ, মাত্রা (ইন্দ্রিয়) সম্পর্কে আসিয়া তা হইল 'স্পর্শ' (sense impact)। স্পর্শ জটলার মাঝ থেকে কাম—কলা—ক্রম —এ তিনের দ্বারা কেবল 'বাছাই-গোছাই' কর্ম্মটি করিলেই তো হয় না। স্পর্শকে নূতন কোন অধ্যাত্মস্পর্শ দিয়া 'মর্শ' করিয়াও লইতে হয়। Sense-impact রূপে যেটি objective, তাকে sensation বা feeling রূপে subjective করিয়া লইতে হয়। এ দুই কর্ম্মই করে মনঃ। সুতরাং, মনস্তত্ত্বের আর চন্দ্রতত্ত্বের সাদৃশ্যটা প্রণিধানযোগ্য।

চন্দ্রাদি তত্ত্বকে দেখিবার অধিভূতাদি দৃষ্টিক্রম

যদি বল—মন তো আন্তর পদার্থ এবং ব্যষ্টি পদার্থ (inner and individual), আর চন্দ্র বাহ্য পদার্থ এবং ব্যষ্টি। এ কথা ঠিক নয়। প্রাণের মত মনও কেবল 'আন্তর', কেবল 'ব্যষ্টি' নয়। আন্তর আর ব্যষ্টিরূপ বিরাট্-সমষ্টি মনের এক বিশিষ্ট 'উদ্ভূত' রূপ। আর, চন্দ্র তত্ত্ব হিসাবে='ঐ' চন্দ্রমণ্ডল মাত্র নিশ্চয়ই নয়। যেমন, সূর্য্যতত্ত্ব='ঐ' সূর্য্যমাত্র নয়। আবার সেই অধিভূতাদি দৃষ্টি এবং উপসংহারে, নির্ব্যূঢ় ভানদৃষ্টির কথা ভাবিয়া লও। অধিভূতেও চন্দ্র =the Moon নয়, ইহা স্মরণ রাখিবে। সেখানে, চন্দ্র=বিশ্বোর্ম্মি সমূহকে কামকলাক্রমী করার তত্ত্ব। 'এই' পৃথিবী সম্পর্কে উপকুর্ব্বাণ 'ঐ' উপগ্রহ চন্দ্রটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন। It is only a case in apposition. অধিভূতে আসিয়া সব কিছুই 'জমাট' জড়ীয় আকারে নিজেদিগকে দেখাবার 'বাত্তিক' যেন পায়। যেমন 'ঐ' চন্দ্র। অধিদেবে সে হয় দ্যোতন-দেবন রূপ। আদিদেব বরুণ আবীরূপে তাকে করুন্ পাশমুক্ত। তারপর, অধ্যাত্ম। ঐ বিপুলবিতান—যাতে কত না মহীয়সী দ্যোতনা দেবনা, তাকে কর আত্মনীন। 'এই তো ভিতরে, অন্তরে, আমারও যে সে'। এখানে বরুণ সোমে মিলিত হইলেন। এর পর্য্যবসান—'আত্মাই সব'—এই পরম চেতনায়। কাজেই অধিভূত আর অধ্যাত্ম, এ দুয়ের মাঝে সন্ধিসেতু অধিদেব।

একই তত্ত্ব (Basic Principle) অধিভূতে বেবিষাণ রহিয়াও নিজেকে এক বিশিষ্ট মূর্ত্ত পরিচ্ছেদে যখন দেখাইল, তখন তাকে দেখিলাম 'ঐ চন্দ্র'—the Moon. সত্তাদি চতুষ্টয়ের সঙ্কোচরূপ এটি। এটি দেখিয়া পশ্চাৎ 'অরুন্ধতী' দর্শন কর। অধিদেবে এটি কাম-কলা-ক্রম—এই ত্রিতয়ের বিশ্বতঃ দ্যোতনকারী দেবনীশক্তি (দেবতা) হইল। তখন, প্রশ্ন কে যেন করিল—বিশ্বে নিখিল প্রবৃত্তির মূলে (জড়াণুরও) যে কাম, সকল পরিণতির সঙ্গে জড়িত যে কলা ও ক্রম, তাদের দ্যোতনার এবং দেবনার (manifestation in measures) আধারটি কি বা কে ? তাও 'চন্দ্র'। এ চন্দ্রকে 'ঐ' বলিয়া আর এক স্থলে দেখাইয়া চুপ করিও না। অধিভূতেও সেরূপ দেখা সংকীর্ণ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি।

বিশেষতঃ অধ্যাত্মভূমিগুলির উন্মেষ ও বিশ্লেষণ

অধিদেবে 'ইন্দ্রিয়াণি' (=মাত্রা), তাদের মূলাপ্রবৃত্তি (কাম), এবং তাদের অধিকারক্রম, ক্রিয়াক্রম এবং শক্তিক্রম দ্যোতনায় আসিয়াছে। ইন্দ্রিয়=দেবতা হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মে ?

আত্মনীনঃ স আত্মন্বী চাত্মারামঃ স আত্মরাট্।
আত্মস্বরূপ ইত্যেবমধ্যাত্মমধিকুর্ব্বতে ॥৪৭

'অধ্যাত্মং' আত্মাকে অধিকার করে এই কয়ভাবে এবং পাদে—প্রথমে, 'আত্মনীন'। এটি সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই (জড়াণুতেও) 'কাম' (as Basic Urge, Elan Vital) আকৃতিতে বৃত্তিমান্ আছেই। অগ্নীষোমীয় নিখিলের এটি মূল 'সোমমাত্রা'। এটি যখন 'আপনার পানে' ফিরিয়া আপনাকে পায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন সে হয় 'আত্মন্বী' বা আত্মবান্। কাম নিজেকে জানিল কামরূপে। কামরূপে কামের (ক্লীঁ বীজের) স্বরূপ সংবিত্তি হয়। ইনি হন তখন 'কামাখ্যা'। কামব্রহ্মরূপে যাঁর শক্তিখ্যাতি। যাহা ছিল Impulse, তাহা হইল—Desire, Aspiration, Yearning. এইবার, মনঃ বা 'মানস' তত্ত্বকে আবীরূপে দেখিলাম। এই 'মানস' আবার নিজেকে অবমানস, মানস, মহামানস এবং অতিমানস—এই চতুষ্পাদে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। সে-রূপ অভিব্যক্তিতে আত্মরাট্, আত্মারাম এবং আত্মস্বরূপ ভাবগুলি অধিকৃত হয়। অধিভূতে যাহা ছিল Inherent Activity or 'Mass Action', সেটি অধিদেবের মাধ্যমে অধ্যাত্মে আসিয়া হইল—Instinct, Intelligence, Intellect, Intuition, Vision. 'ধী' এর 'অতিমানস' রূপকে যদি বল গায়ত্রীর ঐ 'ধীমহি', তবে সে অতিমানসকে অন্বয়ব্যতিরেকে সাধনে মিলাইবার জন্য, ধীকে হইতে হয় 'ধিয়ঃ'। অতিমানসের দেবতা যদি হন সেই সবিতাদেব এবং তাঁর বরণীয় ভর্গঃ, তা হইলে পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রমস্, চন্দ্র এবং চন্দ্রমা এ তিনের দৈবতরূপ, মানসের কোন্ কোন্ ভূমিতে, তা চিন্তা করিও। অবমানস (Subconscious Mind) কে অধিকৃত করে যাহা, তাহা চন্দ্রমা, এই সমীকরণটি বিশেষতঃ ভাবিয়া দেখ।

বলাবাহুল্য, মানসাদি কোন পাদকেই কেবল ব্যষ্টিপরিচ্ছেদে (in individual cross-section) লইবে না। প্রতিটিকে সোম যেমনধারা ঐ আত্মনীনাদিভাব (Introspective Attitude etc.) দিয়াছেন, তেমনি আবার প্রতিটিকে-('Normal Mind' কেও) বরুণ দিয়াছেন—বেবিষাণ, অধ্বনীন রূপ। প্রতিটিই ব্যাপক এবং ব্যাপনধর্ম্মী। বিশেষ বিশেষ ভাব 'কেন্দ্রীণ' হইয়াও তারা এক অখণ্ড বরুণ-মানসে (Mind Plenum or Continuumএ) শক্তি ও ব্যাপারের 'লেন-দেন' করিতেছে। তাই না—'প্রচোদয়াৎ'! অতিমানসকে চন্দ্রদৈবতভাব থেকে ঊর্দ্ধে রাখিলেই ঠিক হয়। কেন না, এই ভূমিতে কামতঃ, কিনা, সঙ্কল্পপূর্ব্বক কলা-ক্রমান্বয়ের অপেক্ষা চরিতার্থতায় আসিয়াছে; আপূর্য্যমাণতা হইয়াছে পরিপূর্ণতা। মহামানস-ভূমিরই এই পূর্ণতা। মহানেও কলাক্রমের উদ্দেশ থাকে। মহামানসকে 'অতিক্রম' করিয়া (টপ্‌কাইয়া) অতিমানস হয় না। সুতরাং 'চন্দ্রমস্' হইলেন মহামানস এবং অতিমানসের 'সন্ধি' দেবতা। 'ভর্গস্' থেকে 'চন্দ্রমস্' যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসৃত হইতেছেন—দৈবতরূপে মানসের আর তিনটি পাদ বিন্যাস করার নিমিত্ত। অন্তে বিন্দুলীনতায় যে পরমচেতনা, তাকে পরিসীমায় অতিমানসও না বলিয়া 'উন্মনী' বল। 'ধীমহি'তে বরেণ্যং ভর্গঃ পাইলাম। প্রচোদিত 'ধিয়ঃ' দ্বারা সাধিয়া সেই ভর্গঃ-কে অতিমানসে পর্য্যন্ত অন্বয়ে মিলাইয়া, অন্তিমে ব্যতিরেক বা 'নিরঞ্জনে' তাকে উন্মনীতে পরম-উপরমটি পাইতে দিতে হয়।

তামসং রাজসং বীজং ভৃজ্যেতে ভর্গসা যদি।
সগুণং সাত্ত্বিকঞ্চাপি নিস্ত্রৈগুণ্যং নিরঞ্জনে ॥৪৮

ভর্গঃ যদি তামস সংস্কার বীজ, রাজস সংস্কার বীজ, এবং ত্রিগুণের একগুণ যে সত্ত্ব, তারও বীজকে 'ভাজিয়া' ফেলে, তবে জানিও যে, পরম নিরঞ্জনে ত্রৈগুণ্যের অধিকারে যে গুণত্রয়, তাদের নিরঞ্জন করিয়া তবে তত্ত্বতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে হইবে।

বরুণ সোমের সঙ্গে মিলিতে যাইয়া তিনটি 'চন্দ্রমা' এবং সন্ধিকে ধরিয়া চারি 'মানস' হইলেন। কিন্তু পরম নিরঞ্জনে আসিয়া কি হইল? বরুণ সোম (বিবুধ) একান্ত অভেদ-সমন্বয়ে আসিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ চন্দ্রমাত্রিতয়ও (অধিভূতাদি সকল গ্রামেই) সূর্য্যাগ্নির সঙ্গে অভিন্ন জ্যোতীরসে অভিনিস্পন্ন হইলেন।

ইহাও অনুধাবন কর যে—

অণুক্রমেণ সোমত্বং বরুণত্বমুরুক্রমাৎ।
তনুক্রমেণ চন্দ্রত্বং নাদবিন্দূ তনোতি তৎ ॥৪৯

সোম অণুক্রমে (সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর, এইভাবে) বিন্দুকেই চাহিতেছেন। বরুণ উরুক্রম (বেবিষাণ, বিষ্ণু) হইয়া চাহিতেছেন কি?—নাদ। আর, চন্দ্র তনুক্রমে (তন্, বিস্তারে) নাদবিন্দু উভয়কেই। সুতরাং হ্রীঁ আদি কোন বীজমন্ত্রের শীর্ষে যে 'চন্দ্র', সেটি বিন্দুধারণ করতঃ বীজশক্তিকে সাক্ষাৎ বিন্দু অবধি বিতান করিবেন—ইহার আশ্বাস দিতেছেন। আর, 'ঈকারাদি' যে স্বর সে চন্দ্রবিন্দুকে মূর্দ্ধায় লইয়াছে, তাকেও নাদের উরুক্রমে সম্বর্দ্ধিত করিয়াও লইতেছেন। প্রণবাদি ব্যাহরণ করতঃ চন্দ্রের 'তনু' বা তনোতি ক্রমটি বুঝিয়া লও। বীজে চন্দ্র সেই অর্দ্ধমাত্রার 'তনু'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তনু শব্দের ব্যঞ্জনা—'চন্দ্র'শব্দের বিশ্লেষণ

বলা বাহুল্য 'তনু' বলিতে হ্রস্ব, ক্ষুদ্র এসব ভাবিও না। তনু=সূক্ষ্ম তনোতি রূপ। চন্দ্র=মনঃকে এই তনুরূপেই দেখিবে। তনু শব্দে সূক্ষ্ম ধরিলাম বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঐ 'তন্' কর্ম্মটি সূক্ষ্ম হইয়াও দুইমুখে দুই প্রকারের—অণুতনুতে আর উরুতনোতি। 'পরস্মৈ' এবং 'আত্মনে' পদ দুটিতে ভাবনা দিও। বীজের দৃষ্টান্ত, কিন্তু মনন মাত্রেই এইভাবে দ্বিমুখে 'তনুতে' এবং 'তনোতি' আকারদ্বয় প্রাপ্ত হয়। একটা সমস্ত কিছুতে 'অণু'কে (last limit or term) অন্বেষণ করে; অপর, 'বিভু'কে (final summing up)। 'চন্দ্র' শব্দের আকৃতিতেও সেই কথা। 'চং' (চঞ্চল্যতে—যেটি চলিতেছে—as event) তাকে একবার 'দ' রূপে কোনও দেশকালাদি সংস্থা বিন্দুতে 'দাঁড়' করাইয়া দেখা হইল; আবার, তাকে 'র', কিন্তু চলিষ্ণু, বেবিষাণ রূপেও দেখা হইল। As a point or centre of 'rest' energy—intensification; and, as a field or frame of expansive movement. এ দুয়ের কোনটিকে মনন পরিহার করিতে পারে না, চায়ও না। সাগরের সাধ—আমি ঝরী হব; ঝরীর সাধ আমি সাগর হব। ব্রহ্মেই এই নাদবিন্দু মিথুনটি আছে, তাই।

অন্ন, মনঃ এবং চন্দ্রমা

আর তনু=কায় যদি বল, তা হইলে দেখ যে, বরুণ এবং সোম দুয়েই স্বয়ং কায়পরিগ্রহে যেন 'কুণ্ঠিত'। তাঁদের সঙ্ঘাতে যে চন্দ্রমা, তাতে 'কায়' বিশিষ্ট হইতেছেন। চন্দ্রমা থেকেই নিখিল কায়কান্তি। চন্দ্রমায় 'কামকলা', তাই কান্তি। ভানু সব কিছুতে দেন ভাতি, ছটা, দীপ্তি। মনঃ চন্দ্র; কাজেই, মনঃ সূক্ষ্ম কায়বিশিষ্ট॥ তনুতে আর তনোতি দুই রূপেই। মনঃকায় পৃথুতায় আসিলে চাক্ষুষও হইতে পারে। অন্নের অণিষ্ঠ অংশে মনঃকায়ের পোষণও হয়। কাজেই সত্তা-শক্তি-ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ চারিটি সম্বন্ধে অন্ন আর মনের মধ্যে কোন একান্ত বৈজাত্য-পরিচ্ছেদ (যেমন, ওদেশে Cartesian Philosophy করিত) টানিলে চলিবেনা। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। অন্ন-মনঃ ইত্যাদি সম্পর্ক আবার পরে বিবেচিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামকলা অনুক্রমে ও ব্যতিক্রমে কিরূপ? ব্যতিক্রম-স্থলে কি করিতে হইবে?

সর্ব্ববিধ কায়ের (মনঃ কায়েরও) রূপ এবং আকার দেন অগ্নিতত্ত্ব ; তেজঃ, ওজঃ, দীপ্তি—এ সব দেন সূর্য্যতত্ত্ব ; আর কাম, কান্তি, ভাব, রস—এ সব দেন সোমতত্ত্ব (চন্দ্র, চন্দ্রমা, ইত্যাদি রূপে)। সোম আর সৌম্য। মনঃ কায়েরও ঐ ত্রিতত্ত্ব দ্বারা ত্রিধা সংগঠন এবং ভরণ অবশ্যই আছে। ব্যষ্টি মনঃকায় (individual 'mind body') তার প্রারব্ধবাসনা এবং জাতিকাম (basic desire to be incarnated into a particular type 'or kind of being') দ্বারা 'নির্ম্মিত' হয় বটে, কিন্তু সমষ্টিমনঃ (হিরণ্যগর্ভ) আধার বিভর্ত্তা এবং নিয়ন্তা থাকেনই। সুতরাং, মনঃকায় পুরুরূপ এবং বহুশীলবৃত্ত হইলেও, ঐ আধার বিভর্ত্তা এবং নিয়ন্তা হিরণ্যপ্রপন্ন হইয়া নিজেকে দিব্য হিরণ্যকলায় ফুটাইয়া তুলিতে পারে। অন্নকাম, ভোগলোলুপ যে মনঃ, সে হোক্ হিরণ্য বা ওজঃকাম, এবং পরিণামে বরেণ্য-বিবরিষু জ্যোতীরসকাম। মনঃ এবং চন্দ্রমা যে 'কামকলা' তাদের মূল উৎস এবং 'প্রবৃত্তিঃ পুরাণী' রূপে পাইয়াছে, সাধারণ জাতিকাম অন্নকাম যে মনঃ, সে ঐ কামকলাকে পায় কি ভাবে? মনোজ, মনসিজ কামরূপে। চন্দ্রমাও এই মনসিজের তরে কন্দর্পধনুঃ আর পঞ্চশর যোগাইয়া দেন। তাই না 'পিয়া মুখ চন্দা' তাই 'কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী হীন হিমধামা'। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'—এতেই জগৎপ্রবৃত্তি। সনৎকুমারাদি এ জগৎপ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। হিরণ্য-বরেণ্যকেই বরণ করিলেন। কিন্তু এই কামকামী মনঃ? কামকলা প্রসক্ত যে মনঃ, তাকে সাধাও—কামকলাক্রমান্বয়ম্। সৃষ্টিস্থিতির আদিম শক্তিকলাই কামকলা। ইনি কামাখ্যা। এঁকে নস্যাৎ করিবে কে? সিসৃক্ষা-রিরংসাদিরূপে ইনি স্বয়ং ব্রহ্মময়ী। তবে, এ কামকলা যদি বিশ্বের এবং তোমার বাসনায় আর এষণায় হইয়া থাকে 'কামকেলি', তবে ক্লীঁ বীজের যথার্থ সমাশ্রয়ে 'কেলি' হোক্ 'কালা' (কৃষ্ণ) বা 'কালী'। তোমার কামকলাকে বরেণ্য-ব্যতিক্রমে ফুটিতে দিওনা ; সেই হিরণ্য-বরেণ্য-অনুক্রমে ফুটিতে দাও। রিরংসালোলুপকে কর রাস-রস-লোল। লোলুপতাকে কর 'লৌল্য' (রসিক ভাগবতে যেটি সহজধর্ম্ম)। মনের এখন যে তনুক্রম, তাকে অণুক্রম এবং উরুক্রমে (রস ও রাসে) লইয়া চল। রস অণু? রসকে 'ভূমা', সিন্ধু-সায়র এ সব বলিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল, কিন্তু বিন্দুবিধুরা সিন্ধুপরাণীও যে 'তাতলসৈকত'! জ্ঞানী, যোগী এঁরাও আপন আপন ভাবে কামকলাক্রমটি বুঝিয়া এবং সাধিয়া লইবেন। যথা—'তৎ' পদার্থ আপ্তকাম, পূর্ণকাম; 'ত্বং' পদার্থ কলাকাম। 'অসি' পদের দ্বারা (শোষণক্রম দ্বারা) এদের অভেদ সমীকরণ কর। যোগে, 'যুযুক্ষু'কলা তুমি (মনঃ); যুক্ততম কলা 'সেই'। তুমি 'যুঞ্জান' হও। এই ক্রমবিক্রমই জপাদি সকল সাধনা। জপে এই বিক্রম 'অভ্যারোহ'। বিজ্ঞানেও তাই। যে কোন ঊর্ম্মি বা ঊর্ম্মিশ্রেণীকে কোন অভীষ্ট (কাম) wavelength, frequencyতে ঠিক্-ঠিক্ মেলান যায় কি করিয়া?—এই তো মূল সমস্যা। মনোদৈবত চন্দ্রমাকে কর গুরু। কাম-কলা-ক্রমের সৌম্যকান্তি ফুটাইতে চন্দ্রমার 'জুড়ি' আর কে আছে? তাই 'একে চন্দ্র'। বারবার বলা হইতেছে যে চন্দ্রমাকে—'ঐ চাঁদ'—মনে করিয়া বিমনাঃ হইও না। চন্দ্রমাকে তার আপন মানে=মর্য্যাদায় না লইলে, মনঃ তার সহজ কামকলাক্রম থেকে বিচ্যুত হইয়া যায়। বৈমনস্য—পাগল হওয়া dementia ইত্যাদি। মনের সাক্ষাৎ করণ স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চন্দ্রমার বিশেষ আধিপত্য ('lunar influence')। চন্দ্রকে চন্দ্রমায় লইয়া বৈমনস্য কাটাও, 'সুমনা'=সৌম্যমনাঃ হও।

প্রাকৃত কামের উদ্‌বর্ত্তনে (Sublimation) জপশক্তির প্রভাব। জপের দৃষ্টান্ত

ক্লীঁ, ক্রীঁ এই দুটি বীজে বিশেষ করিয়া কামকলা আপনাকে ক্রমপরিণয়ী সীমায় লইয়াছেন। ওজঃ প্রভৃতি দিব্যশক্তির মহা সঞ্চয়ের যে ভাণ্ডার, তার অপাবরণ (direct availability)-কে যদি বল 'হিরণ্য' (এর পূর্ব্ব পরিচয় স্মরণ কর), তবে হিরণ্যবীজকে হ্রীঁ ভাবনা কর। এই বীজকে আধার করিয়া, উক্ত পরিসীমাটি পাইতে, অনুবন্ধানুরোধে, অপর তিনটি বীজকে সাধিয়া লইতেও হয়—ঐঁ (অধ্বন্য), শ্রীঁ (শর্ম্মণ্য), ক্লীঁ (ধামন্য বা আত্মন্য)। এ হিরণ্যাদি চতুষ্টয় যেটি 'বরেণ্যম্', তাহারই পাদ চতুষ্টয়। ওঙ্কার স্বয়ং এই বরেণ্যম্‌কে বরণ করেন। প্রতিটিতেই চন্দ্রমা একদিকে (উদয়ে) নাদকে উরুক্রমে, অন্যদিকে বিন্দুকে অণুক্রমে (বিলয়ে) সৌম্যমানে রাখিতেছেন। কাম যদি সৌম্যমানে না রহিয়া যৌনরিরংসাদি মানে যাইতে চায়, তবে শশিশেখর শিবকে কৃশানুকপাল রুদ্ররূপেও পাইতে হইবে। তাই এই কথা কয়টি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যং গর্ভিতং হ্রীঁ বৈ তালব্যাধ্বন্যমৈমিতি।
শ্রীঁ শর্ম্মণ্যং বরেণ্যঞ্চৌ ক্রমেত সোমশেখরঃ॥
অসৌম্যং মা ক্রমীরধ্ব ততঃ সোমঃ কৃশানুদৃক্।
(সোমঃ কালাগ্নি দৃক্ ততঃ)
মা দহীন্মাঽপি কামাগ্নিঃ সোমাগ্নির্মাঽপি মা মুচৎ॥৫০-৫১

গর্ভিত যে হিরণ্য, সে হিরণ্যকে হিরণ্যরেতস্ করিয়া, অধোঽধ্বগ যে প্রাণন, তাকে উর্দ্ধাধ্বগ (অধ্বন্য) করিয়া, ছন্দঃ শ্রীহীন যে বৃত্তি, তাকে শর্ম্মণ্য করিয়া, এবং প্রাণের নিখিল প্রবৃত্তি বরেণ্যবিবরিষু করিয়া, সোমশেখর শঙ্কর হ্রীঁ, ঐঁ, শ্রীঁ, ওঁ—এ বীজ চতুষ্টয়রূপ চতুষ্পাদে 'ক্রমবিক্রম' করিতেছেন। [এখানে ক্লীঁ—এই পঞ্চমপাদটি উহ্য রহিল। সে পাদ পূর্ব্ব পাদচতুষ্টয়ের সমাহার—আত্মন্য, ধামন্য।] তাঁর তো ক্রমবিক্রম। কিন্তু তোমার? ক্রমানুক্রম। তোমার ক্রমানুক্রমে অসৌম্যে তোমার ক্রমটি যাতে না হয়, সে নিমিত্ত সোমশেখরের সোম ('স ও ম') কালাগ্নিদৃক্ও হন। ওমের অকারে যে অগ্নিমাত্রা তাতে তাঁর 'অভিনিবেশ' হইলেই সোম হন কালাগ্নি। বহিঃস্থ উকার সে কালাগ্নিকে সমন্তাৎ বিচ্ছুরিত করেন। সুতরাং, অসৌম্য পরিস্থিতিতে কি করিবে? তুষাগ্নিকে বজ্রাগ্নি দ্বারা পরিহার কর। কাম বা মদনাগ্নি তোমাকে দহন না করুক, এই নিমিত্ত ঐ সোমশেখরের যে সোমাগ্নি, তাতে প্রপন্ন হইয়া বল—'জাতবেদসে সুনবাব সোমম্'—হে জাতবেদাঃ অগ্নি (বেদসার ওঙ্কার থেকে জাত যে দিব্য অগ্নি), তুমি আমাকেও যেন ত্যাগ করিও না (মাঽপি মা মুচৎ)। কামাগ্নি দহনে যে অগ্নি, সে অগ্নি কৃষ্ণবর্ত্মা, ধূমযানচারী—এই 'চল্তি চাক্কী' থেকে সে মুক্তি দেয় না। কিন্তু হে সোমরেতাঃ অগ্নি, তুমি পরমদ্যোতনী যে ইষ্টিযাগ তার 'পুরোহিত,' এবং 'রত্নধাতম'। হিরণ্যাদি 'রত্ন' আধানকারীদের মধ্যে তুমিও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তোমাকেই 'ঈলে' (বরণ করি)।

বলা বাহুল্য, কেবল ভাবানুগা প্রার্থনায় নয়, তোমার প্রণবাদি জপকর্ম্মেও, কোন প্রকার মৃদু, অথচ, ক্রূর বিসর্পী, বিদাহী অগ্নির (যথা, কামের) উপসর্গ বুঝিলে, সোমশায়িত যে দিব্য অগ্নি, সে অগ্নিকে উদ্‌বুদ্ধ-উচ্ছ্বসিত করিবে (যথা, অ উ মাত্রাদ্বয় দ্বারা)। এই সৌম্য অথচ মহোগ্র অগ্নিতে প্রথমতঃ তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসৌম্য মনসিজাগ্নিকে স্বাহায়ন, আবার অন্তে, সেই 'জাতবেদসে' সোম (বিন্দুবিলয়ী নাদকে) সবন করিবে। এটি 'স্বধা ধ্রুবা'তে অয়ন বা গতি। জাতবেদাঃ উক্ত অগ্নি আর কৃষ্ণবর্ত্মা নন, তাঁর গতিও আর ধূমযানে নয়। তিনি হন শুক্লবর্ত্মা, আর ধূমযান হয় অর্চ্চিরাদি মার্গ। তখন আর দেবগণ 'স্বাহা' মুখে 'হব্য', এবং পিতৃগণ 'স্বধা' মুখে 'কব্য' পাইয়াই তৃপ্ত হন না। বিভেদ সমীকরণ হইয়া যায়। তাই—

জপে বেদ বর্ত্মনী দ্বে অহঃ ক্ষপেতি ভাবনে।
একায়নে স্বধাস্বাহা পিতৃদেবৌ সহাশনৌ ॥ ৪১

জপেই কৃষ্ণা, এবং শুক্লা গতি এবং বর্ত্মদ্বয় জান। জপেই জান—অহঃ এবং ক্ষপা (রাত্রি), এ দুই 'ভাবন'। জপেই জান যে, স্বাহা এবং স্বধা, এ দুটি 'অয়ন' অন্তে মিলিয়া একই। আর, জপেই জান যে, দেব ও পিতৃগণ পৃথক্ পৃথক্ নয়, পরন্তু সহযোগেই তাঁদের 'অশন' (অন্ন) পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হন।

অকারাগ্নির্মকারেণ কৃষ্ণং ধূমায়তে মৃদু।
উর্জ্জিতঃ সন্নুকারেণ স ধূমো হ্যর্চ্চিরায়তে ॥ ৪২

ওম্ (অমের মত) করিয়া জপ করিতেছ। অকারাগ্নি কৃষ্ণবর্ত্মা হইয়া মৃদু ধূমসমাকুল হইতেছে। 'উ'কার এ অগ্নিকে উর্জ্জিত কর; তা হইলে দেখিবে—কৃষ্ণ হবে শুক্ল, আর ধূম হবে অর্চ্চিঃ। 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম'—ব্যাহরণ অনুস্মরণেই কৃষ্ণ-ধূমাদির রূপ-বর্ণ গতিচ্ছন্দঃ আদি সবই বদলাইয়া লও, এবং অন্তে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ কর। এখন থেকে 'বামেন' অনুক্রমী না হইতে পারিলে শেষ নিঃশ্বাসে (উৎক্রমণে) ব্যতিক্রমকে 'তদ্ধামপরমং' পরিক্রমায় পাইবে কি প্রকারে? তাই—'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, নিষ্ঠা করি ভজ।' নিষ্ঠা বলিতে কতদূর অবধি? ঐ 'কৃষ্ণ' নাম তোমাতে, আর তুমি 'কৃষ্ণ' নামে কবে নিতরাং স্থিত হইবে? 'যিন্‌কা মনমে রাম বসে'—ইত্যাদি ভজনটি ভাবনা করিও।

ওঙ্কারাদি জপে গতি কতদূর অবধি হওয়া উচিত?

ত্রীনগ্নীং ত্র্যক্ষরে বিদ্ধি স্বরে সৌরে চ সোমতঃ।
মেরৌ বিদ্ধি নাচিকেতং যমঃ সংযম্যতে যতঃ ॥ ৪৩

তিনটি অগ্নিকে প্রণবাদি বীজের ত্র্যক্ষরে যথাক্রমে স্বরাগ্নি, সৌরাগ্নি এবং সোমাগ্নি রূপে প্রথমতঃ জান। পরে এই অগ্নিত্রয়ে সমাহিত হইয়া মেরুতে

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যেখানে সোমার্দ্ধ—অর্দ্ধমাত্রা নাদবিন্দুকে, এবং পূর্ব্বোক্ত তিন অগ্নিকেই সন্ধি সমন্বয়ে আনিয়াছেন—সেইখানে শ্রুতিবিশ্রুত সেই 'নাচিকেত অগ্নি'ও লাভ কর, যে অগ্নি দ্বারা স্বয়ং যমেরও সংযমন হইয়া থাকে। সুতরাং, ভুবন চক্রের নাভিভেদ হইয়া পরম অনপায় যে পদবী তাতেও পত্যমানতা সম্ভাবিত হয়। এই পরমে পত্যমানতা ব্যাহরণ-অনুস্মরণেই সাধিয়া শুক্লা বিরজাঃ যে উৎক্রান্তি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

প্রভবতি ন চেন্নাদঃ পরায় সোমবিন্দবে।
ধূমেন পুনরাবৃত্তির্গত্বা গত্বা স্পৃগন্তিমম্॥ ৪৪

ওঙ্কার তো জপ করিতেছ। স্পৃগন্তিম যে 'ম'কার, তাতে যাইয়া নাদকে যদি সমুদিত না পাও, আর, সমুদিত নাদ যদি আবার বরেণ্য (পরায়) যে সোমবিন্দু, তাতে লয়-সম্মিলনে পারগ না হয় (ন চেৎ প্রভবতি), তবে বারংবার 'ম' কারে (রজোস্তমো দ্বারা গ্রস্ত সোমমাত্রায়) যাইয়া শুধুই 'ধূমযানে' পুনরাবৃত্তির চাক্কিতেই ঘুরিতেছ, জানিবে। আর, তাতেই যদি উৎক্রান্তি ঘটে, তবে অপুনর্ভব কোথায় ? যদি বল—অপুনর্ভব না হৌক্, ত্বৎপাদাম্ভোজে মতিরতি রহুক্—'মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে'। তাও মিলিবে ঐ পরম বিন্দুবাসিনী মহামায়া যোগমায়ার কৃপাতেই।

স্পৃগন্তিমের স্পর্শপারে যাইতেই হইবে।

স্পৃগন্তিমে জপান্তশ্চেদজপান্তেঽন্তকং ব্রজ।
হংসে হৌংস ইতি ধ্মাতে সোমোঽন্তকান্তকঃ স্বয়ম্॥ ৪৫

প্রণবাদি যাহাই ব্যাহরণ অনুস্মরণ করিতেছ, তাতে যদি অন্তিম স্পর্শবর্ণে ('ম'তে) তোমার জপান্ত হয়, আর, কেবল মাত্রাস্পর্শাদিতেই তোমার ভাবনান্ত হয়, তা হইলে, যখন তোমার অজপান্ত (অজপাশেষ) হইবে, তখন কোথায় যাইবে ? 'অন্তকম্'—যমালয়। তথায় পাপপুণ্য বিচার—ফল, সুখ দুঃখাদি ভোগ। এইরূপ বারংবার। কিন্তু অজপায় যে 'হংসঃ' সেটিকে যদি সমর্থভাবে ও ছন্দে ওঙ্কার গর্ভিত 'হৌংসঃ'—এইভাবে তোমার এই ত্রিপুর শঙ্খটিতে (বাক্-প্রাণ-মনঃ ত্রিপুটীতে) ধ্বনিয়া বাহির করিতে পার তো, সেই 'সোম' (স ওম্) স্বয়ং অন্তকেরও অন্তক হইবেন, জানিও। প্রয়াণকালে বিলম্বিত কৃচ্ছ্র ছন্দে যে অজপা (শ্বাস) চলে, 'হ্' এবং 'স্' পরস্পর থেকে যেন বিদায় লয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(এই কায় সম্পর্কে)। 'হ্' তৎকারবীজ বিন্দু থেকে, 'স্' তৎকায়ব্যাপার নাদ (বিসর্গ) থেকে (অর্থাৎ, আপন আপন অনুস্বার-বিসর্গের নিরূপিত তৎ-কায়ানুপাত থেকে—from the basic fund and function body-ratio থেকে) চ্যুত হইয়া আসিতে চায়। 'হ্' বিশেষটি যায় সজাতীয় শক্তিসঞ্চয় সামান্যে ; 'স্'-বিশেষটি সজাতীয় শক্তিসিঞ্চন সামান্যে। বিশ্বে সমস্ত কিছুরই অজপা শেষ হওয়া মানে এই। দৃষ্টান্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই। ঐ শিশিরকণা, ঐ পুষ্প কলিকা এদের কথা ভাবিও। উৎক্রান্তি মানে—কোন নিরূপিত কায়সম্বন্ধী ঐ মূল 'হ্সৌ' অনুপাতটির মেরুক্রান্তি—crossing the 'point' of the critical stability or status quo ratio. জল বরফ বা বাষ্প হয় কখন ? হংস সূত্রে দেখিয়াছি যে, 'হংসঃ' (অজপা) এক মূল সর্ব্ব-জাগতিক বৃত্তি-আকৃতি (Basic Function Pattern). অণু, বিরাট্ কোথাও হংসের ঋচ্ছতির নিষেধ নাই। অনুস্বার বিসর্গের 'ব্যাপারিক' অশেষ অনুপাত বৈচিত্র্য থেকেই সর্ব্বত্র গতি স্থিতি পরিণতি বৈচিত্র্য। অস্মদ্ ব্যাপারে বাক্, প্রাণ, মনঃ—এ তিনই স্বভাব-পরবশভাবে এই 'অজপা' জপিয়া যাইতেছে। অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা যথাক্রমে। বাকের বিশেষতঃ 'হংসঃ' ধ্বন্যাকৃতি ; প্রাণের বিশেষ করিয়া প্রাণাপানৌ ; আর, মনের যোগাযোগ (যুক্ত-অযুক্ত)। এ তিনটি যুগ্মকের অনুপাত (functional ratio) ধ্রুব নয়, পরিণামী (accelerating, variable) ; সুতরাং, ব্যাস-সংখ্যানে (Differential Calculus ইত্যাদিতে) আসে। সমাস-সংখ্যানেও বটে। অনুপাতক্রমান্বয়ে (Ratio Seriesএ), এমন কতকগুলি 'স্থল' আসে, যেগুলিকে 'মেরু' বলা যায়। মেরুতে আসিয়া অনুপাতের যে বিপ্লবী পরিবর্ত্তন ঘটে, তাকে Mutation, Emergence ইত্যাদি বলা যায়—প্রাণের ক্ষেত্রে।

মেরুবিপ্লব

মেরুবিপ্লব মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র আকারে হইয়া থাকে। কয়লা হীরা হইলে তাকে অধিমাত্র আকারে মনে করা যায় ; কিন্তু জল বরফ হওয়া মৃদু বিপ্লব। অধ্যাত্মভূমিতে 'দীক্ষায়' দীক্ষিতের জীবনে ঐ ত্রিবিধ মেরুক্রান্তি নিমিত্ত বিপ্লব দেখা দিতে পারে। সাধারণ জীবনে কৌমার, যৌবন, জরা—এগুলি মৃদু-মধ্য এই দুই রকমের মেরুক্রান্তি। কিন্তু উৎক্রান্তি,—এদের তুলনায় অধিমাত্র। এখন, কৌমারাদি স্থলে 'হ্সৌ'—এই মূল শাক্ত মিথুনটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(the basic vital economy factors) তাদের অনুস্বার-বিসর্গ-অনুপাত (basic functional ratio) এক এক মেরুতে উপনীত দেখে বটে ; কিন্তু তার ফলে তাদের তৎকায়াদিসজ্ঘাত সম্বন্ধের (a given organism relation এর) অপ্রতিযোগিতা বা বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটে না। কিন্তু মৃত্যুতে এই অপ্রতিযোগিতা (তত্তৎসঙ্ঘাভাবচ্ছেদক সম্বন্ধের), উক্ত সঙ্ঘাতানুক্রমের ব্যতিক্রম, ঘটিয়া থাকে। সঙ্ঘাতের 'স্থূল' ভাগটি ত্যক্তও হয়। এ প্রয়োজনীয় কথাগুলি পরে আবার বিবেচিত হইবে। এখানে প্রশ্ন এই— 'হ্‌সৌ' যুগল যৎকালে তাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সংহতি-সাধক অজপা-অনুপাত (অনুস্বার-বিসর্গ) থেকে চ্যুত হইতেছে, তখন তাদের আবার পরম অভ্যুদ এবং উপরমের 'বরেণ্যং' যে ছন্দঃ, তাতে গ্রথিত করিয়া লওয়া যায় কি উপায়ে! 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'—সাধিত হয় কিরূপে ? উপায় এক—"হ্‌সৌ" কে ওঙ্কারেই সমুদ্ধৃত ও সমাহৃত করিয়া লও—'হৌংসঃ'। ক্লীঁ আদি বীজ, কালী, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, রাম, এ সবই ঐ 'হ্‌সৌ'কে 'হৌংসঃ' এর মৃত্যুঞ্জয় সত্য শিব-সুন্দর-ধামে সমুন্নীত করার জন্য। জীবনে যত কিছু সাধনা, তাতো ঐ 'হ্‌সৌ'এর চরম মেরুক্রান্তিকে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি নিমিত্ত করার জন্যই। আগে —গায়ত্রী আদর্শে যে শক্তিলেখ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাতে আমাদের যে সাধার জপবিমুখ অজপা, সেটির মৃত্যুক্রান্তিকুশল উত্তরণের যে 'সৌম্য' ছন্দঃ, সেটি দেখান হইয়াছে। এই ছন্দেই ছন্দোমাতা স্বয়ং স্বধামে অমৃতধারা যেটি, সেটি দোহন করিয়াছিলেন—দেবতাদের জন্য। দেবতারা (যথা, অধ্যাত্মের ধিয়োনঃ অজপার পূর্ব্বোক্ত অনুপাত-বিপাকে পতিত হইয়া আর মৃত্যুক্রান্তি সম্পর্কে অতিক্রান্তক্রৎ এবং অতিক্রান্তদৃক্ ছিলেন না।

অজপায় মৃত্যুযান ও অমৃতযান—ডমরু, বিষাণ

অজপায়া জীবদ্দুঃখং প্রয়াণে যমযাতনা।
ত্র্যম্বকং পরিণীতা চেন্ মৃতৌ সা ন মুমুর্ষতি ॥ ৪৬

সোমার্দ্ধশেখর ত্র্যম্বক (ত্র্যক্ষর ওঙ্কার) সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ, মৃত্যুঞ্জয় তাঁকে ভজনা না করিয়া জীবের (এবং সর্ব্বভূতের) যে অজপা, সে জীবদ্দশা দুঃখ (তাপত্রয়), আর প্রয়াণে (মৃত্যুকালে) যমযাতনাই দিতেছে। কিন্তু হেন অজপা যদি ত্র্যম্বকের সাথে পরিণীতা হয়, তবে সে সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া মৃত্যুতেও মরিতে ইচ্ছা করেনা। সে তখন আপন অমৃত স্বরূপেই আহুতি দিয়া বলে—'ওঁ বিশোকো বিমৃত্যুর্ভূয়াসং স্বাহা'।

হমিতি ডমরুঃ পাণৌ স ইতি বিষাণকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ং মহাকালং মুমূর্ষুঃ কিং দিদৃক্ষসে ॥ ৪৭

মহাকাল অনুগ্রহান্ বিশ্বভুবনে সর্ব্বত্র নটরাজ নৃত্যপর রহিয়াছেন। এ নটনের বিরাম নাই। তাই সর্ব্বভূতেই অজপায় কালজপ চলিতেছে। Death's eternal ring-dance in all creation. মহানটরাজের দুই করে ডমরু আর বিষাণ, সে দুটি কি জান? বিশ্বভূতে অহরহঃ যে অজপা চলিতেছে, সে অজপার 'হং'=ডমরু, আর, 'সঃ'=বিষাণ। 'সর্ব্বলোকক্ষয়কৃত্ প্রবৃদ্ধ' যে কাল, সে কালের তাল মান নিরন্তর ভরণ এবং প্রপূরণ করিতেছে—ডমরু-বিষাণ। ওগো মরণ মহাগ্রাসপান্থ মুমূর্ষু! তুমি কি ইচ্ছা করিবেনা দেখিতে (দিদৃক্ষসে), সেই ডমরু-বিষাণপাণি মহাকাল নটরাজকে মহামৃত্যুঞ্জয় ত্র্যম্বক (ওঙ্কার) রূপে? তোমার অজপা যে 'হংসঃ' 'হংসঃ', তার মৃত্যুচ্ছন্দকে কি 'হোংসঃ' এই অমৃতচ্ছন্দে অভ্যারোহণ করাইবে না?

অজপায় 'হংসঃ' এবং 'হোংসঃ' আকৃতি—অজাতপক্ষ পক্ষি-শাবকের উপমা

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
ক্ষুধাতুরা ব্যালভিয়ার্ত্তমানসাঃ।
ভজেম মাতুর্নিজপক্ষধূননৈঃ
পরা গিরং তাং দিবমারুরুক্ষবঃ ॥ ৪৮
ন পেপীয়সে চেন্ মহোৎসবাসবং
মরীমৃজ্যসে নো মলং মদালসম্।
নরীনৃত্যসে নো জয়ে তমোনুদাং
পনীপত্যসে র্তর্হি ভূবিলুণ্ঠিতঃ ॥ ৪৯
(পনীপত্যসে মা চ ভূরলুণ্ঠিতঃ ॥)

প্রাকৃত অজপায় যে জীবন ধারণ, সে জীবন যে কেমন তা ভাগবতের একটি মরমী উপমা লইয়া বলা হইতেছে (শ্লোকের প্রথম চরণটি ভাগবতের)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজাতপক্ষ বিহগশাবকেরা মাকে ডাকে কিসের জন্য? ক্ষুধা এবং ব্যালভয়ে আর্ত্ত হইয়া, তাই নয় কি? ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো মা কুলায়ে রাখিয়াই মিটাইয়া দেন। কিন্তু ব্যালভয়? শাবকের তো এখনও আপন সমর্থ পক্ষোদ্‌ভেদটি হয় নাই। তাই মা তাকে নিজপক্ষধূননেই আকাশে তুলিয়া কোন নিরাপদ অভিনব নীড়ে লইয়া রাখেন। প্রাকৃত অজপায় পাতিত জীবও নিরন্তর ক্ষুধাতুর এবং কাল-ব্যালভয়ে ভীত। অসহায় নিরুপায় সে তো কেবলি চাহিতেছে ঐ ঊর্দ্ধ উদার শঙ্কাহীন অজানা বিপুলের অভিমুখে (দিবমারুরুক্ষবঃ)! ঐ অজানা বিপুলে কি তার নিশ্চিন্ত বিরাম আশ্রয় আর অদীন অকুণ্ঠ অন্নরস মিলিবে? কে জানে! প্রাকৃত অজপার যে পক্ষপুট (হংসঃ), তাতো 'অজাত', অনুদ্‌ভিন্ন। কেননা সে তো ক্ষুধাতৃষ্ণা-ব্যাল-সমাকুল এই ভঙ্গুর কুলায়টিতেই নিরুপায় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! উপায়? পরাবাক্ যে ওঙ্কার, মহানাম শক্তি, তাঁকে মাতার মত ভজনা কর। প্রাকৃত অজপাকে কর ওঙ্কার, মহানাম পুটিত। 'হংসঃ' হোক্ 'হোংসঃ'। এর মানে এ নয় যে তোমাকে 'হোংসঃ' জপিতেই হইবে। তোমার সাধারণ অজপার যে 'অজাতপক্ষাকৃতি', তাকে 'দিবমারুরুক্ষু' দ্যুদীপ্তিময়ী 'হোংসঃ' আকৃতিতে তুলিয়া লইতে হইবে। নিষ্ঠাপ্রপন্ন হইয়া যদি সেটি সাধিয়া লও, তা হইলে অজাতপক্ষ বিহগশাবকের মাতার মত, সেই মহানাম শক্তিই তোমাকে 'তমসঃ পরস্তাৎ' জ্যোতির্ধামের দীপ্তিতে এবং রোচিতে তোমায় নিশ্চিত অভিসম্পন্ন করিবেন। তোমার অজাতপক্ষপুটের অসহায় আর্ত্ত ব্যর্থপ্রয়াসে কেবল হয়রাণই তো হইতেছ; কিন্তু মাতা (পরাবাক্ মহানাম) প্রপন্না এবং প্রসন্না হইয়া তোমার এই মর্ম্মন্তুদ অন্ধ বিফল প্রয়াসকে 'নিজপক্ষধূননৈঃ' পরমরসোজ্জ্বল সফলতায় লইয়া যাইবেন।

তোমার মহাত্রাসরূপ এই যে প্রাকৃত অজপা, তাকে কি মহানামরসনিবিড় মহোৎসবরূপে জীবনে মিলাইবে না? আর সে মহোৎসবে 'আসব' পরিবেশন, তাও কি বাংবার পান করিবে না (ন পেপীয়সে চেৎ)? এ আসব কি? নিত্য 'অসবঃ', কিনা, প্রাণসাগর মন্থন করতঃ যে সোম, যে সুধাকর-সুধা সমুদিত হয় তাই। 'হোং সঃ' আকৃতিতে এবং ছন্দে জপ কর; এই পরম আসব পুনঃ পুনঃ পান কর। প্রাকৃত আসব পানে মদালস যে মল, সে মল বাড়িতে থাকে। কিন্তু এ আসব পানে প্রাকৃত যে মদ-মোহনিমিত্ত অলসিত মল, তাকে বারংবার ক্ষালন মার্জ্জন করিতে থাক। মলের ক্ষালন হইতে থাকিলে, একদিকে যেমন মদালস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মল অপনীত হইতে থাকিবে, এবং জীবনের অলসিতভাব স্থলে উল্লসিতাদি ভাব আসিবে, তেমনি আবার অন্যদিকে জ্যোতির্ধামের অর্গল হইবে অপাবৃত ; এবং যাঁরা জ্যোতির্ব্বিশাল তমোপহারী (তমোনুদাং) বৈজয়ন্তীবিজয়ও তাঁদের সমারব্ধ হইবে। তখন তোমার মহোৎসবের আসবটি তোমায় লইয়া চলিল এই অলসিত তমসার পারে 'আলোক-পুলক-বৈজয়ন্তী উৎসবে।' সে পরমবিজয় উৎসবে তুমি কি বারংবার রাসভাসানুগ নৃত্যটি করিবে না? (নৃত্যটি কোন্ আসবপায়ীর কোন্ ছন্দে কেমন নৃত্য তা ভাবিয়া দেখিও। রাজযোগী, লয়যোগী প্রভৃতি আপন আপন ভাবে বুঝিয়া লইবে।) কিন্তু তোমার প্রাকৃত অজপামদিরা যদি মহানামাশ্রয়ে ঐ সকল দিব্য ভূমিতে তোমায় না লইয়া যায়, তা হইলে? তা হইলে, প্রাকৃত সুরাপায়ীর মত ভূবিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেই থাক বারংবার (পনীপত্যসে তর্হি)। এই 'ভূবিলুণ্ঠিত' কথাটাকেও ভাবিয়া বুঝিও। 'ভূ' রজাত বিসর্গযুক্ত হইলে আদিম ব্যাহৃতি। কিন্তু বিসর্গবিহীন হইলে শুধু 'হওয়া', অথবা এই ভূমণ্ডল। এতে কি বুঝায়? পুনর্ভব—আবার জন্ম, আর, সে জন্ম এই ভূতভৌতিক মণ্ডলেই। এই ভূতভৌতিকে 'ভূতগ্রস্ত' হইয়াই হিরণ্যগর্ভা রাজহংসী হইয়াছে বুনো মাদী হাঁস! সে প্রসব করে কি? প্রাকৃত অজপার সেই ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক আশয়। 'লুণ্ঠিত'ও শুধু 'লুটিয়ে পড়া' নয়। আর যদি সে পাদপঙ্কজপরাগরজে লুটাইয়া রহিতে চাও, তা হইলে কি করিবে? ঐ অজপাযন্ত্রে যে নামাসবামৃত পরিস্রুত হইতেছে, সেই অমৃতপানোল্লাস-পরিসীমায় যাও—আর, সে পরিসীমায় 'পনীপত্যসে মা চ ভূরলুণ্ঠিতঃ'—পুনঃ পুনঃ তোমার পরম বঁধুয়ার চরণরজে পতিত হও, এবং দেখিও যেন তাতে তোমার সমগ্র সত্তা উজাড় করিয়া লুটাইতেই পার (মা চ ভূরলুণ্ঠিতঃ)। তোমার সর্ব্বস্ব যেন তাঁতে লুঠিতই হয়, অলুঠিত না থাকে।

লয় সাধকের 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা' ইত্যাদিও সমন্বয়ে বুঝিয়া লইও। শ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুর যুদ্ধে 'মধু যাবৎ পিবাম্যহম্', এবং 'পপৌ চ পানমুত্তমম্' বর্ত্তমান অজপানুবন্ধেও সন্ধান করিও। অজপাই দেখি অসুরবিদ্ধ, অসুরায়ত্ত হয়। অজপা, অস্মদাদিতে, বাক, প্রাণ ও ধী, এ তিনের সঙ্ঘাত-স্বভাবটি স্বচ্ছন্দে অথবা তদন্যথাভাবে নিরূপিত করিয়া দেখাইতেছে। অজপাই বলিয়া দেয়—তুমি 'সুরে' কি 'অসুরে'। সুতরাং, সুরাসুর সমর অজপায় বুঝিতেও হয়। সে ভাবে বুঝিলে দেবীমাহাত্ম্য যথার্থ অপগত-দৌরাত্ম্য হইবে। যথা ব্রহ্মার যোগনিদ্রাস্তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আ' করণটি ঠিক ভাবে করিয়া অজপাদির নাদাদি সম্পর্কে 'অপাস্ত' ভাবটি অপনীত করিতে হইবে। 'নমো দেব্যৈ' ইত্যাদি নারায়ণী সূক্তে 'ঐঁ' বীজটিকে অজপার সমুদ্ধারে সচেতন হইয়া 'জপিয়া' ('নমস্তস্যৈ' ইত্যাদি রূপে) যাইতে হইবে।

দেবীর মাহাত্ম্যত্রয়

অজপাপক্ষে, দেবীর তিন মাহাত্ম্য হইল অজপার (হং আর সঃ এ দুয়ের) অনুস্বার বিসর্গ অনুপাতগত ত্রিবিধ আসুর দৌরাত্ম্য অমোঘ নিবারণের তিন পরম কৌশল। বিশ্বে (বাহ্য এবং আন্তর) সঞ্চিত-সিঞ্চিত সুষম সম্পর্ক (Harmonic relation) হইল অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স এতদুভয়ের যে স্বচ্ছন্দ অধ্বক্রম, তার সংস্থাপক। সঞ্চিত সিঞ্চিতের ঐ সুষম সম্পর্কটির ব্যতিক্রম ঘটিলেই পূর্ব্বোক্ত স্বচ্ছন্দ অধ্বক্রমের ক্রমণে আসুর দৌরাত্ম্য। আপন শরীরের Vital metabolism; thyroid ইত্যাদি gland secretion; heart, liver, kidney ইত্যাদি vital organদের ক্রিয়াক্রম; এ সব তাতেই অজপাকে 'প্রকৃতের্ব্বশাৎ' 'জপিতে' দেখিও। প্রকৃতি = স্বভাব-স্বচ্ছন্দ। আর, সে সবে আসুর দৌরাত্ম্য বুঝিলেই ত্রৈলোক্যস্যাখিলস্য ঈশ্বরী যিনি, তাঁর মাহাত্ম্য-প্রপন্ন হইও। সে প্রপত্তির সাধারণ আকৃতি 'হৌংসঃ' (মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রাদিতে যেটিকে ব্যক্ত স্ফোটরূপে পাই)। প্রণব, গুরুদত্তবীজ, মহানাম এদের সম্পুটে আনিয়া তোমার যে প্রাকৃত অজপা, তাকে যথার্থ অজপা কর। পরে অজপাসূত্রে সবিশেষ দেখিব যে 'অজ' কিনা, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে 'পালন' করেন, তাই অজপা; অথবা, স্বয়ং 'অজ', জন্মরহিত, হইয়াও সেই সৃষ্টির আদি থেকে নিখিল 'জাত'কে পালন করেন, তাই ইনি অজপা। যাহা কিছু জন্মিল, তার আপন অজপাতেই স্থিতি; তার অজপা ফুরাইল তো, সেও ফুরাইল। অজপার অনুপাতটি অগ্নীষোমীয় অনুপাত আগে বলা হইয়াছে। এ অনুপাতের অধিকার সৃষ্টির সর্ব্বত্র। ভূত বিজ্ঞানও তার স্বাধিকারে এই অজপানুপাত (Basic energy economy) লইয়াই মহাব্যাপৃত। তার এই বিজ্ঞান ব্যাপার আসে 'হ্রীঁ' বীজের প্রশাসনে। প্রাণবিদ্যা আসে বিশেষ করিয়া 'ঐঁ' বীজের, আর, আধ্যাত্ম বিদ্যা বিশেষত 'ক্লীঁ' বীজের প্রশাসনে। 'শ্রীঁ' শর্ম্মণ্যা রূপে সর্ব্বত্র শর্ম্মসৌষ্ঠব রক্ষা করেন। 'প্রশাসন' মানে বিশ্বব্যাপিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজপাকে প্রাকৃত আসুর শাসন থেকে প্রকৃত সুরশাসনে প্রবর্ত্তিত করা ও রাখা—'যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।'

সাম্য, সৌম্য, সৌষম্য—তিলক

সোমাৎ সাম্যঞ্চ সৌম্যঞ্চ সৌষম্যঞ্চাপি সর্ব্বতঃ।
প্রসীদতি ন বৈ সোম ঋতে তিলকধারণাৎ॥ ৫০

সোম থেকেই বিশ্বে সর্ব্বত্র সাম্য, সৌম্য এবং সৌষম্য এ তিন মিত্রছান্দসী আকৃতি আসিয়া থাকে। এ তিনকে প্রাণ, মনঃ এবং বাক্ এই তিন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখিবে। অর্থাৎ, প্রাণবৃত্তি সমূহকে (যথা, প্রাণ ও অপান) সাম্যে, চিত্তবৃত্তিগুলিকে সৌম্যে, এবং বাগ্‌বৃত্তিগুলিকে সৌষম্যে আনিবে, সোমপ্রসাদতঃ। তোমার এই বাক্ মনঃ প্রাণময় যে সঙ্ঘাত কলেবর, তাকে অজপা-আয়তনরূপে ভাবনা করতঃ সেই কলেবরে 'তিলকধারণ' না করিলে তো সোম প্রসন্ন হন না। (অজপা শব্দের অকারে বাক্, জকারে মনঃ, এবং পকারে প্রাণ গ্রহণ করিও।) কলেবরে তিলকধারণ সম্প্রদায়গত সাধনাঙ্গ রূপে ব্যবস্থিত আছে। সে ব্যবস্থায় নিষ্ঠাপূর্ব্বক স্থিতই থাকিবে। কিন্তু প্রণব, গুরুদত্তবীজ বা নাম ঐ 'অজপায়' জপিতে হইবে তো। সে অজপায় 'তিলকধারণ' কাকে বলে ভাবিয়া দেখিও। প্রথমতঃ, বাক্-মনঃ-প্রাণ সঙ্ঘাত বৃত্তিকে (resultant congruent-functioningকে) অজপার সঙ্গে অভেদ ভাবনা করিলে। তারপর, সেই অজপাকে আবার আপন ইষ্টনাম বা বীজের অক্ষর তনুর সঙ্গে অভেদে মিশাইলে। শেষে, বীজাক্ষর তনুতে 'চন্দ্রবিন্দু' সমারোপণ করতঃ (অর্দ্ধমাত্রাকে জাগরিতা করিয়া) তিলকধারণ করিলে। বর্ণরূপে যাহা চন্দ্রবিন্দু, স্ফোট বাকে যাহা নাদ বিন্দু, প্রাণে যাহা সার্দ্ধত্রিমাত্রা, মনে তাহাই সেই পূর্ব্ব কথিতা পৌর্ণমাসী আর অমা, পূর্ণ উন্মীলন-নিমীলন। এই সকল কলায় তোমার তিলককে জ্যোতীরসশৃঙ্গারসমুজ্জ্বল করিয়া ফুটিতে দিও।

চন্দ্রমাস্তে শিখাসূত্রে চন্দ্রস্তেঽম্লানমালিকাম্॥
চন্দ্রমা তিলকং তুভ্যং সোমো দধাতু রঞ্জনম্॥ ৫১

সোমরাজা (রঞ্জক) কে তিন আকৃতিতে চন্দ্রমস্, চন্দ্র এবং চন্দ্রমা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে, চন্দ্রমস্ তোমার অজপা তনুতে শিখাসূত্রসংস্কাররূপ-রঞ্জনটি সর্ব্বাগ্রে বিধান করুন। চন্দ্রমসে বরুণ সোম সম্মিলিতভাবে সবিতার হিরণ্যরেতস্ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভর্গস্—এতদুভয় 'তুহানৌ'। মান্ত্রী দীক্ষার মাধ্যমে অস্মদাদির অজপাতনুতে এই অসাধারণী বৃত্তিটি ঘটিয়া থাকে। শিখা এবং সূত্রে এই অসাধারণীর গোচর-বৃত্তিতা। দীক্ষার পর চর্য্যা বা চরণ। চন্দ্র এই জপচর্যাকে অম্লানমালিকারূপে গ্রথিত করুন। তোমার জপোল্লাসবিলাসবল্লী থেকে এক একটি জপাক্ষর পারিজাত চয়ন করিয়া তোমার মন-মালাকর মরমী সূতায় গ্রথিত করিয়া অজপাতনুটি জ্যোতীরসশৃঙ্গারসমুজ্জ্বল করুক। চরিষ্ণু-আচরিষ্ণু, পুরশ্চরিষ্ণু মনই চন্দ্র। তারপর, চন্দ্রমা পূর্ব্বোক্ত তিলকটিও অনবদ্য সুন্দর করিয়া পরাইয়া দিন্। এই ব্যাপারকে সাক্ষাৎ 'যোগিনীহৃদয়' বলিয়া জানিবে। এ হৃদয়ের উদয়ে—অর্দ্ধমাত্রা, যোগমায়া ইত্যাদিরূপে মহাযোগিনীর নিখিল যোগদাশক্তি প্রসন্না হইয়া থাকেন। সোমরাজা এই তিনভাবেই—দীক্ষা, চর্য্যা এবং যোগ—তোমার এই সর্ব্বতোভদ্রভঞ্জন অজপা তনুটিকে সর্ব্বতঃ শ্রীরঞ্জনরাগে অনুরঞ্জিত করুন্। 'অজপা' শব্দটিকে এতৎপ্রসঙ্গে (সোমরঞ্জনে) এইভাবে লইও—'অ' (দীক্ষা) শিখাসূত্র ;' জপ' (চর্য্যা)=মালা ; 'আ' (যোগ বা চর্য্যাপরিসীমা) =তিলক (বিজয়মঙ্গল) ধারণ। এ হেন ভদ্রভঞ্জনের যিনি শ্রীরঞ্জন, সেই ত্রিচন্দ্রমামূর্ত্তি সোম আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ত্রিবিধ রঞ্জন

ইহাও ভাবিয়া দেখিও যে, শিখাদি ঐ তিনটি রঞ্জন দ্বারা অজপা তনুতে মন্ত্রশক্তিসম্পাত, মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্য এ তিনও সূচিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, 'শিখা' বিশেষ করিয়া 'মূর্দ্ধন্যধাম' (মূর্দ্ধজ্যোতিঃ—দ্যোতনীশক্তি), এবং 'সূত্র' বিশেষ করিয়া কুশলাধ্বক্রমে অন্বয় (সুপথা এবং ক্ষেমঙ্করীশক্তি), সূচনা করে। একটির দ্বিদল এবং তদূর্দ্ধ প্রভাব ; অপরটি সুষুম্নামার্গ প্রভাবিত করে। স্থূলদেহে Brain Centres, Spinal Column এবং Nervous system, যথাক্রমে শিখাসূত্রের অধিকারে আসে। মালা Association System এবং তিলক Control Systemএর উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ সমস্ত কেবলি 'বাহ্যিক' করিয়া রাখিও না।

ইড়ানাড়ী যদীড্যা তে জপাদিস্বস্তিকর্মসু।
বিদধাতু মৃড়ানী তে প্রকামং বামতশ্চরম্ ॥ ৫২

ইড়া বা সোমনাড়ীতে জপাদি স্বস্তিকর্ম (অভিচারাদি ক্রূর কর্ম নয়) করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে বলিয়া যদি সেই সোমনাড়ীই (বামা) তোমার ভজনীয়া (ঈড্যা) হয়, তবে নিখিল অজপাযন্ত্রমন্ত্রেশ্বরী যে মৃড়ানী, তাঁতে প্রপন্ন হও, যেন তিনি প্রসন্না হইয়া (পিঙ্গলায় বহমান কালেও) তোমায় অভিলাষানুরূপ (প্রকামং) ঐ 'বামা'কেই মিলাইয়া দেন। মৃড়ানী তোমায় প্রকামং 'বামতশ্চরণে' সিদ্ধমনোরথ করুন! এই প্রকার 'বামেন' স্বস্তি-শান্তি কর্মে যথার্থ দাক্ষিণ্য আসিয়া থাকে।

মাস ও তিথি

বরেণ্যং বিবরিষোর্মশ্চ ভর্গো বিবরিষোশ্চ সঃ।
সোমশ্চ পূর্ণিমা মাঽমা চন্দ্রমাশ্চাপি চন্দ্রমা।
মাসতিথী চ কল্প্যেতে তাভ্যাং চন্দ্রশ্চ কল্পনম্॥ ৫৩

গায়ত্রী মন্ত্রের 'বরেণ্যম্'কে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বরুণ তাহা হইতে 'ম'কার আহরণ করিলেন; এবং 'ভর্গস্'কে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহা হইতে আহরণ করিলেন কি? 'স্' এইবর্ণ। সমাহৃত এই বর্ণদ্বয় লইয়া বরুণ সোমে সমন্বিত হইলেন। ফলে, চন্দ্রমস্, চন্দ্রমাঃ। আচ্ছা, বরুণ সোম-সমন্বিত হইয়াই কি পরিতৃপ্ত হইলেন? না, তিনি 'সোমপা' হইলেন। (এ সবের অধ্যাত্মাদি অনুবন্ধে ব্যঞ্জনা পূর্ব্ব-প্রদর্শিত সূত্রাবলম্বনে বুঝিয়া লও।) সোম বরুণকে যেন বলিলেন—'আমার এক পূর্ণ উন্মীলন এবং পূর্ণ নিমীলনের স্থল (মেরু) আছে। সেই পূর্ণিমা এবং অমা—মেরুদ্বয়ে তুমি আমাকে পরিপূর্ণ-মানে পাইবে। অন্যত্র কলায়।' বরুণ বলিলেন—'তাহাই হউক্'। সোমপা বরুণ পূর্ণিমা আর অমার 'মা' আহরণ করিলেন। ফলে, চন্দ্রমা। কিন্তু, উদয় বিলয় কলাক্রম তো রহিবে। সুতরাং, বরুণ সোম উভয়ে মিলিয়া যথোপযোগ কলাক্রমও 'কল্পনা' করিলেন। ফলে, চন্দ্রমস্ থেকে 'মাস' (চান্দ্রমাস), এবং চন্দ্রমা থেকে 'তিথি' কল্পিত হইল। এবম্বিধ যে কল্পন, তাকেই 'চন্দ্র' বলিয়া জানিবে। পুরাণী কথার প্রহেলিকা ভঙ্গিমায় তত্ত্বগুলি বলা হইল। কিন্তু অধ্যাত্মাদি দৃষ্টিতে এই সব প্রহেলিকায় আন্তর আলোকরশ্মি আগেই কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টি, প্রকারান্তরে, চতুর্বিধ—তাত্ত্বিকী, শাক্তী, ছান্দসী এবং প্রাপঞ্চিকী। এ সকল দৃষ্টিতেই বর্ত্তমান সূত্র-কারিকা-নিরূপিত বরুণ-সোম-সঙ্ঘাতটি চন্দ্রমাঃ ইত্যাদিরূপে, এবং মাস তিথ্যাদিরূপে অনুধাবন করতঃ তাদের তোমার সাধনে পরম উপযোগটি সাধিয়া লইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাসতত্ত্বে, বিশেষ করিয়া, বেবিষাণ এবং অধ্বনীনরূপে বরুণকে, আর, তিথিতত্ত্বে সোমকে রঞ্জন এবং আত্মনীনরূপে সমাশ্রয় করিবে। 'মাসে' বিশেষ করিয়া ধ্যান রাখিবে, যাতে সেই বরেণ্যমের 'ম' আর ভর্গসের 'স' তোমার অগ্রগতিকে বেবিষাণ যে অধ্ব (broadening-widening path of Light and Joy) তা থেকে বিক্ষিপ্ত না করে (মা+অস্ বিক্ষেপে)। জড়ের ক্ষেত্রে orbital motion ইত্যাদি স্থলে eccentric angular momentum ইত্যাদি না হওয়া এই মা+অস্ আকৃতিতে পড়ে। আর, তিথিতত্ত্বে দেখিও যেন—যে 'তল' বা কলাক্রমে তুমি চলিতেছ ('তি'), সেটি যেন শুধু তদ্রূপে 'গড়াইয়া' না যায় (a passing phase মাত্র না হয়); তাকে স্থির কর ('থি'), দৃঢ় কর, আবিষ্ট কর। যাহা আসিতেছে, তাকে শুধুই fluid, কেবলি discursive রাখিয়া গেলে, সে নিরন্তর ভাঙ্গনবিলাসে কোন্ সত্যপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিবে? তাই 'তি+থি' এই আকৃতিতে অবহিত হও। 'ত'কে যাহা স্থির করে, consolidate করে, এবং পরে অগ্রগা হয়, তাহাই 'থি'। 'থ' যেন বলে—'অমন ক'রে ভেসেই যেওনা, থাম'। স্থির হও, শক্ত হও, সমৃদ্ধ হও, আর, হও (সোম) অমৃতের অভিযানে অদীন, পরাজয়হীন পান্থ। এইভাবে গভীরে যাইয়া মাস তিথি বিচারপূর্ব্বক তোমার পরমশ্রেয়ঃ পন্থায় অধ্বন্বী এবং আত্মন্বী হইবে।

দৃষ্টান্ত—একাদশী

ধর, একাদশী তিথি। আবার সেই গায়ত্রী ব্যাহরণ-অনুস্মরণের দৃষ্টান্ত লও। এই দৃষ্টান্তেই সমস্ত কিছুরই 'অন্ত' দৃষ্ট হয় বুঝিও। ক্রান্তদর্শী, কবি হও এই 'দৃষ্টান্তে'। গায়ত্রীর উদয় প্রণব চারিমাত্রা, ব্যাহৃতিত্রয় চারিমাত্রা—এই আটমাত্রা। 'তৎসবিতুঃ' দুইমাত্রা। হইল দশ। একাদশ কি? 'বরেণ্যম্' এর 'বরে'। বরণ করি—'বিবরিষু'। এই বরেণ্যম্—বিবরিষুভাবেই একাদশীকে মিলাইতে হয়। এটি শুক্লা একাদশী। কৃষ্ণা একাদশী মিলে বিলয়প্রণব দ্বিমাত্রা বিন্দুমেরু অভিমুখে চলিলে। এই স্থলে নাদের 'উরু' রূপকে বিশেষ করিয়া 'তনু' রূপে পাইতে হয়। বিন্দুলয়ে 'অণু'। যদি পূর্ব্বালোচনার দৃষ্টিতে 'বরেণ্যম্'-এর 'ণী-অম্' স্থলে পূর্ণিমা পাইতে চাও, তা হইলে, সমগ্র শক্তি-লেখটিকে ত্রিংশৎ মাত্রায় লইবে। যথা উদয়=৬, ব্যাহৃতিত্রয়=৪। তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে 'তৎ সবিতুঃ' পাদের সম্মুখীন হইতেছ—একাদশীতে, ইহা ভাবনা করিও। বিন্দুমেরুতে তুই মাত্রা। ৩০ সর্ব্বসমেত।

মাস-তিথি, রাশি-নক্ষত্রাদির কি এইভাবে শুধু প্রণব, গায়ত্রী ইত্যাদিতেই ব্যঞ্জনা ও বিনিয়োগ মিলাইতে হইবে? না, শুধু সে ভাবে নয়। অন্য ব্যঞ্জনাদিও অবশ্য আছে। তবে, জপাদি সাধনের 'স্বগত' বা আন্তর অনুবন্ধে তাদের না মিলাইয়া লওয়া পর্য্যন্ত, তারা যেন 'বাহ্য-বিজাতীয়' রহিয়া যায়। সব কিছু যেন পর, অনাত্মীয় গোষ্ঠীতে রহিয়া আমার পরবশ পরিবেশটি রচিয়া দেয়—কখনও হয় সাধক, কখনও বা বাধক। তাদের 'বাহ্য' পরিতুষ্টি করিয়া (স্বস্ত্যয়ন, গ্রহশান্তি ইত্যাদি দ্বারা) কবে আমার সর্ব্বতোভদ্রস্ববশ—পরিবেশটি জীবনে মিলাইতে পারিব? আত্মনিরত, আত্মন্বী হইয়া সমস্ত কিছুকে আত্মবশ্য, আত্মনীন না করিতে পারা পর্যন্ত তো 'নিহিতমচলং নিশ্চিতপদম্' মিলেনা!

তাই নিখিল 'বাহ্য'কে আন্তর উদ্দীপন-আপ্যায়নে সমাহৃত কর; এবং নিখিল ভবপ্রত্যয় 'আত্মপ্রত্যয়ৈকসারম্'—এ পূর্ণাহুতি দিয়া নিশ্চিন্ত হও।

"সংখ্যানিগড়"

দেখিও যেন, গায়ত্রী ইত্যাদিতে মাত্রাদি সংখ্যানে সংখ্যাশঙ্কায় 'আড়ষ্ট' হইও না। প্রাণব্রহ্ম (সেই হিরণ্যগর্ভা রাজহংসী) স্বয়ং অকুণ্ঠ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় পাদ-মাত্রা-কলা বিন্যাস করিয়া চলিয়াছেন। তুমি তাঁকে সংখ্যা-সংখ্যানে অবশ্যই মিলাইবে। কিন্তু তাঁর স্বচ্ছন্দবিলাসবিদগ্ধ চরণে কোন আড়ষ্ট সংখ্যার নিগড় পরাইও না। অর্থাৎ, উদয়-বিলয় একবার চারি চারি মাত্রা হইল, আর একবার ছয় বা আট হইল—এ কেমন ব্যবস্থা, ভাবিয়া অব্যবস্থিত হইও না।

ব্যাহরণের ছান্দসী মাত্রার সঙ্গে সঙ্গীতের তাল-মাত্রার তুলনা করিয়া বুঝিয়া দেখিলে ভাল হয়। যেমন, আটমাত্রার কোনও তালকে দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত, সব রকমে লওয়া যায়। সাতমাত্রা, দশমাত্রা, বারমাত্রা ইত্যাদি করিয়া ছন্দঃ বদল করিয়াও লওয়া যায়। ব্যাহরণে বিন্দুমেরু স্থলে তুইমাত্রা কাল 'শয়ীথাঃ' প্রথম প্রথম করিতে হয় বটে, কিন্তু বিন্দুলীনতা যত না গাঢ় হইতে থাকিবে, ততই ঐ তুই মাত্রা বাড়িয়া চারি, ছয়, আট ইত্যাদি হইতে থাকিবে। কিন্তু ব্যাহরণের সমগ্র লেখটি কোন ক্রমেই কুলেখা হইবে না, সর্ব্বক্ষেত্রেই 'সুলেখা' রহিবে (unharmonic হইবে না)। সুলেখা হইল কি কুলেখা, সেটি গায়ত্রীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্যতঃ চারিটি সন্ধিস্থল এবং ছয়টি পূর্ণশূন্যস্থল সম্বন্ধী যে 'সৌম্য' ভাব, তদ্দ্বারা নিরূপণ করিবে।

সৌম্য—কোথায়, কি ভাবে?

সৌম্যং স্যান্ নাদবাহিত্বং সৌম্যা স্যাদ্ বিন্দুলীনতা।
সৌম্যঃ স্পর্শঃ স্থলেষু স্যাৎ সৌম্যং সংখ্যানজীবনম্॥ ৫৪

বরুণ দেশ-কাল-উপাদান ইত্যাদির যে আধারপট বিছাইয়া দেন, সে বিততপটে 'রঞ্জন' করেন সোম। সোম রাজার এই 'রঞ্জন' কর্ম্মটি সুষ্ঠুভাবে হইলে হয়—সোমে 'ভাব'-সৌম্য। গায়ত্রী ইত্যাদি জপে নাদবাহিতা, বিন্দুলীনতা, শূন্য-পূর্ণাদিস্থলে স্পর্শ, এবং মাত্রাদির সংখ্যা—এসবই সৌম্য হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, 'চন্দ্রমা' তত্ত্বটি তার আপন 'মানে' থাকা আবশ্যক। কেননা, সৌম্য যে মান, তাহাই সংখ্যানের প্রাণ। যথা—গায়ত্রীতে কোথায় কয়টি প্রণব দিতে হইবে, পাদমাত্রা সংখ্যা কত হইবে; এসবই ঐ সৌম্য সূত্রে নিরূপণ করিয়া লইবে। সবকিছু আঁটিয়া সাটিয়া, পুরিয়া রাখার কোনও 'আড়ষ্ট কাঠামো' কোথাও নেই জানিবে। চবর্গের আদিবর্ণ—যাহা মাতৃকা ন্যাসে 'চং', সেটিকে স্বয়ং ব্রহ্ম সিসৃক্ষায় কাম বা সঙ্কল্পরূপ হইয়া স্বীয় 'বাক্' রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাই চং—চঞ্চল্যতে। মূল থেকে সমস্ত কিছু প্রসূত হইয়াই চং চঞ্চল্যতে-রূপা মাতৃকাকে ভজনা করে। তাই মূল থেকে একদিকে বিশ্ব এবং বিশ্বদেবাঃ, অন্যদিকে পরা-পশ্যন্তী প্রভৃতি বাকের পুরাণী প্রবৃত্তি। "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।"—ইহা 'চং চঞ্চল্যতে' মাতৃকার প্রসবসন্তুতি-বিভূতি। আদিতে যে 'কং' মাতৃকা, সেটি নিজেকে (ভূমসুখস্বরূপকে) 'আবিঃ' আকারে, কিনা, আদিম ব্যঞ্জনরূপে, 'যেন' আবিষ্কার করিলেন। 'খং' রূপে সিসৃক্ষু হইয়া নিজেকে মহাব্যোম (আকাশ) রূপে আদিতে ঈক্ষণ করিলেন। 'গং' রূপে প্রাণ বা মূলপ্রাণনপ্রবণতারূপটি পাইলেন; মূলপ্রাণনপ্রবণতা—"একোঽহং বহু স্যাম্"; কিন্তু এই বহুর মাঝে এক নিজেকে নিরস্ত করিলেন না; সূত্রাত্মারূপে, ছন্দোভিঃ সমন্বয়কৃৎরূপে রহিলেন; ইহাতেই নাদের অভিব্যক্তি। 'গং ঘং' দুয়ে মিলিয়া ব্রহ্মের তপোমূর্ত্তি। 'গং' দেয় নিখিলে পাদমাত্রা; 'ঘং' নিখিলকে কাষ্ঠায় (limiting valueতে) অগ্রসর করে। 'তপসা'র বেবিষাণ—অধ্বনীনভাব, তার কাষ্ঠা 'ঘং' মাতৃকায়। 'ঘৃণি' সবিতার এতদর্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহস্য সংজ্ঞা। তৎপরে, আদিম 'কং' রূপে যে কাম ঈক্ষণাদিক্রমে সৃষ্টিকাম হইয়াছিল, সে কাম এইবার যেন আত্মনীন (আত্মকাম) হইল। 'কং' বিন্দু থেকে বিশ্বতঃ সমুত্থিত নাদ, আবার বিন্দুতেই স্বতঃ সমাবৃত্ত হইতে চাহিল। 'ঘং' এর 'ঙং'তে এই স্বতঃ সমাবৃত্তিসূচনা। এই মূল রাহস্যিক ব্যাপারটি গায়ত্রী, প্রণব বা অপর কোনও বীজাদি জপে আবার সাধনে 'যাচাই' করিয়া মিলাইয়া লইতে হয়। তাই জপে বিন্দু থেকে উদয়, মধ্যে পূর্ণোদয়, অন্তে বিন্দুবিলয়। যে ক্রমে সব কিছু আসিয়াছে, সেই ক্রমেরই বিলোমে ('বামেন') তাদের আপন আলয়ে ফিরিতে হইবে।

'চং' আদি মাতৃকা

'চং চঞ্চল্যাতে' ইত্যাদি, সৃষ্টির ঐ আদিমবর্গকে 'ভাঙ্গিয়া' দ্বিতীয়বর্গ আকৃতিতে দেখাইতেছে। প্রথম বর্গটি যেন ব্রহ্মবীজের আন্তরব্যাকরণ; সৃষ্টির যে প্রেক্ষায়তন, তার অন্তরালে যেন বিশ্বসিসৃক্ষু আত্মরূপটি অবলোকন। এখনও যেন প্রেক্ষাগৃহের যবনিকা উত্তোলিত হয় নাই। বিশ্বসূত্রধার যেন বিশ্বাবির্ভাবের পূর্ব্বে আপন সৃষ্টিসূত্রটি সূক্তরূপে ধ্যান করিয়া লইতেছেন। আমাদেরও তাই করিতে হয়। অস্মদাদির অনুভবে (Experienceএ) এটি ধ্যাননৈকটিক (intuitional) ভূমি। মন তার মনন লইয়া 'পরে' আসিতেছে। আসিয়া দেখে—'চং চঞ্চল্যাতে'। 'চং' চঞ্চল, কিন্তু তাতে মিলে ছন্দঃ (order, law, uniformity)। 'চং' হয় 'ছং'। ছন্দসা চঞ্চল্যাতে। তারপর, বিচিত্ররূপে (অণু—বিরাট, বাহ্য, আন্তর ইত্যাদি) জাত হইব,—এক এক বিশিষ্ট সত্ত্বাভরূপ পরিগ্রহ করিব। এটি কি ?—'জং'। 'ঝং' —ঝঙ্কার (in unison, in accordance or conformity)। জাত-মাত্রকেই এই 'ঝং'এর বিশ্বজনীন ঝঙ্কারে ঝঙ্কার দিতে হয়। 'ঞং'তে সব কিছু আত্মনীন হইয়া তার তৃপ্তিরূপ 'ফল'টি (বোধে অথবা অন্যথা) মিলায়। কাজেই, 'ঞং' হইল Cosmic resultant satisfaction-এর মাতৃকা। পরে, মাতৃকার বিস্তার বিবৃত হইবে। এখানে প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য কর যে—'চং চঞ্চল্যাতে' মাতৃকা থেকেই 'চন্দ্র' এবং 'মনস্'। 'চঞ্চলঃ হি মনঃ কৃষ্ণ'। এই চন্দ্রকে একদিকে চন্দ্রমস্ (ভর্গস্) অন্যদিকে চন্দ্রমা (রোচিঃ)—এদুয়ের মাঝখানে রাখিয়া প্রবৃত্তি দিতে হয়। অন্যথা, মনঃ 'প্রমাথিবলবদ্দৃঢ়ম্'; আর চন্দ্রও কামকামী, ক্ষয়িষ্ণু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলঙ্কী—generator of lunar affections, or lunacy. 'জং জঙ্কৃতে' —জাজায়মান ভূতবর্গের পূর্ব্বোক্ত যে 'ঝঙ্কার' (ঝঙ্কৃতি), সে রসাকৃতিময়ী ছন্দোমণ্ডলা ঝঙ্কৃতি যে বিশ্বে সর্ব্বত্র অবাধ রিরংসাব্যাকুল আর্ত্ত অসুর-শৃঙ্গারেই পর্যবসিত হইতেছে, ঐ সোম-সৌম্যবিধুর নষ্টচন্দ্রের (লেশাবগুণ্ঠিতা) সর্ব্বসম্মোহন গ্লানিমায় এবং ম্লানিমায়! বিশ্বে সর্ব্বত্র তাই রিরংসায় এক উৎকট লেশা-নবগুণ্ঠিতা 'নষ্টচন্দ্র' প্রবণতা! কে কবে এই বিশ্বগ্রাসী নষ্টচন্দ্রকে 'শারদোৎফুল্ল-মল্লিকার' মরমী করিয়া তাকে মহারাসরন্তকামের এবং রন্তকামকামার একান্ত অনুগ করিবে? মহামায়া কবে তাঁর নিজ মায়াকে যোগমায়ার ভূমিকায় পাঠাইবেন?

এতো সাধ্যশিরোমণি! আদৌ চন্দ্র আর সোমের সমীকরণটি সাধন কর। চন্দ্রমসের ভার্গো ভাঃ তাতে পড়িতে দাও, আর সঙ্গে সেই পরিণয়ি-আদি পঞ্চ ছন্দে মিলাও চন্দ্রমার মান-মাধুরী। সমন্বয়ে আসিলে চন্দ্র (সঙ্গে মনঃও) হবে সোম (মনঃ হবে সৌম্য); মহাসমন্বয়ে সোম হবে ওম্। আর, পরমে? শুদ্ধ নিরঞ্জন, অথবা চাও তো, ঐ মহারাসরসাঞ্জন।

বরেণ্য ও সৌম্য

> বৃণোতু বরুণঃ সোমং সোমশ্চাভিষুণোতু তম্।
> যদ্ বরেণ্যং হি তৎ সৌম্যমেকত্র চ হঠৌ ঘঠৌ॥ ৫৫

বরুণ সোমকে বরণ করুন। ফলে, বরেণ্যম্। সোম আপন অমৃতে বিবরিয়া বরুণকে অভিষুত করুন। ফলে, বরেণ্য এবং সৌম্য পরস্পরে মিলিত হইল। বরেণ্য = সৌম্য, এই অভেদ সমীকরণ হইল। ভর্গঃ সুমহান্ তেজোরূপে পঞ্চক্লেশের মূল যে অবিদ্যা, তার বীজটি ও 'ভর্জ্জন' করিতেছে বটে, কিন্তু সোমের সাক্ষাৎ অমৃত সত্তায় অভিষুত না হওয়া পর্য্যন্ত শুদ্ধ অস্তি-ভাতিও 'যেন' আপনাকে 'আনন্দমেবাস্তি, আনন্দমেব ভাতি' রূপে সাক্ষাৎকারে পায় না। সুতরাং খাঁটি শুদ্ধও হয় না। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব 'যেন' ভূমার ভূমত্বে একান্ত 'তটস্থ' হইয়াও একান্ত পরিনিষ্ঠিত হয় নাই। ব্রহ্মানুভূতির চরম ভূমিকার ঠিক 'মুখেই' এই 'একান্ত তটস্থ' ভাব। 'একান্ত' বলিতে—অন্তে বা পরমে যে 'এক' তার সঙ্গে ব্যবধান আর নেই। 'যেন' দিয়া বলা ছাড়া উপায় নেই।

রসিকও এই 'যেন'টি আপন রসাস্বাদানুবন্ধে বুঝিয়া লইবেন। একান্ত ভরপূর মিলনের ঠিক 'মুখেই' এক একান্ত অ-ভরা অবুঝ বিরহ-বিধুরতা। 'লাখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাখ যুগ হিয়া হিয়াপর রাখনু' ইত্যাদি। আবার, সেই শূন্য-পূর্ণ একত্র। বিন্দুপ্রমুখা পরমা গতি। তাই প্রণবাদি যাই জপ করা হয়, তাতে 'একান্ত' বিন্দুলীনতা ভূমিতে আসার নিমিত্ত এত প্রযত্ন-প্রয়াস, এত প্রসাদ-প্রপত্তি!

সাধনের উত্তম ভূমিকার কথা শুনিয়া রাখা চাই। যেমন বদ্রী-কেদার-মানস কৈলাস যাত্রীর। সাধন স্বরু হয় প্রথম ভূমিকাতেই উপযুক্ত ধৃত্যুৎসাহসের, আর বরেণ্য-শরণ্য যে পরম প্রসাদ, তাতে প্রপত্তির সম্বলটি লইয়াই। মনটি তখন ঐ চন্দ্রের মত চলিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু, ম্লালিমা-গ্লানিমা মাখা। বরুণ এবং সোম তোমার সে চন্দ্রকে ভর্গস্তেজসা (ব্রহ্মবর্চ্চসা) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত করুন; সে চন্দ্র হউক্ চন্দ্রমস্। আর, সোম তাকে প্রসাদ-প্রপত্তিরসে অভিসিঞ্চিত করুন; অগ্নির দেদীপ্যমান বর্চ্চঃ সোমের পবমান স্নেহশীকরে অভিষুত হইয়া হউক সৌম্য। ছান্দোগ্যের সেই 'কথং সৌম্য ব্রহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্' আবার মনে কর। উপকোসল অগ্নিপরিচর্যা করতঃ ব্রহ্মবিৎ সৌম্য হইয়াছিলেন। তোমারও সাধনের প্রথম ভূমিকা নিষ্ঠাপূর্ব্বক অগ্নিপরিচর্যা। নাম যদি জপ, তবে সে জপনরূপ ভজনই তোমার অগ্নিপরিচর্যা। এ পরিচর্যায় সৌম্য হইতে হইবে। 'প্রসাদ মধিগচ্ছতি'।

'হঠৌ ঘঠৌ'

এইবার শেষের কারিকায় শেষের চরণটি বুঝিয়া দেখ। 'একত্র চ হঠৌ ঘঠৌ'॥ এর মানে? মহাশক্তি সঞ্চয়রূপে 'হ' কার আদিত্য। মহান্ বেবিষাণ— আপ্যায়নরূপে ইহাই বরুণ। ঠং চন্দ্রমার বীজ মনে কর। কেন? তা পরে আসিতেছে। এখন দেখ যে, সৃষ্টির যে আভাসিক চিত্র আমাদের মিলিতেছে, তাতে আদিত্য-চন্দ্রমা স্বচ্ছন্দ-সহোদিতৌ নেই। আদিত্যতেজে চন্দ্রমা নির্ব্বাণপ্রভ, লুণ্ঠিতস্নেহ। আর চন্দ্রমার উদয়ে আদিত্য নেপথ্যগামী। এ তো বাহিরের কথা। স্থূলে-সূক্ষ্মে, বাহ্য-আভ্যন্তর সকল রকমেই আদিত্য চন্দ্রমার (হঠৌ) ঐ আভাসিক দ্বন্দ্বস্থতা বুঝিয়া লইও। ধর, কোথাও শক্তি সঞ্চয় রহিয়াছে ('হ'), কিন্তু চন্দ্রমায় ('ঠ')—সোমমানে, সৌম্যচ্ছন্দে, সেটির সিঞ্চন-বিনিয়োগ ঘটিতেছে তো? হিসাবে আধ্যাত্মিক শক্তি, সমাজ-রাষ্ট্রশক্তি, আণবশক্তি ইত্যাদি কোনওটিকে বাদ দিওনা। 'হঠ' এর আহুতি যথার্থ সৌম্যচ্ছন্দে আনার নিমিত্ত 'স্বাহা' এবং 'স্বধা'। প্রথমটি স্বচ্ছন্দে বেবিষাণ—অধ্বনীন করার জন্য; দ্বিতীয়টি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপ্যায়ন—আত্মনীন করার নিমিত্ত বিশেষতঃ। নৃসিংহ, কামদেবাদি গায়ত্রীতে 'বিদ্মহে', 'ধীমহি' এবং 'প্রচোদয়াৎ'—এই তিন রাহস্যিক পদে সবিশেষ অবহিত হইবে। প্রথমপদে আদিত্য, দ্বিতীয়ে চন্দ্রমা, স্বানুগ্রহ সমপাত করিতেছেন। প্রথমটিতে বস্তু এবং বোধের ব্যাপক, বৈবিষাণ ভান (Experieuce as continuum or expansivity); দ্বিতীয়টিতে কেন্দ্রীণ, সংহতভাবে ভান (Experieuce as condensing to a point); একটি নাদের অনুবন্ধে, অপরটি বিন্দুর। বস্তু এবং বোধ মাত্রই এই দুই অনুবন্ধে প্রতিভাত হয়। যেমন, ঐ সূর্য, ঐ চন্দ্র, এই ভাব। একটা খুলিয়া মেলিয়া, যথাসম্ভব সমগ্র করিয়া দেখার দৃষ্টি। অপরটা জড়ো জমাট করিয়া, যথাসম্ভব 'একাগ্র' করিয়া দেখার দৃষ্টি। বিচার মননে—synthesis, analysis—সংশ্লেষ-বিশ্লেষ। এ দুয়ের যাতে সৌম্যচ্ছন্দঃ থাকে, সেই নিমিত্ত—'প্রচোদয়াৎ'।

'বিদ্মহে' ও 'ধীমহি'

জপে হকারাদি, ককারাদি প্রতিটি বর্ণের ঐ দ্বিবিধ বৃত্তি আছে, এতে সন্দেহ নেই। 'হ' বিপুল, অখণ্ড 'প্রাণেশ' রূপে আছেনই। তিনি তো প্রাণব্রহ্মের অখণ্ড ভাণ্ডার বা সঞ্চয়রূপ। তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হকার মাত্র ভাবিওনা। কিন্তু তাঁকে তো বোধে মিলাইতে পারি না। তাই বিদ্মহে। সে অখণ্ড মহাভাণ্ডারকে আমার 'আপন' ভাণ্ডার করিয়াও মিলাইতে হয়। তাই ধীমহি। বিশ্বের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমার আপন 'একাউন্ট' খোলা হইল। অথবা, তাড়িত শক্তির কোনো বিরাট পাওয়ার হাউসের সঙ্গে আমার আপন ঘরের 'কনেকশন'টি ঘটিল। কিন্তু 'মিটার' ইত্যাদি বসাইতে হয়। কেন? সেই সৌম্যচ্ছন্দঃ রক্ষার নিমিত্ত। অন্যথা, ফেলিওর, ফিউজ ইত্যাদির ভয়। তাই—প্রচোদয়াৎ। হকারাদি বিশ্বপ্রাণশক্তির এক এক আকৃতিকে তাই এই তিন রূপেই সাধিতে হয়।

এইবার দেখ, একবার 'হঠৌ' আর একবার 'ঘঠৌ'। 'বিদ্মহে' অধিকারে যিনি 'হ', তিনিই 'ধীমহি' অনুরোধে হইলেন 'ঘ'। Cosmic Continuum of basic radiant energy যেন আদিম সিসৃক্ষায় বা স্রষ্টুকামে ঘনীভূত এবং ঊর্জিত হইয়া হইল 'ঘ'—ঘৃণি। ভর্গস্বরূপে যাহা বিভু, এই 'ঘ' রূপে সেটি হইল ঘৃণি ও ঘর্ম্ম। বিষ্ণু ভগবানের 'ঘর্ম্ম' থেকে কার উৎপত্তি, তা স্মরণ কর। ঘর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানে শুধু 'ঘাম' (বাংলা) বুঝিও না। যাই হোক্, বেশী 'ঘামিলে' তো বলহানি, নাড়ীও ছাড়িতে পারে; তাই 'ঘ' এবং 'ঠ' (সোমবীজ) মধু বা সৌম্যচ্ছন্দে মিলাও। যেমন, জপে অগ্নিমাত্রার আধিক্য হইলে 'ঘ' যেন ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে; তখন সোম মাত্রায় তাকে সৌম্যে আন। ইহা 'ঘঠৌ' আকৃতি (formula) তে আসে।

দৃষ্টান্ত সকল ক্ষেত্র হইতে লইয়া এই 'হঠৌ' 'ঘঠৌ' আকৃতিদ্বয় বুঝিয়া লইবে। প্রাণব্রহ্মের বিভুরূপ (নাদ) এবং কেন্দ্রীণরূপ (বিন্দু)—দুটিকেই তুষ্টি-প্রসাদে মিলাইতে হয়। তুমি নিজে 'দেউলিয়া' হইবে না, অথবা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কও তোমার সম্পর্কে 'ফেল' হইবেনা। 'যোগ'টি ঠিক 'ক্ষেমে' থাকা চাই। 'ঠ' বিশ্বে সর্ব্বত্র ক্ষেমঙ্কর রহিয়াছেন। যোগের দিক্ থেকে, হঠৌ থেকে সামান্যতঃ হঠযোগ। এতে কতিপয় আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম মাত্র বুঝিওনা। কলেবরে আদিত্য-সোম সম্বন্ধটি ক্ষেমঙ্কর হইয়া নাই (যথা, vital metabolism, hormonal balanceএ)। হঠযোগ তাকে ক্ষেমঙ্কর করে। তজ্জন্য আবশ্যকমত 'বামেন দাক্ষিণ্যং'ও সাধিতে হয়। অর্থাৎ, reversing the 'sense' or orientation. 'কঠ' এবং 'খঠ'—এই দুই আকৃতিতে রাজযোগের যথাক্রমে সানন্দ ও সাস্মিত সমাধিদ্বয় সাধিয়া নির্ব্বিকল্পে যাইতে হয়। প্রথমটিতে আনন্দ-সম্প্রসাদ, দ্বিতীয়টিতে ব্যোম-সম্প্রসাদ; বিন্দু এবং নাদ। 'গঠ' দ্বারা বিশেষতঃ কুণ্ডলিনী বা লয়যোগ; আর, 'ঘঠ' দ্বারা মন্ত্রযোগ সাধিবে। 'ঘ' আদি ব্যঞ্জন বা সিসৃক্ষা বর্গের তুরীয় বর্ণ। বাকের দিক্ থেকে 'ক'কে পরা ধরিয়া, 'ঘ' হইল বৈখরীর স্থল। এই বৈখরীকে সমর্থ করিয়া এবং 'সৌম্য' করিয়া (অর্থাৎ 'ঘঠৌ' আকৃতিতে লইয়া) মন্ত্রযোগ সাধিতে হয়। লয়যোগে মধ্যমা-মুখ্যতা; 'খঠে' এবং 'কঠে' যথাক্রমে পশ্যন্তী এবং পরা। তবে, কোনও যোগেই এই চতুরঙ্গার পরস্পর বিয়োগে যোগ সাধিত হয় না।

ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ

পরে মাতৃকাবিচারে দেখিব যে, ব্যঞ্জনবর্ণগুলি প্রাণব্রহ্মের সিসৃক্ষা বা স্রষ্টুকামাদিক্রমে অভিব্যক্তির এক এক মূল আকৃতি (Prototype or basic Pattern)। আর স্বরবর্ণগুলি কি করে? 'ব' অথবা 'অব্যক্ত ভাণ্ডারে' খনি থেকে প্রত্যেকটিকে উত্তোলনপূর্ব্বক তাকে অভিব্যক্ত প্রাণবৃত্তিরূপে 'প্রসূত'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। 'স্বর' এই শব্দটিতে এই ব্যঞ্জনা নিহিত আছে দেখিও। স্বরসহায়েই কাদি হাদি নিখিল বাক্ 'প্রসৃতা পুরাণী'। স্বরবৃত্তিগুলি কতিপয় মূল আকৃতি-বিশিষ্ট। ব্যঞ্জনবর্ণগুলিও তদ্রূপ। আদিবর্গকে সিসৃক্ষাকৃতি বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়বর্গ (তালব্য) ছান্দসাকৃতি—সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র ছান্দসী আকৃতি বিধানে ও রক্ষায় নিযুক্ত। অপরাপর বর্গের কথা পরে হইবে।

এখানে লক্ষ্য কর যে, 'চং' ইত্যাদি কোনও ব্যঞ্জনাকৃতিকেই স্থূল-ব্যবহারের সঙ্কীর্ণতায় লইও না। যথা, 'চং চঞ্চল্যাতে' বটে, কিন্তু এ চাঞ্চল্য স্থূলের (জড়ে, প্রাণে বা মনে) চাপল্য করিয়াই লইওনা। স্বলসিত আনন্দ (কং ব্রহ্ম) যখন স্রষ্টুকাম হইয়া উল্লসিত বিলসিত হন, তখন পাই 'চং চঞ্চল্যাতে' এর আদিম পরমমঞ্জুল রূপটি। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিতেছেন—'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ'। কিন্তু, কেন বলিলেন না যে—হে কৃষ্ণ! তুমিই সেই আদিম পরম-মধুমঞ্জুলা চঞ্চলতা, তুমি চিরলোল, নওল চঞ্চল! আমার এই চটুল-চপলা চঞ্চলতাকে তোমার সেই আপন রসরাসচঞ্চলতায় মিলাইয়া লইবেনা কি? কিন্তু সে তো গোড়ায় হবার নয়। তাই, প্রথমে অভ্যাস আর বৈরাগ্য। তাই, "আগে কহ আর।"

সুতরাং 'চং চাঞ্চল্যাতে' প্রভৃতি প্রতিটি তোমার 'বিখরা' মাতৃকাকে মধ্যমাদি-ক্রমে পরার প্রাণপারম্যে এবং শুদ্ধিপরিসীমায় লইয়া চল। ন্যাসের লক্ষ্য ইহাই। তোমার সাধারণবোধের চন্দ্র এবং মনঃ এবং প্রকার অস্তি-ভাতি ন্যাস এবং মোদ-মাতি ন্যাসের প্রসাদে হউক—চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা (সুরিসুমনাঃ এবং সৌম্যমনাঃ)। আবার উপনিষদের সেই 'ব্রহ্মবিদিব ভাসতে সৌম্য'। যৎ কিঞ্চিৎ অপিহিত (তিরস্কৃত) এবং বিকৃত, তাকে পুরস্কৃত এবং সংস্কৃত করিয়া তার শুদ্ধিপরিসীমা যে প্রকৃতি, তাতেই তাকে ন্যস্ত করাই ন্যাস। এটি সম্যক্ হইলে সন্ন্যাস। তাতে 'জ্যোতিরহং বিরজাঃ' ইত্যাদিরূপে পরম অববোধ।

সৌম্যের প্রসঙ্গে এই সবিস্তার আলোচনা। সৌম্যপ্রসঙ্গের প্রয়োজনীয়তার অবধি নাই। বিশ্বব্যবহারে সর্ব্বক্ষেত্রেই যোগক্ষেমের নিমিত্ত সৌম্যসংস্থা আবশ্যক। আণবিক শক্তিরাশিকে ভূতবিজ্ঞান যেদিন সৌম্যসংস্থায় আনিতে পারিবে, সেদিন বর্ত্তমান মহতী বিনষ্টির আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া মহতী বিসৃষ্টির সম্ভাবনা হইবে। সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বমানবতার কলাকৃষ্টি—সব ক্ষেত্রেই তাই। অধ্যাত্মজীবনে তো সৌম্যই সেই রূপকথার 'সোণার কাঠি'। জপাদি সাধনে ব্যাহরণ এবং অনুধাবন উভয়স্থলেই সৌম্যপ্রসাদে প্রসন্ন থাকিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শশিশেখর, সোমার্দ্ধধারী শিবগুরুকে 'প্রসীদ মে' বলিয়া নিরন্তর ভজনা করিতে হইবে। ব্যাহরণে বিশেষ করিয়া পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠায় চতুরঙ্গ সৌম্যচ্ছন্দঃ যোগক্ষেমঙ্কর হওয়া চাই। যথা গায়ত্রী ব্যাহরণে যদি উদয়-বিলয় ওঙ্কার সমেত ছয়টি পাদ কর, এবং প্রতিপাদে চারিটি করিয়া মাত্রা, তবে এদের সৌম্যে অবহিত হইবে (যেমন সঙ্গীতালাপে)। পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত ছয়টি পূর্ণ এবং ছয়টি শূন্য কলা আছে। সে সবেও সৌম্য। আর, নাদমেরু এবং বিন্দুমেরু—এই দুটি কাষ্ঠা। এ দুটিতেও সৌম্য। 'সৌম্য' শব্দের আকৃতিতেই পরম সঙ্কেতটি দেওয়া আছে। স+ওম্+ই+অ ('ই' এবং 'অয়্' থেকে 'অ')। যে বর্ণই ব্যাহরণে যে পাদাদিতে উদিত হইতেছে, ('স') তাকে কি করিবে বলত' পরম যোগক্ষেমায় ? মূলা পরাবাক্ যে ওঙ্কার, তাতেই, এবং তার অনুবৃত্তিতেই, তার গতি হোক্। ওঙ্কারের পরম যোগক্ষেম নির্ব্বাহয়িতা নাদ-বিন্দু। সুতরাং, কোন বর্ণ উচ্চারণই কোনও পাদাদিতেই ঐ পরমনির্ব্বাহয়িতৃ যুগলের বিষমবৃত্তিতে পাতিত হইবে না। নাদ বরুণের আকার, সোম বিন্দুর। সুতরাং, ব্যাহরণাদিতে বরুণ-সোম-সাহিত্য (যোগ), এবং সংহতি (ক্ষেম) যথাযথ রহিলে সৌম্য, এবং নিষ্কর্ষ চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা। প্রত্যক্ষজগতে সূর্য্যকে রৌদ্র, আর চন্দ্রমাকে সৌম্যে প্রতিভাত হইতে দেখি।

সৌম্য ও রৌদ্র

বিশ্বে সৌম্য এবং রৌদ্র দুটিভাব যেন পরস্পরবিমুখীনতায় (antipathyতে) রহিয়াছে। দুটি ভাবের 'অতি'র দিকে প্রবণতাও আছে। 'অতি সৌম্য' এবং 'অতি রৌদ্র' দুটি দুদিকে কাষ্ঠা। কাষ্ঠাদ্বয় কোথাও না মিলিলে তো ধ্রুব এবং পরম যোগক্ষেমটি সম্ভাবিত হয় না। তাই জপেও মিলাইতে হয় 'অতিসৌম্যাতি-রৌদ্রায়ৈ'। মিলিলে নিখিল-কল্পিতপ্রপঞ্চমূল যে অবিদ্যা, সে অবিদ্যাকে দাহকারী অতিরৌদ্র যে ভর্গঃ, সে ভর্গঃ সম্মিলিত হন নিখিলসঞ্জীবন, অখিলরসায়ন যে সোমরোচিঃ, তাতে অথবা অমৃতে। এই নিমিত্ত উদিত নাদকে বারংবার বিন্দু-শয়ানতায় লইয়া অমৃতাভিষিক্ত করিতে হয়।

অমৃতাভিসিঞ্চনকে 'চং' আকৃতিতে আনিলে, তাদৃশ 'চং' দান করে যে ক্রিয়া, সে ক্রিয়া সূচিত হইবে কোন ধাতু দ্বারা ? চন্দ্। এ থেকে চন্দন, চন্দ্র, চন্দ্রমা ইত্যাদি। অবশ্য, শুদ্ধচন্দ্রের কথা হইতেছে, 'নষ্ট' চন্দ্রের নয়। এ চন্দ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরুণের আপ্যায়নী এবং সোমের রঞ্জনী বৃত্তি মিলিয়াছে। বরুণসোমের সঙ্ঘাত বা সংহতি সম্ভাবিত এবং ফলিত হয়, এই 'চন্দ্' ধাতুর ক্রিয়মাণতায় এবং সম্পদ্যমানতায়। ছেদনাদি অর্থে এক 'দো' আছে। 'চন্দ্'এ ঐ 'দো' প্রবিষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে তন্নিমিত্ত অভীষ্ট যে বরুণসোমসংহতি, তার সম্পদ্যমানতার বিঘাত ঘটিতেছে। যেমন, নাদ শ্রবণ করিব, কিন্তু শুনিতেছি 'চং চং চং......' ইত্যাকার কাটাকাটা ঝিল্লীরব। মনও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত ভাবে স্পন্দমান। 'দো' ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে বেবিষাণ এবং আপ্যায়ন যে বরুণ, তিনি অন্তর্হিত হইলেন; সোমও 'মিত্রাবরুণ' বিরহী হইয়া যেন ম্লানিমা-গ্লানিমার অবগুণ্ঠন পরিলেন! সুধা হইল প্রাকৃত সুরা। সুতরাং, 'চং' মাতৃকাকে এবং 'চন্দ্' ধাতুকে অভ্যারোহক্রমে তাদের স্বভাবে, প্রকৃতিতে 'ন্যাস' কর।—By a process of gradual sublimation মন-চকোরকে পরমমোহনিয়া রসরাজ চাঁদেরই চিরপিয়াসী কর।

'চন্দ্' আকৃতি-বিকৃতি

পক্ষান্তরে, 'চন্দ্' আকৃতিতে যদি (বাক্ প্রাণ মনঃ—এ তিনের সমন্বয়ে) বরুণকে সোমমিত্রভাবে না মিলাইতে পার, অর্থাৎ তোমার সমগ্র বিপুল অনুভূতি (Experince)কে আত্মনীন করিয়া আত্মারই নিজ নির্ব্যূঢ় অস্তিতা-ভাতিতা-প্রিয়তায় উপসংহৃত না করিতে পার (যেমন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এবং কোন কোন দার্শনিক প্রস্থানে), তা হইলেও 'অসতো মা' ইত্যাদি তোমার অভ্যারোহটি পরম অমৃতে সমাপন হইল না, পরন্তু সোমাভিষববিহীন 'বারুণী' মহামদিরাই হইয়া পড়িল। এই বারুণীপানে দৈত্যপুঙ্গবেরাও উন্মত্ত হইয়াছিল; আমরাও হইতেছি—The fatal intoxication of colossal objective knowledge divorced from the inspiring, leading light of the supreme ultimate Quest. চন্দ্র বিশ্বনরকে চন্দ্রমাবিধুর গ্লানিমায় (global lunacy) টানিয়া লইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে সারা ধরিত্রী এই বারুণীপানোন্মত্তা। অধ্বনীন বরুণের আপ্যায়ন আত্মনীন সোমের রঞ্জনে মিলিলে হয় 'সৌম্য'। তাতে, অধ্ব-কুশল হোক্ অদ্ধা (নিশ্চিত) কুশল। যে আপ্যায়নমন্ত্র (শান্তিপাঠ) পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাতে অঙ্গাদি সকল বহিরঙ্গকে আদৌ আত্মনিরত (অন্তরঙ্গ) করিয়া, অধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিরাকৃত ঔপনিষদ ব্রহ্মেই তাদের নিঃশেষ সমর্পণ। সুতরাং, যথার্থ সৌম্য-সাধনের মন্ত্র এটি। অগ্নীষোমীয় সমতা ব্যতিক্রমস্থলে যেমন—'ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমম্।' 'ঐঁ' এই বাগ্‌ভবটিও বিশেষভাবে সৌম্যসমর্থ।

বারংবার উক্ত হইয়াছে যে, দেবতারাও মৃত্যুভয় ভীত হইয়া গায়ত্রীচ্ছন্দঃকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাঁদের নিমিত্ত 'দুহানা অমৃতস্য ধারাম্' হন। বারুণীপানোন্মত্ত হইয়া যদুকুল আত্মঘাতী হইয়াছিল। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি জীবনে এইটি নিয়ত স্মরণ রাখিতে হইবে। যেখানে 'বিদ্মহে' রহিয়াছে, কিন্তু 'ধীমহি' নেই—জ্ঞান আছে, কিন্তু ধ্যান নেই—শক্তিসঞ্চয়ন আছে, কিন্তু সংযমন নেই; অর্থাৎ এক কথায়, মেধস্ এবং তপস্, এ দুয়ের অসদ্‌ভাব ঘটিলে, চাই গায়ত্রী-চ্ছন্দের সেই 'বরেণ্যম্' বিবরিষু সৌম্য প্রচোদনা, যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানবিততি, প্রয়োগ-বিদ্যাবিভূতি, কারু-চারুকলা সঙ্গতি সবই অমৃতাধ্বধাম-কুশলিনীই হয়, অনৃতাধ্বধ্বান্ত-কুহকিনী কদাপি নয়।

নাভিং বিভর্ত্তি বৈ সূর্য্যো বরুণস্তনুতে হরান্।
মিমীতে চন্দ্রমা নেমিমাবরীবৃত্যতে জগৎ ॥৫৬

ভুবনচক্রের যেটি নাভি (স্থূলে সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র), তাকে সূর্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে ভরণ করেন। অরসমূহকে বেবিষাণ-অধ্বনীনরূপে বিস্তার করেন বরুণ। চন্দ্রমা ভুবনচক্রের নেমিটিকে (স্থূল-সূক্ষ্মাদি সর্ব্বক্ষেত্রেই) 'মান' দেন। সে মান সৌম্যমান। সে মানে বর্ত্তিলে সবই স্বচ্ছন্দে বর্ত্তিয়া থাকে। ঋতাধ্বগ যে জগৎ, সে জগৎ এবম্বিধ চক্রনেমিতেই বারম্বার আবর্ত্তিত হইতেছে। এবম্বিধ সৌম্যমানেই (অণু বিরাট সব কিছুরই) স্থিতি-সংস্থা। অণু-জ্যোতিষ্কাদির কক্ষাবর্ত্তন লইয়া এটি ভাবিয়া দেখ। 'নেমি'র সৌম্যমান রক্ষিত হওয়া চাই। চন্দ্রমা সেই ক্ষেম দৈবত।

জগৎ-স্বাস্থ্য—স্বস্তি-শান্তি

বরুণ কোন নাভি থেকে যখন অরসমূহ (Lines of Radiated Energy) বিস্তার করিতেছেন, ব্রহ্মের এক পরম মহীয়ান্ ছন্দঃ সেই সমন্তাৎ বিতত, অরসমূহকে এক 'নেমি' নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। নাভিটিকে বলিতেছেন—'তুমি তোমার অরগুলিকে লইয়া এই নেমিতেই সংহত হও, আর এই নেমিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ব্যাপার চক্র আবর্ত্তমান হউক।' ব্রহ্মের ঐ পরম ছন্দঃটি সোম ('স ওম্')। সেই সোম নেমি-ক্ষেমঙ্কররূপে চন্দ্রমা। বরুণসোমসজ্ঘাত এইভাবেও বুঝিও। হেঁয়ালির ভাষা নয়; ভূত-প্রাণ অধ্যাত্মাদি বিজ্ঞানের মূল কথাটিই উপরে বলা হইল। বাহিরে ভিতরে দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিও। নেমিক্ষেমকে নাভি সম্পর্কে (with reference to the Source) দেখিলে, চন্দ্রমস্; অরপরিবেশ অথবা বহিঃসংস্থা সম্পর্কে (with reference to the Enveloping order) দেখিলে, চন্দ্রমা। 'কলায়' (in phases) দেখিলে, চন্দ্র। পাদদৃষ্টিতে বরুণ, মাত্রাদৃষ্টিতে চন্দ্রমা, কলাদৃষ্টিতে চন্দ্র, এবং কাষ্ঠাদৃষ্টিতে (দুই দিকে) সূর্য্য-সোম। এ কথাগুলিও সর্ব্বক্ষেত্রে ভাবিয়া দেখ। চন্দ্রমা যে স্বচ্ছন্দ মান দিতেছেন, তাতে জিহ্মগত্ব (unharmonic eccentricity) পরিহার করতঃ অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। সেরূপ অনুবর্ত্তনই (সমষ্টি-ব্যষ্টি) জগৎ স্বাস্থ্য। জপে তার চক্রাদি সমাচরণ, আদৌ এই জগৎ-স্বাস্থ্যে সংস্থাপিত হওয়ার নিমিত্তই। অতএব 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। সংস্থাপিত হইলে স্বস্তি। স্বস্তির পর শান্তি। যে চক্র স্বস্তিতে আবর্ত্তমান, সে চক্র শঙ্খাবৃত্তে পরমবিন্দু অভিমুখীনতায় চলিলে 'শান্তিপাঠ' সুরু হয়। যথা, প্রণব, গায়ত্রী, অথবা কোন বীজ বা নাম জপে ঠিক স্বস্তিতে বিন্দুলীনতায় আসিতে পারিলে হয়। আত্মনীন হইয়া বিন্দুতে 'ব্রহ্মসংস্পর্শ' অনুভব না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ শান্তি নেই। 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম জপে বা কীর্ত্তনেও এই আত্মনীনক্রমে রসোজ্জ্বল, অথচ পরম নিবিড় বিন্দুচেতনায় 'ডুবিতে' হয়। ভাবনিষ্ঠা সহকারে কিয়ৎকাল জপকীর্ত্তনাদি চলিলে বহিরাপ্যায়ন (objective attuning) আন্তরাপ্যায়নে (inner attuning) সম্মিলিত হয়, এবং পরস্পরকে ভূয়োভূয়ঃ উপচিত করিয়া তোলে। এক্ষেত্রে ইহাই বরুণ-সোম সংহতি। এ সংহতির প্রসাদে উদিত হন এক অনির্ব্বচনীয় সৌম্যরসসমুজ্জ্বল মনোগগন চন্দ্রমা। তিনি রসকে এবং ভাসকে তাদের 'মান' দান করেন। রসাভাস, মলিনরস ইত্যাদি এ মানে মর্য্যাদাহীন হইয়া নিরস্ত হয়। যথার্থ মানের পর সাত্ত্বিক বিকারাদি। (চন্দ্রমা বৈমুখ্যে রস-ভাসাদিতে গ্লানিমা-ম্লানিমা সম্ভাবিত হইতে পারে।) তারপরে, আরও গভীরে—আরও। শেষে, পরম-বিন্দুতে যুগপৎ পরম লসন এবং পরমা শান্তি। এসব তো 'আগে কহ'র কথন। গোড়ায় 'স্বস্তিবাচনটি' ঠিক ঠিক ভাবে-বোধে-নিষ্ঠায় করিয়া লইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেমিবৃত্ত্যা যথা পৃথ্বীং সৌম্যাং ধত্তে হি চন্দ্রমা।
বাক্‌প্রাণচিত্তসঙ্ঘাতাংস্তথৈব সন্ধধীত সঃ ॥৫৭

সৌম্য-সাধন

ঐ পরিদৃশ্যমান চন্দ্রমা—দৈবতানুগৃহীত চন্দ্র যেমন নেমিবৃত্তিতে রহিয়া এই পৃথ্বীকে সতত সৃষ্টি-পুষ্টি সৌম্যে রাখিয়াছেন, তেমনই বিশ্বজনীন যে চন্দ্রমাতত্ত্ব, সেটি বিশ্বে বাক্-প্রাণ-চিত্তের নিখিল-সঙ্ঘাতকে সৌম্যেই সম্যক্ বর্ত্তমান রাখুক! এতদুদ্দেশ্যে সমর্থ বৈদিক (যথা, 'ওঁ জাতবেদসে') এবং তান্ত্রিক (যথা, শ্রীঁ) এবং পৌরাণিক (যথা, 'এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্'—ইত্যাদি) মন্ত্র-যন্ত্রাদি সমাশ্রয়ণীয়। [যন্ত্রে বৃত্তস্থলে বিশেষতঃ চন্দ্রমাদৈবত ভাবনা করিবে।] যদি বল—অত মন্ত্রে-যন্ত্রে কি কাজ, এক ভাবেই সকল অভাবে সদ্ভাব হইবে—তা হইলে জানিও যে চন্দ্রমাদৈবত প্রসন্নই আছেন, যদি 'ভাব'টি খাঁটি করিয়া তোমার মিলিয়া থাকে। তবে লক্ষ্য রাখিও—তোমার ভাবভাগ্যে 'লগ্নী' কে—চন্দ্র, না চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা? এইটি যথার্থ নিরূপণের নিমিত্ত সেই 'পদনখ দশ ইন্দু'তে মনঃ সংলগ্ন করিবে। তিনিই তোমার ভাবাদিকে যমনস্থলে যমন (যন্ত্র), মনন স্থলে মনন (মন্ত্র), এবং তায়ন স্থলে তায়ন (তন্ত্র), এসবেই প্রচোদিত করিবেন। যদি আবার বল—এই তো উত্তম প্রস্থান, সহজ পন্থাঃ। উত্তম প্রস্থান—সন্দেহ নাই। কিন্তু সহজ পন্থা তো নয়। 'অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ' এই নামোচ্চারণভেষজে সর্ব্বরোগ শান্তি —এতে সংশয় নাই বলিয়াও বিশাল, অতি দুরবগাহ বৈদ্যকশাস্ত্র রচিতে কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন চরক-সুশ্রুতাদি ঋষিবর্গ? ভাগবতাদি ভক্তিপীযূষ বারিধি, বাশিষ্ঠাদি-জ্ঞানবিচার মণিমঞ্জুষা—এত অপরূপ বৈচিত্র্য-বৈভব-বিপুল (সাক্ষাৎ মহারত্নাকর সদৃশ) হইলই বা কেন? 'শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি'—তবে গ্রন্থকোটি কি অকারণ প্রপঞ্চিত হইল! শ্রীমদ্ হনুমান্ 'রাম' নাম লন, তিথিবারের ধার ধারেন না; কিন্তু তবু তো তোমার—আমার জন্য 'হরিভক্তি-বিলাস'! মন্ত্র (আর সেই সঙ্গে যথোপযোগ যন্ত্র এবং তন্ত্রও) কোনও ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয় নাই। হবার নয়-ও। ভক্তির সার 'আত্মনিবেদন,' কিন্তু নবধা সাধন করতঃ সে 'সার' মিলাইতে হয়। কলৌ নাম যজ্ঞাদি পরমশ্রেয়স্করূপে বিহিত; কিন্তু সে যজ্ঞাদির মূলে যে শ্রদ্ধা-ভাব, সেটি যেমন ধারা চাই-ই, তেমনি সে যজ্ঞের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাজনজুষ্ট 'বিদ্যা' (বিধি), এবং যেটি 'উপনিষৎ' (সিদ্ধান্ত-সাধিষ্ঠ আধার), সে দুটিও অনাদরণীয় নয়—একান্ত উপাদেয়। মনে রাখিতে হইবে যে—যে মনঃ কেবল আপন 'কলায়' দেখে, সুতরাং অন্যমত ও পথকে কেবল হেয়তার গ্লানিমা ও গ্লানিমায় ফেলিয়াই দেখে, সে মনঃ চন্দ্রমাদৈবতবিধুর 'চন্দ্রের' অধিকারে। চন্দ্রমা 'নিজ' এবং 'অন্য' দুয়েকেই স্ব স্ব পূর্ণমানে এবং মর্যাদায় ফুটাইবার তত্ত্ব। 'অমানী মানদ' জনকেই চন্দ্রমা দেন পূর্ণমান। সুতরাং 'জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ' চন্দ্রমাধিষ্ঠাত্রী যোগমায়াকে ভজনা কর। ['জ্যোতিঃ' শব্দের 'ইঃ' সরাইয়া 'জ্যোৎ'। ভাস্করে ঐ 'ইঃ' আকৃতি প্রকট বিষয়ে 'সূর্যো জ্যোতিঃ'। এই জ্যোতির আধার (base) 'জ্যোৎ'। এই আধার-জ্যোতিতে (basic illumination এ) যেটি 'স্নাত', সেটি 'জ্যোৎস্না'। ঐ চাঁদের মত 'ধারকরা' (borrowed) ছটা যথার্থ জ্যোৎস্না নয়।]

এই নিমিত্ত 'মাবর্জ্জং চন্দ্রমাবহ'—মা বর্জ্জিত যে চন্দ্র, সে চন্দ্র অমানি-মর্য্যাদায় (আ) বহন করিওনা। 'মা' এই নিষেধ আগের চরণে—'চন্দ্রমাঃ বহতু ত্বা মা'। চন্দ্রমা তোমার শোভন-সৌম্যমানে মর্যাদায় 'আবহতু'।

সৌম্যমান ও রৌদ্রমান

সৌম্য মানে চন্দ্র, রৌদ্র মানে 'চণ্ড'। আপন অতিরৌদ্রবীর্য্য দ্বারা এই চণ্ড (এবং মুণ্ড)কে সংহৃত করতঃ দেবী হইলেন চামুণ্ডা। চণ্ডী, চণ্ডিকা—ব্রহ্মময়ী মহামায়ারূপেই ভাবিতা হইয়াছেন। সেভাবে তাঁতে অতিসৌম্য এবং অতিরৌদ্র —এ দুই সম্মিলিত। ইনি জগৎ-প্রতিষ্ঠা এবং জগৎকৃতি। শ্রীচণ্ডীতে যে নারায়ণীসূক্ত তাতে ইনি ব্রহ্মাণী ইত্যাদিরূপে নবধা-নমস্কৃতা। তন্মধ্যে বারাহীকে সন্ধিস্থলে রাখিয়া বিশেষতঃ সৌম্যা চতুষ্টয়ী এবং রৌদ্রী চতুষ্টয়ী বিরাজিতা। জপসাধনের দিক থেকে দেবীর সমর নাদবিজয়। মহিষাসুর যুদ্ধে এই নাদবিজয়ের নিমিত্তই দেবী বলিতেছেন—'গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্'। মধু ?— সোম বা চন্দ্রবিন্দু। ব্যাহরণে বিন্দুলীনতায় এই 'মধু' মিলাইতে হয়। ধ্যানে ইষ্টনিবিষ্টতায়। এখন, নারায়ণীসূক্তের ঐ নবধাশক্তি নমস্করণে নাদব্রহ্ম নবধা অভিবন্দিত হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া দেখিও। বারাহীতে নাদের সৌম্য এবং রৌদ্র (চন্দ্র এবং চণ্ড) দুটি ভাবের সন্ধিস্থল। বারাহীতে দীর্ঘ ইকারাদি স্বরদংষ্ট্রা দ্বারা নাদ শক্তিরূপা বসুন্ধরার ভদ্র এবং উগ্র দ্বিবিধ বিজয়শৌর্য্য সমুদ্ধৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারাহী-নমস্কৃতিতে 'উগ্র' এবং 'শিবে' দুটি শব্দই আছে। সাধকের নিজ নাদ অভিজ্ঞতায় 'হংস' থেকে 'শঙ্খ' পর্য্যন্ত ভদ্রগ্রামে, আর, সিংহনাদ থেকে চামুণ্ডার অট্ট অট্ট করালহাস্য পর্য্যন্ত উগ্রগ্রামে নবধা নাদ-বিজয় মিলিয়াও থাকে। পরে এ প্রসঙ্গের পুনশ্চ অনুসরণ হইবে। ফল কথা, নাদাদি সকল সাধ্যকেই কখনও 'চন্দ্র', কখনও বা 'চণ্ড' আকৃতিতে পাইতে হয়। 'দ'কার আর 'ড'কার। একটি দন্ত্যবর্গের তৃতীয়, অপরটি মূর্দ্ধন্যবর্গের। 'দন্ত' শব্দে এই তার্তীয়দ্বয়ের মিলন। 'ত'বর্গে সামান্যতঃ তলবৃত্তিতা। দন্ত্যে পরিচ্ছিন্নতা। এক এক বিশেষ আকৃতিতে তলবৃত্তি পরিচ্ছিন্ন হইতেছে। 'দধ' এ দুটি বর্ণে latitude, সেটি নিজেকে longitudinally 'তুলিয়া' দেখিতে চায়। কোনও ম্যাপ যেন নিজেকে ঘুরাইয়া দেখিল। 'দধ' এতে তলের এবম্প্রকার 'দ্রাঘিম' বৃত্তিতা হইয়া থাকে। মাটিতে বীজ পুঁতিলে। সে তলবৃত্তিতায় যতক্ষণ, ততক্ষণ 'তথ'। (উচ্ছ নতার সূচনায় 'থ')। অঙ্কুরাদি উদ্‌গমে দ্রাঘিমবৃত্তিতা ('দধ')। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই আকৃতিদ্বয় পরীক্ষা করিও। মূর্দ্ধন্য দ্যু-দৈবত, দ্যৌস্তত্ত্ব মূর্দ্ধায় মুখ্য। এটি ('ললাট') ধাম-মহিম্নি মিলাইবার এবং দেখাইবার স্থল। সে ধাম-মহিমা অতি-সৌম্যসুন্দর এবং অতি-রৌদ্রভয়ঙ্কর, দুইরূপেই প্রতিভাত হইতে পারে। মহাদেবের এবং মহাদেবীর 'ললাটনেত্র' ভাবন কর।

টকারাদি মূর্দ্ধন্যবর্গের 'টং ঠং' (চন্দ্রমাবীজ) এ দুটিতে বিশেষ করিয়া সৌম্য, আর 'ডং ঢং' (ঘণ্টানাদ), এ দুয়ে রৌদ্রভাব সংস্থিত। 'ণ'বর্ণে উভয়ের মহামহিম্নি সমন্বয়। ঋ, র, ষ—এ তিনের পূর্ব্বোক্ত তিনে 'সাহিত্য' অনুধাবনীয়। এতদনুসারে 'কৃষ্ণ' মহানামটি চিন্তা কর। 'দণ্ড' এই আকৃতিটিও পরীক্ষা করিও। এই এক আকৃতিতে শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য, প্রশাসন, সংযমন সমাহারে আসে কিনা, তা মৌলিক বিশ্লেষদৃষ্টিতে, 'মাতৃকামানে' বুঝিয়া লইও। 'দং' তলবৃত্তিতায় যে দ্রাঘিমা আনিল, 'ডং' তাকে ধামমহিমার যে অনঘ অমোঘ ঐশ্বর্য্য, সেই অধৃষ্য-ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিল। 'দণ্ডো দময়তামহম্'। বাগ্‌দণ্ড, কায়দণ্ড এবং মনোদণ্ড—এইভাবে ত্রিদণ্ডী সাধকমাত্রকেই হইতে হয়।

চণ্ড ও মুণ্ড আকৃতি

'চন্দ্র' এবং 'চণ্ড' এ দুটি আকৃতির পরীক্ষাব্যপদেশে এই 'মূর্দ্ধন্যধাম' এবং 'দণ্ড' এর প্রসঙ্গ হইল। চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা—এ দুই তত্ত্ব (সোমরাজারূপে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাক্রমে চন্দ্রকে চণ্ডমানে শাসন এবং সাম বা সৌম্যমানে পালন করেন। চন্দ্র দণ্ডভয়ে উদিত, কলায় কলায় বিকশিত, অস্তমিত ইত্যাদি হইতেছে; আর, সোম রঞ্জনে স্বাধিকারে সমস্ত কিছুতে সৌম্যভাব আনিতেছে এবং রক্ষা করিতেছে। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে, চন্দ্র = মনঃ এই সমীকরণ মনে রাখিয়া মনের 'দণ্ডমান' কিসে, আর, সৌম্যমানই বা কিসে, তা ভালমতে প্রণিধান কর। এ দুটি মানের (Rule and Rhyme ; অথবা পাল্টাইয়া—Rhyme and Reason) সমতাটিও রক্ষিত হওয়া চাই, Control and Satisfaction, এ দুয়ের। যথা, রাজনীতিতে Repression and Conciliation। সমতার ব্যতিক্রমে, মানসে অসুর-উপদ্রব। 'দণ্ড' অসুর-আকৃতিতে চণ্ডাসুর, আর, 'সাম' আসুরাকৃতিতে 'মুণ্ড'। এই প্রকারে, অত্র প্রসঙ্গতঃ, দৃষ্টি। প্রসঙ্গান্তরে অন্যরূপ হইতে বাধা নাই। তবে, সমস্তরূপই, সর্ব্বপ্রসঙ্গে, তলাইয়া বুঝিতে হইবে, মাতৃকামান এবং প্রাণরসায়নে। অন্যথা যদৃচ্ছাকল্পিতার্থবশতঃ অসঙ্গতি এবং বিসম্বাদের আশঙ্কাও আছে। অর্থাদিকল্পনাকে যথাসম্ভব মূলাশ্রয়িণী হইতে হয়, শাখা-প্রশাখা-পল্লবাশ্রয়িণী হইলে সাধিষ্ঠাশ্রয়তা নেই। [যথা, 'মুণ্ড' আকৃতি ; 'ম্' অন্তিম স্পর্শবর্ণ (ওষ্ঠ্য)। প্রণবাদিতে যেমন, 'ম্' সোমানুগৃহীত, সৌম্য। 'উ' ওষ্ঠ্যস্বর, বেধমুখ্য। অনুস্বার সংযোগে, যেমন 'হুং' ইত্যাদি বীজে, বেধের উগ্র-ঘনীভাব।—Intensification of piercing potency. 'হুঙ্কারেণৈব ভস্মসাৎ'। বর্ত্তমানে Atomic Bomb প্রভৃতি এই 'হুং' বীজের আকৃতিবিশিষ্ট। সুতরাং, 'ম্+উং' মূর্দ্ধন্য-তার্ত্তীয় ('ড') এর শাসনে যাইয়া কি বুঝাইল ? যে সাম বা সৌম্যমানে (even, rhythmic measure-এ) বৃত্তি চলিতেছিল সে বৃত্তি নিজেকে অপর্য্যাপ্ত-বেধ-ঘনীভাবে লইয়া এক 'সমুগ্র-যোগ' (crisis or critical condition) সৃষ্টি করিল। এটি সাধারণ আকৃতি (Common Pranik Formula)। সুরে বা অসুরে যাইতে পারে। কালিকার মুণ্ডমালা ভাবনা করিও। এক এক মাতৃকা, অনুস্বারের সমর্থ সংযোগে ঐ মুণ্ডমালার এক এক 'মুণ্ড' হইবে কিনা, তাও ভাবিও। এই সূত্র স্মরণ রাখিয়া চণ্ড-মুণ্ড অসুরযুগলকে পরিচয়ে পাইতে হয়।]

শাব্দিক ও রৈখিক আকৃতি

ইহাও দেখিবে যে, দণ্ডমুণ্ডাদি প্রতিটি শাব্দিক আকৃতির নিজ নিজ 'লেখ' বা রৈখিক আকৃতি (natural graph) অবশ্য আছে। ঐ সব স্বাভাবিক লেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুর যেটি 'হৃল্লেখা', সেটিকে 'মর্ম্মৌকঃ' স্থলে রাখিয়াই ব্যক্তিমাপন্ন হইয়া থাকে। হৃল্লেখা কালসম্বন্ধে আসিয়া হৃদয়লেখা, এবং বিশেষতঃ দেশ-সম্বন্ধে আসিয়া রূপ-বর্ণ-লেখা হয়। এ পর্য্যন্ত লেখের স্বাভাবিকতার ব্যত্যয় ঘটে না। তারপর, যত্তন্নিমিত্তাবচ্ছিন্ন হইয়া ব্যূঢ়ভাবে (subject to conditionality) কায়চিত্র, ছায়াচিত্র, মায়াচিত্রাদি স্বভাবচ্যুতি-বিজৃম্ভিততায় পতিত হয়। এ সব বিকৃতিস্থলে আপতিত লেখটিকে স্বভাবশুদ্ধিতে বা প্রকৃতিতে লইতে হয়। বাক্‌শুদ্ধি, ভাবশুদ্ধি এবম্বিধ লেখশুদ্ধির উপেক্ষায় সম্ভাবিত হয় না। পূর্ব্বে গায়ত্রীর লেখটি শুদ্ধ আকৃতিতে পাইতে যত্ন হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য কর যে—ওঙ্কার, 'কখ' ইত্যাদি বর্ণমালার যে লেখরূপ আমরা পাইতেছি, তাদের হৃল্লেখানুরূপা শুদ্ধ আকৃতি কোথায়, কিভাবে মিলাইবে? পশ্যন্তী দৃষ্টিতে না যাইলে যথার্থতঃ মিলিবে না। স্বরভাষা এবং স্বরলিপি সেই পশ্যন্তী-আদর্শে বাকের ও লিপির যথাসম্ভব নৈকটিক 'অনুবাদ' এবং 'অনুকৃতি'। ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির ঐতিহ্য এবং বিবর্ত্তন—এ দুয়ের অনুসরণ ঐ পশ্যন্তী-প্রদীপচ্ছটায় না করিতে পারিলে মূলের এবং কাণ্ডের সন্ধানাবরোধিকা 'তমসা', গহনতরাই হইতে থাকিবে। মানবের বিভিন্ন বাণী বিশ্লেষে ঐ তমসাকে মায়াবিনী হইতে দেখা গিয়াছে। বিচিত্রলিপি পরিচয়েও সে কম বিভ্রম কুশলিনী হয় নাই। প্রস্তর যুগের মানবেরও লেখচিত্র মিলিয়াছে। কিন্তু এ সবের মূল কোথায়, আদর্শ-আকৃতিটি কি? এসবের যথার্থ উত্তর কি শুধুই পতিত, বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত শুষ্ক পল্লবগ্রাহিণী-তুলনায় মিলিবে (by merely collecting and comparing dead, broken bits)?

যথার্থটি কিরূপে মিলিবে?

চন্দ্রমাই প্রতিটি বস্তুকে তার হৃল্লেখা অথবা 'নাভি', তার আপন শক্তি-বিন্যাসলেখ অথবা 'অর'-এ দুয়েরই সম্পর্কে সমগ্র, স্বাভাবিক 'নেমি' মানে দেখাইতে সমর্থ। এ 'চন্দ্রমা' ভাষা-লেখাদি বিজ্ঞানে কবে সমুদিত হইবেন? নরের বুদ্ধি 'বরেণ্যং ভর্গসে'র ধ্যানে প্রচোদিত হইয়া একাধারে সর্ব্ববিতানব্যাপিনী এবং সর্ব্বগূহনগামিনী না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্রমস্ এবং চন্দ্রমাতত্ত্বযুগল স্বচ্ছন্দ-সমুদিত হইবেন না। অর্থাৎ, বরুণসোম সংহতি না হওয়া পর্য্যন্ত।—গায়ত্রীব্যাহরণ (এবং অনুধ্যান) লেখে এটি নাদ-বিন্দু-মর্য্যাদায় সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উদয় থেকে 'বরেণ্যম্' অবধি নাদব্রহ্মের অনুলোমাবৃত্তি (অপান); শেষের তিন পাদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলোমা (প্রাণ)। বিন্দু থেকে 'অপৈতি', এবং বিন্দুতেই পুনশ্চ 'প্রাণিতি'। 'অন' এবং 'অণ' ছুটি ধাতু চিন্তনীয়। এ দুয়ের সমতায় সাধনে বুদ্ধির জ্যোতিঃ এবং রস এতদুভয়েই সৌম্যমানে 'প্রচোদন'। তদ্রূপে প্রচোদিত হইলে মানবমনঃ (চন্দ্র) 'মার্বর্জ্জং' (সৌম্যমানবর্জ্জিত) হইয়া রহিবে না। বরুণ-সোম-সংহতিতে বাক্-প্রাণ-চিত্ত সজ্ঘাতটি সংস্থিত রহিবে। এটি পূর্ব্বেই বহুধা ভাবিত হইয়াছে। প্রাণপাদে প্রাণাপানাদি সার্ব্বভূমিক প্রেক্ষাধারে বিবেচিত হইয়াছে।

মণি-কাঞ্চন-সংযোগ

প্রাণাপানাদিবৃত্তীনামরা বিন্দৌ সমর্পিতাঃ।
রসে শূন্যে চ পূর্ণে চ চন্দ্রমা পারদস্ততঃ ॥৫৮
হিরণ্যমুদয়ে রেতো মাণিক্যং পরমং লয়ে।
মণিকাঞ্চনলৌল্যং চেন্মণৌ যোজয় কাঞ্চনম্ ॥৫৯

বিন্দু স্বয়ং রস, এবং একাধারে শূন্য এবং পূর্ণ। (পূর্ণ থেকে 'প', শূন্য থেকে 'অ', এবং রস থেকে 'র' আহরণ করিলে হয় 'পার'। নাদাদি নিখিল সন্ধানের 'পার' বিন্দু।) আবার, প্রাণাপানাদি সকল বৃত্তির 'অর'-সমূহ কোথায় শেষ সমর্পিত? বিন্দুতে। কাজেই, সে ভাবেও বিন্দু = পার। সৌম্যমানসহকারে চন্দ্রমা তত্ত্বকে সমাশ্রয় করিলে ঐ 'পারে' যাওয়া যায়; অতএব চন্দ্রমা = পার-দ। এখন, চন্দ্রমারূপী পারদ, যদি হিরণ্যরেতাঃ নাদ-সবিতা আকারে সমুদিত হন, তবেই পারদ হইলেন যথার্থ হিরণ্য। আর, সেই পারদ যদি বিলোমে বা লয়ে, বিন্দুব্রহ্মে বা রসেশ্বরে যে পার, সেই পার তত্ত্বতঃ মিলাইয়া দেন, তবে কি হয়? সে হিরণ্য (ভাস্কর) এবং পারদ (চন্দ্রমা) উভয়ে মিলিত হইয়া হন—পরম-মাণিক্য। অতএব, হে সাধক! তোমার যদি মণিকাঞ্চনলৌল্য থাকে ত', বিন্দুরূপ মধ্যমণিতে নাদরূপ হিরণ্যসূত্র সযত্নে যোজনা কর।

চন্দ্রমাদিকতত্ত্বানি স্বানুবন্ধেন যোজয়।
স্বস্মিন্ যচ্চ তদন্যত্র ন স্বস্মিংশ্চেন্ ন তৎ ক্বচিৎ ॥৬০

পারদ-চন্দ্রমাদি সর্ব্ব তত্ত্বই স্বীয় অনুবন্ধে যোজনা কর। এবংপ্রকারে স্বযোজনাতেই সর্ব্বযোজনা। 'স্ব' এই পরমরহস্যে যাহা আছে, তাহাই অন্যত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে ; এবং 'স্ব' তে যদি কোন কিছু না থাকে ত', তাহা অপর কোথাও নাই। এই নিমিত্ত, চন্দ্র-সূর্য্য, বরুণ-সোম, গ্রহ-নক্ষত্র, অয়ন-চরণ, তিথি-বার-যোগাদি সমস্ত কিছুই 'স্ব'তে যোজনা করতঃ স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত হও। সূর্য্য এবং চন্দ্রমা সম্পর্কে প্রসজ্যমান বিষয়বস্তুগুলি যথাসম্ভব অধ্যাত্মসাধনানুবন্ধে সবিস্তার আলোচিত হইল। আশা করা যায়—সাধনসৌকর্য্যসরণিতে এতদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ সহায়ক রশ্মিসম্পাত হইবে।

মনের ব্যবহারদৃষ্টি। চন্দ্র ও মনঃ

মনে রাখিতে হইবে যে, তত্ত্ব স্বরূপতঃ সমগ্র এবং অবিভাজ্য। তত্ত্বের ভানও তদ্রূপ। পূর্ব্বোক্ত মর্ণপঞ্চকনিবন্ধন তত্ত্বসম্বন্ধে ভাসপঞ্চক হইয়া থাকে। তত্ত্ব সম্বন্ধে physical or metaphysical, positive or mystic-এ সমস্ত বিভেদ তত্ত্বভানে নাই, ভাসপঞ্চকে আসিয়া আছে। যথা, বাহ্য ('out-door') এবং আন্তর ('in-door') দৃষ্টি ভেদ। বহিঃ-অন্তঃ উভয়ক্ষেত্রেই সমগ্রভানকে (given whole of experienceকে) অংশতঃ, খণ্ডশঃ (টুকরা করিয়া) ব্যবহারে পাইতে হয়। এটি বিশেষ করিয়া মনের কাজ। মনের যে ব্যবহার দৃষ্টি, সে দৃষ্টি অংশ-কলা-খণ্ড-দৃষ্টি। এ মনস্তত্ত্ব কেবল নরে আছে, এমন নয়। ইহা সৃষ্টির সর্ব্বভূমিতে প্রসজ্যমান তত্ত্ব—cosmically relevant principle। সঙ্কল্প এবং মানসসৃষ্টিই সৃষ্টির আদিম পর্য্যায়। সৃষ্টজীবেও তাই। জীবের 'আপন' জগৎ তার 'আপন' চিত্ত-স্পন্দ। বিরাট জগৎও বিরাট চিত্ত-স্পন্দ। সুতরাং ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্র অথবা এই নগণ্য ধূলিরেণু—এ দু'য়ের কোনটাই চিত্ত-স্পন্দ নিরপেক্ষ 'অ-মানস' পদার্থ নয়। এখন, সমগ্রভানকে অংশে, খণ্ডে, কলায় ব্যবহারে লওয়ার তত্ত্ব যেমন মনঃ, তেমনি সেটি, রহস্যভাষায়, চন্দ্র। 'ঐ' চন্দ্র থেকে এ তত্ত্বের আভাসমাত্র পাও, কিন্তু তার সঙ্গে সমীকরণ করিয়া 'বাস্' বলিও না। কিন্তু 'নাল্পে সুখম্'। মনের যেটা মামুলি কর্ম্ম, সে কর্ম্মটি সেভাবে চলিলে তো বিশ্বই 'চুরমার' হইয়া থাকে, তার অংশতঃ, খণ্ডশঃ গ্রহণ এবং বোধও সম্ভাবিত হয় না। বিশ্ব এবং তার বোধ, এ দুয়ের নিমিত্তই কি আবশ্যক হয়? কোন এক অখণ্ড সামান্যাধার 'পাতিয়া' দিতে হয়, আর বলিতে হয়—'তোমার সব খণ্ড খণ্ড 'লেখ' এতেই স্বচ্ছন্দে ছকিয়া যাও। তোমায় যে, আধারপট মেলিয়া দিয়াছি, সেটি ঐ মহাকাশের মতই বেবিষাণ এবং অধ্বনীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অর্থাৎ, সমস্ত কিছুকেই স্বচ্ছন্দে আপন অধ্বগামী হবার পক্ষে সাধিষ্ঠ)।' এরূপ এক আধার অবশ্যই চাই (যেমন ঐ অগণিত জ্যোতিষ্কপুঞ্জের, অথবা অণু-পরমাণুর) কি বহিঃ কি অন্তঃ সকল স্বল্প, সকল পরিচ্ছিন্ন, সকল খণ্ডিতেরই। ভাবিয়া দেখ—বহির্বিজ্ঞানে এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে, সর্ব্বত্র। এই গেল এক। অপর একটিরও প্রয়োজন হয়। ছন্দোবিধায়ক, ছন্দোগ কোন তত্ত্ব। যেটি সব কিছুকে পাদে মাত্রায়, কলায় কাষ্ঠায় লইবে—A principle of co-ordination, synthesis, unification. এর কাষ্ঠা বা পরিসীমা কোথায়? সেই মহাসমন্বয়ী এবং পরম সমন্বয়ী ছন্দঃসৌষ্ঠবে। এক কথায়, মহা এবং পরম সৌম্যে। পরমে অখণ্ড-পূর্ণ-জ্যোতীরস।

পুনশ্চ বরুণ ও সোম পরিচয়

এই তত্ত্বদুটিকে বরুণ এবং সোম—এ দুই রহস্য পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে তা আর বলিতে হইবে কি? এ তত্ত্বযুগলের 'সংহতি' হইলে কি হয়? চন্দ্র বা সাধারণ মনঃ আর শুধু তাই থাকে না, হয়—চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা। এক জ্যোতির্বিশাল অধ্বগ (নাদমুখীন) মানস; আর এক রসনিবিড় ছন্দোগ (বিন্দুমুখীন) মানস। দুয়ে সাধনে যথাযথ মিলিলে, ধামগ। (শক্তিলেখ, গায়ত্রীলেখাদি কতিপয় মূললেখ, বিশ্বহৃল্লেখ-প্রতিকৃতি পরীক্ষা করতঃ এই ধামগামিত্ব সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে।) এটি লক্ষ্য কর যে, চন্দ্রমাদি ত্রিবর্গের যে চন্দ্র, তাতে স্বতঃ কোনরূপ 'কলঙ্ক' বা অপকর্ষ কালিমা নেই। অংশে, খণ্ডে, ভাগে, কলায় না দেখিলে তো পূরা দেখাও হয় না, কোনরূপ ব্যবহার নিষ্পত্তিও হয় না। চন্দ্রকলার নিমেষ-উন্মেষের মত মনঃ-মননেরও সমস্ত কিছুকেই 'ভাঁজ খুলিয়া, আর ভাঁজ করিয়া' আপন পরিচয়ের রঙে রঞ্জিত করা চাই, আপন ব্যবহারের চিহ্নে 'চিহ্নিত' করা চাই। সোম (চন্দ্র) এভাবে রঞ্জক ও রজক দুই-ই। ডাইং, ক্লিনিং, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাতে আপন মার্কা মারা। এ তিন কর্ম্মের মধ্যে ক্লিনিংটি আসল; কিন্তু সেটি সুষ্ঠুভাবে হইবে কিসে? 'চন্দ্রমস্' যে ভর্গো-রশ্মি, তদ্দ্বারা। আর রঞ্জনটিও শোভনভাবে হইতে চাই—চন্দ্রমা (পারদ)। এতে মনন দিয়া দেখ। প্রাণরসায়নশালায় বিশ্লেষণ-বিভাজন বিশারদ এই মনস্তত্ত্ব। একে 'বিদায়' দিলে তো রসায়নশালার দ্বারই রুদ্ধ। কিন্তু মনোযোগকে বুদ্ধিযোগে না তুলিয়া লওয়া পর্যন্ত 'সত্যস্য মুখং' অপাবৃত হয় না। অখণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতীরস বা ভূমার আভাস অবভাসাদি মেলে না। এই নিমিত্ত, চন্দ্রমাকে 'ত্রিদেব' আকৃতিতেই ভজনা করিতে হইবে। 'মস্' (বরুণবর্চ্চস্) এবং 'মা' (সোমমান), এ দুয়ের সঙ্গে 'অসংহৃত' (বিযুক্ত-বিমুখীন) যে চন্দ্র, সে চন্দ্র ভজনীয় নয়। কিন্তু ভজনীয় না হইলেও ভাবনীয় তত্ত্ব।

ভজনীয় ও ভাবনীয় তত্ত্ব

দিগম্বরঃ স্বভাসা যঃ সিতাম্বরঃ স ভর্গসা।
পীতাম্বরস্ত্বিষা সৌম্যঃ কলঙ্ককালিমা কুতঃ ॥৬১

কেন যে ভাবনীয়, তা এইভাবে ভাবিয়া দেখ। যিনি স্বরূপ-জ্যোতিতে (স্বভাসা) নির্লেপ, শুদ্ধ, নিরঞ্জন (দিগম্বরঃ), তিনি অবিদ্যা-মলশুদ্ধিকৃৎ ভর্গঃকে আশ্রয় করতঃ শুক্লাম্বর (সিতাম্বর) হইলেন। আপন ভর্গসা (ভর্গরশ্মিতে) নিখিল-মল ক্ষালন করিয়া তিনি সর্ব্বসত্তাদি শুচিশুভ্রতায় ফুটাইয়া লন। ভর্গসের 'অস্' ভাগান্ত ইনি চন্দ্রমস্। আর, যদি ভাবানুরাগের শোভন, সৌম্যরাগে পীতাম্বর পরাইবে আপন নিতুই রস-উদাসী মহুয়ারে, তবে রাকা-চন্দ্রমা তিলক ভালে যোগমায়াকে ভজনা কর। তিনি 'জগদ্বীজাঙ্কুরাকৃতি' যে ঐন্দবীকলা, সে কলাকে 'অমা' (বীজরূপ বিন্দুগাঢ়তায়) এবং 'পূর্ণিমা' (শারদোৎফুল্লমল্লিকা রূপ নাদপূর্ণতায়)—এই দুই পরিসীমাতেই ফুটাইয়া লইবেন। রসপক্ষে 'অমা'কে প্রমুদিত-রাস কমলরূপেও চিন্তা করিবে। ব্যাহরণে বিন্দুমেরু এবং নাদমেরু। জ্ঞানকর্ম্মাদিতে পূর্ণোদয় বা পূর্ণ খ্যাতি, এবং পূর্ণ বিলয় বা উপরম ভাবনা করিও। এবম্ভূত উদীয়মানা এবং বিলীয়মানা যে ঐন্দবীকলা, তাতে 'কলঙ্ককালিমা কুতঃ' ?

ক্ষয়িষ্ণবঃ কলা যাশ্চ যাশ্চ গ্রস্তাঃ কলঙ্কিতাঃ।
বিপর্য্যস্তা বিলুপ্তা বা চান্দ্র্যস্তা নৈন্দবী কলা ॥৬২

ভিতরে অথবা বাহিরে যে সমস্ত কলা (aspects, partials) ক্ষয়িষ্ণু, গ্রস্ত, কলঙ্কিত, বিপর্য্যস্ত অথবা বিলুপ্ত হইয়া থাকে বা হইতে পারে, সে সব কলাকে 'চান্দ্রী'কলা বলিতে পার, কিন্তু উক্ত পঞ্চ-অপহ্নুতিবিরহিতা যে ঐন্দবীকলা, তার সঙ্গে 'এক' মনে করিও না। (ঐন্দবীকলা একবচনে বলা হইল কেন, তাও চিন্তা করিও)। ঐ যে পঞ্চ অপহ্নবের কথা বলা হইল, লক্ষ্য কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে—কেবল ঐ চাঁদে নয়, সচরাচর ব্যাপারী যে মনঃ, তাতেও ঐগুলি সম্ভাবিত। জপসাধনে প্রণবাদির 'পঞ্চমাত্রা' দ্বারা ঐ পঞ্চ অপহ্নব যথাক্রমে পরিহার কর। যথা—অকারে ক্ষয়িষ্ণু, উকারে গ্রস্ত, মকারে কলঙ্কিত, নাদে বিপর্য্যস্ত এবং বিন্দুতে বিলুপ্ত—এসবের আশঙ্কা নিবারিত কর।

চন্দ্র (মনঃ) যা কিছু রঞ্জিত-রূপায়িত করে, সে সবেই ঐ গ্রস্ত-বিপর্য্যস্তাদির সম্ভাবনা থাকেই। কিন্তু ঐন্দবীকলার যে ভাস—রাগকুশলিনী 'চন্দ্রিকা', সে তো অঘটনঘটন পটীয়সী! তাই—

দধতি মধুলিহশ্চেৎ পুষ্পকোষে পরাগান্
জহতি কিমুত কার্ষ্ণ্যং রেণুরাগানুলিপ্তাঃ।
দদতি কিমুপলং বাহপ্যুৎপলত্বং ময়ূখা
অঘটনঘটনীয়ং চন্দ্রিকা চৈন্দবী যা ॥৬৩

মধুকরনিকর মধুলোভে পুষ্পকোষে প্রবেশ করিয়া শ্বেতপীতরক্তাদি পরাগ-রেণুরাগে যৎকালে অনুলিপ্ত হয়, তখন তারা আপন 'মিশকালো' যে রূপ (কার্ষ্ণ্যং), সে রূপ কি ত্যাগ করে? সংশয়ে, প্রশ্নে 'কিমুত'। আবার, সৈকততটে পতিত যে স্ফটিক উপল, তাকে বালারুণাদির ময়ূখ কি সত্যই পদ্ম (উৎপল) অথবা পদ্মরাগ-মণির যে নিজস্ব মঞ্জুশ্রী, সেটি দান করে? এ সকল আধ্যাসিক, আভাসিক ইত্যাদি উপমায় মনে হয় যেন—এ সবই তো অঘটন! অঘটন ঘটে কি প্রকারে? কিন্তু জানিও যে—অঘটনঘটনী কোন পরমাশ্চর্য্যশক্তি (যোগমায়া) আছেন, যিনি আপন ঐন্দবী কলার যে চমৎকারিণী চারুচন্দ্রিকা; তার পরম বিস্ময়কর কুহকে সব কিছুর শুভ্রভাস্বর মহিম্নি নিরঞ্জন, এবং মঞ্জুলোজ্জলরাগে রঞ্জন-এ দুটি অঘটনই সংঘটন করেন। অতএব, ঐন্দবীকলায় প্রপন্ন হও।

আবার 'চন্দ্র' থেকে 'চ' আহরণ করিয়া 'চকোর' এবং 'চাতক'—মনের দুটি ভাব ভাবনা কর। এ দুটি ভাবেও অঘটন ঘটনাটি মিলাইতে হইবে—ঐন্দবীকলাপীযূষপ্লাবনে নিষ্ণাত হইয়া।

নভসি জলমুচা চেৎ পৌর্ণমাসী পরাস্তা
স্পৃশতি কিমু চকোরং সোমপীযূষলেশঃ।
বিলসতি বিধুবিম্বে চাতকঃ ক্বাতিতৃষ্ণঃ
পিবতু বিগলদিন্দৌ চাতকো বা চকোরঃ ॥৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গগনে ঘোরঘনঘটায় যদি শারদপৌর্ণমাসীও অপাস্তা আর পরাস্তা হয়, তবে বল দেখি—সুধাপিয়াসী যে চকোর, তাকে কে সোমপীযূষরাশিপরশলেশটুকুও দিয়া যায়? ওদিকে আবার, বিমল অম্বরে বিধুবিম্ব স্নিগ্ধপেলব বিলাসে বিকশিত হইলে অতিতৃষ্ণাতুর (কাজেই, দিবসযামিনীর বিচার নেই) যে চাতক, সে থাকে কোন দশায় (ক্ব)? কাজেই চকোর-চাতকের একসাথে তৃষ্ণাতর্পণ ঘটে কিরূপে? এক উপায়—ঐ যে ঐন্দবী কলা, তাকে বিগলিত পীযূষ-ঘন আকারে সমুদিত হইতে দাও। সে বিগলিত অমিয়জলধর একসঙ্গেই চাতক-চকোরের পিয়াস জুড়াইবে।

ব্যাপ্তি ও অবাপ্তি

হেঁয়ালির ভাষা? কিন্তু অনেক অনুবন্ধে বুঝিয়া লইবে।—যেমন চাতকের জলধর=নাদ; চকোরের পূর্ণেন্দু=বিন্দু। মন-চাতক তাতল দীঘল নিদাঘে তার বুক-ফাটা 'ফটীক জল' ডাকে চায় সেই বিপুল ঘন-বরষায়, যাকে কবি এই সেদিনও এমন অপরূপ রূপায়িত সুরায়িত করিয়া গেলেন! মন-চকোর কার পিয়াসী? রস-মাধুরী নিবিড় যে অমিয়বিন্দু, যে নিগূঢ়নিহিত পীযূষকণা, তারই একান্ত মরমী (যেমন, কুসুমকোরকে মধুপ) আস্বাদনে। মনের এই চাতকানুগা এবং চকোরানুগা বৃত্তি দুটিকে কেবল রসের ভূমিতেই নয়, পরন্তু জ্ঞানাদি সকল ভূমিতেই অনুসরণ করিবে। নাদের সীমাহীন ব্যাপ্তি, বিন্দুর অবশেষহীন অবাপ্তি—এই দুই কাষ্ঠার মাঝেই বিশ্বের যাবতীয় 'ব্যস্তের' সমস্তীকরণ ঘটিতেছে। ব্যাপ্তি আর অবাপ্তি, এ দুয়ে মিলিবে বলিয়াই না সকল প্রেরণা, সকল প্রবৃত্তি, সকল প্রয়াস! বীজ বীজরূপেই চুপ করিয়া থাকে না কেন? কেনই বা অঙ্কুর, কেনই বা প্ররোহাদিক্রমে তার বিরামহীন ব্যাপ্তি? সে পুষ্পিত, ফলিত হইয়া আবার অভিনব বীজটি হইবে—এই অবাপ্তির নিমিত্ত? কিন্তু এ অবাপ্তিতেও যে অব্যাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি দুই-ই রহিয়া যায়! তাই আবারও বীজাঙ্কুরাকৃতিতে জগৎ চলিতে থাকে। ব্যাপ্তি কোথায় যাইয়া বলিবে—'এই তো আমার সমগ্র ব্যাপ্তি হইল (পূর্ণ), অবশেষ আর একটুও নাই (শূন্য)?' সেই পূর্ণ-শূন্যের একত্র হবার ঠাঁই—বিন্দু। সুতরাং তোমার জীবনে-সাধনে 'নাদ'কে লইয়া 'বিন্দু'তে মিলাও। বিপুলে-নিবিড়ে, মহানে-ঘনে, প্রচুরে-নিগূঢ়ে সম্মিলন হোক্! চাতক চায় মেঘ=নাদ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চকোর চায় সোম—বিন্দু। এ-তুটিকে সেই বেদমন্ত্রের—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' করিতে হইবে। ঐ মন্ত্রের শেষের চরণটিও নাদ-বিন্দুপক্ষে বুঝিয়া লইবে। নাদ যখন বিন্দুমুখীন হয়, তখনই "স্বাদ্বত্তি"—সে হয় স্বাদু-ভুঞ্জান। আর বিন্দুলীন হইলে 'অনশ্নন্' ইত্যাদি। 'সাটে' কথাটা বলা হইল। গায়ত্রীতে (ত্রিপদী) প্রথমপাদে 'ভূঃ', শেষ পাদে 'স্বঃ', এবং মধ্য পাদে 'ভুবঃ' 'অধিকারে' বিদ্যমান। ভাবিয়া দেখ। 'বরেণ্যম্' বলেন—'এই', 'যো নঃ' বলেন—'সেই'। আর, 'ধীমহি' কি বলেন? ভুবঃ বায়ুদৈবত।—Dynamic, Functional. অন্তিম-পাদের (ঐ ত্রিপদীর) যে স্বঃ, তিনি সূর্য্যদৈবত বটে, কিন্তু সোম সম্মুখীন হইয়া 'স্বাদু'। 'ভূঃ' তে অগ্নিদৈবত, তিনি 'স্বাহা'রূপে এস্থলে আসিয়া অতঃপর 'স্বধা'তে মিলিতেছেন। এই 'স্বধা'র 'স্ব'কে অদন করেন, তাই 'স্বঃ' হন 'স্বাদু'। স্বয়ং আস্বাদ্য-আস্বাদক, তাই 'স্বাদ্বত্তি'; এ কথাগুলোও 'সাটে' হইল। এও লক্ষ্য কর যে, বেদমন্ত্র 'স্বাদু'ই বলিয়াছেন, কটু-তিক্ত-কষায়াদির প্রসঙ্গ লক্ষণায় পাইয়া অপর অর্থ করিবে কর, কিন্তু সাধনরহস্যের স্বানু-বন্ধোপযোগী অর্থে অবহিত হইতে হইবে।

ধত্তে স্বমিতি সর্ব্বস্বং বিন্দুশক্তিঃ স্বধা ততঃ।
স্বাদুদেতি স্বরব্রহ্ম স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥৬৫

'স্বং' কিনা, সব কিছুর সার সর্ব্বস্ব আপন (একত্র শূন্য-পূর্ণতায়) ধারণ করেন, তাই বিন্দুশক্তিই তত্ত্বতঃ স্বধা। এই বিন্দুরূপ পরম 'স্ব' থেকে স্বর-ব্রহ্ম (নাদ) উদিত হইয়া পদে পদে স্বাদু হইয়া আবার বিন্দুতেই মগ্নলীন হন। (সঙ্গীতের অনুবন্ধেও এই তত্ত্ব ভাবনা করিবে। মধ্যমার 'অব্যক্ত' স্ফোট থেকে (অর্থাৎ, 'স্ব'), স্বরব্রহ্ম আদৌ 'সা'রূপে সমুদিত হইতেছেন, ইত্যাদি।)

এই যে 'স্বাদু' তাতে তোমার চাতক-চকোররূপ 'দ্বা সুপর্ণা' কে 'সযুজা সখায়া' করিয়া লইতে হইবে। কিরূপে?

বরুণস্তর্পয়ত্যেকং সোমশ্চাপরমিত্যতঃ।
বরুণসোমসংহত্যা তৃপ্যতঃ সযুজৌ হি তৌ ॥৬৬

বরুণ চাতকের আর সোম চকোরের তৃপ্তি-বিধান করেন; এই নিমিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরুণসোমসংহতি যে চন্দ্রমা (অস্‌ভাগান্ত, অন্‌ভাগান্ত এবং আকারান্ত), তিনি ঐ সংযুক্ত যুগলেরই তর্পণ করেন।

রেণু ও বিন্দু

ধর, কোন ফুল বা ফসলের (ওষধি) বীজ পুঁতিলে। বরুণ জলদাদির অপ্‌ রূপে এবং সোম শিশিরাদিরূপে সে বীজটিকে লালন ও পোষণ করা চাই ('পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ')। স্থূল দৃষ্টান্ত, কিন্তু সূক্ষ্ম ও ব্যাপক করিয়া বুঝিবে। ওষধিতে বরুণ সোমসংহতিটি বিস্পষ্ট আকৃতিতে ফুটিয়াছে। এই নিমিত্ত ওষধি চন্দ্রমাবর্গীয়া। স্বধা ওষধিতে, কেবল সত্তাশক্তিতে নয়, পরন্তু স্বরাকৃতিতেও প্রবিষ্ট। 'ব' 'ও' হইয়া আদিতে; 'স' মূর্দ্ধন্য; আর, 'ধা' গতি বা ঋচ্ছতিরূপ পাইয়া হইল 'ধি'। স্বধার এবম্প্রকার ওষধিরূপে যে বিবর্ত্তন, তাতে বরুণসোমসংহতি নিষ্পন্ন যে চন্দ্রমা, তার সমাচারটি দেওয়া আছে। 'স্ব'তে সোমবরুণ অন্যোন্য সম্পুটে সম্মিলিত। 'ব' প্রথমে 'উ', পরে (প্রণবের) আদি স্বর যে 'অ', তাতে মিলিয়া হইল 'ও' (যথা প্রণবে)। আদি স্বর আধার স্বর। তাকে ছাড়িয়া কেহই নেই। 'ও' অগ্রে আসাতে 'স' গেল মূর্দ্ধায় ('উষস্‌' আকৃতিটিও এই প্রসঙ্গে পরীক্ষণীয়)। 'ও'তে শক্তি ব্যাপিকা (as continuum); সে শক্তিতে সমস্ত কিছুর 'লালন' হয় (যথা, বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত জলীয় বাষ্প, ইত্যাদি)। কিন্তু শক্তিকে 'রেণু' রূপে (as quantum বা corpuscle) পাওয়া চাই পোষণের জন্য। (ঐ দৃষ্টান্তে ইহা মিলে moisture, dew ইত্যাদি রূপে।) 'মূর্দ্ধন্য' হইয়া 'প্রপাতন' (incidence) আবশ্যক করে শক্তিকে রেণুরূপে আসিতে। সমন্তাৎ সিঞ্চিত শক্তি ('স'কার) এমন কোন 'ধাম'এ উৎসারিত হইবে, যেখান হইতে সে রেণু বিকিরণ রূপে ফিরিয়া আসিতে পারে। বিশ্বে নানা স্তরে এই রেণুকরণ এবং বিকিরণ 'ধাম'টি বিন্যস্ত আছে। সে ধাম সমূহের সাধারণ সংজ্ঞা 'ষ'। এই 'ষ'কে মূর্দ্ধন্য করিয়াই উচ্চারণ করা আবশ্যক। যথা কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, ঋষভ, বৃষভ, উষস্‌, ওষধি, ঔষধ, ভেষজ—ইত্যাদি শব্দে পরাবরভাবে যে মূর্দ্ধন্যধামের শাক্তী আকৃতি রহিয়াছে, তাদের শক্তিমান যথাযথ রক্ষা করিয়াই উচ্চারণাদি করা উচিত। প্রথম নামটিতে মূর্দ্ধন্যধামের পরিসীমা (তিন মূর্দ্ধন্য সম্মিলন)। ঐ পর বা পরমভূমি থেকে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধন্য ধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম্পরাক্রমে অবরতায় অবতরণ করিয়াছে। অবর কোন মূর্দ্ধন্যস্তরে সিঞ্চিত শক্তি প্রপাতন (incidence) ঘটিলে যে রেণুরূপ প্রতিফলন (reflection) হয়, তাতে অবক্ষেপণাদি (refraction ইত্যাদি) ন্যূনাধিক সম্ভাবিত হয়ই। কিন্তু পরম মূর্দ্ধন্য এই 'অব' বা 'অপ' সম্ভাবনা 'শূন্য' ; সুতরাং, সেখানে যাহা যাইবে তাহা পুরা (পূর্ণ)-ই যাইবে, আর সেখান থেকে যাহা আসিবে তাহা পুরাই আসিবে। অন্যত্র 'রেণু', এখানে, বিন্দু—শূন্য পূর্ণ একত্র। এই বিন্দু পর্য্যন্ত না গেলে কোন তত্ত্বকেই যথার্থ 'তত্ত্ব' (হানোপাদানশূন্য এবং পূর্ণ) রূপে মেলাবার সম্ভাবনা হয় না।

দৃষ্টান্ত

বাহিরে জল, বায়ু ইত্যাদি, অথবা মনের কোন ভাব ইত্যাদিকে তত্ত্বতঃ জানিতে ও পাইতে কেবল রেণুরূপতায় যাইলেই হইবে না। আধুনিক বিজ্ঞান রেণুধারা ক্রমে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বিন্দু বহুদূর। রেণুকে উর্ম্মি, উর্ম্মিকে আবার রেণু—এইভাবে পরোবরীয়ান্ ক্রমে বিন্দুধামের খোঁজ হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ রীতিতে যে খোঁজ (theoretical investigation), তাতে অব্যবস্থার (regress ad infinitum) আশঙ্কা কাটে কি করিয়া? আবশ্যক —তোমার বাহ্য অথবা আন্তর উর্ম্মিকে (স্পন্দকে) এমন কোন 'ধামে' স্পর্শ দাও, যেখানে সে তার বিক্ষিপ্ত রেণু-বিকিরণরূপতা পরিহার-পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সংক্ষিপ্ত বিন্দুপূর্ণতায় সমাহৃত হইতে পারে। এক কথায়, ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি—সেই জপের লক্ষণ। ধর, 'ও' = কোন উর্ম্মি বা স্পন্দবিতান। এটিকে 'ম'তে এক অন্তিম স্পর্শ দেবার সাধন কর। কার স্পর্শ? নাদের। ভাল, কিন্তু নাদ স্ফুরণ হইলেও নানান গ্রামে হইয়া থাকে যে! তাই 'ওম্' জপ করিতে করিতে নাদের সেই একান্ত সমর্থ গ্রামটি পাইতে যত্ন কর। সহজে হয় না, তবে ভাবনিষ্ঠা লইয়া লাগিয়া থাক। ঠিক সমর্থ গ্রাম (অর্থাৎ, মূর্দ্ধন্য ধাম) মিলিলে তবে যথার্থ বিন্দুমিলন। প্রণবাদি সকল জপেই এইটি লক্ষ্য। বৈন্দবীকে মিলাইতে ঐন্দবীকে (চন্দ্রবিন্দু) ভজনা কর। কৃষ্ণ নামে যে 'ষ্ণ', সেটি পরমাকর্ষক। সাক্ষাদ্ ভাবেই। অন্য অন্য মহানামে (যথা, 'হরে-রাম', 'রাধেশ্যাম', 'কালীতারা', 'উমাশঙ্কর'), ঐ পরমাকর্ষক 'বিন্দুটি' অবশ্যই অব্যক্ত আকৃতিতে রহিয়াছেন। জপ গোড়ায় হয় স্পন্দ সাধন (ভাব এবং ছন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহকৃত); পরে হয়—নাদ সাধন; তদন্তে বিন্দুসাধন। চূড়ান্তে পরম যে 'ইষ্ট', তাতে অভিনিষ্পন্নতা। স্পন্দসাধন কালে চিত্ত চালিত হয় চান্দ্রী শক্তিতে। পঞ্চ অপহ্নুতির আশঙ্কা। নাদ সাধনে চন্দ্রমাঃ, এবং বিন্দু সাধনে চন্দ্রমা বিশেষতঃ চিত্তের অধ্যক্ষতা করেন। স্পন্দ সাধনে চারিটি নাদে নয়টি এবং বিন্দুতে তিনটি—সর্ব্বসমেত যোড়শটি 'পাদে' জপাদি সাধন সমাপন করিতে হইবে। পরে এ প্রসঙ্গ আসিবে। তবে গোড়াতে যে শব্দসাধন, তাতে পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা—এই চারিটির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অপহ্নবাশঙ্কা পরিহার করিবে।

স্পন্দ সাধনে চারিটি লক্ষ্য

বর্দ্ধতে পদ্যমানং যন্ মীয়মানঞ্চ মুচ্যতে।
ক্লিদ্যতে কল্যমানং ন পূর্য্যমাণং ন লুপ্যতে ॥৬৭

যেটি ছন্দোগ পাদে পাদে পদ্যমান, সম্পদ্যমান ইত্যাদি হইয়া চলে, সেটিতো বাড়িয়াই চলে, ক্ষয়িষ্ণু হয় না। যেটি সুষম মাত্রায় নিজেকে 'মিত', 'সম্মিত' ইত্যাদি করিয়া যায়, সেটি গ্রাসাদি থেকে মুক্তই হয়। যেটি আপনাকে (পূর্ব্বোক্ত ঐন্দবী) কলায় কলায় সৌম্য-শোভন আকলন করিয়া ফুটিতে থাকে, তার ক্লিন্ন (কলঙ্কিত, বিপর্য্যস্ত ইত্যাদি) হবার শঙ্কা কোথায়? আর, শেষকালে যেটি পূর্য্যমাণ হইয়া আপন পূর্ণতা পরিসীমায় উপনীত হইল, তার আর অবলুপ্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই।

স্পন্দবিজ্ঞানের দিক থেকে এই চারিটিকে চিন্তা কর, এবং আপন বাক্-প্রাণ চিত্তাদির স্পন্দসাধনে সচেতন হও। স্পন্দ কোন 'অবর' শাক্তক্ষেত্রে জন্মিলে, তাকে বাধপ্রতিযোগী (conditioned by retarding factor) হইতে হয়। তাই গত শতকে অবিনশ্বর পরমাণু ব্যাখ্যায় লর্ড কেলভিন প্রভৃতিকে ঈথারের perfect fluidity স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ঐ রোধ প্রতিযোগিতা নানা আকারে আসিয়া থাকে। যন্ত্র অথবা কণ্ঠসঙ্গীতে যেমন, তেমনি সর্ব্বস্থলেই সুষম স্পন্দবিতান এবং সংহতি সমুচ্চয়ের নিমিত্ত স্পন্দের যে সমস্ত অবষ্টম্ভক, বিক্ষেপকাদি প্রতিক্রিয়া সম্ভাবিত (possible damping, scattering reactions), তাদের সর্ব্বাধিক ন্যূনতায় (minimumএ) আনিতে হয়। ঠিক পাদে পাদে পদ্যমান হইলে ঐভাবে ক্ষয়িষ্ণু হবার সম্ভাবনা বিদূরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে থাকে। বীজ থেকে অঙ্কুর, তা থেকে প্ররোহ ইত্যাদি ঠিক পাদে পাদে বীজটিকে তার আপন সাফল্য চরিতার্থতায় পদ্যমান হইতে দাও। সঙ্গীতে যেমন আস্থায়ী থেকে আভোগ পর্য্যন্ত। গায়ত্রীজপে যদি ষট্ পাদিকা আকৃতি সমাশ্রয় কর, তবে ঐ পাদগুলির পদ্যমানতা ঠিক রাখিতে হইবে। পদ্যমান রহিলে সে বলিবে—আমি আর ক্ষয়িষ্ণু নই, বিবর্দ্ধিষ্ণু, সংবর্দ্ধিষ্ণু। পাদঃ সংবর্দ্ধয়িতা প্রাণানাম্।

পদ্যমান হইয়া চলিতেও (যথা, কোন উর্ম্মিবিতানের) সাঙ্কর্য্যাদি কারণ বশতঃ (due to interference etc.) স্পন্দের গ্রস্ত এবং বিকৃত দশাটি ঘটিতে পারে। এ থেকে মুক্তি দিতে মাত্রা (measure, rhythm) সমাশ্রয় কর। সব কিছুকে বল—তোমার ঠিক তালে চলিতে হইবে। যথা, গায়ত্রীতে প্রতিটি পাদের চারিটি করিয়া মাত্রা দাও, অথবা, অনুরূপ কোনও সুষমমান। Rhythmicity ঠিক বজায় থাকা চাই। 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নামেও তাই। এইরূপ বিপর্য্যস্ত (যেমন, গায়ত্রীতে ছয়টি পূর্ণ এবং ছয়টি শূন্য কলায়, অথবা স্ফীতি ও স্থিতি) ভাব পরিহার করিতে কলাক্রমে (phase appearance) চন্দ্রমাকে দৈবতরূপে রাখিবে। পূর্ণ-শূন্যাদি কলা যেন ঠিক ঠিক তোমার বাক্-প্রাণ-চিত্ত, এই ত্রিলেখায় ফুটিয়া যায়। তোমার ব্যাহরণ-অনুপ্রাণন-অনুধ্যানের যদি 'ছবি' লও তো, সে ছবি সুষম, symmetrical, হইবে। সমগ্র Graphটি অনবদ্য মনোজ্ঞ, সুলেখাই হইবে, অন্যথা নয়। আর, শেষকালে স্পন্দের অবলুপ্তি বারণের জন্য তাকে কাষ্ঠায় (যথা, বিন্দুতে) লইয়া চল। বিশ্বে যেখানে যত স্পন্দ, তাদের উর্ম্মিদৃষ্টিতে যদি বল 'ও', তবে, সে উর্ম্মির সর্ব্বতোঽনবদ্যা যে আকৃতি, সেটি 'ওম্'। কেবল নাম জপে নয়, তোমার অন্তর বাহিরে যতকিছু স্পন্দ, তোমার সরসী-সরিৎ-সাগরে যত না উর্ম্মি, তাদের 'ওমে' অন্বয় করিতে না পারা পর্য্যন্ত তারা বারবার 'আক্রম্য' আঘাত রূপটি ছাড়ে না; তাদের অবিশ্রান্ত তোলা-পাড়া কোন তুঙ্গগরিমায় নিশ্চিন্ত তুলিয়াই রাখে না, অথবা কোন সানুলঘিমায় স্বচ্ছন্দে লঘুভার হইতেও দেয় না। তাদের ঐ অফুরন্ত তোলা-পাড়ার নির্ম্মম 'তাগিদ'টি কোথায় দেবে তোমায় রেহাই?—ওমে। তাই না সেই 'সিন্ধৌ বিন্দুদশকম্'! সুতরাং সর্ব্ব বিসম্বাদিনী স্পন্দ-বিততি স্থলেই ওমের 'অ'কারে পদ্যমানতার অবিচ্ছেদ রাখ; 'উ'কারে স্পন্দমানকে সৌম্যমানে উদার উন্মুক্ত রাখ; 'ম'কারে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলাক্রম 'বিপর্য্যাস' প্রভৃতিকে অন্তিম স্পর্শে (vanishing point or evanascenceএ) আন। আর, অন্তে নিত্য নাদ সংগৃহীত হইয়া পরম বিন্দু সম্মিলনে মরস্পন্দকে অমর পরম খ্যাতিতে নিষ্পন্ন কর।

পূর্ব্বোক্ত চর্য্যাক্রম

রেণু-অটন প্রভৃতি পূর্ব্বে কোন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। এখানে, নিখিল স্পন্দকে চন্দ্রবিন্দু (প্রণবের নাদ বিন্দুতে) মিলাইবার যে চর্য্যাক্রম, সেটি এইভাবে দেখিয়া লও—

রেণোরটনমাদৌ যৎ তদ্রেণোরটনং ত্বিষা।
ছন্দসা রণনং রেণো রেণো রমণমন্তিমে ॥৬৮

গোড়ায় স্পন্দের যে সব সূক্ষ্ম অবয়ব (elements or quanta), তাদের 'অটন' মাত্র (irregular motion) বুঝিতে পারা যায়। যেমন, সূর্য্যকিরণে ধূলিকণার ইতস্ততঃ ধাবন। আরম্ভে জপস্পন্দ সমূহ এইরূপই মনে হয়। যন্ত্রে সুর বাঁধা নেই। তারপর, অটন হয় 'রটন', যখন 'অ' (অগ্নি) নিজেকে (যেন অরণিদ্বয় ঘর্ষণে) সাক্ষাৎ তেজোরূপ (ত্বিষা) 'র'কার করিয়া লয়। তখন আর সূর্য্যকিরণে ধূলিরেণুদের মত বিক্ষেপণ নয়; এক এক রেণু এক একটি তেজঃকণা (dynamic particle)। যেমন, রেডিয়ামের অণু। স্পন্দ এইবার হইল রেডিয়েশন্। তখন মন্ত্রের শাক্তী সংস্থা (dynamic chargeability) সুরু হয়। এটি কুণ্ডলিনী জাগৃতির প্রথম বহিঃসূচনা। উক্ত সূচনা সূচক লিঙ্গগুলি বহিরাদি ভেদে তিন প্রকারের।

'রটন্তী' শক্তি

যাই হোক্, ঐ শাক্তী সংস্থায় আসিলে এঞ্জিনের বয়লার অথবা ব্যাটারীর মত অবষ্টম্ভক এবং পরিচালক 'গ্রন্থি' (valve) গুলিতে শক্তি 'রটন্তী' হইতে থাকে। Centres of inhibition and commutation become 'energy co-efficients.' ফলে, অনেক কেন্দ্র, মর্ম্মস্থল ইত্যাদি যারা এযাবৎ 'বিমুখ', পরাঙ্‌মুখ ছিল, তারা হইল উন্মুখ, সম্মুখীন। যেমন, স্পন্দসমূহকে সংহত কেন্দ্রীণ করার যে সব উপযুক্ত 'প্রতিফলক' (condensing

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

mirror ইত্যাদি), তারা এইবার 'খুলিয়া' যাইতে থাকে। ফলে রটন হ্র 'রণন' (resonance)। বহিঃ প্রক্ষেপের ন্যূনতায় এবং অন্তঃসংক্ষেপের আধিক্যে এই রণন গায়ত্রী প্রভৃতি 'স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্' রূপ 'ছন্দাংসি' (consummatiny harmong) আকৃতি পরিগ্রহ করে।

'রণনী'

এই রণনী সংস্থায় নামাদির স্পন্দ আসিলে সাধকের সমগ্র সত্তা ছন্দোব্রহ্মের রেণুমঞ্জীর রূপে আপনাকে 'ঢালিয়া সাজাইয়া' লয়। রণন গোড়ায় অন্তক্রি হইলেও অচিরে বহিক্রিয়ও হয়—যে যন্ত্রে ঐ নাম মঞ্জীর নিক্কণটি চলিতেছে তুমি তার ধারে বসিয়াও সেটি আপনাতে বুঝিতে পারিবে। সেটি তোমার পক্ষেও অঙ্গ প্রাণমনের রসায়ন হইবে, 'কর্ণ' কিছু না শুনিলেও। 'হৃৎকর্ণরসায়নম্'—এখানে হৃৎ এবং কর্ণ এই চলতি মানে আছে, তা থাকুক। কিন্তু 'হৃদের কর্ণ' 'হৃদিস্থিত যে কর্ণ' ইত্যাদি গভীরে যাইতেও সঙ্কোচ করিওনা। মধ্যমা বাক্ হৃদয়ে। এ হৃদয় কিন্তু শব্দের আড়ষ্ট শুক্তিকোষে (কেবল আভিধানিকে) প্রাণস্পন্দের সাড়াটি দেয় না ; শুক্তির আবরণে যে মরমমুক্তা, তাতেই তাকে নিধিসন্ধানী দৃষ্টিতে মিলাইবে।

রেণুরণনে আসিয়া প্রতিফলন, প্রতিপূরণ এবং প্রতিকলন—এই তিনটিকে অকুণ্ঠায় ঘটিতে দিবে। শেষেরটি হইল স্পন্দরেণু সমূহের প্রণবাদি নাম সম্বন্ধে অভিনব কলন—আকলন, সঙ্কলন ইত্যাদি। যেমন, কোন গুণী দক্ষ বেহালা-বাদকের পুনঃ পুনঃ বাজাইবার ফলে যন্ত্রের রেণুপুঞ্জের অভিনব এক 'প্রারব্ধ' সঙ্কলন হইতে থাকে।—An harmonic molecular transformation and vibratory predisposition. ব্যস্ত বহির্বিক্ষেপণ কমাইয়া আর মৈত্র রণন সংস্কার সমূহ 'সমাস' করিয়া (by accumulation of positive alliances), সমগ্র যন্ত্রের এই প্রতিকলনটিকে এমন এক সাধিষ্ঠ যুগ্মানতায় আনিতে হয়, যাতে সে হয় শ্রীনারদের হাতে বীণা। অথবা, সাধ হয়তো ব্রজবঁধুয়ার চরণমঞ্জীররণনমধুলালসা, কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবশিহরিত কেলিকদম্বরেণুরচিতশৃঙ্গারা কোন এক অতরপিতহিয়া রেণুকা!

'রমণী'

রেণুরণনে আপন সত্তার প্রতিটি রেণুকে পাইতে হয় যুগ্মানা সাধিকা রূপে। রবীন্দ্রের সেই গাথাটি—'তব আকাশে যত তারা' এখানে স্মরণ কর। যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নিকুঞ্জ মঞ্জরী' সব নিজ অঙ্গেই ফুটে যাচ্ছে, ইত্যাদি। তারপর অন্তে যে রেণুরমণ, তার কথা সকল দেশের মিষ্টিক্‌রাই বলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কেহই 'মুখ ফুটিয়া' বলিতে পারেন নাই। প্রতিটি রেণুতে রমণ। এই 'রমণীরমণে' আসিলেই রামানন্দরায়ের মুখ তিনি স্বয়ং চাপিয়া ধরিলেন যে। তবে, আপন সত্তায় প্রতিটি প্রতিটি অধোমুখ রেণুকমল কোন্ রমণে উর্দ্ধমুখে ফুটিতেছে—প্রস্ফুটিত, প্রমোদিত এবং শেষে প্রমুদিত হইতেছে—তা পরমাস্বাদে মিলাইবার সেই শারদোৎফুল্লমল্লিকা . রন্তুমনা মাধবের মধুযামিনী যোগমায়া যে কবে যোগাইবেন, তা তিনিই জানেন!

এই পরমাস্বাদনের কথঞ্চিৎ তটস্থ ভাবে—'মোর হৃদি বৃন্দাবনে মন প্রাণ ল'য়ে বিহর,' অথবা, 'পদ্মবনে হংসীরূপে হংসসনে করে রমণ';—এসবও ঐ রেণুরমণের পর্য্যায়ে পড়িবে। সর্ব্বস্থলেই ঐ রেণুরমণকে তরুণোল্লাস থেকে প্রৌঢ়োল্লাস, উল্লাস থেকে বিলাস, এবং অন্তে স্বলসিতে মিলাইতে হয়। যোগে সবিকল্প সমাধিতে স্পন্দ সর্ব্বথা নিরোধ পরিণামে এখনও আসে নাই; এই সমাধির 'সানন্দে' চেতোরেণুরমণী বৃত্তিটি বিশেষ গম্ভীরান্তঃঘনতায় অনুভবে মিলে; 'সাস্মিতে' প্রশান্ত বিপুল ব্যোমব্যাপিতায়। জ্ঞানে 'ভূমৈব সুখম্' উপলব্ধির উপক্রমে। ব্রহ্ম এবং আত্মা—এ দুয়ের অভেদ সমীকরণ সাধিত হয় এই চরম উপক্রমের সম্মুখীন হইয়াই। 'আত্মন্'ই 'ব্রহ্মন্' আর 'ভূমন্' এ দুইকে আপন মন্ দিয়া এক করিয়া লন। 'মন্' এটি আত্মনীনতার লিঙ্গ। 'চন্দ্রমন্' শব্দটিকে তাই অ্যাত্মনীন করিয়া দেখান' হইয়াছে।

প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত

অপেক্ষাকৃত অধস্তন ভূমিতেও প্রাণ মনের যে 'অটন' স্পন্দ, তাকে রটন-রণনের মাধ্যমে যথাসম্ভব রমণরূপতায় আনিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, পরম রমণ যে রসবস্তু, তাহাই 'প্রাকৃতে' সর্ব্বত্র 'যেন' কুণ্ঠিত-লুণ্ঠিত-গুণ্ঠিত হইয়া 'নামিয়া' আসিতেছে। প্রাকৃত সব কিছুতে তদ্রূপে সেটি হইয়াছে রেণুরিরংসা। বিশ্বের প্রতিটি রেণুতে রহিয়াছে এক চির-অবুঝ চির-অতৃপ্ত আসঙ্গ-তৃষা। প্রাণিবর্গে আসিয়া এটি হয়—'আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা'। অপ্রাকৃত যে রেণুরমণ্ তাতেই এই প্রাকৃত রেণুরিরংসাকে শুদ্ধি সমর্পণ করিতে হইবে। কুণ্ঠিত-লুণ্ঠিতাদিরূপ ত্যাগ করতঃ তত্ত্বতঃ অবস্থিতিই রেণুরিরংসাশুদ্ধি। চন্দ্রমস্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চন্দ্রমাঃ) এবং চন্দ্রমন্ (চন্দ্রমা)—এ দুয়ে মিশিয়া এই শুদ্ধি সংবিভর্ত্তা। এ দুয়ের সংস্কৃতি-সংভৃতিবিরহী যে চন্দ্র, সে চন্দ্র রিরংসাবিধুর বিধু, কলঙ্কী শশাঙ্ক। মনচকোরকে 'মধুলুভা' শুধুই বৃথা সে বিধুকে ভজিষ্ণু করিওনা।

বীজ-সমাশ্রয়ে

> ক্লীমিতি কামবীজং যৎ কৃষ্ণায়েতি রসঃ স বৈ।
> গোবিন্দায়েতি মাত্রাঃ স্বা বল্লভায়েতি হূয়তাম্ ॥৬৯

ভজিষ্ণু নয়, কিন্তু যজিষ্ণু হইতে হইবে। ক্লীঁ এই কামবীজ সমাশ্রয়ে। হ্রীঁ এই বীজদ্বারা পূর্ব্বোক্ত রেণু অটনকে পাইতে হয় রেণু রটন রূপে। ঐঁ বীজ দ্বারা রেণুরণন জ্যোতিষ্মৎ ছন্দে, আর শ্রীঁ বীজ দ্বারা রোচিষ্মৎ ছন্দে। অন্তে যে রেণু রমণ, তন্নিমিত্ত সমাশ্রয় কর—ক্লীঁ (এবং ক্রীঁ)। ঐ কামবীজে যে চন্দ্রবিন্দু তাকে চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা—এই দুইরূপে যথাক্রমে জ্যোতির্যজিষ্ণু এবং রোচির্যজিষ্ণু হোতৃযুগল ভাবনা কর। তোমার আপন যে ধী, তারই এই দ্বিবিধ এষণা—ভাসৈষণা এবং রসৈষণা। এ দুয়ের মৈত্র এবং সাহিত্য চাই। কেন? এ দুই এষণাই মূলে এক। আনন্দ বা রসই অস্তি, ভাতি। সুতরাং কামবীজ দ্বারা যজিষ্ণু হইয়া যিনি 'রসো বৈ সঃ' রূপে রসের স্বরূপ, আশ্রয় এবং বিভর্ত্তা, সেই নিখিল হৃদ্যোজিত যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণে তোমার প্রথম এবং চরম আহুতি ভাবনা করিবে। তোমার রিরংসারসকে পরমরমণ যে রস পরিসীমা, তার পানেই ফিরাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে একান্ত তা পারি কৈ? সে পরমরসের আপন মাত্রা (গো=বাক্, ইন্দ্রিয়াদিতে) রস বা মধুরূপে প্রবিষ্ট রহিয়া, সমস্ত কিছুকে তাদের ব্যভিচারিণী প্রবৃত্তি সত্ত্বেও, আপন করিয়াই 'লাভ' করিতেছেন (বিন্দতি); সুতরাং সেই গোবিন্দ-ভজিষ্ণু-যজিষ্ণু হও। 'কুর্য্যা গোবিন্দনাথাচ্যুত-চরণদৃশো নো ধিয়স্ত্বাং প্রপন্নাঃ'—সেই আগেকার শ্লোকচরণটি পুনশ্চ স্মরণ কর। পরমরসের ভজনা তাই তার স্বীয় 'মাত্রা' ভজনা ব্যতীত হয়না। মৃষারসলোলুপ আপন মাত্রাসমূহকে সেই পরমের আপন মাত্রা করিয়াই মিলাইতে হয়। মাত্রাকে সরাসরি মিথ্যা ভাবিয়াও তো সহজ হয় না। মনন বোঝে তো মন বোঝে না। মন মানে তো তন মানে না। তন চায় তো ধন জন চায় না। বিচারে দৃঢ় কিন্তু সঞ্চারে শিথিল। মনঃপ্রাণ সর্ব্বেন্দ্রিয়, এবং সর্ব্ববিষয় যদি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসভূমার আপন মাত্রায় 'মান' না পায়, তবে তারা আগমাপায়ী প্রাকৃত যে মাত্রাস্পর্শ, তার পারে যাবার পথ খুলিতে দেয় না। 'গোবিন্দ' নামেই মাত্রা-স্পর্শের পারে নাদবিন্দুর যে অপগতকুণ্ঠা, নিত্যা বৈকুণ্ঠসরণী, সে সরণী উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া আছে। শৈব-শাক্ত আপন 'গৌরীশঙ্কর' বা 'উমাশঙ্কর' নামটি কৈলাসলসন্তী দৃষ্টিতে নাদবিন্দু প্রত্যভিজ্ঞায় দেখিয়া লইবেন।

অঙ্গার ও হীরক

আচ্ছা, আমার সব কিছুতে রসভূমার পরশমণির পরশটি দিয়া তাদের তুচ্ছ ধূলিমান কাটাইয়া অমূল্য রতনমানে আনিতে হইবে বটে, কয়লা আর কয়লা না রহিয়া হীরাই হইবে বটে—কিন্তু রসভূমাকে পরম রসঘন আমার আপন নাথ, বল্লভ রূপে না মিলাইলে তো সেটি হয় না। যে ছিল 'বদ্ধ', সে হবে 'বন্ধু', কিন্তু কখন ? যখন 'মোর বঁধুয়া আইল ঘরে', তখন, তার আগে নয়। রসভূমা বা অখণ্ড রসবস্তু রসরাজ, রসিকেন্দ্র চূড়ামণিরূপে 'মম বল্লভ' না হওয়া পর্য্যন্ত এই অঘটন সংঘটনটি হয় না।

হৃদয়ং রসশালা মে রসরাজঃ স বল্লভঃ।
নির্ম্মিতোঽঙ্গারকাৎ সদ্যো হীরকো নূপুরায় কিম্ ॥৭০

এ হৃদয় করি রসশালা,
রসরাজ হে আমার হৃদয় বল্লভ !
এ হেন অঙ্গারে করি হীরে
করিলে কি ও চরণ নূপুর সুলভ !

অঙ্গারকোঽবরন্যস্তো বরন্যস্তস্তু হীরকঃ।
অপাস্তং নাবরং যাবৎ তাবন্ন ন্যস্যতে বরম্ ॥৭১

অঙ্গার আর হীরকের এই মহান্ বিভেদটি কি নিমিত্ত ? অঙ্গারক রেণু অবরন্যস্ত, আর হীরক রেণু বরন্যস্ত। রেণুন্যাসই বিভেদের কারণ। সুতরাং যাবৎ অঙ্গারের অবরন্যাস অপাস্ত না হইতেছে, তাবৎ হীরকের বরন্যাস হইবে, না। যে ন্যাসতত্ত্বের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সে ন্যাসও মূলতঃ এই দৃষ্টান্তে বুঝিবে। চিতায় দগ্ধ হইয়া যাহা অঙ্গার হইবে, তাহা জীবদ্দশাতেও বস্তুতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গার। এই অঙ্গারের অবরন্যাস ('প্রাপ্য বরান্') বরন্যাসে বিবর্ত্তিত হয় কিরূপে? তাহাই তো রেণুরটনাদি সাধন!

শক্তি-ন্যাস ও শুদ্ধিন্যাস

ভর্গসা ভৃজ্যতে হেয়ং সৃজ্যতে রোচিষোত্তমম্।
ভালে তদ্ রাজতে ভাসা হৃদয়ে রোচতে মুদা।
ললাটচন্দ্রমাঃ খ্যাত্যৈ কান্ত্যৈ হৃদয়চন্দ্রমা ॥৭২

তোমার ভালে এবং হৃদয়ে দুটি চন্দ্রমা যুগপৎ সমুদিত দেখিও। একটি তাঁর শুভ্র, সুবিমল ভাতিতে (ভাসা) বিরাজমান; তাঁহা হইতে দুই প্রকারের দীপ্তি (ভাঃ) বিচ্ছুরিত হইতেছে। একটিতে তোমার সত্তাতে এবং পরিবেশে যৎকিঞ্চিৎ হেয় (অবরন্যস্ত, যথা অঙ্গারে), সেগুলি ভৃষ্ট (penetrated and treated by intensive, powerful radiations) হইতেছে; অপরটিতে, তাদের অবর শক্তিন্যাস (lower-level energy disposition) বরন্যাসে (higher-level disposition-এ) উন্নীত হইতেছে। একেই তো বলে, শক্তিন্যাস ও শুদ্ধিন্যাস। ভালচন্দ্রমার এই দুই রশ্মিকে ভর্গোরশ্মি এবং খ্যাতিরশ্মি বলা যায়। ললাটে 'দ্বিদলে' এই রশ্মিযুগল অন্যোন্য সাহিত্য-সমন্বয়ে রহিয়াছে। চন্দ্রবিন্দু ইহার আকৃতিলেখ। পক্ষান্তরে, হৃদয়চন্দ্রমা হৃল্লেখাকে প্রসাদিত করেন। তাই, আপন 'রোচিঃ' (হৃল্লেখানুগৃহীত রশ্মি অথবা সোম রশ্মি) দ্বারা অবরন্যাসমুক্ত ভর্গস্বান্ খ্যাতিমান্ যে 'অঙ্গার', তাকে পরম কান্তোজ্জ্বল 'হীরক' করিয়া লন। পূর্ব্বোক্ত ভর্গরশ্মি আর খ্যাতিরশ্মি, এ দুয়ের নিরপেক্ষভাবে, এই 'কান্ত্যৈ' এবং 'রুচ্যৈ' সোমসৃষ্ট কর্ম্মটি হয় না। ভাস (খ্যাতি)-কে সাথে (সাহিত্যে) এবং সমন্বয়ে পাইয়াই ভাব (কান্তি, রুচি) আপন স্বভাব শোভনভাবে মিলাইতে পারে, অন্যথা নয়।

'বন্ধ' হোক্ 'বন্ধু'

যে মনঃ চন্দ্রকে 'বন্ধু' (যাহা বন্ধন করে এই অর্থে) করিয়া দৌর্মনস্যভাক্ তাকে 'চন্দ্রবিন্দু' ভজনা করতঃ সৌমনস্যভাক্ হইতে দাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৌর্মনস্যবিষোদ্ভিজ্জচ্ছায়ালেশো বিষায়তে। (ছায়াঽপি চেদ্)
সৌমনস্য-সুধাবল্লী পুষ্পকণোঽমৃতায়তে ॥৭৩ (বাতঃ কিং নামৃতায়তে)

দৌর্মনস্য বিষতরু, ছায়ালেশ তার বিষময়।
সৌমনস্য সুধাবল্লী, সুধা তার পুষ্পকণিকায় ॥

(দুর্মনাঃ বিষের বৃক্ষ, ছায়ার পরশ তার যদি বিষময়। সুমনাঃ সুধার বল্লী, তার পুষ্প গন্ধবহ অমৃত কি নয় ?)

পঞ্চশাখো বিষোদ্ভিজ্জস্তৃণেঢ়ি কোষপঞ্চকম্।
পঞ্চশাখা সুধাবল্লী যয়াঽমৃতত্বমশ্নুতে ॥৭৪

পঞ্চশাখ বিষের পাদপ, তার হিংসাহত যদি পঞ্চকোষ তব।
পঞ্চশাখা অমৃতবল্লরী, অমৃতে করিবে তায় সঞ্জীবিত নব ॥

প্রণব ও পঞ্চীকরণ

সৃষ্টির মূলাধার যে প্রণব, তাঁরই পঞ্চ মাত্রার (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু) মূল অনুরোধে নিখিল জাত পদার্থ হইয়াছে পঞ্চীকৃত পঞ্চকোষাত্মক। এ পঞ্চকোষ মূলতঃ আনন্দেরই পঞ্চমাত্রা। আনন্দই আপন স্বরূপ ভূমত্বকে এই পঞ্চধায় বহুত্বে প্রপঞ্চিত করিয়াছে। 'একোঽহং বহু স্যাম্'—ইহা ভূমত্বের বহুত্বে সঙ্কল্পন এবং সঙ্কলন। মূলসৃষ্টিধারা তপসে ভাব, প্রাণে অথবা আকাশাদিতে ভাব, প্রণবকে এবং প্রণবের পঞ্চীভাবকে সর্ব্বভাবনাতেই ভাবিয়া মিলাইতে হইবে।

আকাশাদির পঞ্চীকরণ (অথবা ত্রিবৃৎকরণ) সামান্য ভাবে পরিচয়ে আছে বটে, কিন্তু পঞ্চীকরণের মূল হেতু সন্ধিটি কোথায়, তা বিশেষ করিয়া, প্রণব পরীক্ষা প্রদীপে পরীক্ষিত না হইলে তো 'প্রবচনেন' এবং 'শ্রুতেন' বহুধা 'ভাষ্য' হইলেও, বোধে এবং প্রত্যয়ে সর্ব্বথা 'ভাস্য' হইবে না। যথা.— ছান্দোগ্যাদির 'ব্যান' কে আধার এবং সন্ধিরূপে না পাইলে প্রাণের পঞ্চীভাব ব্যবহারে আসিয়াও বোধে আসে না। প্রণব, গায়ত্রী ইত্যাদির ব্যাহরণে নাদমেরু স্থলে এবং বিন্দুমেরু স্থলে 'ব্যান'কে বিতান এবং সন্ধি দুই আকৃতিতেই পাই। অনুলোমে এবং বিলোমে প্রাণাপানাদির ব্যানবিন্যাসটি সাধিতে হয়। অনুলোম পর্ব্বে শুধু মন্ত্রের নয়, নিখিল পঞ্চীকৃত বিশ্বের উদয়; বিলোম পর্ব্বে নিখিল বিলয়। সুতরাং এই প্রপঞ্চিত ভবপ্রত্যয়কে জপধ্যানে ভাবপ্রত্যয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকারিত করতঃ স্বভাবপ্রত্যয়ে লইয়া মিলাইতে হয়। সূক্ষ্ম বিরাটি সর্বন্তরে মূলে 'আকারিকা' যে প্রণবাকৃতি, তার অধ্যক্ষতায় পঞ্চীভাব ঘটিয়াছে; অণু. নক্ষত্রাদিতেও এটি অবশ্যই আছে। অস্মদাদির ক্ষেত্রে এটি 'পঞ্চকো' আকারে পরিচিত। অন্যত্র আকৃতি-সামান্যে বিশেষাপত্তি। প্রাণপাদে এ বিবেচিত হইবে।

জপধ্যান কেন?

এখন, ভাবিয়া দেখ, জপধ্যানাদি করিতেছ কেন, কোন্ লক্ষ্যে? আর উদয় বিলয় চক্রটিই কেন সমাচরণ করিতেছ? ভাবনিষ্ঠাসহ যদি দশধা চক্র সমাচরণ কর, তবে 'ভগবান্' আর তো 'ভূত' রহেন না! পাঁচ আর পাঁচে দশ। অনুলোমে অথবা সর্গে প্রণব পঞ্চমাত্রায় বিন্দুগর্ভিত (তদেবাধিকৃত্যানুপ্রবেশে ব্রহ্মণঃ) নাদ; বিলোমে অথবা বিসর্গে নাদগর্ভিত বিন্দু। সৃষ্টিতে চন্দ্রবিন্দু যাদৃশী আকৃতি, বিলয়ে তার বিপ্রতীপা আকৃতি। সুতরাং, জপধ্যানাদি সক সাধনেই নাদকে (ব্যানবিতান অথবা বরুণকে) বিন্দুলীন (ব্যানসন্ধি বিন্দুতে অথবা সোমসীমায়) করাই হইল প্রতিপ্রসব-ভববিমুক্ত স্বরূপাবস্থানে অপরিহরণীয় উপায়।

গোড়ায় স্পন্দসাধন। এটা মুখ্যতঃ 'যান্ত্রিক' কর্ম্ম নয়। কেননা, সাধ যন্ত্রটাই তো মুখ্যতঃ এই স্থূল যন্ত্র নয়। তন, মন, ধন, জন—এই চারিটি লইয়া 'নস্যাৎ' হইয়া আছি। এ সব কয়টিই 'সুরেলায়' যদি বা মিলাইতে পারি তো, প্রথম দুটিকে ধরিয়াই সযত্নে সুর বাঁধিতে হইবে। এ দুয়ের সাহিত এবং সঙ্গতি কিসে হয়, তাই গোড়ায় লক্ষ্য। গানে যেমন গান আর বাজনা তন রাখিবে 'তাল', মন ধরিবে 'সুর'। তনকে, বিশেষতঃ, বরুণ করিবে আপ্যায়ন, যাতে ব্যানবিতান অব্যাহত হয়; মনকে, বিশেষতঃ, সোম, যাতে ব্যানসন্ধির সৌম্য সন্ধানটি হইতে পারে। তনমন, এ দুয়ের সৌম্যসঙ্গতি (concordance) হইলে চন্দ্রমা। চন্দ্রমা তনমন দুটিকেই আপন আপন নেমি মর্য্যাদায় (each in its own field friendliness) সৌম্যমাত্রে রাখেন। তন, মনের ওপর বেপরওয়া তম্বি তাগিদ তদ্বির করে না; মনও তনের কাছে মরজি মেজাজ গরজের বায়না চালায় না। তনও তার সব তাতে 'তালিম' আর, মনও তার সব তাতে 'মরমী' হইতে থাকে। তনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তালিম' বলিতে শ্বাস-নাড়ীস্পন্দ এদের ছন্দোগত্ব, ব্লাড্প্রেসার, ব্লাড্সুগার ইত্যাদির সৌম্য—এসব অবশ্যই ধরিতে হইবে। চন্দ্রমাদৈবত তনমনের স্পন্দ স্বাধিকারে লইলে এ সবই হওয়া স্বাভাবিক। আবার, তন তালে (ছন্দে) আসিলে, মনকেও সে ছন্দঃ ছাঁদিয়া লয়।

'তন' ও 'মন'

তনের বিষম স্পন্দনে (ইন্দ্রিয়, স্নায়ু, মস্তিষ্কাদির) মন তো কেবলি স্পন্দিত হয়, তনের সুষম স্পন্দনে, মন সাড়া দিবে না, এও কি হয় ? যেমন গানে বাজনায় ইত্যাদিতে কর না, তেমনি জপাদিতে ব্যাহরণকে বাহ্য (mechanical) বলিয়া কদাপি অনাদর করিও না। ভাবের 'তন' না হইলে ভাবের 'মন' মেলে না। তাই রহস্য কারিকাটি—

ত্রিবেণীসঙ্গমে লব্ধ্বা গঞ্জিকাসেবিনং গুরুম্।
পূর্ণকুম্ভে কুরু স্নানং বগাহ্যামূর্দ্ধ চাম্ভসি ॥৭৫
মকরে পূর্ণিমায়াং বা মাঘামায়াং বিশেষতঃ।
ধূমঃ সত্যো ভবেদর্চ্চিঃ সদ্যোর্চ্চি র্ব্রহ্মবর্চ্চসে ॥৭৬

ত্রিবেণী সঙ্গমে যাইয়া প্রথমে কোন প্রগাঢ় গঞ্জিকাসেবী গুরুলাভ কর। সে গুরুর অন্তেবাসী হইয়া গঞ্জিকামর্দ্দনে, সেবনে এবং ধূমধারণে দক্ষ হও। তারপর, যখন বুঝিবে এইবার গঞ্জিকাধূম মূর্দ্ধায় (মাথায়) উঠিয়াছে, তখন 'অম্ভসি' (জলে) অবগাহন করতঃ মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হও। মকর সংক্রান্তি, পূর্ণিমা এবং মাঘী অমা—বিশেষ করিয়া এই তিন পর্ব্ব দিনে। ঐ সকল পর্ব্বে, হে গঞ্জিকাধূমপায়ী, তোমার স্নানাবগাহনটি যদি ভালমতে হয়, তবে কি ফল তার, তাকি জান ? তোমার সেবিত ধূম সত্যঃ অর্চ্চিঃ হইবে এবং সে অর্চ্চিঃ সত্যঃ ব্রহ্মবর্চ্চঃ অধিগমের হেতু হইবে। অতএব, প্রগাঢ় গঞ্জিকাধূমপায়ী হইয়াই পূর্ণকুম্ভে নিষ্ণাত হও।

এখানে ত্রিবেণী সঙ্গম—প্রণবের অ, উ, ম, অথবা ব্যাহৃতিত্রয়, 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' ইত্যাদি তিন সঙ্গম। প্রগাঢ় গঞ্জিকাধূম—সমুদিত নাদস্পন্দকে বহির্বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া আপন দেহাদি 'কুম্ভে' ধারণ এবং তার পূরণ (পূর্ণকুম্ভ)। মূর্দ্ধা—নাদমেরু—নাদোর্ম্মি মূর্দ্ধা। এখানে আসিয়া চন্দ্রমা সমাশ্রয়ে বিন্দুলীনতায় ক্রমে অবগাহন ও নিমজ্জন। মকরক্রান্তি—উদয়মেরু ;

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণিমা—বিন্দু অভিমুখীনা নাদপরিসীমা 'নাদশিখর'। 'তৎসবিতুর্বরেণ্যমের ভর্গোমুখীনতায় পৌর্ণমাসী ; আর 'ধীমহি' রসমধুরিমায় পূর্ণিমা। মাঘী অমা-বিন্দুমেরু। মাঘ='মা+অঘ'=অঘরাহিত্য। অথবা, 'মা+ঘ'। ঘ=ঘোষবান (ব্যক্ত), তার লীনতা। 'ধূম' এবং 'অর্চ্চি' দুইটি 'মার্গ'। অর্চ্চিঃ সদ্যঃ আবির্ভূত হইয়া সদ্যঃ (বিলম্বিত ক্রমে নয়) ব্রহ্মজ্যোতিতে অভিনিষ্পন্ন হবার দ্বার অবারিত করে।

প্রাণ ও অপান

প্রাণাপানৌ প্রবর্ত্তেতে ধূমমার্গ-প্রবর্ত্তকৌ।
প্রবর্ত্তেতার্চ্চিরাদিশ্চ ব্যানসন্ধৌ প্রবর্ত্তিতে ॥৭৭

ইড়া পিঙ্গলায় প্রাণাপান (অনুদান-অসমান) প্রবর্ত্তিত হইয়া ধূম-মার্গের প্রবর্ত্তক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু (সমানোদানকে সাধক করিয়া) যদি ব্যান সন্ধি সন্ধানে (সুষুম্নামার্গে) প্রবর্ত্তিত হয়, তবে অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রবর্ত্তিত হয়। এর রহস্য সাধক ভালেন্দু ঐন্দবী ছটায় প্রণিধান করিবেন। যথা—গায়ত্রীতে আদি ওঙ্কারে অগ্নি (সধূম); ব্যাহৃতিতে (বায়ুদৈবতে) অগ্নি উদ্দীপিত 'বরেণ্যম্' পাদে অর্চ্চিঃ হইলেন ; তিনি 'ধীমহি'তে ভর্গোরূপ হইয়া জ্যোতীয়ে 'ধিয়ঃ'কে 'প্রচোদিত' করতঃ ব্রহ্মাববোধে অভিনিষ্পন্ন হইতে প্রবর্ত্তিত হইলেন উদান-সমানকে 'সাধক'রূপে পাবার কথা বলা হইয়াছে। গায়ত্রীতে 'বরেণ্যম্' অবধি উদান, তৎপরে সমান ব্যানসন্ধি (বিন্দুমেরু) মিলাইতে সাধক হওয়া আবশ্যক। কথাগুলি ব্যাহরণ এবং অনুধ্যানে 'যাচাই' করিয়া লইতে হইবে উল্লসন্তী-বিলসন্তী 'ঐন্দবী ছটা' আগে অলসিত, ধূমে নিমীলিতবৎ থাকে তাবৎ জপাদির স্পন্দে (সমর্থস্থলে) ভ্রূমধ্য জ্যোতিঃকণ সহকারে স্পন্দিত হয় বটে কিন্তু সুষুম্নোন্মেষে অর্চ্চিরাদি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলে, তদূর্দ্ধে (অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে 'উন্মীলন' (অজস্র-প্রোজ্জ্বল-জ্যোতিঃ ইত্যাদি 'জ্যোৎস্না' আকারে) ঘটে। তখন অধোমুখ 'চন্দ্রবিন্দু' উর্দ্ধমুখ হইয়া দ্বিদলকে প্রসন্ন-প্রোজ্জ্বল প্রস্ফুটিত করিল।

কুম্ভ ও কুম্ভক

পূর্ব্বোক্ত কারিকায় 'কুম্ভ' (কুং=বেদং=ব্রহ্ম, ভাতি) এবং 'অম্ভ' (অম্+ভস্—এ দুটি প্রাণরসায়নে পরীক্ষা করিও)। এই শব্দ দুইটি রহস্য সূত্র সঙ্কেত দিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুম্ভকে 'অম্ভসা' পূর্ণ করতঃ তাতে আমূর্দ্ধনিষ্ণাত হইয়া 'ধূম'কে 'অর্চ্চিরাদি' রূপে মিলাইতে, জপাদি-জন্য এবং জপান্তে যে স্পন্দবিতান, তাকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চঅপহ্নুতি পরিহার করাইতে হয়। জলে ঢিল ফেলিলে স্পন্দন (বীচি) হয়, কিন্তু সেটি ক্ষয়িষ্ণু (diminishing); তাকে বর্দ্ধিষ্ণু (augmenting, amplifying—intensively & extensively) করা যায় কি উপায়ে, সেটি দেখিতে হয়। এর নিমিত্ত ঐ গঞ্জিকাসেবীর দৃষ্টান্তে আদৌ কুম্ভ বা কুম্ভক সাধনা; নাক টিপিয়াই শুধু সেটি হয় না। স্পন্দকে অন্তক্রিয় হইয়া রটন, রণনাদি আকৃতিতে মিলানই প্রকৃত কুম্ভক। এটি সাধারণ সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ব্যবহারেও উদাহৃত। কয়লা, পেট্রল থেকে যে স্পন্দ সঞ্জাত, তাকে ঐ কুম্ভকাকৃতিতে লওয়াই এঞ্জিনাদি যন্ত্রের প্রাথমিক মুখ্য কর্ম্ম। Conservation Effect এর ফলে 'অটন' হয় 'রটন'; আর Resonance Effect দ্বারা হয় 'রণন'। ঐ দুটি কর্ম্ম যে বহিক্রিয়াদির ফলে ব্যাহত হয়, তাকে বলে Leakage, Drain, Dissipation ইত্যাদি।

স্পন্দের মিত্র ও বৈরী-

তারপর ধর, কোনও স্পন্দ জাত হইয়া 'গ্রস্ত' (absorbed ইত্যাদি) হইয়া পড়িল। যথা—ক্যামেরার প্লেটে ছবি উঠিবে; কিন্তু মধ্যে যদি দৃশ্য, অদৃশ্য কোনও পরদা (screen) থাকিয়া রশ্মিগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তবে? আমাদের এই যন্ত্রে (ভিতরে এবং বাহিরে) ঐরূপ স্পন্দগ্রাসক পরম্পরা বিদ্যমান; কতকগুলি মিত্র, কতকগুলি বৈরী। ভিতরে এদের বৈরী-রূপটির সাধারণ নাম 'পাপ্মা'। লাইকোপোডিয়াম ডাষ্ট ছড়ানো কোন কাচ ফলকের নিকটে বেহালা বাজিতেছে, বিষমবিন্যস্ত রেণুপুঞ্জে কোনও সুষমাকৃতি ফুটিবার কথা, যদি মাঝে কোন damping, screening, scattering পরদা না থাকে। গায়ত্রী প্রভৃতিতে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই ব্যাহৃতিত্রয় ঐ ত্রিবিধ পাপ্মা পরিহার করে। 'ভূঃ' ('এই') দ্বারা প্রথম 'গ্রাস' (absorbing, damping); 'ভুবঃ' দ্বারা দ্বিতীয় (scattering, refracting etc.); এবং 'স্বঃ' ('সেই') দ্বারা তৃতীয় (screening, bounding) পরিহার কর। যথাক্রমে, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য দেবতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ্মা, এনস্ ও মন্যু

তারপর, 'কলঙ্কিত' (distorted, deformed) সুষম বীচিগুচ্ছ তটবাতাদি প্রহত অথবা পরস্পর প্রহত হইলে তাহাদের সৌম্যমান হারায়। বিশেষতঃ ভিতরে এ সব বাধার সাধারণ নাম 'এনস্'। যথা, ক্যামেরার প্লেটে বিজাতীয় রশ্মি (স্পন্দ) পড়িয়া ছবিটি বিকৃত করিল। এই বিরুদ্ধ স্পন্দগুলি মিত্র গ্রাসে পাতিত করা হইল 'ভূতাপসারণ'।

দুইটি বিজাতীয় স্পন্দের সংঘর্ষের ফলে যে অবশ্যম্ভাবী বিকৃতি, সে বিকৃতিতে যদি গুরু প্রকৃতিবিপর্য্যয় ঘটে (যথা, ক্যামেরার একটা ছবিতে অপর একটা ছবি পড়িলে হয়), তবে হয় বিপর্যস্ত। এটি গুরুবিকৃতি। জপাদিতে কায়াদির যে অভীষ্ট স্পন্দ, সেটিকে লঘু-গুরু দ্বিবিধ বিজাতীয়-স্পর্শ-সংঘর্ষ নিমিত্ত বিকৃতি থেকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। জপকালেও বটে, জপান্তেও বটে। জপান্তে যে সুষম-শান্ত স্পন্দবাহিতা সুরু হয়, সেটিকে সাগ্নিকের অগ্নির মত রক্ষা করাই প্রশস্ত। ডাক্তার কোনও তেজী ইন্জেক্শন্ দিয়া রোগীকে যেমন কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতে বলেন, তেমনি, অন্ততঃ কিছু সময়, জপ ধ্যানাদির মিত্রস্পন্দগুলিকে আপন প্রকৃতির সংস্কার-নাড়ীসমূহে 'শোষিত' (assimilated) হইতে দেওয়া আবশ্যক। সহসা এই সোম (পোষণী) ধারাকে ভ্রষ্ট, বিপর্য্যস্ত, পরাস্ত হইতে দিতে নাই। যে মহাভেষজ ভিতরে গেল, তাকে সঙ্গে সঙ্গে উগ্‌লাইয়া ফেলিয়া কি হবে? অথবা, সঙ্গে সঙ্গে কোনও antidote দ্বারা তাকে পরাস্ত করিয়া? বিপর্যস্ত করে যে সব বাধা, তাদের নাম দাও—'মন্যু'। 'মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্'।

'মৃত্যু'

শেষকালে, তোমার অভীষ্ট স্পন্দের বা স্পন্দধারার অবলুপ্তি-বিলুপ্তি যাতে না হয়, সেটি দেখ। 'অনিরাকরণং মেঽস্তু'। নামাদিকে নাদাদি ধ্রুবকোটিতে তুলিয়া না দিতে পারিলে, এই অবলুপ্তি পরিণাম অপরিহার্য্য। তোমার কূপের জল কখনও শুখাইবে না, যদি তাকে চিরবহমানা কোন অন্তঃসলিলায় সংযুক্ত রাখিতে পার। সমর্পণ-যোগ বিশেষ করিয়া সমাশ্রয়ণীয়, এই চির-চাওয়া চির-পাওয়ার মিলন-নাড়ীটি বাহাল রাখার নিমিত্ত। 'আমার' কাটা কূপ, 'তোমার'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া অফুরান স্বাদুসলিলে (এবং অন্তে, অমৃতে) ভরিয়াই রাখ,' হে আমার একান্ত-শরণ স্বামী! অবলুপ্তি ইত্যাদি যেটি ঘটায়, তার সাধারণ নাম 'মৃত্যু'। তাই 'মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ'।

সমর্পণ যোগ

পূর্ব্বোক্ত অপহ্নবগুলি স্পন্দবিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে মুখ্যতঃ বিবেচিত হইল। এরা সার্ব্বভূমিক, এবং এদের প্রতিবিধানও তদ্রূপ। সাধনে এরা সবিশেষ উদাহৃত। এর মধ্যে তামস-রাজস ভেদটিও সযত্নে লক্ষ্য করিও। তামস পরিহারের নিমিত্ত চন্দ্রমাঃ, আর রাজস নিবারণের জন্য চন্দ্রমা ভজনীয় তত্ত্ব। অর্থাৎ যথাক্রমে, জ্যোতিঃ এবং জ্যোৎস্না। উভয়েই 'জ্যোৎ' এই রহস্যমূল (base) টি আছে, তা বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব পরিভাষায় সেই ভর্গস্ এবং রোচিস্। সমর্পণ-যোগটি এইরূপে ভাবনা কর—

ক্ষয়িষ্ণুং মে দীপং প্রথয়তি পুনর্ভালকিরণৈঃ।
পুনর্ভাবং গ্রস্তং লসয়তি মুদা চেন্দুলসিতৈঃ। (দধতু বিমলং
চেন্দুনখরাঃ)
কলঙ্কং মার্ষ্টীয়ং মুখশশিরুচিশ্চাঙ্করহিতা
বিপর্যস্তং স্বস্থং স্থিতমপি গতং নামকথনাৎ ॥৭৮
(ভাতি হৃদি চেৎ॥)

প্রদীপ আমার নির্ব্বাণ-উন্মুখ তব ভালরশ্মি নাথ করুক উজ্জ্বল।
(করে সমুজ্জ্বল)
তোমা পানে 'গ্রস্ত' ভাব মোর, বিলসিত নখরেন্দু করুক বিমল॥
(করে সুবিমল)
বিদ্ধ যত মোর কলঙ্ককালিমা, নিষ্কলঙ্ক মুখশশিরুচি মুছে লয়।
স্বস্থ, যাহা বিপর্যস্ত, যাহা গেছে, তাও রয়, যদি হৃদে আন নাহি ভায়॥
(প্রাণ যদি 'নাথ' নাম গায়॥)
(যদি দাও 'নাথ' নামে জয়॥)

এইরূপ সমর্পণেই পূর্ব্বকথিত (প্রথম খণ্ডে) পঞ্চশুদ্ধির মূল যে সঞ্চারশুদ্ধি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি সাধিত হয়। আর, মূলে রসসঞ্চার শুদ্ধ হইলে, বিষগুল্ম অমৃতবল্লী হইতে কতক্ষণ! তাই, পূর্ব্ব এক কারিকায় যে পঞ্চশাখ বিষোদ্ভিজ্জের কথা হইয়াছে, সেটিকে পঞ্চশাখা সুধাবল্লীতে পরিণত করার নিমিত্ত, সমর্পণযোগে মূলে সঞ্চার শুদ্ধি হইতে দাও। দুটির মূলেই 'অহমে'র গ্রন্থি আছে বটে, তবে, একে সে গ্রন্থি 'নিরাকরণ' গ্রন্থি, অন্যে সেটি 'অনিরাকরণ'। ব্রহ্ম অথবা ভগবত্তা নিরতিশয় শুদ্ধ রসসামগ্রী। যদি তোমার 'অহং' গ্রন্থি, তাকে 'নিরাকৃত' করে, তবেই রস হয় অপরস, বিরস ইত্যাদি। যেমন, কূপের জলের আপন যোগানটি যদি রুদ্ধ হয় তবে সে দূষিত, ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি। অতএব, 'যোগ' ঠিক রাখ।

শাখা পঞ্চ পঞ্চ

বিষগুল্মটিকে সাধারণভাবে 'দুর্মনাঃ' বলা হইয়াছে। এর পঞ্চশাখা—অপমনাঃ, অবমনাঃ, বিমনাঃ, অন্যমনাঃ, অমনাঃ। পক্ষান্তরে, সুমনাঃ সুধাবল্লীর পঞ্চশাখা—অনুমনাঃ, প্রতিমনাঃ, যতমনাঃ, মিতমনাঃ এবং স্থিতমনাঃ। এই যে দশটি মনঃসংস্থা (mind attitude), এতেই সমগ্র মনোবিজ্ঞান 'সংক্ষিপ্ত' জানিবে। অর্থাৎ, এ দশের বাহিরে মনের ব্যাপার (সমনাঃ ভাব) নেই, বুঝিতে হইবে। Psychic and parapsychic (subconscious ইত্যাদি)—এ দুই-ই এই 'দশধা'তে আসে। প্রাণে এবং বাকেও এই দশধাত্ব নিহিত (যথা, বাকে—বাচিক, উপাংশু, মানস, এই তিন বৈখরী ; অবর-বর সন্ধি সেতু, এই তিন মধ্যমা ; সকৃৎ পশ্যন্তী, সদা বা সনাৎ পশ্যন্তী এবং 'দিবীব' বা শুদ্ধা এবং অনন্তা পশ্যন্তী, এই তিন পশ্যন্তী ; এবং, শেষে, পরা ;—এই দশ)। এই দশধাকে 'মনোদোহা' ইত্যাদি করার নিমিত্ত দশধা জপ।

প্রণবের পঞ্চমাত্রায় অন্বয়

আবার, প্রণবের অকারাদি পঞ্চমাত্রা দ্বারা যথাক্রমে অপমনাঃ ইত্যাদি পাঁচটি দৌর্মনস্য পরিহার কর ; এবং অনুমনাঃ ইত্যাদি পাঁচটি সৌমনস্য অধিগত কর। এক একটি লইয়া ভাবিয়া দেখ। প্রণবের অকারে চিত্ত-প্রাণাদির স্পন্দের অপক্ষীয়মাণতা (অপমনাঃ) পরিহার করতঃ অনুবৃত্তি (অনুমনাঃ) আরব্ধ কর। উকারে 'অব' কে কর 'প্রতি'। যেটি তলাইয়া যাইতেছে তাকে কর প্রতিমুখীন। মকারে বিমনাঃ হৌক যতমনাঃ (divergent হৌক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

convergent)। নাদ মিতমনাঃ এবং বিন্দু স্থিতমনাঃ হবার স্থান। 'মিত' মানে সৌম্যমানে আসা—সুষমবিতানে, শান্তবাহিতায়।

যট্ পূর্ণানি চ শূন্যানি চত্বারি বিন্দুবর্জ্জনে।
তেষু দশাননং জেতুং রামো দশরথাত্মজঃ ॥৭৯

পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী লেখাদিতে ছয়টি পূর্ণ এবং ছয়টি শূন্যস্থল দেখান' হইয়াছে। এখন, ছয়টি পূর্ণের সংখ্যা ঠিকই রহিল। বিন্দুতে যে স্থিতি বা লয় শূন্য স্থল, সেটিকে বাদে শূন্যের সংখ্যা হয় পাঁচ। এ গুলি স্পর্শশূন্যের স্থল। এর মধ্যে, ব্যাহৃতির আগে এবং 'প্রচোদয়াৎ' এর অন্তে স্পর্শদ্বয়কে 'অর্দ্ধস্পর্শ' ভাবে লইলে, শূন্যের সংখ্যা হয় চারিটি। এটি ব্যাহরণে বুঝিয়া লইতে হইবে। এখন, ছয় আর চারে দশটিতে দশানন (রাবণ) আততায়ী হইতে পারে। কেমন করিয়া? উদয়ে যে বিন্দুশক্তি নাদরূপে উৎসারিত হইলেন, তাঁকে বল—'স্'। এই 'স্'কে পূর্ণস্থলে পূর্ণমানে দেখায় যেটি, সেটিকে বল 'সী'। আর শূন্যস্পর্শস্থলে ঠিক তলমানে দেখায় যাহা, তাহাকে বল 'ত'! এবং পূর্ণ-শূন্য উভয়কেই শেষ পর্যন্ত বিন্দুলীনতায় (পূর্ণ-শূন্যের একত্রাবস্থানে) লইয়া যায় যাহা, তাকে বল—'আ'। পাইলে—'সীতা'। ইনি প্রণবাদি মহানামের সাক্ষাৎ স্বরূপ-শক্তিরূপা। সীতাকে 'হরণ' করে দশানন রাবণ। রাবণ=রৌ+অণ (বা অন)। রু=শব্দ করা, উকারের বৃদ্ধিতে 'ঔ'। অণ্ বা অন্ গতি এবং প্রাণন বৃত্তি বুঝায়। এটি দশধা। 'রু', কিনা, ব্যাহরণাদির শব্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে, ভাবাদি, চন্দ্রমাঃ, এবং চন্দ্রমা, এই দুইতত্ত্বের দ্বারা নিরূপিত যে সৌম্য-মান্, সেটিকে 'অতিক্রম' করিয়া, 'ব্যভিচারে' বৃত্তিমান্ হইলে হয় 'রাবণ'। প্রণবাদি যে কোন মহানাম জপধ্যানে স্বচ্ছন্দা, সুষমা, শোভনা যে 'সীতা' (স্বরূপশক্তি এবং বৃত্তি)কে ঐ রাবণ যাতে না হরণ করে, সে পক্ষে অবহিত রহিতে হইবে। দণ্ডকারণ্য কুটীরে লক্ষণের 'গণ্ডী' টানা কেন, তা ভাবিয়া দেখ। গণ্ডী= সৌম্যমান মর্য্যাদা।

যদি সীতা অপহৃতা হন, তবে তাঁকে, রাবণসংহারকরতঃ সমুদ্ধারকারী প্রণবের যে পরমরমণ, পরমপ্রতাপী রূপ, তিনি হইলেন 'রাম'। পূর্ব্বোক্ত রেণু-অটনাদি স্থলেও অটন থেকে রমণ পর্য্যন্ত, এই চারিটিকেই, স্বীয় পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতাপে, আপন পরম রমণে সংগৃহীত এবং সমাপ্ত করেন। তখন, এ চারি হয় রাম লক্ষ্মণাদি পরম-চতুষ্টয়। 'দশরথাত্মজ' পদেও ভাবনা দিও। 'দশরথ' শব্দেও 'দশ', কিন্তু 'রথ' শব্দে 'রথী'র ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। সুতরাং যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ, তাঁর অধ্যক্ষতা, এখানে 'অস্বীকৃত' নয়। সর্ব্বাধ্যক্ষ যে প্রণব বা মহানাম (রাম), তাঁর স্বরূপ শুদ্ধ মানদা সীতা। দশরথাত্মা সে অধ্যক্ষতার স্বীকার বা অঙ্গীকার ভূমি। মন্থরা-মন্ত্রণায় এর সাময়িক ব্যতিক্রমও ভাবিয়া দেখিও। গায়ত্রী প্রভৃতি জপে, সীতারাম, রাধে শ্যাম, গৌরী বা উমা শঙ্কর ইত্যাদি ইষ্টবীজ এবং মহানামের মানদা যে অধ্যক্ষতা, সেটি রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্তরূপে, 'সীতারাম' শব্দ লইয়া কিছু বলা হইল।

মকর-সংক্রান্তি, ইত্যাদি অধ্যাত্মে

সুতরাং, ওঙ্কাররূপী 'রাম' এবং স্বরূপশক্তি এবং আকৃতিরূপা 'সীতা' মিলনেই রহিবেন। পুনশ্চ, ত্রিবেণীতে পূর্ণকুম্ভ স্নানটি এইভাবে সমাপন করিয়া ইষ্ট-জপ-ধ্যানে প্রবৃত্ত হও—

ত্রিবেণীং মকরে গচ্ছেৎ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ মুণ্ডয়েৎ।
অমায়ামম্ভসি স্নায়াদ্ বিন্দেত বিন্দুমাধবম্ ॥৮০

মকরযোগে ত্রিবেণী যাও, পৌর্ণমাসীতে মুণ্ডন কর; অমাবস্যায় সঙ্গমজলে স্নান কর। এই তিন কর্ম্ম করিলে কি হয়? বিন্দুমাধব লাভ হয়।

মকরযোগ বাক্, প্রাণ, চিত্ত—এ তিনেই বুঝিয়া লইও। এ তিনে 'শুক্লাগতি' (অর্চ্চিরাদির) উপক্রম হইলেই মকর-সংক্রমণ। যেমন, শ্বাস দক্ষিণ নাসা থেকে বামে (চন্দ্রে) যাইতেছে। দক্ষিণে বহিয়া শ্বাস যদি থাকে 'বাম', তবে 'বামেন দাক্ষিণ্যং' এবং তদ্রূপ বাম শ্বাসনাড়ীতে সংক্রমণ হইল 'মকর'। তোমার অভীষ্ট 'অধ্বে' বায়ু সংক্রমণ হইলে এই মকরযোগ মিলিল বুঝিবে। সুষুম্নাবর্ত্মে হৃদয়-ভ্রূমধ্যাদি অভীপ্সিত স্থলে, এই যোগটি মিলিয়া যাইতে পারে—A decisive switch over, a pointed re-orientation. বাহ্যপ্রকৃতির মত অন্তঃপ্রকৃতিও কোনরূপ অভিনব উন্মেষ বিকাশাদির নিমিত্ত এই মকরযোগের 'প্রতীক্ষা' করে। পতন, ধ্বংসাদির স্থলেও ব্যতীপাত যোগাদি আছে। সে সব স্থলে সতর্ক হইতে হয়। শরীরের ব্যাধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের আদি, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি জীবনে, এই দ্বিবিধ যোগ সবিশেষ লক্ষণীয়। বাকের দিক্ থেকেও 'মকর'কে উপেক্ষা করিবে না। যথা, বৈখরী জপ যদি কোন স্থলে মধ্যমায় আসিয়া পড়ে, এবং তার ফলে জপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে নাদ, সেই নাদধারায় পতিত হয়। পক্ষান্তরে, ব্যতীপাতাদিও আছে। ধর, অউম। 'ম'তে অন্তিম স্পর্শ দিয়া থামিয়া যাইতেছে (by jerk)। কিন্তু যদি দেখ, 'ম' নিজেকে শেষ হইতে না দিয়া নাদ-বিন্দু-কলা এই 'ত্রিবেণী' আকৃতিতে 'গুণিত' করিয়া (evolve, work out) লইতেছে, তবে হইল—ম + ক্র (গুণ) = 'মকর'। ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে 'কলিতা', হরজটাজালে বিন্দুলীনা, এবং নাদ-বাহিনী গঙ্গা এই 'মকরাসনা', ভাবিয়া দেখিও। 'ম'তে লইয়া (ওম্, রাম, হ্রীম্ ইত্যাদিতে) তাকে বল—'তুমি শেষ হইয়া যাইও না'; নিজেকে গুণিত কর ('ক্র' এর গুণে 'কর')। চিত্তেও ধ্যানলোক, ভাব রস ইত্যাদিরূপে, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্তাদি চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যাহার করতঃ 'সংযমে' লইতে হয়। এটি পূর্ব্বোক্ত মকর-আকৃতি। 'ম' যেখানে বলিতেছে,—'এই শেষ', 'ক' সেখানে অভিনব ব্যঞ্জনমুখ ফুটিতে দিল; 'ঋ' তাকে ঊর্দ্ধ বা মূর্দ্ধন্য সম্বেগটি দিল, এবং বলিল—'উপরে ওঠ', আর, 'ঋ' গুণিত হইয়া বলিল—'আরও আরও উপরে ওঠ, যে পর্য্যন্ত মূর্দ্ধন্যধাম অধিগত না হইতেছে।' মকরযোগে এই শুক্লা, ঊর্দ্ধগা 'মাঘী' আকৃতিটি অবশ্যই মিলাইবে।

বিন্দু-মাধব

মকরের 'ক্র' (অভিনব ঊর্দ্ধগা শুক্লা অভিব্যক্তি) যদি যথাক্রমে গুণিত হইয়া চলে তো, প্রথমে মিলে 'পৌর্ণমাসী' অন্তে 'অমা'। এ দুটি আগে বিবেচিত হইয়াছে, বিশেষতঃ গায়ত্রীর দৃষ্টান্তে, যেমন, একটা বীজ। যখন সেটি অঙ্কুরান্বিত হইল, তখন 'মকর যোগ' (যথা, উদয় প্রণবে)। যখন সেটি পাদপরূপে পুষ্পিত হইল, তখন তার 'পৌর্ণমাসী'। আর, ফলে আবার বীজাকারে তার 'অমা'। এই পরিণতি চক্রটি ভাবনা করিও। মকরাদি একবার মাত্র নয়, বারংবার আসে। যেমন, শিশিরান্তে বসন্তানিলে পাদপে মুকুলোদ্গমে আবার 'মকর'। কিন্তু এই পরিণতিচক্রের পরমবিরামটি কোন্ স্থলে? তাই, কারিকায় শেষে—'বিন্দতে বিন্দুমাধবম্'। বারবার বিন্দুস্পর্শ অথবা বিন্দুবিশ্রাম, আর সাক্ষাৎ বিন্দুমাধব সমাশ্রয়, এ দুয়ে ভেদ আছে। শেষেরটিতে তোমার আচরিত জপচক্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীন হয় বিন্দুমাধবকরে 'সুদর্শনে'। 'সুদর্শনের' সুদর্শন নিমিত্ত ঐ তিন যোগে পূর্ণকুম্ভে নিষ্ণাত হও। 'মাধব' শব্দে 'মা'+'ধব' বিভাজন করিলে, যেটি কখনই ত্যাগ করে না ('ধু'), এই অর্থ আসে। 'মা' নিষেধে। অথবা, 'মা' = আমাকে, যিনি 'ধব' স্বামী হইয়া গ্রহণ করেন, অনাথ বা অনাথা রাখেন না।

বর্ণরসায়ন ও রূপরসায়ন

আচ্ছা, 'মকর', 'মাধব' ইত্যাদি বহু শব্দ লইয়া 'প্রাণরসায়ণ' প্রভৃতির অজুহাতে ব্যাকরণ অভিধানের সকল 'ছাড়পত্র' সময় সময় ছিঁড়িয়া ফেলা কি চলে ? এ আপত্তির উত্তর আগে দেওয়া হইয়াছে। প্রাণের গতি এবং ভাবের গতি এবং বাকের গতি—এ তিন গতিকে সমর্থ সঙ্গমে মিলাইবার নিমিত্তই শব্দ। সাধারণ ব্যাকরণবিধি এবং কোষ, এই সমর্থ সঙ্গমে তত্ত্বতঃ এবং পূর্ণতঃ সচরাচর লইয়া যায় না ; তাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য ততদূর অবধি নয়। বিজ্ঞানে আভিধানিক ভাষার তো অপ্রতুলতা নেই ; তবে রহস্য পরিভাষা, নাম, ফরমূলা, এগুলি কেন? সাধারণ লবণকে লবণ না বলিয়া NaCl বলা হবে কেন ? প্রাণ, ভাব এবং বাক্—এ তিনকেই পরিপূর্ণ সমর্থ ব্যঞ্জনায় আনে যাহা, তাহাই শব্দের যথার্থ 'বর্ণরসায়ন'। বেদতন্ত্রাদি সকল রহস্য বিজ্ঞানেই এরূপ রসায়ন তত্ত্বতঃ এবং কার্য্যতঃ অঙ্গীকৃত ও অনুসৃত। ওম্, হ্রীঁ ইত্যাদি কোন্ সাধারণী ব্যাকরণ বিধিতে পড়িবে ? বর্ণ সম্বন্ধে যেমন, রূপাদি সম্বন্ধেও তেমন। রূপাদিকেও সমর্থসঙ্গমে নিষ্ণাত হইতে দিলে তারা আর সাধারণ সঙ্কেত (sign or symbol) থাকে না। তারা হয় প্রতীক, বিগ্রহ, যন্ত্র, ইত্যাদি। সঙ্গীতে তাল, সুর আর ভাব-রস—এ তিনই সমর্থসঙ্গমে মিলে কিসে ?—আলাপে। আলাপে তালাদি আর আলাদা করিয়া থাকে না। অথচ, শুদ্ধ আলাপেই রাগ যথার্থতঃ রূপান্বিত। কেন না, গায়ত্রী ইত্যাদিতে যেমন, তেমনি আলাপেও স্বরব্রহ্ম যে ওঙ্কার, তাঁকে নাদ-বিন্দু-কলা—এই ত্রিবেণী রূপে 'যুক্ত' এবং 'মুক্ত' করিয়া দেখাইতে হয়। মুমুচান ও মুক্ত, এবং যুঞ্জান ও যুক্ত—নাদবিন্দুকে এই 'চারিপাদে' যাহা কলয়ন করে; নিত্যযুক্ত যে নাদবিন্দু—সামরস্য, তাকে পরস্পর মুমুচান অথচ পরস্পর যুঞ্জান এবং মিথুনরূপে ছন্দে, স্বরে, ভাবে, রসে, যাহা লীলায়িত করে, তাকে বল 'কলা'। ধ্রুপদ সঙ্গীতে আস্থায়ি প্রভৃতি চারিপাদে মুমুচানাদি ঐ চারিটি পাদ উদাহৃত হওয়া আবশ্যক। ব্যাহরণেও এই চারিকে মিলাও। যেমন, গায়ত্রী ব্যাহরণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি মৃদঙ্গবাদনের সঙ্গে তুলনা কর, তবে 'বরেণ্যম্' স্থলে মৃদঙ্গের 'দক্ষিণে' পূর্ণ মুক্ত আঘাত (চাঁটি), আর, 'প্রচোদয়াৎ' স্থলে 'বামে' পূর্ণ যুক্ত আঘাত। এই আঘাতে বিলয় ওঙ্কার গভীর স্পন্দনে অন্তর্মুখ এবং সূক্ষ্ম হইতে হইতে বিন্দুতে লীন বা যুক্ত হইবেন। বীণাদি আলাপনেও নাদ-বিন্দু-কলাকে ঐ চারিভাগে দেখাইলে আলাপন পূর্ণ এবং সমর্থ হয়। মধ্যে মধ্যে 'আ' 'ঈ' 'ঋ' ইত্যাদি এক এক দীর্ঘ স্বরকে এমন এক সুষমা রণণী (in harmonic resonance) স্পন্দবিতানে আনিতে হয়, যাতে মুমুচান-যুঞ্জান দুটি 'কলাই' সহযোগে (in unison) চলিতে থাকে। ঈ প্রভৃতি দীর্ঘস্বরের এবম্বিধ সহযোগী স্পন্দ-বিতানকে বল—'সেতু'। নাদবিন্দুর সেতু।

মূল-মাতৃকা

'মার্গ' সঙ্গীতের সাধনা এবং সিদ্ধির সঙ্গে গায়ত্রী প্রভৃতি ব্যাহরণের যে সাধনা ও সিদ্ধি, তার সাজাত্য (close affinity) আছে। উভয়েরই মাতৃকা-আকৃতি (Mother Pattern or Matrix) ওঙ্কার। সমগ্র নিসর্গ তার উদয়, স্থিতি, বিচিত্র উন্মেষ এবং বিলয়—এসব কয়টিতেই ঐ মাতৃকা-আকৃতিতে 'আহিত' (laid—as differentiated and integrated) রহিয়াছে। প্রণবই সব কিছুকে (পাদমাত্রাদিতে) বিন্দু-অণিমায় এবং নাদ-মহিমায় আকলিত-সঙ্কলিত করিয়া বিদ্যমান। সুতরাং ওঙ্কার সাধনই মূল এবং পরম সাধন। ওঙ্কাররূপা বাক্ 'সাম্না' উদ্গীথ হইয়া থাকে; যেমন সঙ্গীতে কোনও রাগের যেটি শুদ্ধ আকৃতি সেটি আলাপে আততা এবং উর্জ্জিতা হয়। শুদ্ধ আকৃতির 'ব্যত্যয়ে' (পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ অপহ্নবে) সেটি হয় না। ওঙ্কারের যে স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতঃশুদ্ধ পরমাকৃতি, তাতে অপূর্ব্ব অধ্বগত্ব, ছন্দোগত্ব এবং ধামগত্ব বিদ্যমান, সেটি আদি-মধ্য-অন্ত সর্ব্বত্রগ বলিয়া তুলনারহিত। এই অতুলনীয় 'স্বে মহিম্নি' থেকে চ্যুতি (অপহ্নব) কি উদ্গীথে, কি রাগালাপে একান্ত বারণীয়। উদ্গীথ কদাপি উদ্গীত মাত্র হইবে না; আলাপও কদাপি নিত্য স্ফোটস্বরূপ যেটি তার 'অপলাপে' পতিত হইবে না।

চারি 'রসায়ন'

এখন রাগ আলাপকে স্বরে এবং রেখায় (স্বরলিপিতে) যেমন দেখান' হয়, তেমনি মৌলিক ওঙ্কার প্রভৃতিতেও দেখান' হইতে পারে। এতেই প্রাণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসায়নের উদ্ভব। 'প্রাণ' শব্দকে মুখ্য অর্থে ('এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ') লইলে, প্রাণরসায়ন চতুর্ব্বিধ: বর্ণরসায়ন, রূপরসায়ন, ছন্দোরসায়ন এবং ভাবরসায়ন। এগুলি কিছুটা বিবেচিত হইয়াছে, এবং অতঃপর অন্যত্র হইবে। প্রথমটি Basic Sound-element Picture. যেমন, পূর্ব্বোক্ত 'মকর' ইত্যাদি। তারপর, Basic Graph (যার নিমিত্ত উপযুক্ত Co-ordinates ভাবিয়া লইতে হয়)। যেমন, গায়ত্রী লেখাদি। তৃতীয়টি, Representation of relevant Basic Harmony Function. যেমন, সুষম উর্ম্মিগুচ্ছ ইত্যাদি। চতুর্থটি মূল-ব্যঞ্জনাকৃতি ('রহস্য' বা 'উপনিষৎ')—Basic Significance Picture. যেমন, উদয়াদি স্থলে মূলসম্বন্ধী ভাবের গতি, পরিণতি। গায়ত্রীর ঐ ছয়টি কলায় এক একটিতে কি নিগূঢ় ভাব 'স্বতঃ' অভিব্যক্ত হইতেছে? কল্পিত জল্পিত ভাব 'চাপাইলে' কুলাইবে না। এ চারিটি ছাড়া সোমরসায়ন নাম দিয়া আরও একটি লওয়া যায়। পঞ্চ 'বাতিকগ্রস্ত' আমাদের তাহা হইলে পঞ্চ-রসায়ন মিলিয়া গেল। ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ—ভামতী ও মধুমতী। তাৎপর্য্য, বোধে কি ভাবে মহিমায় ফুটিল, আর আস্বাদে কতখানি মাধুর্য্য মিলিল—এই দুইদিক দিয়া দেখিয়া লইতে হয়।

ভামতী মধুমতী

ভামতী এবং মধুমতী এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনাই যাতে সত্য এবং সুন্দর হইয়া ফলিত হয়, তার নিমিত্ত চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা আমাদের ব্যবহারিক পঞ্চ রসায়নকে পঞ্চ অপহ্নব মুক্ত করুন!

ভামত্যৈ চন্দ্রমা ভাতু মধুমত্যৈ চ চন্দ্রমা।
ভালে চ হৃদয়ে মুঞ্চ মৃষাঽন্ধশুষ্ককল্পনম্ ॥৮১

ব্যঞ্জনার যে ভামতী ছটা, তার নিমিত্ত 'চন্দ্রমাঃ' 'ভালে' তাঁর ভাতি স্বচ্ছোজ্জ্বল করিয়া রাখুন! আর, মধুমতী, রসসন্দোহরূপা যে আস্বাদনী বৃত্তি, তার নিমিত্ত 'হৃদয়ে' তাঁর বিমল কৌমুদীমাধুরী বিকিরণ করুন! একদিকে অন্ধ, মূঢ় কল্পনা, অন্যদিকে শুষ্কবিতর্ক-মরুমরীচিকাতুল্য যে কল্পনা,—এ দুটিকেই 'মৃষা', কিনা মিথ্যা জ্ঞানে পরিহার কর (মুঞ্চ)।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রসায়নে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমার রসশালায় যেন এই দ্বিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা কল্পনাকে ঢুকিতে দিও না! মৃষাকল্পনা বিসম্বাদিনী, সত্যের সংবাদ দেয় না; নিজেরা আপোশে বিসম্বাদ, কোন্দল করে। সত্যসম্বাদিনী যে কল্পনা, সে কল্পনাও, যোগমায়ার সহচরী। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগেও বটে। তত্ত্ববিজ্ঞান এবং প্রয়োগবিজ্ঞান, দুয়েকেই জিজ্ঞাসা কর—কল্পনা ছাড়া তাদের চলে কি? কিন্তু কল্পনা ভামতী এবং মধুমতী (যথা, গায়ত্রী এবং মধুমতী ঋক্)—এ দুয়ের আনুগত্য-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিবে।

'ভাল' 'হৃদয়' প্রভৃতির ব্যঞ্জনা

'ভাল' এবং 'হৃদয়' শব্দ দুটিকে শুধু 'স্থানিক' (local, regional) করিয়া বুঝিও না। 'ভাঃ+ল' আকৃতিটি পরীক্ষা করিও। ভাঃ=ভাতি, জ্যোতিঃ। 'ল'=লীন হবার স্থল। 'লীন' মানে লোপ পাওয়া নয় (যথা, বিন্দুলীনে)। কেন্দ্রস্থিত, ঘনীভূত হওয়া এস্থলে 'ল'এর মানে। অথবা, 'ল'=পৃথিবীতত্ত্ব। যাহা সুষুম্নাবর্ত্মের ঊর্দ্ধ সন্ধিতে বা মেরুতে (ভালে) থাকিয়া, 'অধস্তন' যে পৃথিবীতত্ত্ব, তাকে আপন রশ্মিদ্বারা আপূরণাদি করে, তাহাই 'ভাল'। গুরুধাম এস্থলে। সুষুম্না যখন জপাদি ক্রিয়ার ফলে 'শক্ত্যাহিত' (charged) হইতে থাকে, তখন সে 'চার্জ্জ'কে জ্যোতিঃতে (প্রকাশাদিতে) 'সমৃদ্ধ' করে 'ভাল'; বাণী বা বাক্ সমৃদ্ধ করে 'বিশুদ্ধ'; রস-সমৃদ্ধ করে 'হৃদয়'; তেজঃ সমৃদ্ধ করে 'নাভি'; সাবলীলতা সমৃদ্ধ করে 'স্বাধিষ্ঠান'; আর সাধিষ্ঠ-স্থাপিত করে 'পৃথিবী'। সাধিষ্ঠ-স্থাপনাটি 'লং' বা পৃথ্বীতত্ত্বেই হইবে বটে, কিন্তু সুষুম্না-উন্মেষের উপক্রমে 'মূলে' যে 'ভূ', সে 'ভূ', 'ভূকম্পন' আকারে দেখা দেয়। A sudden surcharge of 'released' energy. উপরিকেন্দ্র সমূহের অধ্যক্ষতা বিশেষতঃ আবশ্যক হয়—'ভাল' এবং 'হৃদয়', এ দুয়ের অধ্যক্ষতা সমধিক বিশেষ করিয়া। ঐ 'ভূকম্পন' স্বাধিষ্ঠান শক্তিতে 'সাবলীল' হইয়া গোড়াকার কৃচ্ছ (spasmodic ইত্যাদি) রূপটি ছাড়ে। 'নাভি'তে 'কেন্দ্রস্থ' (অর-নেমিসহ) হয়। কিন্তু 'উপরি' হইতে 'প্রাণ', 'বাক্' এবং 'ধী'—এই ত্রিতয়ের (অর্থাৎ, হৃদয়, কণ্ঠ এবং ভাল এ তিনের) পরিভাবন, পরিভাষণ এবং পর্য্যবেক্ষণ না মিলিলে, নাভিস্থিতা যে তেজঃ শক্তি, তার রস, স্বর এবং জ্যোতিঃ আকারে উদ্বর্ত্তন (sublimation) ঘটে না। সুষুম্নায় যে 'চার্জ্জিং', সেটিকে চারি প্রকারে ভাবিয়া লইবে :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষুম্নায় 'চার্জিং

Top charge, Bottom charge, Central charge, Peripheral charge. শেষেরটিতে কোন 'কেন্দ্র' এখনও সজাগ-সক্রিয় হয় নাই; শুধু, কোন কোন স্থলে কখনও কম্পনাদির অনুভব হইতেছে। এই কয়টি ব্যতীত অপর এক 'অসাধারণ' শক্তি-পাতন বা জাগৃতি আছে। তাকে বল—Super charging. এতে সমগ্র সুষুম্না উদ্‌বুদ্ধ-উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এর উপক্রম মূলাধারে অথবা দ্বিদলে, অথবা উভয়ত্র যুগপৎ, হইতে পারে। জপে উদয়ে বিলয়ে, এই দুই স্থলেই বিশেষ করিয়া উক্ত 'উপক্রম'টি মিলাইতে হয়। শঙ্খাবৃত্তির আকৃতি লইলে, উদয়ে বিন্দু (বা Basic Point of the Spiral Axis) থেকে শঙ্খাবৃত্ত গতি সুরু হইয়া সেটি দক্ষিণ থেকে বামে ক্রমে উপরে আতত (expanded) এবং উর্জ্জিত (uplifted) হইয়া চলে। এমন যদি কোন 'ভূমি' ভাবনা করা যায়, যেখানে যাইয়া গতি-অক্ষের (axis of movement এর) দ্রাঘিমা সর্ব্বাধিক, এবং তার সঙ্গে গতির আততি (extensivity)-ও সর্ব্বাধিক, তবে সেই ভূমিই হইল পূর্ণোদয় বা গরিষ্ঠোদয় (maximum manifestation)-এর ভূমি। উদয় সে পর্য্যন্ত চলিয়া 'মেরু' প্রাপ্ত হইবে। তখন হয় বিলয়ের 'পালা'। সে পালা চলিলে উর্জ্জিত এবং আতত শঙ্খাবৃত্তটি (Spiral as fully evolved and manifested), সেটি ক্রমে বৈপরীত্যে (in the opposite 'sense') অক্ষের দ্রাঘিমা এবং ব্যাপ্তির আততি হ্রস্ব করিতে করিতে সম্পুটিত হইয়া (as enfolded, involved) বিন্দুতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এ দুটিই ওঙ্কারের দুটি রূপ। সমষ্টি ব্যষ্টি সব কিছু উদয় বিলয় ওঙ্কারের এই দুটি রূপকে ধরিয়াই চলিতেছে। বিশ্বের সৃষ্টি এবং প্রলয়েও তাই। সুতরাং যে পরমমূল থেকে উদ্ভব, সে পরমমূলে সমাবৃত্ত হবার নিমিত্ত, প্রণবের শুদ্ধ আকৃতি সমাশ্রয় করা চাই। করিলে কি হয়? ভুবন বা সংসৃতিচক্রের গতির যে সম্বেগ (momentum) তাকে কাটাইয়া সহজে এবং অচিরে পরমমূলটি মিলাইতে পারা যায়। যেমন কোন equation বা system of equations কোনও কোনও Family of curvesএর নিরূপক। এখন, উক্ত equation-এর terms গুলিকে যদি কোনও কোনও 'শুদ্ধ' valuesতে লওয়া যায়, তবে curves গুলিও সঙ্গে সঙ্গে সরল, সুষম, সুগম ইত্যাদি হইয়া যায়। উদয়-বিলয় ক্রমে ওঙ্কার সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল সংস্থতি-চক্রের নিয়ামক equations গুলিকে যথার্থ শুদ্ধি সাম্যে আনয়ন-সাধন। এর ফলে, অবাঞ্ছিত এবং জটিল-কুটিল eccentricities গুলির পরিহার ঘটে। প্রতিটি curveকে বলা যায়—'এই তোমার শুদ্ধ-সুষম-সরল আকৃতি; এতেই তুমি থাক, চ্যুত হইও না। চ্যুত হইলে 'স্বভাবে' সহজে ফেরা যায় না।'

'কেন্দ্রীণ' হওয়া—বিন্দুধারণম্

সমষ্টি-ব্যষ্টি, অণু-মহান্ নিখিল বিশ্ব যদি এইভাবেই ওঙ্কারে সমুদ্ভূত, সমাশ্রিত এবং সমাহৃত হইয়া বিদ্যমান, তবে সে মূল মাতৃকাকৃতি (প্রাণব্রহ্মরূপী বাক্), অস্মদাদির প্রত্যয়ে সদাপ্রকট এবং শুদ্ধপ্রকট হইয়া নেই কেন? ওঙ্কাররূপে যাহা পরাবাক্, সেটি মাঝখানে পশ্যন্তী এবং মধ্যমার দুস্তর ব্যবধান রাখিয়া আমাদের বৈখরীকণ্ঠে এবং কর্ণে এমন কুণ্ঠিতাদি আকারে আসিতেছে কেন? পরায় যাহা নিরতিশয়, পশ্যন্তীতে যাহা শুদ্ধ সমর্থ, মধ্যমায় নিত্যস্ফোটরূপ হইয়াও 'অব্যক্ত', সেটি বৈখরীর 'কণ্ঠে' এমন কুণ্ঠাকৃপণ হয় কেন? আর সে কুণ্ঠাদি কাটাই বা কি করিয়া?

ধর, আমাদের এই চক্ষু। আলোকরশ্মি এর রেটিনাতে পড়িলে রূপবর্ণাদির প্রত্যয় হয়। কিন্তু দৃষ্টিযন্ত্রে কোথাও রশ্মিস্পন্দ সমূহের 'কেন্দ্রীণ' (focussed) হবার 'উপযোগটি' থাকা চাই। নচেৎ, এলোমেলো ছড়ানো (irregularly scattered) স্পন্দগুলি জটলা করিয়া 'chaos' সৃষ্টি করিবে, কোন বিস্পষ্ট রূপজ্ঞান দিবে না। তাড়িতাদি অন্য অন্য স্পন্দের বেলায়ও তাই। শব্দের বেলাতেও তাই। প্রাণ চিত্তাদির স্পন্দেও ঐ কেন্দ্রীণতায় আসা চাই। নইলে, জটলা আর হট্টগোল। ঝড়ের সময় সাগর বক্ষে উন্মত্ত ঊর্ম্মিসঙ্ঘাতে যেমন। অণু-বিরাট বিশ্বে, অন্তরেও, এই বিক্ষুব্ধ বারিধি-মত্ত-কল্লোলই যেন বেশী শুনিতেছি! কেন্দ্রীণতার বিন্দুতে অবস্থান প্রায়শঃ হয় না, তাই। পরম কেন্দ্রীণতার ঠাঁই হইল, ওঙ্কারের সেই 'বিন্দু'—the metaphysical Perfect Point. প্রণবাদি জপে সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থাতেই ঐ পরমকেন্দ্রীণ ঠাঁই (the Point of perfect focussing) মিলাইবার নিমিত্ত 'বিন্দুধারণ' অভ্যাস কর।

> যথা রূপে তথা শব্দে স্পন্দে কেন্দ্রীণতাং গতে।
> অব্যাজবিঘ্নসংস্থানমথাতো বিন্দুধারণম্ ॥৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন্দ্রীণসংস্থান হইলে স্পন্দের ব্যাজ (বৈরূপ্য) এবং বিঘ্ন (বৈগুণ্য) হইতে পারে না। তা হইলে, উন্মত্ত-উর্ম্মি-মহাকল্লোল হইবে—'ওম্'। (যেমন, সিন্ধৌ বিন্দুদ্‌শকমে।) অতএব, উদয়-বিলয়-ক্রমে বিন্দুধারণে সযত্নে প্রবৃত্ত হও। Chaos of discordanceকে 'Music of celestial spheres'এ আনিতে একমাত্র বিন্দুই সমর্থ। অধ্যাত্মক্ষেত্রেও ভাবিয়া দেখ। বিন্দু ছাড়া আর কেই বা রেণু-অটন-রটন-রণন এই তিনকে 'রেণুরমণ' করিয়া লইবে! তাই দেবতা ভালে শশিকলায় বিন্দুধারণ করিয়াছেন।

ওঙ্কার ও রামনাম

কিন্তু এইরূপ শুদ্ধ সমর্থভাবে ওঙ্কার-সাধন তো মহাবীরের সাধন। মহাবীর বায়ুনন্দন হনুমান। 'উ'কার বায়ুদৈবত। সুতরাং, প্রণবের 'উ'কে সমাশ্রয় করতঃ বিন্দুমেরুতে যে উদয়বিলয় সাধন, সে সাধন শুদ্ধ সমর্থ আকৃতিতে করিতে যে আদর্শ উপযোগ সেটি বায়ুনন্দন হনুমানেই রহিয়াছে। তিনি 'উ'কে লইয়া উল্লম্ফনেই সমুদ্র তরিতে সমর্থ। উদয়মেরু থেকে বিলয়মেরু পর্য্যন্ত বিস্তারিত সমুদ্র। অধম-মধ্যমাদি সাধারণ সাধকের উত্তরণের জন্য কি চাই? সেতুবন্ধন। সেটিও শ্রীমদ্ হনুমান গুরুরূপে কর্ণে 'রাম' নাম শুনাইয়া করিয়াছেন। কি ভাবে? 'অউম' এর 'উ'কে 'আ' করিয়া। 'উ' উর্জ্জিত রূপ; 'আ' আততরূপ। 'উ'তে সাগর অথবা গিরি লঙ্ঘন। আর 'আ' উত্তুঙ্গ যে গিরি অথবা দুস্তর যে সাগর, তাকে তোমার সাধ্যসাধনার 'তলে'ই আতত করিয়া পাতিয়া ধরে। কাজেই 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়েদ্ গিরিম্'। ওঙ্কার সাধনের 'বিকল্প' এটি নয়; 'অনুকল্প'। 'অনু' শুনিয়া নিষ্ঠা হারাইও না। মধুর অভাবে গুড় নয়। খাঁটি মধু যদি না সয়, মধুকে লও 'মধুর' করিয়া। তাতে খাঁটিও মিলিবে এবং সহ্য হইবে। 'অউম' যদি হন 'র+আ+ম', তবে, তোমার আমার জন্য কি হয়? সেতুবন্ধনাদি হইয়া সীতামায়ীর উদ্ধারটি হয়। এই শ্লোক দুটি ভাবনা কর—

অরণ্যোর্মথিতং হ্যগ্নিং রক্ষোভ্যো রক্ষতি স্বরাৎ।
মারুতেরূর্জ্জিতং মার্গমাতস্তনোতি সেতুনা ॥৮৩
অন্তকস্য স্পৃশে রাতি সোমার্দ্ধধারিণো মুখাৎ।
লোকাভিরাম ওঙ্কার-স্তারকো রামনামতঃ ॥৮৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অ' এবং 'র'

ওঙ্কারে আদিবর্ণ যে 'অ,' সেটি অগ্নি বটে, কিন্তু অরণীদ্বয়ে আহিত অগ্নির মত সে অগ্নি অব্যক্ত (unmanifest)। বাকের দৈবত অগ্নি; বাকে আদি এবং সর্ব্বব্যঞ্জনাশ্রয় যে অকার তাতে অগ্নি অবশ্যই অধিষ্ঠিত। অরণীদ্বয়কে 'মন্থন' করতঃ সে অগ্নিকে অভিব্যক্ত করিতে হয়। বাহ্য যাগের মত আন্তর যাগেও অরণীদ্বয়কে উপযুক্তরূপে ভাবনা করিতে হয় (যথা, 'আত্মানমরণিং কৃত্বা' ইত্যাদি স্থলে)। মন্থনে সমুদ্ভূত অগ্নি বিশেষতঃ 'র' বর্ণের দ্বারা প্রাণনে ব্যক্ত। অর্থাৎ, মন্থনে 'অ' হইল 'র'। এইবার তাতে বাহ্য অথবা জপ-ধ্যানাদি আন্তর যাগ হইবে। কিন্তু বাধা অন্তরায় সৃষ্টি করে 'রাক্ষস' (রক্ষস্ থেকে জাত)। এই রাক্ষস থেকে রক্ষা করেন কে? রাম—আপন আদিবর্ণ যে 'র' তদ্দ্বারা (স্ব-রাৎ)। প্রণবের 'অ' মন্থনে 'র' হইল বটে; কিন্তু সে 'র'কে রাক্ষস থেকে রক্ষা করেন 'রাম' এই নামের 'র'- কার। ইহাই প্রণবের অকারের রাম নামে 'র'কারে রক্ষা-রসায়ন।

মারুতি মার্গ

তারপর 'উ'। ওঙ্কারের ইহা মধ্যে রহিয়া বায়ুকুমার যে মারুতি তাঁরই উর্জ্জিত যে (ব্যোম) মার্গ সেটির নির্দ্দেশ করে। মারুতি সাগর উল্লঙ্ঘন করতঃ এই উর্জ্জিত মার্গ দেখাইলেন। এতো মহাবীর সাধন। প্রণবাদি জপে 'উ'কে সমর্থ শুদ্ধ উর্জ্জিতরূপে ফুটাইয়া তোলা যে গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইবার মতোই সাধন। পঙ্গুর কি উপায়? কাজেই 'উ'কে 'আ' করিয়া, সাধনের ব্যাপ্তি বিতান সাধিত হইল। 'উ' এবং 'আ' স্বর দুটি উচ্চারণ করিয়া এই সুগমতা সাধনটি পরীক্ষা কর। ঐ সঙ্গে 'ঈ' 'ঋ' স্বর দুটিকেও প্রাণন-আকৃতিতে পরীক্ষা করিও। 'উ' আর 'ই' (বা 'ঈ')-এর মধ্যে প্রথমটিতে বেধমুখ্যতা, দ্বিতীয়টিতে লম্বমুখ্যতা রহিয়াছে। Vertically উঠিতে বা নামিতে 'ই', আর parabola ইত্যাদি curve আকৃতিতে 'উ'। Wave-pattern এ তাই 'উ' মুখ্যতা। এদের তুলনায় 'আ' 'planar' function; অথচ উহা সুগম-বিতানে সীমা পর্যন্ত লইতে পারে—যদি ব্রহ্ম 'অনিরাকৃত' রহেন; যদি ব্রহ্মকৃপা বা ব্রহ্মময়ীর দয়া তাঁদের 'আ' দিয়া আমার প্রাণের

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আকরণ'কে আপূরণাদি করেন। এই নিমিত্ত 'আ' স্বরে সাধনে অনিরাকৃত-ইষ্টব্রহ্মে সমর্পণ যোগটি রাখা চাই। 'পারের কর্তা তুমি পার কর'—এই ভাব। এইটি হইলে, দুস্তর সাগর উত্তরণের যে মারুতি মার্গ, সে হইল—সুগম সেতু। কেবল অগণিত বানরচমূ কেন, ঐ তুচ্ছ কাঠবিড়ালীটিও এইবার সেতু সমাশ্রয়ে পারে যাইতে বাদ পড়িবে না!

অন্তকের অন্তিম স্পর্শ

শেষকালে 'ম' এই অন্তিম স্পর্শ বর্ণ। এ অন্তিম স্পর্শ তো অন্তকের (যমের) স্পর্শেরই কথা শোনায়। কিন্তু অন্তকেরও যে অন্তিম স্পর্শ তার কথা? প্রণবের 'ম'তে সোম। নাদবিন্দুকলা অর্থাৎ 'সোমার্দ্ধ' (সোমের নাদকলায় এবং বিন্দুকলায় 'ঋধ্যমান' মাত্রা) ভালে ধারণ করতঃ ত্র্যম্বক হইলেন মহামৃত্যুঞ্জয়—যিনি মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন আর অমৃতে যুক্ত রাখেন। কাশীধামে সোমার্দ্ধধারীর মুখে তারকব্রহ্ম যে 'রাম' নাম তাহা শুনিয়া অন্তকের যে স্পর্শ তার অন্ত হইয়া যায়। তোমার ভিতরেও নিত্যকাশীধাম বিরাজমান। কোথায়, তা বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধে ভাবিয়া লও। যথা, 'হংস' যোগে 'হ' এবং 'স,' এ দুটি বরুণা-অসি নাদ বা ওঙ্কাররূপা গঙ্গায় যেথায় মিশিতেছে, এবং নাদগঙ্গাও প্রবাহিতা হইয়া যেখানে বিন্দু অভিমুখে উত্তরবাহিনী হইতেছেন, সেখানেই কাশী। নাদ যদি কেবল বহিয়াই চলে তবে তার গতি 'দক্ষিণা' গতি; আর যে বিন্দুতে উদিত সেই বিন্দুতেই যদি ফিরিয়া চলে তবে গতি 'উত্তরা'। যেমন একটা curve. যে point of origin থেকে উদ্ভব তাকে যদি শুধু ছাড়িয়াই চলিতে থাকে তবে, এই পরিভাষা মত তার গতি 'দক্ষিণা'; কিন্তু Origin এ ফিরিলে 'উত্তরা'। এইরূপ আবার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি লইয়াও কাশীধামের সন্ধান কর। 'ত্বং' আর 'অসি' এ দুইএ বরুণা-অসি যদি বল তবে 'তৎ' রূপ পরমে যে সাধিষ্ঠা লক্ষণা তাহাই উত্তরবাহিনী গঙ্গা। লক্ষণা (তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্) অন্যমুখে যাইলে তা হয় না। এইরূপ নানা অনুবন্ধে কাশীধাম আপনাতে ভাবিও। জপধ্যানে 'রাম রাম' 'ওঁ রামঃ', 'জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম' ইত্যাদি মন্ত্রে কাশীশ্বর সোমার্দ্ধধারী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ঐ মন্ত্রকে তারকব্রহ্ম নাম রূপে তোমায় শোনান এবং সে শ্রবণে কি হয়? 'শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম। শমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম ॥' অন্তকের স্পর্শ অন্তিম স্পর্শই (অমৃতমকার) হইয়া যায়। সুতরাং 'অউম' এর শেষ বর্ণটিও 'রাম নামে' সাক্ষাৎ অমৃত স্পর্শ হইয়া যায়। এইভাবে মহাবীর-সাধন যে ওঙ্কার সাধন সেটি 'রাম নাম' রূপে 'লোকাভিরাম' হইয়াছে। অর্থাৎ সকল লোকের, সর্ব্বাবস্থায় অতীব অভিরাম পরম রসায়ন। 'লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্।'

'অ'রূপেতে অগ্নি অরণীতে,
যাগ তরে 'র'রূপেতে করিলে মন্থন।
রাক্ষসেতে আসে যাগ কলুষিতে,
'র'কারের ব্রহ্মশরে করিলে বারণ ॥
উচ্ছ্বসিত এ ভীষণ পারাবার,
মহাবীর 'উ'কারেতে করে উল্লঙ্ঘন।
ব্যোমমার্গ মারুতির উরজিত,
('আ'কারেতে) আতত সুগম করে সেতুর বন্ধন ॥
অন্তকের নিজ অন্তিম পরশ,
ত্রিয়ম্বক মুখে 'ম' এ কর দান।
লোক অভিরাম করিলে ওঙ্কার,
সর্ব্বপ্রাণরসায়ন 'রাম রাম' নাম ॥

'রাম' নাম

ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে—'রাম' নামে আলোচ্য চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা, এ দুটি তত্ত্ব কি ভাবে নিষেবন-নিরত রহিয়াছে। 'র' রূপে জাতবেদাঃ এবং রক্ষোঘ্ন যে অগ্নি, তাঁর পরিচর্য্যায় প্রথমতত্ত্ব (সুতরাং, এতদুদ্দেশ্যে 'ওঁ রামঃ' মন্ত্রটি বিশেষভাবে সমাশ্রয়ণীয়।) এবং মৃত্যুর পারে যে অমৃত, সে অমৃতে নিষ্ণাত হবার নিমিত্ত (অর্থাৎ রেণুরমণ লোকাভিরাম রূপে মিলাইবার জন্য), চন্দ্রমা। 'নমো রামায় রামচন্দ্রায়।' এতদুদ্দেশ্যে 'সীতারাম', 'সীয়ারাম', এই মহানাম দুটি লইও। মন্ত্র, ন্যাস, গায়ত্রী, কবচ—সবই অনুবন্ধানুরোধে আবশ্যক হয়। মহানামেরই এগুলি আপন 'আকলন'। কল্পিত, আরোপিত, সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিহরণীয় ভাবিয়া বসিও না। কূর্ম্মের মত নাম বা বীজই এসব 'অঙ্গ' আপ… থেকে 'আকলন' করেন; এবং অনুবন্ধের উপসংহারে, আপনাতেই আবা… 'সঙ্কলন' বা 'সংগ্রহ' করেন। উপসংহারের আগেই সংহার হইতে নাই। যেমন 'ওঙ্কার'। ব্রহ্মের আদিমা বাক্ (পরা)। ব্রহ্ম স্বয়ংই এর ঋষি, 'অ… রূপে দেবতা, গায়ত্রীরূপে ছন্দঃ, এবং কর্ম্মরূপে বিনিয়োগ। ব্রহ্ম স্বয়ংই এ… চতুষ্টয়রূপে আকলন করেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত কি বা কে তাহা করিবে?

'সীতারাম'

প্রসঙ্গতঃ, 'সীতারাম' 'সীয়ারাম' নাম ছুটি পূর্ব্ব খণ্ডে কথঞ্চিৎ 'অবলোকি… হইয়াছেন। 'ত'কার এবং 'য়' এই বর্ণদুটিতে ধ্যান দিও। প্রথমটিতে 'সে… পাতিয়াছেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ভক্তাবতার মহাবীর ('য' বা বায়ুবীজ রূপে… সাক্ষাৎ সহায় হইতেছেন জীবকে ভবসমুদ্র তরাইতে। পুনশ্চ, 'সীয়ারা… এই নামে 'সীতারাম' 'হৃদয়ে' ('য' এর স্থান) যাইয়া বসেন ('জিন্ কা হৃদি … রাম বসে')। আবার 'সীতারাম' নামে অযোনিসম্ভবা সীতা পৃথিবীদুহিতারূ… আবির্ভূতা হইয়া লীলা অন্তে আবার পাতাল প্রবেশ করিতেছেন। কিন্তু 'স্ব… তিনি উদয়-বিলয়-রহিতা চিরপূর্ণা বিন্দুরূপা। সুতরাং বিন্দুলীনতার যে সাধ… তার নিমিত্ত 'সীয়ারাম' নামটির অপূর্ব্ব উপযোগ বিদ্যমান। জপিয়া দেখ… প্রণবের আকৃতি এতে একান্ত অবারিত, অনিরাকৃত। এইরূপ অন্য অন্য ভাবে… 'ভাব-রসায়ন' করিয়া কৃতার্থ হও।

তারপর, 'মা' নাম লও।

> 'ম' ইতি সর্ব্বস্পর্শানা'ম' ইতি চ স্বরান্ত্যয়োঃ।
> 'আ' ইতি চালয়ো ব্যাপ্তিঃ সীমা ব্রহ্মময়ীতি 'মা' ॥৮৫

'ম' এই অক্ষরে সর্ব্বস্পর্শ (যাহা কিছু স্পর্শ করে বা স্পৃষ্ট হয়) লও। '… এই অক্ষরে 'স্বর' এবং 'অন্ত্য', এ দুটিকে লও। কেবল বর্ণের দিক দিয়া নয়… এ দুটিতে, লক্ষণায়, সব কিছুর উদয় এবং বিলয় বুঝিবে। যেমন, কোনও স্পর্শ… উর্ম্মি। এর সম্বন্ধে তিনটি মূল প্রশ্ন—উদয় বা আরম্ভ; স্পর্শ (পূর্ণের পা… এবং শূন্যের পানে) বা বিকাশ; এবং, বিলয় বা অন্ত। এ তিনের 'আলয়'— কি বস্তু? এ তিনের ব্যাপ্তি কোথায়? আর, এ তিনের পরিসীমাই … কোথায়? সমষ্টি-ব্যষ্টি-নিখিল-বিশ্ব সম্বন্ধে এ তিনের উত্তর—'মা' ব্রহ্মময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষড়ূর্ম্মি

বাক্, প্রাণ, মন—এ তিন মিলাইয়া ওঙ্কারের, আপন সাধিষ্ঠরূপে 'মা' বলিয়া ডাকিলে, 'মা, মা, মা', নাম জপ করিলে সন্তানের ঐ আকুতিত্রয় (কোথায় আলয় ? ইত্যাদি) 'মা' ই আপনি পরম অঙ্কে টানিয়া লইয়া মিটাইয়া দেন। আকুতিত্রয় সংক্ষেপে এই—কোন্ বা কার নিজ আলয়ে আছি ? কোথায়, কতদূর যাইতে হইবে ? কোন্ অবধি যাইয়া আবার আপন আলয়ে ফিরিব ? স্পন্দ বা উর্ম্মি মাত্রেরই এই তিন প্রশ্ন। জীব ষড়ূর্ম্মিতে পতিত। এই ষড়ূর্ম্মি কাটানোর নিমিত্ত 'একোর্ম্মি' রূপ ওঙ্কার, 'মা', 'রাম', 'হরি'—এসব সমাশ্রয়। গায়ত্রী ছন্দে কি হইয়াছে ? বাধক এবং ঘাতক যে ষড়ূর্ম্মি, সেটি 'অমৃতায়' 'জ্যোতীরসায়' ষড়ূর্ম্মি হইয়াছে—যাতে ছয়টি পূর্ণ, ছয়টি শূন্য স্থল। বিন্দুতে (সংস্পর্শস্থলে) পূর্ণশূন্য একত্র। ভূতের আর কালের 'ছক্কা' কাটাইবার জন্য 'অমৃতস্য ধারাং দুহানা'—এই অপূর্ব্ব অমৃতায়ন 'ছক্কা'! ষড়ূর্ম্মিকে যদি প্রকারান্তরে 'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে' ইত্যাদি ষট্‌পরিণাম মনে কর, তবে গায়ত্রীর ছয়টি অমৃতোর্ম্মি দ্বারা ঐ ছয়ের যথাক্রমে আপ্যায়ন, অমৃতায়ন কর। অর্থাৎ উদয় ওঙ্কারে 'জায়তে', ব্যাহৃতিত্রয়ে 'অস্তি' ইত্যাদি ; শেষে, 'ম্রিয়তে' বারণের নিমিত্ত—বিলয় ওঙ্কারে বিন্দুসমাশ্রয়। উর্ম্মিসমূহের 'মারণ' স্পর্শকে 'জীবন' স্পর্শে লইবে কি করিয়া—ইহাই সমস্যা।

এতদর্থে নীচের কারিকাটি অবহিতচিত্তে ভাবনা কর—

পূর্ণে শূন্যে হ্যুভয়ত ইহ স্পর্শমাত্রং দধানৌ
কান্তিং শান্তিং কিমুদয়লয়াবূর্ম্মিপাকে দধাতে।
আলীয়েরন্ যদি জনিলয়স্থানসিন্ধৌ লহর্য্যো
বিন্দৌ সিন্ধুর্ভবতি যুগপচ্ছূন্যপূর্ণঃ সমাপ্তঃ ॥৮৬

বিশ্ব উর্ম্মিপাকে অসহায় পতিত তোমার,
অবিশ্রান্ত চলে তোলাপাড়া।

জীবনের শূন্যে পূর্ণে শুধু চকিত পরশে
কোন্ কান্তি কোন্ শান্তি দিল সাড়া ?

জীবনমরণ, দিবাযাম, নিদ্রাজাগরণে,
কেবা পূর্ণ বল, কেবা তরপিত ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লহর চূড়ায় উঠিতে না উঠিতে পতন,
সানুকোলে শোয়ামাত্র বিতাড়িত !
এ অশেষ লহরীর দোলা যদি হয় শেষ
উদয়-বিলয়-আলয় সাগরে।
যত অল্প, যতেক ভঙ্গুর, যদি হয় স্থির,
অখণ্ড বিপুল আপন আধারে॥
তবে জেনো, সেই স্থির শান্তভূমি সবাকার,
একাধারে চির পূর্ণশূন্য হয়।
পূর্ণ ও পরম, শেষটি নিঃশেষ একঠাঁই,
বিন্দুতেই যদি সিন্ধু সমাপয়॥

খণ্ডোর্ম্মি ও ঘাতোর্ম্মি

জপধ্যানাদি সাধনে এক এক বর্ণ, রূপ, ভাবাদিকে এক এক খণ্ডোর্ম্মি এবং ঘাতোর্ম্মি থাকিতে দিলে তো হয় না। প্রথমে তাদের এক অখণ্ড নাদসিন্ধুতে সুষম লহরীভঙ্গিমায় মিলাইতে হইবে; এবং অন্তে, সে নাদসিন্ধুকেও বিন্দুতে লইয়া শূন্যপূর্ণ সমাপন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রণবাদর্শে (এবং গায়ত্রী ছন্দে) 'মা' এই একাক্ষর মহামন্ত্র সাধন কর। 'গায়ত্রী ছন্দঃ' বলিতে কি? থেকে. সুষম-সমর্থ আকৃতিতে যাদের উদয় এবং তাতেই সুষম-সমাধি আকৃতিতে বিলয়। যথাক্রমে, চন্দ্রমাঃ এবং চন্দ্রমা। ঐ আকৃতিতে কটি পাদমাত্রাদি রহিবে, সেটি 'সামান্য' প্রশ্ন নয়, 'বিশেষ' প্রশ্ন।

'মা' নাম এবং গায়ত্রী

'মহামায়া'সূত্রে বলা হইয়াছে যে, 'মা' এই নামে প্রণবের সর্ব্বমাত্রাই সমাহৃত।

অকারোকারমকারাশ্চ নাদবিন্দুকলা অপি।
ষড়ূর্ম্মিশমনে ষণ্ণাং 'মা' ইতি নামভাবনম্॥৮৭

অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা—এছয়টির 'ভাবনী' যে মহামায়া, তাঁর সাক্ষাৎ নাম যে 'মা', সে নাম কি করে ? পূর্ব্বোক্ত ষড়ূর্ম্মিকে নাদে সুষমবিতান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনশ্চ বিন্দুতে সুষম সমাপনে লইয়া যায়; সুতরাং, ষড়ূর্ম্মি শমন হয়। 'ব্রহ্মের স্বাভাবিক নাম 'ওম্'। ব্রহ্মময়ীর স্বাভাবিক নাম 'মা'। এই একাক্ষর মহামন্ত্রের ঋষি স্বয়ং মহামায়া; দেবতা, পরমাম্বিকা; ছন্দঃ, গায়ত্রী; বিনিয়োগ —সর্ব্বশমন, সর্ব্বসম্পূরণ। এই মন্ত্রের গায়ত্রী এই আকৃতিতে ভাবনা করিতে পার—

ওঁ মা মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে বিন্দুবাসিন্যৈ ধীমহি
তন্নঃ পরমাম্বিকা প্রচোদয়াৎ ॥ওঁ॥৮৮

এবম্বিধ গায়ত্রীজপে 'বিদ্মহে' স্থলে 'চন্দ্রমাঃ' এবং 'ধীমহি' স্থলে চন্দ্রমা প্রসন্ন হউন। 'ভাতি' স্বচ্ছ—সমুজ্জল না হইলে 'বিদ্মহে' হয় না; আর 'ভাবরস' শান্ত প্রগাঢ় না হইলে 'ধীমহি' হয় না।

পুনশ্চ, প্রাণের দিক থেকে এইভাবে সাধন কর :—

উদরং নান্নপানে বা নাসিক্যৌ বিভৃতোঽনিলৌ।
ব্যান এব বিভর্ত্ত্যেকঃ সমানোদানসঙ্গতৌ ॥৮৯

এই যে উদর, ইহাকে অন্নপান 'ভর্ত্তি' করে না; নাসিক্য যে প্রাণাপান বায়ুদ্বয় (অনিলৌ) তারাও 'ভর্ত্তি' করে না। এখানে 'ভর্ত্তি' মানে 'পূর্ত্তি'। তবে কিসে ভর্ত্তি-পূর্ত্তি হয়? সমান এবং উদান এ দুইএর সঙ্গতিতে, বিতান এবং সন্ধি (মেরু), এতদুভয়রূপ যে ব্যান, সেই ব্যানই একা এটি ভর্ত্তি করিতে পারে। জপে, ব্যানের দুটি আকৃতি—নাদ এবং বিন্দু। দুয়েরি মেরুসংস্থা রহিয়াছে। উদয়ে এবং বিলয়ে পূর্ণ স্থলে উদান, আর শূন্য স্থানে সমান ঠিক সঙ্গতিতে থাকা আবশ্যক। উদান নাদের 'চূড়া'গুলিতে পূর্ণ স্পর্শ ঠিক দেখাইয়া যাইবে; আর সমান 'সানু'গুলিতে শূন্যস্পর্শ। দুইয়ের কর্ম্মসমাপনে বিন্দুসংস্পর্শ।

প্রাণ ব্রহ্মের আদিম ব্যাকরণ

শ্রুতি ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া 'প্রাণস্য প্রাণঃ' বলিয়াছেন। সেই ব্রহ্মরূপ প্রাণ, আপনাকে পঞ্চধা, দশধা ইত্যাদি আকৃতিতে ব্যাকরণ করিয়াছেন। প্রাণের আদিম ব্যাকরণ প্রণব, এবং সে প্রণবের ছন্দঃ গায়ত্রী। পঞ্চধা, দশধা ইত্যাদি রূপে বহু হইবার নিমিত্ত 'ছন্দসাং মাতা' গায়ত্রীও ছন্দাংসি হইয়াছেন; কিন্তু, ব্রহ্ম-ব্যাকরণের মূল সূত্র ঠিকই থাকে—অর্থাৎ যারা ব্যাকৃত হয়, তারা ব্রহ্মকে 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্' রূপে রাখিয়াই থাকে; 'অচ্যুত'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অব্যয়' 'অক্ষর' রূপেই পাইয়া থাকে। প্রাণের পঞ্চধা ব্যাকৃতিতে ব্রহ্ম 'ব্যান' রূপে তদ্‌ভাবে রহিয়াছেন। তাই নিখিল প্রাণনবৃত্তিতে ব্যানের বিতান (নাদ) এবং সন্ধি (বিন্দু)—এ দুটি ভাবের অভাব ঘটে না। এইবার এটি স্মরণ রাখিয়া 'মা' এই ব্রহ্মময়ী নামটি ভাবনা এবং সাধনা কর। 'মা' নামে 'ম' এবং 'আ' এই দুটি অক্ষরকে আশ্রয় কর এই ভাবনার নিমিত্ত।

প্রশ্ন এবং উত্তর

যেমন, গীতায় অষ্টমাধ্যায়ে অর্জ্জুন যে কয়টি প্রশ্ন (সাতটি) করিতেছেন, শ্রীভগবান্ তিনটি শ্লোকে তাদের উত্তর দিতেছেন। উত্তর ব্যোৎপত্তিক, ঔপপত্তিক এবং সাংসিদ্ধিক—এই তিন প্রকারের হয়। শ্রীভগবান্ প্রথমে ব্যোৎপত্তিক (ঐ তিন শ্লোকে) উত্তর দিয়া, পরে 'ওমেকাক্ষরং ব্রহ্ম' বলিয়া ঔপপত্তিক উত্তরও দিয়াছেন। 'ঔপপত্তিক' মানে যেটিতে 'উপপত্তি' কিনা প্রমাণ (actual verification হয়)। সাংসিদ্ধিকটি আত্মপ্রত্যয়ে নিজেই মিলাইতে হয়। যথা, ব্রহ্মসংস্পর্শ সুখটি বিন্দুলীনতায়। সেখানে বিন্দু='পর' যদি বল, তবে উদয়-বিলয় সমস্ত লেখটি 'অবর'। এই 'পরাবর' দৃষ্ট হইলে তবে শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ ফলশ্রুতি—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' ইত্যাদি। 'মা' নামটিকেও ঐ তিন দৃষ্টিতে দেখিবে।

মাতুর্মেতি ক্ষরিতমনিশং ভালসোমামৃতং য-
দাতঃ সান্দ্রোরসি সমুদিতা স্নেহবৃণ্ মেঘমালা।
আন্ধ্যে শশ্বচ্চিরমরুভূবি প্রোষিতাভ্যাং যুবাভ্যাং
কা ভীর্মেত্যক্ষরকরুণয়া চাতকাহে চকোর ॥৯০

আগে যে ব্যোৎপত্তিকাদি তিন প্রকারের অর্থভাবনা বলা হইয়াছে, তার মধ্যে প্রথমটিতে যৌগিকরূঢ়াদি অর্থবিচার করিতে হয়। এ বিচারে শ্রবণ-মনন-মুখ্যতা। বিসম্বাদ, সুতরাং, সংশয় এতে দূর হয় না। অতএব, এরূপ বিচারকে 'প্রাণ-রসায়নে', শাখাপল্লব-পরিহারী করতঃ মূলাশ্রয়ী কর। মূলের পানে গতি হইতে থাকিলে, ভাবনা হয় ঔপপত্তিকী। এতে নিদিধ্যাসন-মুখ্যতা। অ, উ, ম লইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি কত না বিকল্পনায় বিব্রত ছিলে। এইবার অকারাদি বাক্ত্রিবেণী কোন্ নির্ব্বিকল্পক স্ব-ভাবে লইয়া যাইয়া সম্মিলিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বিত হইতেছে, তার অনুকরণ কর। শেষকালে, সাংসিদ্ধিকীতে সাক্ষাৎকার-মুখ্যতা। এইবার 'মা' নামে এই তিন ভাবনাকেই নিত্য ভাবনা কর। মায়ের (মাতুঃ) 'মা' এই মহানাম পূর্ব্বে 'মহামায়া' সূত্রাদিতে কথিত এবং বন্দিত হইয়াছেন। এখানে এইভাবে দেখ—'মা' = 'ম' এবং 'আ'—এই দুটি অক্ষর। 'ম' কি দেয়? সদাক্ষরিত যে ভালসোমামৃত তাই। এ অমৃতের ক্ষয় নাই, তাই অক্ষর। আর 'আ' অক্ষরে কি পাই ('আতঃ')? মায়ের আমার হৃদয়ে নিত্য-সমুদিতা স্নেহবৃষ্ট যে সান্দ্রমেঘমালা, সেই চিরস্নেহ-রস-সম্ভারা মেঘমালা। 'সান্দ্রা' শব্দটিতেও ধ্যান দিও।

ভাল ও হৃদয়

আচ্ছা, এই সদাক্ষরিত ভালসোমামৃত, এবং এই চিরবর্ষী হৃদয়মেঘের কি প্রয়োজন হইল? সেই চকোর আর চাতকের কথা মনে আছে তো? চকোর নির্ব্বাসিত (প্রোষিত) এক চিরতমসার দেশে, যেথায় একটিবারও একটি খণ্ড শশিকলা তার ভাগ্যে সমুদিত হয় না। আর চাতক প্রবাসী এমন এক চির-মরুভূমি-মাঝে, যেখানে কোনওদিন ভুলিয়াও 'তাতল সৈকতে' বারিবিন্দুটিও পতিত হয় না। কিন্তু, অহে চির-প্রাণরস-বিধুর চকোর-চাতক! তোমাদের (যুবাভ্যাং) কি ভয়—যতক্ষণ 'মা' এই নামের মহাক্ষরযুগল করুণায় বিগলিত হইয়া যুগপৎ ঐ 'ক্ষরিতমনিশং' সোমামৃত এবং সান্দ্র-সমুদিতা স্নেহবৃষ্ট মেঘমালা হইতেছেন? এখানেও 'ভাল' এবং 'উরসি' শব্দ দুটিতে ধ্যান দিও। ললাটরশ্মি অথবা প্রতিভা ব্যোৎপত্তিকাদি অর্থবিচারে বিশারদী হইবে বটে; কিন্তু পরাবাকের মধ্যে নিগূঢ় যে জ্যোতীরস তাকে সাক্ষাৎকারে মিলাইতে বাকের 'অক্ষর-করুণা' ভালসোমামৃত এবং হৃদয়-মেঘমালা—এই দুই আকারে বিগলিত হইবেন। নতুবা, যে চকোর চায় 'স্নিগ্ধকিরণ' তার ভাগ্যে মেলে 'শুষ্কদহন'; আর যে চাতক চায় 'শাওনের অঝোর বরিষণ', তার ভাগ্যে ঘটে শুধু 'ভাদরের শুষ্ক গরজন!' তাই, নামের 'অক্ষর-করুণা' না বিগলিত হইলে কি চলে?

চন্দ্রমাঃ চন্দ্রমা আদিত্য

ন হি পশ্যতি পশ্যন্তীং চন্দ্রমসোঽহ প্রসাদতঃ।
ন মধ্যমা মধ্যমেতি চন্দ্রমা নোদিতো যদি।
ন পরাপারীণঃ কশ্চিদাদিত্যহৃদয়ং বিনা ॥৯১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিষ্মতী বৃত্তিতে চন্দ্রমাঃ প্রসন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত 'পশ্যন্তী' দৃষ্টিতে আসে না। চন্দ্রমাঃ-প্রসাদের উপক্রমে ললাটাদিস্থলে তারকাদিরূপে যে জ্যোতিঃ দেখা যায়, সেটি হয়তো প্রথমে তত শুভ্রোজ্জ্বল নয়, স্থির (steady)ও নয় ; হয়তো কিছু রক্ত-পীতাভ এবং বিকম্পিত (twinkling)। এতে বোঝা যায় যে তমসার আবরণ এবং রজসার বিক্ষেপণ (screening and scattering momenta) এখনও অল্পাধিক প্রচুর। এস্থলে কণ্ঠেও এবং শ্রবণেও ধ্বনি যেন আবৃত (গুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত), এবং বিক্ষিপ্ত (লুণ্ঠিত, distracted) প্রকাশ পায়। ধ্বনি 'কাটাকাটা' (as jerking) এবং 'অসম' (uneven) ভাবে মেলে। এসব কাটাইয়া ওঠার নিমিত্ত ভালে চান্দ্রমসী কলায় প্রপন্ন হইতে হইবে।

যে মধ্যমা নিত্য স্ফোট বা অনাহতা বাণীর স্থান, সুতরাং, স্বয়ং সেতুরূপা হইয়া বৈখরী ভূমি থেকে পশ্যন্তী-পরায় লইয়া যায়, সে মধ্যমায় গতিটি হয় না, তোমার 'হৃদয়ে' চন্দ্রমা (রোচিষ্মতী বৃত্তিতে) উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত। জপাদি সাধনে রুচিরস গ্রন্থিটি না খোলা পর্য্যন্ত মধ্যমার যে অভাবনীয় সেতু, তার সন্ধান হয় না। অতএব, জপধ্যানে হৃদয়চন্দ্রমা উদিত হইতে দাও। গুরু রহুন ভালে; ইষ্ট রহুন হৃদয়ে। দুইয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদ।

শেষকালে, মনে রাখিতে হইবে যে, চন্দ্রমাঃ যে সুদর্শনচক্রের 'অর' এবং চন্দ্রমা যার 'নেমি', আদিত্য সে চক্রের 'নাভি'। আদিত্য-হৃদয়যোগে এই নিখিলনাভি 'ভেদ' করিয়া তবে পরায় পারীণ হইতে হইবে।

পরিদৃশ্যমান ঐ যে চন্দ্র, সেটি আমাদের এই সাধারণ মামুলি মনের প্রতীক। ঐ চন্দ্রের মত এই মামুলি মনেরও 'চক্র' আবর্ত্তিত হইতেছে—বিষয় থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে আবার বিষয়, ইত্যাকাররূপে। সনৎকুমারাদি এই 'চক্র' 'অতিতিতীর্ষবঃ' হইয়া ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তখন স্বয়ং 'কর্ম্মধীঃ' (সুতরাং, চক্রে 'পাতিত') থাকায় উত্তর দিতে অপারগ হইলেন। অর্থাৎ পরাপারীণ হইলেন না। তাই শ্রীভগবানের 'হংস'রূপে আবির্ভাব, এবং ফলে অপূর্ব্ব হংসগীতা।

গুরুধাম ইষ্টধাম

পূর্ব্বে যে গুরুধাম এবং ইষ্টধামকে আলাদা করিয়া বলা হইল এবং তাদের অচিন্ত্যভেদাভেদের ইঙ্গিত করা হইল, সে ধাম এবং তত্ত্ব দুটকে অভেদসমীকরণে দেখাইবার স্থল—'আদিত্যহৃদয়'—'সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদম্' উপলব্ধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঙ্কার ও 'মা'—মধ্যমা ধুঃ

মহামায়া পরমাবাক্‌রূপে ওঙ্কার এবং 'মা' এই একাক্ষর মহানাম হইয়াছেন। তিনিই আবার বৈখরী প্রভৃতি চতুষ্পাৎ বাকের মধ্যগা এবং মধ্যমাত্রী (মধ্য + মা) হইয়া 'মধ্যমা' হইয়াছেন। তাই ইনি সর্ব্ববাকের হৃদিস্থিতা এবং অক্ষরূপা। বৈখরী ইত্যাদি বাক্‌কে পটলেখা ভাবনা কর। এই সমগ্র পট বা চিত্রলেখা মধ্যমারূপ ধুরে (Axisএ) জড়ান' আছে। রীলের অক্ষে যেমনধারা ছবি জড়ানো থাকে। ধূঃ বা অক্ষটিকে দুই প্রকারে ঘোরানো যায়। এক প্রকারে ঘুরাইলে এই স্থূল বৈখরী চিত্রলেখা ('টকি') বৈখরী দৃষ্টি এবং শ্রুতিতে ভাসিয়া ওঠে (ব্যক্তা)। এদিকে গুটাইয়া ('আবৃত্য চক্ষুঃ') অপর আবর্ত্তে ঘুরাইতে পারিলে পশ্যন্তী ('পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ')। পশ্যন্তী দৃষ্টি এবং শ্রুতি প্রভৃতির উন্মেষে এই 'পরিপশ্যন্তি' ভূমিটি মিলাইতে হয়। কিন্তু মধ্যমাই রহে ধূঃ বা মধ্য অক্ষ। আর, বৈখরীতে স্থূল ব্যক্ত, মধ্যমায় সূক্ষ্ম-সম্পুটিত, পশ্যন্তীতে 'পরিপ্রদর্শিত' যে বিচিত্র পট, তার আধাররূপে কি বর্ত্তমান ?—পরা। পরার আধারে, মধ্যমার ধুরাশ্রয়ে, স্থূল-সূক্ষ্মাদি নিখিল চিত্রই কখনও 'উদিত', কখনও 'অস্তমিত' হইতেছে। এই পরাপারীণ হইয়া তবে পারমার্থিক সত্য মেলে। পশ্যন্তীতে ব্যবহারিকের চরম প্রান্ত পর্য্যন্ত। বৈখরীতে যে ছবি মেলে, সেটি এদের তুলনায় প্রাতিভাসিক (apparent)। ব্যবহার্য্য (pragmatic) এবং অব্যবহার্য্যের (absoluteএর) ভেদটি পশ্যন্তী-পরায় যাইয়া তবে ঠিক বুঝিতে ধরিতে পারা যায়। পশ্যন্তীতেও অনু, বি, পরি এই উপসর্গসহ মুখ্যতঃ তিন ভূমি।

এইবার আগের এই কথাগুলি নীচের দুটি শ্লোকে ভাবিয়া মনে রাখিও—

মধ্যমায়াং ধুরি ব্যক্তা পটলেখেব বৈখরী।
ধুরি চাবর্ত্তমানায়াং পশ্যন্তীং পরিপশ্যত ॥
আবৃত্য বৈখরীচক্ষুঃ পশ্যন্তীদৃক্ প্রপশ্যতি।
সর্ব্বত্র সর্ব্বলেখানামাধারশ্চালয়ঃ পরা ॥৯২-৯৩

শ্লোক কয়টির ভাব আগেই কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অলমতি-বিস্তরেণ। মন্ত্রের সহজ এবং সহগ যন্ত্র। বিশেষ করিয়া যন্ত্রের দিক দিয়া পরা পারীণাদি এইভাবে ভাবনা করিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যন্ত্রম্'

মহামায়া পরব্রহ্মপারীণা যা পরাৎপরা।
তুর্য্যা স্বকলনী শক্তিঃ সা পরা বিন্দুবাসিনী ॥
বিন্দুনাদকলাভিশ্চ ত্রিকোণাবর্ত্তসম্ভবৈঃ।
ঋজ্বী চ সুষমা ব্যক্ত্যৈ পশ্যন্তী পরিপশ্যতি ॥
মধ্যমা ধ্রুস্তথাক্ষশ্চ সর্ব্বেষু হৃদয়স্থিতা।
ঋজু সর্ব্বমৃজুত্বেঽস্যাঃ সর্ব্বং সমং সমত্বে চ ॥
কালাদিকঞ্চুকৈরস্যা বৈষম্যং প্রতিভাসতে।
বিখরা জায়তে বাক্ চ যন্ত্রাদি চৈতি জিহ্মতাম্ ॥৯৪-৯৭

সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম যিনি মহামায়া, তিনি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশী এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা হইয়াও সর্ব্বপারীণা, সুতরাং তাঁহাকে বলি পরাৎপরা। ইনি তুর্য্যাতীতা। ইনি অচিন্ত্যা স্বকলনী শক্তিরূপা (আদ্যা কলা) হইয়া বিন্দুতে বিন্দুবাসিনী হইলে হন—পরা। এইরূপে তিনি তুর্য্যাতীতা এবং পরাপারীণা হইয়াও হন তুর্য্যা ও পরা।

ঋজু ও সুষম

অখণ্ডাব্যয় আধাররূপা ভাগবতী শক্তি—আত্মকলনদ্বারা বিন্দু এবং বিন্দুবাসিনী না হইলে, কি মন্ত্র, কি যন্ত্র, কি তন্ত্র কিছুরই সূচনা সম্ভাবনা হয় না। বিশ্ব অভিব্যক্তির বীজই বিন্দু। অভিব্যক্তির মৌলিক এবং 'অকালিক' দুটি ক্রম—ঋজু এবং সুষম। একের পর অপরটি নয়; কিন্তু একের সম্পূরণ অপরটি। যেমন, কোন শোভন চিত্রের ঋজুরেখায় মৌলিক নক্সা (basic or ground plan); কিন্তু চিত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া ফুটাইতে হইলে সুষম বক্ররেখা (symmetry curves) এবং বর্ণরঞ্জনও করিতে হয়। সঙ্গীতে কোন রাগের শুদ্ধ আকৃতিটি দেখাইতে কতিপয় স্বরবিন্যাস ঋজুরেখা সঙ্কেতে দেখানোই প্রশস্ত; কিন্তু আলাপনে মূর্চ্ছনাদি প্রকটনে সুষম বক্ররেখা বিন্যাস আবশ্যক। সুরচ্ছন্দের যেটি 'কাঠামো' সেটি মৌলিক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অঙ্গসৌষ্ঠব এবং প্রাণরসায়নের নিমিত্ত কি আবশ্যক তাও মনে রাখিতে হইবে। এইজন্য সৃষ্টিতে কল্যাণশোভনা অভিব্যক্তির নিমিত্ত ঋজু সুষমের, সরল বঙ্কিমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হার্দ্দ মিলনটি ঘটা চাই। এইটি ঘটানোর নিমিত্ত পরা হন পশ্যন্তী। মৌলিক বিন্দু নিজেকে বিন্দুনাদকলায় কলন করতঃ যেমন ঋজু গোষ্ঠীতে ত্রিভুজাদি যন্ত্ররূপ ধরেন, তেমনি তিনি আবার বঙ্কিম গোষ্ঠীতে আবর্ত্ত (rotation, circling dance) অঙ্গীকার করতঃ, উর্ম্মিবৃত্তাদি সুষম আকৃতি ধারণ করেন। নিখিল সৃষ্টি স্বচ্ছন্দে এক মহামহিমময় সঙ্গীত অথবা রেখাবর্ণালীতে এক মহামনোজ্ঞ অনবদ্য চিত্ররূপ ধরিয়াছে। মহামায়া পশ্যন্তীরূপে এই পরিপূর্ণ অনবদ্য বিমোহন সুন্দরকে নিত্য পৌর্ণমাসীতে 'পরিপশ্যতি'।

ধ্রুবাক্ষ

কিন্তু ধ্রুবাক্ষ অথবা ধ্রুঃ তো চাই-ই। যে কোন ঋজু অথবা সুষমবঙ্কিম নিজেকে ফুটাইয়া দেখাইতে গেলে এই ধ্রুবের সমাশ্রয় চাই। ত্রিভুজ, বৃত্ত— যাই চাও না কেন, তাতে এটি চাই। এই ধ্রুব রূপে তিনি মধ্যমা। আগে মধ্যমাকে সেতুরূপে ভাবিয়াছ; এইবার আরও তলাইয়া যাও। এই মধ্যমা সব কিছুর 'হৃদয়স্থিতা'। 'হৃদয়' এর লক্ষণ পুনশ্চ স্মরণ কর। যাহা অকালিক নিত্য, তাহা গতিরূপ পাইয়া কালে নামিয়া আসে কাকে আশ্রয় করিয়া তা চিন্তা কর। ঐ ধ্রুঃ। সুতরাং মধ্যমার মাধ্যমেই আবার সেই অকালিক নিত্যে ফিরিতে হইবে। জপধ্যানাদির লক্ষ্যই তাই। যেমন চক্রের গতির ঋজুতা এবং সমতা ধ্রুবের ঋজুতা এবং সমতা আশ্রয়ে, তেমনি বিশ্বে সর্ব্বসংস্থাতেই জানিবে।

'কঞ্চুক'

কিন্তু অস্মদাদির গোচরে বৈষম্য তো প্রতিভাসিত হইতেছে। ইহা প্রতিভাস বা appearance মাত্র, তবু তো হইয়াছে। আর, এতেই সমস্ত কিছু পাতিত। ধ্রুঃ বা অক্ষকে যাহা অনৃজু ও বিষম করে, তার সাধারণ নাম দাও কঞ্চুক। কঞ্চুকের মূল সমাচার…ন জানাতি কশ্চিৎ। কিন্তু মূলের নিদান কেহ না জানিলেও এই কঞ্চুকের কারসাজিতে পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমারূপ যে শুদ্ধা নিত্যা বাক্, সে বাক্ বিষমের বিপাকে পড়িয়া হন বিখরা, আর, শুদ্ধ অনবদ্য যন্ত্রাদিও জিহ্মতা, আবিলতা এবং পঙ্গুতা প্রাপ্ত হয়। এই বিষম পরিণতিটি আভাসিক। ঋজ্বী এবং সুষমাকে নাকচ করিয়া বিষমা ও জিহ্মগা নয়। যেন তিমিরাদি রোগ অথবা বক্র কাচাদি দৃষ্টিকে ঠিক মত দেখিতে দিতেছে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথচ, এ দেখার আছে বাস্তবতার বেস্তায় অভিমান। বিজ্ঞান প্রজ্ঞান পদে পদে দোষ ধরাইয়া দিলেও এ বিষম বিভ্রমবিলাস অপগত হয় কৈ! মন্ত্রসাধনের দিক থেকে এইরূপ উপায়—

লক্ষ্মীবীজেন সৌষম্যং বাগ্‌ভবেন চার্জ্জবম্।
ধ্রৌব্যঞ্চ ধামগামিত্বং পালয় চার্দ্ধমাত্রয়া ॥৯৮

সুষমতার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ), ঋজুতার (আর্জ্জবের) নিমিত্ত বাগ্‌ভব (ঐঁ) সমাশ্রয় করিও। আর, সকল বীজেই অর্দ্ধমাত্রার জাগৃতি সাধন করতঃ পরাপারীণা যে গতি, সে গতির ধ্রুবত্ব এবং ধামগত্ব পরিপালন করিও। অর্দ্ধমাত্রা প্রসাদিতা না হইলে কোন গতিই, সাময়িকভাবে কালানুকূল্যে ঋজু ও সুষম হইলেও, ধ্রুব এবং ধামগ হয় না; কঞ্চুক কবল থেকে মুক্তি পায় না। মন্ত্রের সঙ্গে উপযোগী যন্ত্র এবং তন্ত্রও সাধন করিতে হইবে। ত্রিবজ্র বা ত্রিশূল সংহতি ব্যতীত ত্রিপুর-মথনী শক্তি ঠিক সঞ্জাত হয় না। যন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে, বিশেষভাবে, এই খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রদত্ত একটি ইংরাজি নিবন্ধ (Notes) কথঞ্চিৎ দুরূহ হইলেও সযত্নে আলোচনাযোগ্য।

কঞ্চুকবিমোচন

পরায়ৈ সবিতুর্ভর্গঃ পশ্যন্ত্যৈ পূর্ণচন্দ্রমাঃ।
চন্দ্রমা মধ্যমায়ৈ চ বৈখর্য্যৈ চন্দ্র ঋচ্ছতু ॥৯৯

পরায় যাহাতে গতি হয় সে নিমিত্ত সবিতার সেই বরণীয় ভর্গঃ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হউন। পশ্যন্তীর নিমিত্ত সেই জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ। চান্দ্রমসী প্রভা (সম্মিলিত ভর্গঃ এবং রোচিষে) রূপে প্রকাশিত হউন। যেমন প্রখর তপন কিরণে ধরিত্রীর নিখিলবস্তুজাত প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু বিরাট বিশ্ব (নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জ) অপ্রকাশিত থাকে; বিমল পৌর্ণমাসী ছটায় সে বিরাট বিশ্বও প্রকাশিত হয়। স্থূলভাবে বলা হইল, কিন্তু বেশ তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নাভিনিষ্ঠ কেন্দ্রীণ জ্যোতিঃ আর বিচিত্র আধার সমূহে প্রতিফলিত জ্যোতিঃ—the fact of nuclear radiation and the fact of reflection and resonance—এ দুয়ের ভেদ এবং ব্যঞ্জনা মনে রাখিতে হইবে। বিশ্বের নিখিল আধারে কেন্দ্রীণ জ্যোতির পূর্ণপ্রতিফলন এবং অনুরণন দেখাইতে না পারিলে পশ্যন্তী সম্ভাবিত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাহরণে ধুরতত্ত্ব

ধর, ক, খ দুটি পদার্থ। 'ক' কে দেখিতেছি সবুজ, 'খ' কে লাল। বস্তু দুটি হইতে আলোক কি ভাবে প্রতিফলিত হইতেছে, তার উপর নির্ভর করে তাদের রং। তাদের অপরাপর ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা—প্রতিরণন বৈশিষ্ট্য। কোন স্পন্দক্রিয়া তাদের প্রভাবিত করিলে কি ভাবে তারা সাড়া দেয় না দেয়। সাড়া স্থুল সূক্ষ্ম নানান পর্য্যায়ে। আমার সাধারণ বোধে যেখানে সাড়া নেই, বিজ্ঞানে এবং যোগজ জ্ঞানে সেখানে সাড়া আছে। বিশেষ সাড়া যেখানে নেই, বিশেষ বোধও সেখানে নেই। কিন্তু প্রশ্ন—পূর্ণ এবং যথার্থ সাড়ার 'স্থল' কি কোথাও আছে? বরুণ এবং সোমের 'সঙ্ঘাত' বলিয়া 'চন্দ্রমস্' হইল সেই আদর্শ স্থল বা সংস্থা। 'মস্' এই অক্ষরদ্বয়ে অনুরূপ ব্যঞ্জনা আছে। সুতরাং, চান্দ্রমসী দৃষ্টিই পশ্যন্তী। নিখিল পদার্থের নাভিসংস্থানবিশারদী হইলে ইহাই 'সাবিত্রী' বা সৌরী দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে ভুবনচক্রের নেমি এবং অরসমূহ নাভিতেই 'সমর্পিতা'—প্রতিরণন প্রতিচ্ছবি হইতে দৃষ্টি আপনাকে গুটাইয়া 'সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী' হইয়াছে। পশ্যন্তীর বিলোপ নয়, পরন্তু পরাকাষ্ঠা এই 'পরায়'। তদগ্রে পরাপারীণ। অগ্রে = পরে।

বিসর্গ বিহীন চন্দ্রমা অথবা চন্দ্রমন্,—ধুর্ বা অক্ষ সূচক। সুতরাং, মধ্যমা। এই ধুর তত্ত্ব বিশেষভাবে তলাইয়া বোঝার বস্তু। তবে, স্থূলভাবে গোড়ায় বুঝিয়া লও। আমাদের ধরিত্রী নিজ অক্ষে আবর্ত্তন করে; সে অক্ষও আবার তার গতিবর্ত্মের (orbit) হিসাবে কিঞ্চিৎ কোণাকুণি ন্যস্ত। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সংস্থার (natural economy) নিমিত্ত এটি আবশ্যক। এই বিশেষ ধুর্-সংস্থা (orientation of axis) সংরক্ষণে 'উপগ্রহ' চন্দ্রের কতখানি প্রভাব আছে না আছে সেটি চিন্তনীয়। Dynamics এর Problem মাত্র নয়। অণুর বিশ্বে একটা ইলেক্ট্রন সরিয়া যাইলে অথবা জুটিয়া গেলে কি বিপ্লব ঘটে, তাও ভাবনীয়। এ বিপ্লব ঘটে কেন? অণুর আভ্যন্তরীণ সংস্থায় যেটি 'ধুরন্ধর', সেটি তার ধুর্ কে কিছুটা কৌণিকাদি সম্বন্ধে পাল্টাইয়া লয় (effective reorientation of the axis position)। প্রাণিজগতে এবং মনোজগতেও এটি প্রণিধানযোগ্য। 'দৃষ্টিকোণ বদলান' ইত্যাদি তলাইয়া বুঝিও। দীক্ষা কি নিমিত্ত তা চিন্তা করিও। জপসূত্রে লক্ষণ আছে 'মুখ্যপ্রাণ-দ্বারেণ পঞ্চত্বপ্রাপ্তিঃ'। ইহা বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন—নানান্ ক্ষেত্রে বিচিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহার প্রয়োজনে ধুরের অদলবদল তো ঘটিতেছে; কিন্তু সমস্ত কিছুর যাহা মূল ধূঃ, তাকে ঋজী এবং সুষমা করিয়া মিলাই কি প্রকারে? ইহাই সাধন। কাজেই, সর্ব্ববিধ সাধনই মধ্যমার মাধ্যমে। 'মধ্যমা' এই মৌলিক অর্থে এক সাধারণ সংজ্ঞা। কেবল বাকেরি এক বিভাগ নয়। মধ্যং মাতি এইভাবে ব্যুৎপত্তি করিলে যাহা সমস্ত কিছুর মধ্যমান বিধান এবং ধারণ করিয়া থাকে, তাহাই মধ্যমা—what assigns the constant mean measure. এইভাবে ইহা সমস্তের 'হৃদয়স্থিতা'। 'হৃদয়'কে dynamical radix, functional core ভাবিতে পার। গায়ত্রী ইত্যাদি জপে যে functional momenta—বিন্দু থেকে অর্দ্ধ মাত্রা রূপ সেতু সমাশ্রয়ে নাদকলার ও ব্যাপারবত্তা বা অভিব্যক্তি, সেটি মধ্যমার মধ্যমানেই আদ্যন্ত বিধৃত থাকা আবশ্যক। সেরূপ থাকিলেই জপের আর্জ্জব, সৌষ্ঠব এবং সৌষম্য।

অমাত্রা, এক মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা

পরব্রহ্ম স্বয়ং 'অমাত্র' বা মাত্রাতীত। 'একোঽহম্'—এইরূপে তিনি হন বিন্দুরূপা 'একমাত্রা'। বিশ্ববীজকণিকার মত এই একমাত্রা একাধারে পূর্ণমাত্রা এবং শূন্যমাত্রা। সৃষ্টি, বিন্দুর নাদকলা ক্রম, ধারা রূপ পরিগ্রহণে—as continuum, as progression, as series, as order in time, space and causality. মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ 'অকালিক', ব্যবহারতঃ এবং গৌণতঃ 'কালিক'ও বটে। 'মূলবিন্দু' স্বয়ং অব্যক্ত পর; অব্যক্ত পরমের—নিখিল ব্যক্তের (manifestএর) সঙ্গে সংযোগ এই পরবিন্দু দ্বারাই। পর অব্যক্ত যে বিন্দু, তার নাদকলারি ক্রমে 'উদয়' এবং 'বিলয়'—এই দুটি গতিমুখ ('sense')। দুটিকে ধন-ঋণ (+ −) সংজ্ঞা দিতে পার। এখন, দুই মুখেই (উদয় বিলয়) সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা রহিয়াছেন—'স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ'। পরাব্যক্ত থেকে ব্যক্তে এবং ব্যক্ত থেকে পরাব্যক্তে চলিতে এই সেতু-সমাশ্রয় করিতেই হয়। যথা গায়ত্রী জপে আদ্য ওঙ্কার অথবা শেষ ওঙ্কার, কেহই হঠপূর্ব্বক (abruptly) বৈখরীতে উদিত বা লীন হইবেন না। হইলে, সেতুসন্ধান, সুতরাং অর্দ্ধমাত্রা প্রসাদন ঘটিল না। 'তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত' হইল না। বাক্, প্রাণ, চিত্ত—কেহই শান্ত পর-অব্যক্ত স্থলের বিরাম স্পর্শ এবং আনন্দ অভিষেক পাইল না। নিখিলে মধ্যমানদাত্রী নিত্যা স্ফোটরূপা মধ্যমাই—বিন্দুর উত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে অর্দ্ধমাত্রা হন। আর সেভাবে বিন্দুবাসিনী শক্তিকে করেন ঋধ্যমানা, সমৃদ্ধমানা।

পরাব্যক্ত এবং পরমাব্যক্ত

পরাব্যক্ত থেকে পরমাব্যক্তে লইতেও অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয়ণীয়া। সৃষ্টি অনুলোমে বিন্দুনাদকলা; বিলোমে—কলানাদ-বিন্দু। বিন্দুতে ধারা বিশ্রান্ত হইলে সৃষ্টি-মহামহীরুহ তার মূলবীজে বিশ্রান্ত হইল। তখন যে আত্মাকলনী শক্তি বিন্দুরূপা হইয়াছেন, তাঁকে 'প্রসন্না' পাইতে হয়। প্রসন্না হইলে পরাব্যক্ত থেকে পরমাব্যক্তে যাইবার সেতুরূপা তিনিই হন। সেতুরূপা হইয়া নাদবিন্দু-কলাতীত যে পরম, তাতে লইয়া যান। তখন একান্ত প্রপঞ্চোপশম। শ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকে তাই আগেই বলা হইয়াছে—

'সেতুর্যাপ্যর্দ্ধমাত্রা নয়তি চ পরমং ব্যক্তমব্যক্তভাবং।'

চন্দ্রের কথা

শেষে চন্দ্রের কথা। সৃষ্টিতে এবং জীবনে যাহা কিছু 'বিথর' (কিনা) বিশেষভাবে ঘর্ষণাদি অভিঘাত জন্য ক্রিয়ায় ফলে উপদ্রুত—(particularly susceptible to outside stress and strain reactions), তাদের উপশমের নিমিত্ত কি করিবে? অন্তরীক্ষ তত্ত্বের মূর্ত্তপ্রতীক যে চন্দ্র, সেই চন্দ্রের ছন্দোগ যে 'ঋচ্ছতি' রূপ, সেটিকে প্রসন্ন করিবে। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' এই যুগ্মরূপের মধ্যে, পৃথিবী সম্পর্কে, সূর্য্য স্বঃ এবং চন্দ্রমাঃ অন্তরীক্ষশক্তি—'original' and 'intervening' forces—এ দুটিকে মূর্ত্ত করিয়াছেন। ধর, 'পৃথিবী' বলিতে যদি বুঝি শক্তিসম্পাতের এবং ধারণের কোন নিরূপিত 'স্থির' (stable) স্থল (a relatively stable plane of incidence), তবে সূর্য্য, সে সম্পর্কে, source (উৎস), এবং চন্দ্রমাত্রয় (চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমা এবং চন্দ্র) সে সম্পর্কে মাধ্যমিকী সংস্থা—system of intervening media. বলা বাহুল্য এই 'মাধ্যম' ফাঁকা (void) নয়। কোন আধারে উৎস শক্তিসম্পাত (incidence) যে কিভাবে হইবে, এবং তাতে প্রতিফলনাদি প্রতিক্রিয়াও যে কি ভাবে হইবে, তার নিয়ন্ত্রণে এক মুখ্য অংশ ঐ মাধ্যমটি (medium) গ্রহণ করে। দীক্ষাদি স্থলে উৎস, মাধ্যম এবং ক্ষেত্র—এ তিনটিকে এই সূত্রনির্দ্দেশে ভাবনা কর।

চন্দ্রমাত্রয় সাধারণভাবে অন্তরীক্ষশক্তিরূপ 'মাধ্যম' বটে, কিন্তু ত্রয়ের বিভেদও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে রাখিতে হইবে। বীজমন্ত্রের ভাষায় উৎসশক্তিকে যদি বল হ্রীঁ, তবে চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমা এবং চন্দ্র যথাক্রমে ঐঁ শ্রীঁ গ্লৌঁ। কেন তা চিন্তা করিয়া দেখ। এদের লক্ষণ এবং আলোচন অনুধ্যান করিলে সেটি হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'মস্', 'মা' বা 'মন্', এবং 'অ'—এই তিন আকৃতিতেও সূত্র নিহিত রহিয়াছে।

যে কোন ক্ষেত্র (field of action) ঐ তিন দিক দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। কোন উৎস (source or origin of influence) ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করিবে ঐ তিন 'আন্তরীক্ষবৃত্তিতায়'। সরণী (বা সরণি), পন্থাঃ এবং মার্গ—এই তিন নাম ঐ তিন প্রকার ভেদ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনটি প্রশ্ন দ্বারা ইহা বুঝিয়া লও। উৎসের উৎসরণ অন্তরীক্ষে কিভাবে (পাদমাত্রাদিতে) ঘটিল? সে উৎসরণ উক্ত অন্তরীক্ষে (mediumএ) কিভাবে তার পথ পাইল? শেষকালে, ক্ষেত্রে তার আপতন, প্রতিফলন, প্রতিরণনাদি ক্রিয়া কোন্ প্রণালীতে কিভাবে হইল? শক্তিপাতন কি শুধুই ত্বক্‌ক্রিয় (peripheral) হইল, না, মর্ম্মক্রিয় (central and nuclear)? ক্ষেত্র সম্বন্ধে দেশ-কাল-ছন্দঃ এ তিনেই কি হইল? অন্তরীক্ষের নিজস্ব শক্তিলেখ (intrinsic power structure) আছে; তার মধ্য দিয়া কোন শক্তিকে কাজ করিতে গেলে আপন গতিবর্ত্মটি পাইতে হয়। তার সাধারণ নাম যদি দাও 'অধ্ব', তবে সে অধ্বের ঐ তিন বিশেষ সংস্থা—সরণি, পন্থাঃ, মার্গ। শক্তিসম্পাত ঋতাধ্বগ হইতে গেলে সরণি প্রভৃতি যোগদা, সুপথা এবং ক্ষেমঙ্করী এই তিন কল্যাণী শক্তির সমাশ্রিত হওয়া আবশ্যক। 'পন্থানং সুপথা রক্ষেন্ মার্গং ক্ষেমঙ্করী তথা।' স্বাহা, স্বধা এবং বৌষট্ (ও বষট্) এই আকৃতির ঐ তিন স্থলে সবিশেষ উপযোগ। তন্মধ্যে আবার 'স্বধা' মুখ্যা এবং মধ্যমা। চন্দ্রের তত্ত্বে এইভাবে ত্রিধা ভাবনা করিবে।

'মৃগাঙ্ক'

চন্দ্রের নাম 'মৃগাঙ্ক'। 'মৃগ্' থেকে 'মার্গ'। সুতরাং, পৃথিবীতে মার্গবিতানে মৃগাঙ্কের আধিপত্য। বামা বৃত্তিতে অগ্রে চন্দ্র, মধ্যে চন্দ্রমা, অন্তে চন্দ্রমস্ মনে করিলে, এ তিনকে যথাক্রমে ওঙ্কারের 'অউম' ভাবনা করিও, এবং

আদ্যেঽবতু মহাকালী মহালক্ষ্মীশ্চ মধ্যমে।
মহাসরস্বতী চান্তে সর্ব্বমোঙ্কার উর্জ্জিতঃ ॥১০০

উর্দ্ধধাম থেকে আমাদের আধারে যে বরণীয় জ্যোতীরসের অবতরণ হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার যেটি 'মার্গ' (পূর্ব্বপ্রদর্শিত), সেটি মহাকালী রক্ষা করুন। 'মৃগ্‌' মানে অন্বেষণ—aspiration, quest. যে স্পর্শটি মিলিল, এখানে তার অন্বেষণ,—অনুবৃত্তি ঠিক ঠিক হওয়া চাই। 'এ' যদি না চায়, না খোঁজে, তবে 'সে' এসেও তো সরিয়া যায়! ভাবিয়া দেখ—শ্রীকৃষ্ণের মুরলী সম্মোহনে গাভী অদূরে 'নিথর', ময়ূর-ময়ূরী অন্তিকে নৃত্যপর, কিন্তু অপলকমণ্ডুলচাহনী হরিণী যে তাদের ঐ অদূর-অন্তিকের ব্যবধান রত্তিও সহিবেনা! পরমবঁধুয়ার মুরলীধ্বনে সম্মুখা, নওল কিশোরের নীলোৎপল-মৃগমদজিনি অঙ্গবাসে পাগলিনী সে কোথায় বলত? হরিণী তটিনীর মত তার সমগ্রসত্তা অব্যবধানে কোন্ রসসায়রে কেমনে উজাড় করিয়া দিল, তা কি দেখেছ তুমি? না দেখে থাক তো তোমার রস মার্গ এখনও যে কার্পণ্যবিধুর, কুণ্ঠাকাতর!

তারপর—অথবা তদগ্রে পন্থাকে মহালক্ষ্মী এবং সরণিকে মহাসরস্বতী রক্ষা করুন। ঐ মোহনছবিতে 'গো' সরস্বতী এবং 'ময়ূরী' লক্ষ্মীর ব্যঞ্জনা সূচনা করিতেছে, নয় কি? ভাবিয়া দেখ। ওঙ্কার উর্জ্জিত হইয়া সমস্ত কিছুই পালন করুন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষাদির দিক থেকেও চন্দ্রের প্রভাব অস্মদাদির 'এই' আধারে বিচার করিও। জপাদিতে তিথি নক্ষত্রাদি প্রভাবরূপে অন্তরীক্ষ-শক্তি মৃগাঙ্কতে ঘনমূর্ত্ত হইয়া আমাদের মনে ও বাহিরে যে 'মার্গ', তাকে নিয়মন করিতেছেন।

সূর্য্যচন্দ্রমা—এই যুগ্মতত্ত্বের আলোচনা ভূয়সী করা হইল। কোন মূলতত্ত্বকে মর্ম্মধ্যানে রাখিয়া আলোচনা যদি ভূয়সী করা হয়, তবে সে আলোচনা শ্রেয়সী ও প্রেয়সীও হইয়া থাকে। কোন এককে আদৌ বহুরূপে জানো; তারপর; 'ততোভূয়ঃ' ('আগে কহ আর') ভাবে; অন্তে সেটিকে জান—'ভূমন্' বা ভূমা। সনৎকুমার নারদকে এই ক্রমেই দেখাইয়াছিলেন, নয় কি? এ ভাবে জানিলে ঐ 'এক' জানায় 'সব' জানা। ধান ভানিতে যতক্ষণ 'শিবের গাজন' না শুনিতেছি, ততক্ষণ শুধুই 'ক্যাঁচর ক্যাঁচর' বই আর কিছুই শুনিতেছি না। 'হ্রীঁ' প্রভৃতি বীজ ততক্ষণ 'হিং টিং ছট্'। বিশ্বরাস অথবা জ্যোতির্মণ্ডলের যেখানটাতেই সুরু কর না কেন, সেটি কি তার হৃৎকর্ণিকা কেন্দ্রে চলার পথে প্রথমে তার খণ্ডখণ্ড বহুরূপ; পরে তার 'সূত্রে মণিগণা ইব' বিশ্বরূপ; তদন্তে তার গর্ভিত 'হিরণ্য' রূপ; এবং চূড়ান্তে তার অখণ্ডাভিন্ন জ্যোতীরস রূপটি দেখাইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা দেখাইল না—ইহাই মরমী প্রশ্ন। বিজ্ঞানের গবেষণা অগ্রগা হইয়া বহুর মধ্যে অন্বিত সূত্রগুচ্ছ ক্রমেই জড়ো করিয়া লইতেছে, কিন্তু 'সূত্রাত্মা' ? নিখিল ভূতজাতের মাঝে গর্ভিত বস্তুটিকে তৈজসীতনুতে প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্তু প্রাণরস আর চৈতন্যজ্যোতির অপূর্ব্বমিলনরূপ যে 'হিরণ্য', তার সন্ধান কতদূরে ?

হিরণ্য-সন্ধান

জপাদি সাধন এই সন্ধানেরই পরিপূর্ত্তির নিমিত্তই। ওঙ্কারাদি ব্যাহরণ করতঃ প্রথমে নিখিল পদার্থের যে স্পন্দাত্মক রূপ, সেটি ঐ বিজ্ঞানের মতই প্রত্যক্ষ করিলে ; কিন্তু সে স্পন্দ যে মূলতঃ প্রাণস্পন্দ, তাও অনুভবে পাইলে। প্রাণ বলে—'আমি জড়ের বাঁধনপাশ খুলিব ; স্বচ্ছন্দ হইব ; যাহা সুন্দর, মধুর, সমুজ্জ্বল, তাকে চাহিব, খুঁজিব ; তার জন্য নিজেকে বার বার নব নব উন্মেষে ফুটাইয়া তুলিব।' কাজেই, জপে যাই প্রাণস্পন্দের সুষম স্বচ্ছন্দ সাড়াটি মিলে, তখনই সেই 'হিরণ্ময় পাত্রের' পরশ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা কেবল 'সত্য' নয়, পরন্তু 'সত্য শিব সুন্দরের' মুখ অপিহিত আছে। আমাদের সবারই কাছে তো সে পরমভদ্র মুখটি 'ঢাকা' ; কিন্তু 'হিরণ্ময় পাত্রেণ' তো নয় ; আর 'অপিহিতং' যাকে বলে তাও নয় (অপিহিতং কিনা 'আবৃতং' হইয়াও—'অপি'—'হিতম্')।

'অপিহিতং'-'অপাবৃণু'

'অপিহিতং' ঐভাবে হইলে তবে না 'অপাবৃণু' ! এ দুটিকে রাহস্যিক রূপেই ধ্যানে ও সাধনায় আনিবে। 'হিরণ্ময়', 'সত্যধর্ম্মায়' প্রভৃতি শব্দদিশারী সঙ্গে লইয়া রহস্যগহনে প্রবিষ্ট হও। ব্যষ্টির দিক থেকে 'অপাবৃণু' কতদূর অবধি ব্যাপ্তিমান্ হইবে ? বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, কূটস্থ অবধি। সমষ্টির দিক থেকে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং পরব্রহ্ম। শব্দযোগী বৈখরী থেকে পরা ; যোগী ও ভক্তরসিকও আপন আপন অনুবন্ধে এই 'অপাবৃণু' সাধিয়া লইবেন। গোড়ায় দৃষ্টি, তুষ্টি ও মার্গ ভেদ। কিন্তু 'অপাবৃণু'র 'আ' আসিলে যে দৃষ্টি ফুটিতে থাকে, সে দৃষ্টি 'সত্যধর্ম্মায়', এবং কাজেই, ভেদপরামৃষ্টা নয়। 'সত্যধর্ম্মায়'—সত্যকে ধারণে ও রক্ষণে দৃষ্টি উপযোগিনী হয়, এই নিমিত্ত।

'অপিহিতং' শব্দের চারিটি অক্ষরে যদি স্বর (বাক্), মাত্রাস্পর্শ (ইন্দ্রিয়), প্রাণ এবং চিত্ত—এই চতুষ্টয়ে (অ+পি+হি+তং) আবরণ (অবশ্য 'হিরণ্ময়') বুঝিয়া লও তো, 'অপাবৃণু' পদে ঐ চারিটির যথাক্রমে অপাবরণ বুঝিবে। যেমন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ত্রীজপে (অথবা ওঙ্কারাদিতে) অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয়ে নাদের উদয়ে প্রথম (বাক্) আবরণ, ব্যাহৃতিত্রয়ে দ্বিতীয়, 'বরেণ্যং' অবধিতে তৃতীয়, এবং তদুত্তর 'প্রচোদয়াৎ' অবধি তুরীয় আবরণও নিরাকৃত হওয়া চাই। এবং নিরাবরণ ওঙ্কাররূপে, পুনশ্চ অর্দ্ধমাত্রা সমাশ্রয়ে, আদৌ পরাব্যক্তে (বিন্দুতে) অভিসম্পন্ন, আর, চরমে পরমাব্যক্তে অভিনিষ্পন্ন হইতে হয়। জপে এবং প্রকার 'অপাবৃণু' সাধন জানিও।

সাধনসুকরতাবিধায়ক তত্ত্ব হইতেছে—দ্যৌঃ। ইনি একাধারে পিতা ('মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা') এবং মাতা। 'অপাবৃণু' পদ দ্বারাই সম্পদ্যমানতা লাভ কর—'দ্যৌঃ' এই মহামহিম তত্ত্বে। অগ্নির (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—তিনভাবেই) অনুকম্পানুপ্রবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন পাত্রই 'হিরণ্ময়' হয় না; আর, বরুণের সুভদ্রবরণটি না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কিছুই আবরণমুক্ত, নিরাবরণ হয় না। এই পরম কর্ম্মটি সাধনের নিমিত্ত 'বরেণ্যং' পদে শুধু বরুণ-সোম নন, পরন্তু বরুণ-অগ্নিও সংহতিতে রহিয়াছেন। 'দিব্' শব্দ থেকে 'দ্যৌঃ'। 'দিব্' শব্দে 'ই' কারে অগ্নি, আর, 'ব' কারে বরুণ বর্ত্তমান। 'ত' বর্গের তৃতীয় বর্ণ 'দ' বরুণাগ্নির সংহতি নির্দ্দেশ করে।

সামান্যভাবে কোন তলে থাকায় 'ত' বর্ণ; তাতে স্থির হওয়ায় 'থ'; তাতে ঊর্দ্ধগ হওয়ায় 'দ'; ইত্যাদি। 'থ'তে যে 'tie' বা 'balance' ছিল, সেটি 'দ'তে একটা vertical rise বা ascent রূপ পাইল। এটি মহাপ্রাণময় হইলে 'ধ'। সম্পন্নতায় আসিলে, 'ন'। 'ত' বর্গের শেষবর্ণদ্বয় 'ধন'; ইহা লক্ষ্য করিও। 'ঋণ' বর্ণদ্বয়ে এর শাক্ত বিভেদটিও ধ্যান-যোগ্য।

দিব্ ও দ্যৌঃ

'দিব্' শব্দের প্রাণরসায়নটি আরও একটুখানি প্রণিধান কর। 'ই'কার 'য'কার হইল; 'ব'কার হইল 'উ'কার। ফলে, 'দিব্' হইল 'দ্যু'। অতঃপর উকারের বৃদ্ধি কর, এবং 'বিসর্গ' যোগ কর। হইল দ্যৌঃ। এগুলি কেবল সাধারণ ব্যাকরণের মামুলি কাজ ভাবিও না; প্রাণ ব্যাকরণ যে ছন্দঃ, সেই ছন্দঃ এর মাঝে অনুধাবন করিও।

অগ্নিতে যে 'ই'কার, তিনি যেন বরুণ (বেবিষাণ) কে বলিতেছেন—'আমি তোমাতে সংহত হইব; তুমি আমাতে তোমার বেবিষাণ, আত্মনীন রূপটি দাও'। বরুণ বলিলেন—'তথাস্তু। তুমি হও—য—(বায়ুবীজ)।' 'ই' আর 'য' দুটিকে উচ্চারণ করতঃ এই রসায়নটি বুঝিয়া লও। পক্ষান্তরে, 'ব'কার রূপ যে বরুণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি অগ্নিকে বলিতেছেন—"আমিও তোমাতে মিলিত হইব'। অগ্নি বলিলেন —'বেশ তো! তুমি হও উকার।' বকারে যে নিগূঢ় বেবিষাণ, আত্মনীন রূপ, সেটি অধ্বকুশল, অঙ্কক-রঞ্জক রূপটি পাইবে না, যদি সে না হয় 'উ'। 'ব' আকারে যাহা ছিল যেন এক ত্রিভুজ (dynamic triangle), সেটি 'উ' রূপে হইল যেন এক spiral. অগ্নি আর বরুণের এইপ্রকার পরস্পরের প্রার্থনা পূরণের ফলে, তাঁদের যেন ঠাঁই বিনিময় ঘটিল, অগ্নি হইলেন বরুণভাবাপন্ন ('ব'), আর, বরুণ হইলেন অগ্নি ভাবাপন্ন ('উ')। একে বলা হইল—বরুণাগ্নি-সংঘাত। বেবিষাণ বরুণ ও বায়ুরূপ অগ্নির মন্থনে 'দ' হইল অক্ষদণ্ড। মথনী ক্রিয়াটি='উ'। যদি এই ক্রিয়াসম্ভাবনাটি শূন্য এবং পূর্ণ এতদুভয়ের পরিসীমা পর্য্যন্ত অকুণ্ঠ প্রসার লাভ করে, তা হইলে, 'উ' হইল 'ঔ' এবং তার ফলে, নির্বাধ মধুজ্যোতির যে ক্ষরণ, সেটি হইল—বিসর্গ। মিলিল পূর্ণ আকৃতি, দ্যৌঃ। (দেব, দৈব, দেবতা, দৈবত, দিবৌকসঃ—প্রভৃতি শব্দগুলি এই সঙ্গে পরীক্ষণীয়)।

'দৈবী আকৃতি'

যথা দিব্ থেকে দেব—দেবনশীল। এই 'দেবন'এর দ্যোতনা ভাবিয়া লইও। পূর্ব্বে যে দ্যৌঃ ব্যাখ্যাত হইল, তার আধারে এবং তার সত্তাশক্তিতে দেবন ও দেব সম্ভাবিত হয়, অন্যথা নয়। দ্যুলোক ও দেব অবিনাভাবেই রহে, বিনাভাবে নয়। দেবগণের মুখস্বরূপ, পুরোধা এবং রত্নধাতম যে অগ্নি, সে অগ্নি বিশ্বানুস্যূত শক্তিসামগ্রীকে (cosmic energy as a whole) প্রকাশনী (দীপনী), অঙ্কনী, রঞ্জনী ঋদ্ধিতে ফোটাইয়া লইবেন; আর বরুণ কি করিবেন? যে শক্তিনিচয় দীপনী, অঙ্কনী, রঞ্জনী ঋদ্ধিকল্পে সঞ্জাত, তাদের কোনমতে খণ্ডধর্ম্মী, চণ্ডধর্ম্মী এবং বিরুদ্ধধর্ম্মী বা বিধর্ম্মী হইতে দিবেন না। সত্তায়, শক্তিতে, ছন্দে বরুণ তাদের সমানাধিকরণতা রক্ষা করিবেন (community in spirit and in pursuit)। শ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুরবধকল্পে সকল দেবতাদের আয়ুধাদিসহ একমাত্র দেবীশরীরে অন্তর্ভাব তাই সম্ভাবিত হইয়াছিল; শুম্ভাসুর বধে 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' স্মরণ কর। কেনোপনিষদে ইন্দ্রাদি দেবগণের 'উমা হৈমবতী' সন্দর্শনও চিন্তা কর। দেব হইতে গেলে ঐ দীপনী ইত্যাদি সত্তাশক্তি উন্মেষটি যেমনধারা চাই, তেমনি চাই ঐ বেবিষাণ অথচ আত্মনীন ভাবটি। কোন নাভি বা কেন্দ্র হইতে অরসমূহ ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া তাদের নেমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(sphere or field) প্রসারিত করিতেছে ; কিন্তু নাভি বা কেন্দ্র ঐ একই রাখিতেছে, আধারও এক রাখিতেছে ; তাই অর-সঙ্কর এবং নেমি-সংঘর্ষ দুইই নিবারিত হইতেছে। জলে একই স্থল থেকে যদি উর্ম্মি সৃষ্টি ও বিস্তার কর, তা হইলে যেমনটি হয়। A system of non-interfering but co-operating rhythms.

'দেব' শব্দে 'এ'কার এই এককেন্দ্রিণী অনুবৃত্তি (compliance to one central theme of harmony) সূচনা করে বুঝিতে হইবে। 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'—'বরেণ্যং পদের 'এ'কারে এই পরমাভিমুখীনা অনুবৃত্তিটি কাষ্ঠায় প্রদর্শিত। অতএব সেটি সর্ব্বতোভাবে 'শরণ্যম্'। জপে ঐ স্থলে বিশেষ করিয়া তোমার অনুবৃত্তিকে সীমায় ফুটাইয়া তুলিবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান জড় নিগড়বদ্ধ শক্তিকে (energy as material mass) 'মুক্ত' করিতেছে বটে, এবং এ কর্ম্মে অগ্নি ও বরুণের 'ভাগ' রহিয়াছেও বটে, কিন্তু তাঁদের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'দৈবী সংহতি' নেই ; সুতরাং, দ্যৌঃ, দ্যুলোক ও দেবতা এ কর্ম্মে সমাহূত ও সমাহৃত হন নাই। প্রাণ এবং অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও এঁদের পরম শ্রেয়সী অনুবৃত্তি সাধন যে কিভাবে হইবে, তাহা বুঝিয়া স্বভাবে ফিরিয়া আইস। ইন্দ্রিয়াদি সব কিছুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় যজনশীল হও—অগ্নিবরুণ সাহিত্যে তোমার সে যজন পরম আপ্যায়নে লইয়া চল। এই সুদর্শনানুগ যে চক্র, অগ্নি তার অর-নেমি উত্তরোত্তর ঋদ্ধিতে বিস্তার করিয়া চলুন, আর বরুণ এ চক্রের একনাভি এবং অখণ্ডধারাটি অব্যাহত রাখুন। এই শেষের কর্ম্মটি না হইলে তোমার সকল শাক্তী সৃষ্টি যেন ফাটিয়া খণ্ড খণ্ডশঃ হইয়া পড়িবে ; এবং খণ্ড থেকে জাত হইবে—'চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ'। আসুরী যে বিনষ্টি শক্তি—তার ঘোর এবং মূঢ় এই দুই রূপ জানিও। এক যেন উত্তুঙ্গ তুষার আততায়ী (an avalanche of crushing destruction) ; অপরটি যেন জ্বালাকরাল ব্যাদিত, অতল গহ্বর (a bottomless pit of fire and brimstone)।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে, সূক্ষ্মে ও মহানে যাবতীয় সৃষ্টি ও বিকাশ এক উদারমুক্ত (unlimited, free) 'হিরণ্য' আধারের অপেক্ষা রাখে, যেখানে আত্মা কলনী শক্তি বিন্দু, অক্ষ, তল, রেখা, কোণাদি উদ্বর্ত্তনে তাঁর সৃজনী পালনী যন্ত্রপরম্পরা 'ছকিয়া' লইবেন। জড়ীয়, প্রাণিক, মানস—কোন প্রকার সৃষ্টিতেই এর অন্যথা নেই। এই আদিম অসর্ত্ত-শৃঙ্খলিত হিরণ্য আধার দ্যৌঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অসর্ত্ত-শৃঙ্খলিত' আধার ; দেবযান

সমস্ত কিছুই সর্ত্তশৃঙ্খলিত (subject to conditionality or determination) ভাবে চলিতেছে। যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্রও তাই। কিন্তু বস্তুতঃ এমন এক আধারে রহিয়াছে, এবং কার্য্যতঃ এমন এক আধার তাদের মেলান চাই, যে আধার অন্ততঃ তাদের অপেক্ষায়, সর্ত্তশৃঙ্খলিত নয় ; এবং যেটি, তাদের তুলনায়, 'হিরণ্য' (pregnant with shining richness of super potency)। যেমন, 'অউম' ইত্যাদি ব্যক্ত কলায় জপ চলিতেছে ; এসব ব্যক্ত কলার আকৃতি, ধর্ম্ম, স্পন্দবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দ্বারা সে জপ 'শৃঙ্খলিত', বাধ্য। জপকারীর আপন যন্ত্রাদির দ্বারাও বটে। এবম্বিধ যে 'বাধ্য' জপ, সেটিকে পূর্ব্বোক্ত অশৃঙ্খলিত হিরণ্য আধারে তুলিয়া 'মুক্ত', স্বচ্ছন্দ, ধামগ করি কি করিয়া? যে জপ মর্ত্ত্য, তাকে দিব্য করিব কি উপায়ে ? দ্যৌঃ প্রসাদিত না হইলে কোন কিছুই 'দিব্য' হয়না। জপে উদয় ও বিলয় উভয় স্থলে যদি স্বর, প্রাণ এবং মন—এ তিনের গতিতে হঠপূর্ব্বকত্বাদি লক্ষিত হয়, সুতরাং জপচক্রের যে সৌদর্শনী পরিক্রমা সেটি না ঘটে, তবে বুঝিলে তোমার জপ এখনও দ্যৌঃ এবং দিব্যের যে হিরণ্যসরণি, তাতে পৌঁছায় নাই ; এখনও সে 'মর্ত্ত্যস্য ধূর্ত্তিঃ'র কবলে রহিয়াছে। দ্যৌঃ রূপে নিখিলের যে মুক্ত, উদার হিরণ্য আধার, তাতে তুলিয়া দেবার যে হিরণ্যসরণি, তাকে বল—'দেবযান', এবং তৎ-তৎ অনুবন্ধে যে অনুবৃত্তি ও অনুভূতি, তাকে বল—'দিব্য'। জপে অর্দ্ধমাত্রার সেতু ধরাইয়া দেয়—দেবযান।

পিতৃযান

হিরণ্যসরণি ধরিয়া নিখিলের হিরণ্যাধার পর্য্যন্ত গতি হইতেছে না বটে, কিন্তু গতিচক্রের আবৃত্তি হঠাৎ খণ্ডিতবৎ না হইয়া যদি কোন অব্যক্ত (সুতরাং অ-হিরণ্য) আধান ও মেরুর সঙ্গে আপন অবিচ্ছেদটি রক্ষা করিয়া চলে, তবে সেক্ষেত্রে হইল 'পিতৃযান'। ঐ অব্যক্তে আপন আধানটি হইল 'স্বধা'। দেবযানের মত পিতৃযানও সার্ব্বভূমিক তত্ত্ব ; জপাদিতে এদের প্রয়োগ বুঝিয়া লইও। হিরণ্যসরণিটি ধরিয়া চলিতে পারিলে—স্বাহা এবং হব্য ; পিতৃযানে স্বধা এবং কব্য। তোমার জপপরিক্রমাটি যদি এখনও অবিচ্ছেদে অব্যক্তাদি ও অব্যক্তান্ত মাত্র হইয়া চলিতেছে মনে কর, তবে তোমার গতি পিতৃযানে, এবং তোমার জপ কব্যভুক্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হব্য ও কব্য

হব্য এবং কব্য শব্দ দুটিতে 'ব্য' সাধারণ, কিন্তু কব্যে ব্যঞ্জনের আদি বর্ণ; আর, হব্যে ব্যঞ্জনের অন্তিম বর্ণ। এতে কি বুঝিবে? হব্য বলে—'আমি শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছি, অথবা চলিতেছি'। কব্য বলে—'আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম; জানিনা, কবে, কোথায়, কিভাবে আমার শেষ!' ব্যঞ্জনমুখ যে 'ক' বর্ণ, তার উদয় বুঝায় যদি 'কু', তবে, এটি গুণিত হয় 'কো'। এই 'কো' কে যদি শেষ পর্য্যন্ত গতিমান্ করিতে পার তো, কো+ই (গত্যর্থ)=কবি=ক্রান্তদর্শী। কিন্তু 'ই' যদি সম্ভাব্য মাত্র হয় (indeterminate possibility of a process to be completed) তবে, 'ই' পরে 'য' আসিল। ফলে, কো+ইয়=কব্য। (ধ্বনিসূত্রে)

'ভূর্ভুবঃ সুবরোম্'

শুক্লা ও কৃষ্ণা গতি সম্বন্ধে সার্ব্বভূমিকত্ব এবং জপাদিতে তার সবিশেষ প্রয়োগ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, দ্যৌঃ—এই ভূমিতে হিরণ্যবর্ত্মনা আহিত না হইলে কোন কিছুই 'সার্ব্বভৌম' রূপে প্রতিভাত হয় না। এই নিমিত্ত সূত্রের কারিকায় দ্যৌঃকে 'ব্রহ্মসুবঃ' বলা হইয়াছে; এবং এও বলা হইয়াছে যে 'নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ'। 'ব্রহ্মসুবঃ' গায়ত্রী শিরঃ হইতে সংগ্রহ কর। তথায় 'ব্রহ্মভূঃ' এবং 'ব্রহ্মভুবঃ' শব্দদ্বয়ও রহিয়াছে। 'ব্রহ্মণি সূয়তে সনা'—ব্রহ্মে যে নিত্য 'সূত' (eternally born) ভাব, সেটি ব্রহ্মসুবঃ। সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সবিতা (eternally creating) এবং নিত্য সবন (eternal creation) ভাব দুটি আছে। যথা, প্রণবে অ=সূত, উ=সবন, ম এবং তদন্তে অর্দ্ধমাত্রা= সবিতা। ('সু' ধাতু লওয়া হইল।)

প্রণবের ঐ বর্ণত্রয়কে যথাক্রমে আন্তর-ভাবোজ্জ্বল প্রকাশের তিনটি ভূমিরূপে ধ্যান করিবে। ঐ ভূমিত্রয়ের রহস্য নাম—হিরণ্য, রুক্ম, হিরণ্ময়। প্রণবের 'ম' কারে যাইয়া 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' রূপটি বুঝিতে হইবে। তদ্দ্বারা যে সত্যের মুখ 'অপিহিত'' সে সত্য হইলেন অর্দ্ধমাত্রা, নাদবিন্দুকলাত্মিকা এবং তদতীতা; একাধারে অপরাব্যক্তা, পরাব্যক্তা এবং পরমাব্যক্তা। 'অ' কারেই হিরণ্যসরণি (হিরণ্যরেতাঃ অগ্নিদ্বারা সমুদ্ভাসিত) অনুসৃত হইল—ইহা ধ্যান করিবে। যেখানে আন্তর ভাববর্চ্চঃ বা রহস্য রশ্মি (the gleam of hidden power,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

rhythm and significance) ফুটিবার নিমিত্ত উন্মুখ হয় নাই, সেখানে হিরণ্যসরণি এখনও সুরু হয় নাই।

মধ্যমার মাধ্যমে

জপে ও ধ্যানে বাক্ ও ভাব মধ্যমারূপী ধুরে সাক্ষাদ্ ভাবে না আসা পর্য্যন্ত হিরণ্যধাম অন্তিকে নয়, দূরে। বৈখরী বাক্ ও ভাব স্থূল ব্যক্ত ; কিন্তু স্থূল বলিয়াই তমসা ও রজসা 'পিহিত' (veiled, vitiated, distorted by the conditions of sense-reaction)। মধ্যমায় এসব নিজ নিজ যথার্থ এবং নিত্য যে আকৃতি এবং ছন্দঃ, তাদের 'শাসনে' আসিয়া 'সত্যানুগ' এবং 'ঋতাধ্বগ' হয় (become corrected and standardized as regards their form and function)। এইখান থেকেই দ্যৌঃ বরুণাগ্নি সঙ্ঘাতরূপে নিজেকে এক অকুণ্ঠ-উদার, মহাসমন্বয়ী হিরণ্য আধার করিয়া মেলিয়া দেয়। সেই আধারে সুরু হয়—পশ্যন্তীর মহাসূক্ষ্মাবভাসিকা এবং পরার নিগূঢ় কারণাবভাসিকা দৃষ্টি। পশ্যন্তীতে সব কিছুর তমসা ও রজসা যে আবরণবিক্ষেপ, তার গ্রন্থি খুলিতে থাকে ; কিন্তু একেবারেই নয় ; কাজেই, পশ্যন্তীর গ্রাম-পরম্পরা আছে। পরায় সত্ত্ব আপন এবং রজস্তমঃ, এই তিন গ্রন্থি মোচনের নিমিত্ত ঐকান্তিক যে মূল (কারণ) তার সন্ধান করে ; এবং পরাপারীণ হইয়া পরমে স্থিত হয়। বারবার বলা হইয়াছে যে, এই হিরণ্যবর্ত্মক্রমটি সাধিবার নিমিত্তই ওঙ্কার, গায়ত্রী প্রভৃতি জপসাধনা। সুতরাং, পরম বরিষ্ঠ যার বরেণ্য, তার এই পরমাশ্চর্য্য 'হিরণ্য' ব্যতীত আর কি শরণ্য আছে বল? নাম জপে বসিয়া যদি বোঝ তোমার সব এই কনকরসে, হেমবরণে ভরিয়া উঠিতেছে, তবেই বুঝিলে দ্যৌঃ তাঁর হিরণ্য-অঞ্চলটি পাতিলেন তোমার তরে।

হাঁ—নামে মজিয়া যদি না বোঝ তোমার অঙ্গের প্রতি রেণুটি ফাটিয়া এক অত্যদ্ভুত কনক রাগ রস প্লাবনে 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী ভাসিয়া যায়' ভাবটি সত্যই হইতেছে, তবে শুধুই মুখে, কি ও আওড়াইতেছ—'রাধারাণী—দয়াল-লহরী', 'গৌরসুন্দর-কৃপা-কণমাধুরী!' সকল দেশের এবং যুগের মরমী মিষ্টিকেরা এই কান্তোজ্জ্বল কনকরসের কথা বলেন যে! সেই কান্ত-সমুজ্জ্বল, শান্ত সুমধুর দ্যুলোক-হিরণ্যপটেই দিব্য দর্শনের এবং আস্বাদনের সমস্ত কিছু রূপ বর্ণালীর ঝরী আর অপরূপ ছন্দোলাস্য ফুটিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪। বরুণাগ্নি-সঙ্ঘাতাদ্ দ্যৌঃ ॥

বরুণ এবং অগ্নির সংহতি দ্যৌঃ ॥

সূত্রে 'বরুণ' এবং 'অগ্নি' তত্ত্ব দুটিকে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত ভাবনা কর।

সূত্রে দ্যৌঃ যেভাবে লক্ষিত হইল, তাতে ইহা 'ঐ ঊর্দ্ধ জ্যোতির্ধাম'—শুধু এ ভাবে দেখিলে চলিবে না। ইহা 'লোক', এমন কি, 'আধার' মাত্র নয়। দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন তত্ত্বও ইহা নয়। কারণ—নিখিলের আদিম সবিতৃত্ব—যে এতে আছে, তা কারিকায় 'ব্রহ্মসুবঃ' পদে এবং তার পরের অংশে বলা হইয়াছে। প্রসব দ্বিবিধ—নিত্য ও নশ্বর। দ্যৌঃ রূপে ব্রহ্ম আপনাকে যে আদিম নিত্য 'সুবঃ' করেন—যাতে বিশ্বের যাবতীয় ঋতচ্ছন্দঃ এবং সত্য আকৃতি আবির্ভূত, বিধৃত, সংগৃহীত—সে দ্যৌঃকে নিত্য নশ্বর দ্বিবিধ সৃষ্টি সম্বন্ধে 'পিতা' এবং 'মাতা' দুই-ই ভাবনা করা হইয়াছে। 'দ্যৌস্' প্রাচীন গ্রীকদের Zeus, আর 'দৌঃ পিতর্' প্রাচীন লাটিনদের Jupiter রূপে আসিয়াছেন। 'Dei', 'Divine' ইত্যাদিও লক্ষ্য করিও।

নিত্য ও নশ্বর

আমরা যে ক্ষর, নশ্বর সৃষ্টিতে পতিত, তা থেকে আমাদের সাধন—বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান দুদিক দিয়েই—অক্ষর ও নিত্যের দিকে চলিয়াছে। ইহাই 'ঋতস্য পন্থাঃ' এবং 'সত্যস্য মুখমের' অপাবরণ। যাত্রা চলিয়াছে, পাদে, মাত্রায়, কলায়, কাষ্ঠায়। কাষ্ঠা বা পরিসীমার প্রশ্ন তো না তুলিয়া বা খুঁজিয়া উপায় নেই! কেননা, তাই থেকেই সব, এবং তাতেই সব। দ্যৌঃ এর সন্ধান এবং তাতে দৃষ্টি এই পরিসীমার সন্ধান ও দৃষ্টি। কিন্তু সর্ব্বভাবনা, শেষ পর্য্যন্ত, ব্রহ্মভাবনা না হওয়া পর্য্যন্ত তো ছুটি নেই। তাই কারিকায় দুটি বেদসূক্ত (পুরুষ এবং অদিতি) উদ্দেশ করতঃ 'দ্যৌঃ' তত্ত্বকে ব্রহ্মভাবনার চারিটি ক্রমপর্য্যায়ে দেখান হইয়াছে :—(১) 'ব্রহ্মণি সূয়তে সনা'; (২) 'এতাবানস্য মহিমা'; (৩) 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'; (৪) 'অদিতির্দ্যৌঃ'। ব্রহ্ম নিত্য, আদিম 'সুবঃ' রূপে দেখাইলেন; আদিম পিতা অথবা মাতার মহিমা 'এতাবান্'; কিন্তু মর বা নশ্বরে তার এক পাদ মাত্র; এবং তিনি সেই নিরতিশয় অখণ্ড সামগ্রী ভূমা—অদিতি—সুতরাং 'এতাবত্তা' (কোন মানাদি দ্বারা নিরূপ্যমাণতা) তাঁকে স্পর্শ করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা, ওঙ্কার জপে—'অউ' = ব্রহ্মস্থবঃ ; ম = এতাবান্ মহিমা ; নাদ-কলা-বিন্দু = ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ; এবং তদতীত = ব্রহ্ম স্বয়ম্।

কারিকা :—

দ্যৌরিতি বেবিষাণস্য যাস্কমানেন সংহতি।
ব্র্হ্মস্থবরিতি জ্ঞেয়ং ব্রহ্মণি সূয়তে সদা ॥১০১
অমৃতং দিবি সূক্তেন ত্রেধা নিদধ ইত্যতঃ।
অদিতির্দ্যৌরিতি শ্রুত্যা নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ ॥১০২

২৫। সোমমিত্রসঙ্ঘাতাৎ পৃথিবী ॥

সোম এবং মিত্র—এতদুভয় সঙ্ঘাতে পৃথিবী ॥

এতাবত্তা এবং নৈতাবত্তা

ধর, 'অউম' ভাবে ওঙ্কার ব্যাহরণ করিতেছ। এ ভাবে ব্যাহরণ হইল—এতাবত্তা (এ ভাবে, এতটা, এতদূর অবধি)। যৎকিঞ্চিৎ পাদমাত্রাদিতে রহিয়াছে বা চলিয়াছে, তাহাই 'এতাবৎ'। কিন্তু ওঙ্কারাদি জপে যেমনধারা, তেমনিধারা সব কিছুকেই (বিজ্ঞানে এবং প্রজ্ঞানে) তার নির্দ্দিষ্ট দেশ-কালাদির গণ্ডীর (কঞ্চুক) পারে লইতে হয়। সেটিকে সূক্ষ্মে, কারণে বুঝিবার নিমিত্তও বটে, এবং তার মধ্যে যাহা 'কলা' মাত্র, সেটিকে 'কাষ্ঠায়' মিলাইবার জন্যও বটে। তাই এতাবত্তা থেকে নৈতাবত্তার দিকে গতি। এবংপ্রকার গতির সম্ভাবনা হয় যাহা থেকে, সেটিকে দ্যৌঃ রূপে চিনিতে যত্ন হইল।

কিন্তু এতাবত্তা নৈতাবত্তার আধারে রহিয়াও, এবং নৈতাবত্তাকে কাষ্ঠায় পাইব এই আকুতিতে চলিয়াও, কৈ নিজে তো বিলোপ পাইতেছে না ; আপন মান ও সম্বন্ধ বদলাইয়া যাইতেছে। জলকণা হইতেছে নির্ঝর, নির্ঝর তটিনী, তটিনী সরিদ্‌বরা, সরিৎ সরিন্নাথ, সরিন্নাথ মহাবাষ্পমণ্ডল ; কিন্তু এ যাত্রার কোথা অবধি কে বলিবে? ভিতর বাহির সব কিছু লইয়া এ ভাবে নৈতাবত্তার অন্বেষণ কর। জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভাবে, যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ ও সাধন করিতেছ, সেটি, অণুই হোক্ আর বিরাটই হোক্, এতাবত্তাধর্ম্মাবচ্ছিন্ন। যথা, জড়বিজ্ঞানে একদিকে 'কোয়ান্টাম ফিজিক্স', অন্য দিকে 'এস্ট্রাল'। প্রাণ ও মনের রাজ্যেও অন্যথা নয়। সর্ব্বস্থলেই কিন্তু এতাবত্তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে নৈতাবত্তা—এ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

unspecified margin of indeterminacy; গণিতাদির সর্ব্ববিধ বিশ্লেষণ বিবৃতিতেও তাই। গণিতে টেলারস্ থিওরেমে মিলিল এক ভূয়সী ব্যাপিকা এতাবত্তা; কিন্তু পরবর্ত্তী গবেষকরা সেটিকে নিরঙ্কুশ নিরবধি হইতে দিলেন কৈ? ব্রহ্ম সমস্ত কিছুতেই অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া ভেতরের কোন ভাব, অথবা বাইরের একটা ধূলির কাছেও কি হইতেছে?—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।

এতাবত্তা হইল মান, অবধি, সীমার প্রশ্ন। ভাবিয়া দেখ—এতাবত্তায় দুটি মূল প্রশ্ন দেওয়া থাকে। একটাকে বলিতে পার—নিরূপক বা সম্বন্ধী বিন্দু (the point of reference or centre of relevancy); অপরটি নিরূপিকা বা সম্বন্ধিনী মাত্রা (what assigns the conditions and limits of a given frame or context of relevancy)। 'এইটা' সম্বন্ধে, আর 'এভাবে এই অবধি'—এই দুই মূল কথা।

সোম ও মিত্র

এখন সমস্ত কিছুকে যেটি তার মূল নিরূপক বিন্দুটি, তার সম্বন্ধ কেন্দ্রটি ধরাইয়া দেয়, সেটিকে এই গ্রন্থের পরিভাষায় বলা হইয়াছে 'সোম'। আর, যেটি, কোন স্থলে, অথবা সর্ব্বস্থলেই, ঠিক ঠিক অনুবন্ধ (relevancy) এবং যোগ্যতা (competency)র মান, মাত্রা এবং মর্য্যাদাটি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, সেটি 'মিত্র'। গীতায় অর্জ্জুনের বিষাদ যোগ। শ্রীকৃষ্ণ (সখা) মিত্ররূপে অর্জ্জুনের উক্ত সঙ্কটে স্বধর্ম্ম মর্য্যাদাটি দেখাইলেন। কোন সুদূর তারকার আলোক রশ্মিরেখা সূর্য্যসান্নিধ্যে আসিতে বক্র হইবে কিনা, সেটি পরীক্ষার নিমিত্ত 'মিত্র' নির্দ্দেশ করিবেন—অনুকূল ও আবশ্যক অবস্থাপুঞ্জ, এবং তাদের 'মর্য্যাদা'। সামান্যতঃ, কোন মান বা মাত্রাকে তার যথার্থ যোগ্য ও আবশ্যক মর্য্যাদা যেটি দেয়, সেটি হইল 'মিত্র'। ('মাত্রা' এবং 'মিত্র' শব্দ দুটি ভাবিয়া দেখিও।) সাধন, কোন না কোন ভাবে তো সকলেই করিতেছি; কিন্তু গুরু, আচার্য্য কেন আবশ্যক হয়? ঐ দুটি কর্ম্ম করিবার জন্য—সোমকর্ম্ম আর মিত্রকর্ম্ম। লক্ষণ লইয়া ভাবিয়া দেখ।

সোম এবং মিত্রসঙ্ঘাতকে সূত্রে বলা হইল 'পৃথিবী'। এখন দেখ, পৃথিবীর আলোচনায় 'এতাবত্তা' গোড়ায় আসিল কেন? কারিকায় দেখ—'এতাবতীতি' আছে। যেমন তেমন এতাবত্তাকে পৃথিবী বলে না। সোম-মিত্রসংহতি তাতে থাকা আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবীতে সংহতি

সোম ওঙ্কারের সম্পুটিত, 'বৈন্দব' রূপ। সুতরাং ওঙ্কারপ্রভব যে সৃষ্টি—জড়ে, প্রাণে, মনে তার নাভিকেন্দ্রে সোমকে থাকিতেই হয়। সুষম সৃষ্টি-দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই সোমনাভ—সোম নাভিতে রহিয়া মধুক্ষরণে সব কিছু সোমাভিষুত রাখিয়াছেন, তাই না সব—শুধু ঐ ফুটন্ত পুষ্পকলিকা নয়—মধুমম্মী, আর, সব কিছুর—কেবল লাস্য বা সঙ্গীতের নয়—গতি মধুচ্ছন্দাঃ! আমাদের কারবারী দৃষ্টিতে সৃষ্টির যে বিষমাভাস, বিরূপবিভ্রম, তাতে সোম আপন 'ছন্দসা' মন্থন-সবন রূপটি সংগোপন করিয়াছেন; 'রভসা' যে উপমর্দ্দ-বিমর্দ্দ রূপ, সেইটেই দেখাইতেছেন। সোমের 'ছন্দসা' মন্থন-সবনটি ঘটান কে? —মিত্র; মনে রাখ যে, মিত্র=সবকিছুতে মান মাত্রাদির মর্য্যাদা-সংরক্ষক। যেমন, আমাদের এই সৌরমণ্ডলে ঐ সূর্য্য=মিত্র। আর, ঐ চন্দ্র=সোম বলিবে কি? না, তা সোজাসুজি বলিওনা। 'চন্দ্রমা' সূত্রটি পুনশ্চ প্রণিধান কর। করিলে বুঝিবে যে, যাকে ঐ ভাস্বর জ্যোতিষ্ক ভাস্কর ভাবিতেছ, সেটিও আসলে 'সোমনাভ'। নচেৎ, এত প্রাণ, এত চেতনা, এত ছন্দঃ, এত সুষমা তা থেকে উৎসারিত হইত না। সূর্য্য=Physical Mass মাত্র নয়; একটা ধূলিও তা নয়। সূর্য্য আপন নাভিতে সোম ধারণ করেন; একটা ধূলিও তাই। তবে, আপন সৌরমণ্ডল এবং জগতের মানমর্য্যাদা বিধাতা হিসাবে ঐ সূর্য্যকে বিশেষ করিয়া মিত্র বলা হয়। আর, ঐ চন্দ্রকেও অনুরূপ হেতুতে, বিশেষ করিয়া, সোমও বলা যায়। চন্দ্র এই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক। এই নৈকট্য-নিবন্ধন পৃথিবীর সামগ্রিক রসসংস্থা এবং রস সঞ্চার (entire fluid economy)-এর উপর ঐ চন্দ্রের প্রভাব সমধিক। 'রস' শব্দকে প্রাণ-মানসাদি পর্য্যায়েও তুলিয়া লইও। এখন, সোম যদি সর্ব্বত্র রসসংস্থা সংস্থাপক বস্তুটি হন, তবে, ঐ চন্দ্রকে সোমমূর্ত্তি ভাবা ঠিকই হয়। আর, এভাবে ঐ সূর্য্য, আর ঐ চন্দ্রকে, মিত্র আর সোমের প্রতীক, প্রতিনিধি করিয়া দেখিয়াও বোঝ—কেন, কিভাবে আমাদের এই পৃথিবী তার পার্থিবত্বে সংরক্ষিত রহিয়াছে। স্থূল প্রতীক দৃষ্টিতেও এই পৃথিবী সোমমিত্র সংহতিতেই তার বিধৃতি লাভ করিয়াছে। Earthএর আপন statics and dynamics, বিশেষ করিয়া, ঐ solar and lunar power *ensemble* দ্বারাই সংগৃহীত রহিয়াছে। পৃথিবীর আপন শক্তিকূটকে যদি বল ভৌম অগ্নি, তবে, দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষের অপর ঐ দুই অগ্নি (রবি ও সোম), তাকে স্বভাবে, স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছে। পৃথিবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠে এ ভাবের বায়ুমণ্ডল থাকিবে কিনা, জলস্থলের এভাবের সংস্থা, এ-ভাবের স্তরবিন্যাস, এভাবের আভ্যন্তরীণ তাপচৌম্বকাদি শক্তিসংস্থা—ইত্যাদি ভূবিদ্যার যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান, ঐ দ্যুলোক-অন্তরীক্ষ আলোকদিশারীদ্বয় করিয়া দিবে।

পৃথিবীর 'জন্ম'

এই পৃথিবীর জন্মরহস্য বুঝিতে বিজ্ঞানের তরফ থেকেও, সোমমিত্রকে অনুবন্ধানুরোধে বুঝিয়া লইও। Tidal Theory যদি গ্রহণ কর, তবে ঐ সূর্য্য, আর সুদূর অতীতে সূর্য্য সন্নিধানে আগন্তক অপর কোন মহাজ্যোতিষ্ক—এ দুটিকে সরাসরি মিত্র আর সোম ধরিয়া লইও না। মুখ্যতঃ, স্থূলবস্তু সংস্থান (configuration) নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শক্তিসংস্থা (power *ensemble*) লক্ষ্য করিয়া তবে বুঝিতে হইবে কে বা মিত্র, কে বা সোম। কোন এক শক্তিক্ষেত্রে (অণুতে অথবা বিরাটে) দুইটি প্রশ্ন তুলিয়া তাদের জবাব পাইতে চেষ্টা কর। প্রথম—ছড়ানো মেলানো যে শক্তিক্ষেত্র, তাতে কোন ধ্রুব-একান্ত না হইলেও আপেক্ষিক—কেন্দ্র বা নাভি গড়িয়া ওঠার প্রবণতা আছে অথবা নাই? যদি থাকে তো সোম সাড়া দিতেছেন। আপন জপধ্যানাদিতে এভাবে সোমের অভিষব (সাড়া) মিলাইতে যত্ন কর। 'সোম' মানে—যে ওঁ সঞ্চিত বা সম্পুটিত, সেটি সিঞ্চিত বা সঞ্চারীও বটে—('স'কারের এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা, অনুলোমে ও বিলোমে)। দ্বিতীয়—কেন্দ্র বা নাভি সমুদ্দেশে শক্তিপুঞ্জের এক সুষম সমন্বয়িনী ছন্দঃসংস্থা (যথা, এটমে, সৌরজগতে, প্রাণিকোষে, অহং-কেন্দ্রীণ অন্তঃকরণে) গড়িয়া উঠিতেছে, অথবা, না? যদি হয় তো—মিত্র (covering formula, governing equation ইত্যাদি আকারে) ছন্দোবন্ধন কর্ম্মটি করিতেছেন। ভূয়সী ব্যাপিকা এ জিজ্ঞাসা; কাটিয়া টুকরা, আড়ষ্ট করিয়া সোমমিত্রাদি রহস্য বুঝিও না। প্রাচীন বিশাল আর্য্য সংস্কৃতির ভাস্বর প্রজ্ঞানগগনে সোমমিত্র চন্দ্রসূর্য্যের মতোই অনবগুণ্ঠিত রহস্যচ্ছটায় দেদীপ্যমান ছিলেন।

এই পৃথিবীর জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুতিতেও ঐ পুরাণী অথচ সনাতনী মরমী রহস্যচ্ছটায় তোমার লেখপত্র বিছাইয়া লও। প্রশ্ন কর—আচ্ছা, সূর্য্য আর সেই অজানা আগন্তক জ্যোতিষ্কের সান্নিধ্যের ফলে সূর্য্যমণ্ডলের মহাবিপুল জলদ-বাষ্প-সাগরে যে জোয়ার উঠিয়াছিল, সে জোয়ার তো অনেক রকমেই উঠিতে, ছড়াইতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছট্‌কাইতে পারিত ; কিন্তু এক নির্দ্দিষ্ট ফল (end or result) কেন্দ্রে রাখিয়া তার বিপরিণামগুলি ঘটিয়া গেল কেন ? সম্ভাব্যতা বা Probability যদি প্রশ্ন হয় তো—সে তো ও ক্ষেত্রে নানা ; সে নানা সম্ভাবনার মধ্যে কে বা কি 'না, না' করিয়া আর সব বাদ দিয়া একটাই অঙ্গীকার করিল ? যদি বল—আকস্মিক, তবে সে আকস্মিককেও 'নিরূপিত' করেন সোমমিত্র। যদি বল—বাধ্যতাবশতঃ, তবে বাধ্যতার বন্ধ এবং ছন্দঃ—দুইই সোমমিত্র থেকে।

আকস্মিক ও বাধ্য

বন্ধদৃষ্টিতে আকস্মিক আর অবশ্যম্ভাবীর দ্বন্দ্ব। ছন্দোদৃষ্টিতে এ দ্বন্দ্বের পরিণয়, সমন্বয় চলিয়াছে। ক্রান্ত দৃষ্টিতে মহাসমন্বয়, শান্তদৃষ্টিতে পরম সমন্বয়। ব্যাহৃতি ত্রয়ের মধ্যে 'ভূঃ' সমস্ত কিছুকে 'এই' বলিয়া এক নিরূপ্যতা (determinateness) দিতেছে ; 'স্বঃ' সমস্ত কিছুকে সৃষ্টির মূলে যে প্রাণ, আনন্দ এবং লীলাকৈবল্য, সেটিকে 'সেই' বলিয়া দেখাইতেছে ; সুতরাং, সে আনন্দ কেন্দ্র সম্পর্কে সবই স্বাধীন লীলা-সহযোগী। আর, 'ভুবঃ' ব্যবধানে থাকিয়া সমস্ত কিছুকে বলিতেছে—'তুমি যে না-এই, না-সেই ত্রিশঙ্কু হ'য়ে রয়েছ ! তোমার এই-কে সেই-তে মিশাইবার যেটি সমর্থ ছন্দঃ, সেটি সাধিয়া লও।'

আনন্দহ্বৎ এবং মর্য্যদাভৃৎ

সব কিছুতে আনন্দহ্বৎ রূপে রহিয়াছেন সোম। আর, সব কিছুর 'এই' বা 'এতাবৎ' রূপে যে স্ব-প্রতীতি, তাকে ঐ নিখিলকেন্দ্রীণ আনন্দহ্রদের মানে মর্য্যাদায় যুড়িয়া দেন যিনি, তিনি মিত্র। নিজের এই রকম মর্য্যাদাপন্ন 'এই' ভাব, আর মর্য্যাদারহিত 'এই'—এ দুয়ের তুলনা করিয়া তোমাতে এই অপূর্ব্ব সোমমিত্র সংহতিটি ধারণা কর। মর্য্যাদাবিরহী, মৈত্রবিধুর যে 'এই', 'এতাবৎ', তাকে অদিতি মাতার প্রত্যক্ষ তনু যে 'পৃথিবী', দ্যৌঃএর সম্মিলিতা যে 'পৃথিবী', তাঁর সঙ্গে এক করিয়া গুলাইও না। পৃথিবী মহীয়সী অদিতিদৈবতা এবং দ্যু-দ্যোতনীয়া তনু। 'এই পৃথিবী' রূপে স্থূলখণ্ড দৃষ্টিতে পৃথিবীকে, পূর্ব্বোক্তরীতিতে, সোমমিত্র সংহতিতে দেখার প্রয়াসে কার্পণ্যদোষ হয়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। যেটি ব্যূঢ় দৃষ্টান্ত মাত্র, সেটিকে নির্ব্যূঢ় যে দার্ষ্টান্তিক, তার সঙ্গে "এক" ভাবিয়া বসিতে নাই। বটের বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে বিশ্ববীজাঙ্কুর যে অর্দ্ধমাত্রা, তাকে বোঝা যেমনধারা।

মিত্রকে সমস্ত কিছুর মর্য্যাদাকুশলী ছন্দোবিধাতারূপে ভাবনা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই 'মিত্র' শব্দের 'ম' কারে 'মধু' বা 'অমৃত'; 'র' কারে 'ঋতম্'; 'ত'কারে 'সত্যম্'; এবং মধ্যে 'ই' কারে ঐ ত্রয়ের সন্ধি সূচিত হইয়াছে। 'মিত্র' বা মৈত্রের অভাবে অরি ও বৈর। 'সোম'কেও সর্ব্বসঞ্চয়ী ওমের সর্ব্বসিঞ্চনকারী (স্) 'অব্যয়, নিধান, প্রভব' রূপে ধ্যানে রাখিও।

অমৃৎপাৎ ও স্বচ্ছন্দমাত্র

এই পৃথিবী গ্রহটি এক সাপেক্ষ দৃষ্টান্তরূপে এ সূত্রালোচনায় আসিলেও, লক্ষণমত সোমমিত্রসজ্যাতাবচ্ছিন্ন যে এতাবত্তা,—'এতাবৎরূপে' প্রতীতি এবং ব্যবহারবিষয়তা,—তাকেই 'পৃথিবী' বলা হইয়াছে। সুতরাং, পৃথিবী অন্তর্বহিঃ, স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্বভূমিতেই লক্ষিতা এবং উপাসনীয়া এক রহস্যনিবিড় তত্ত্ব। মিত্র মানের মর্য্যাদা (সীমা) এবং অভিবিধি (ব্যাপ্তি), এ দুই-ই বিধান করতঃ হন—স্বচ্ছন্দমাত্রা। সর্ব্ববিধ জপধ্যানাদিতে এই স্বচ্ছন্দমাত্রাটি মিলাইতে এত যত্ন করিতে হয়! 'এই তো—এতাবতী এই জপক্রিয়া—কিন্তু সোমমিত্রের অনুকম্পায় অমৃতপাৎ, স্বচ্ছন্দমাত্র হইয়া স্থিরা এবং পৃথ্বী হইতেছে কৈ!'

পৃথিবী বীজ—লং

যত কিছু 'এই' বা এতাবৎরূপে প্রতীত (given), তার মধ্যে 'এই তোমার অমৃত নাভি, এই তোমার স্বচ্ছন্দ পাদমানের অরাবলী, আর, এই তোমার সুষম শোভন কলার নেমি, এবং এই তোমার পূর্ণ পরিক্রমারূপ পরিসীমা'—এভাবে এতাবতের মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র দীক্ষাটি হইলে, তবে (অন্যথা নহে) এতাবতী (given as mere such) হয়—পৃথ্বী এবং পৃথিবী। এই প্রকার সোমনাভি আর মৈত্রমাতা পাইয়াছেন, তাই পৃথিবী মাতা আদিমা। পৃথিবী তত্ত্বের বীজ—'লং'। এই বীজ জপে (বিশেষতঃ প্রণবসহ) যৎকিঞ্চিৎ 'এই' বা 'এতাবৎ' মাত্র, সেটি হয় সোমনাভ, অমৃতপাৎ এবং মৈত্রমাত্র। এ শব্দগুলির ব্যঞ্জনা আগে দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, সব কিছুকে concentrate, congruent, consolidate করার সাধন এই পৃথ্বীবীজের সাধন। Geocentric Hypothesis Astronomyতে বহুদিন ত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু পৃথ্বীমাতা যে সর্ব্ব এতাবানের নাভি, এবং যে নাভি সংযোগটি রাখিয়াই সর্ব্ব এতাবান্ স্বধর্ম্মে ও স্বচ্ছন্দে সুস্থিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান এবং নিরুদ্বেগে বৃত্তিমান্ হইতে পারে—প্রজ্ঞানের এ মূল বাণীটি কোন্ বিজ্ঞানবাদ আজ অস্বীকার করিবে ?

বেণ আখ্যায়িকা

বেণ এবং পৃথুর যে পুরাণী আখ্যায়িকা, তার মর্ম্ম এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করিও। এতাবতী পূর্ব্বোক্ত সোমমিত্র সংহতি থেকে চ্যুত হইয়া বিষমক্রূরাদি ছন্দে পতিত হইলে, বেণের অধিকার। সকল কালে, সর্ব্বক্ষেত্রেই এটি ঘটিতেছে, অথবা ঘটিতে চলিয়াছে। বিষম ক্রূরাদির দৌরাত্ম্য প্রকাশ পায় সব কিছুকে গাঁঠ বাঁধিয়া, জট পাকাইয়া। শক্তিক্ষেত্র, বিশেষ করিয়া মানসক্ষেত্র, মাত্রেই এই 'বেণ'টিকে চিনিয়া লও। 'ব'=যে কোন শক্তিব্যূহ; 'এ' সেটিকে এক 'তল' দেখাইয়া বলিতেছে—'তুমি ঐ তল পানে গড়াইয়া চল'। 'ণ'=মূর্দ্ধন্য শক্তি-সম্পাত, এটি 'এ'কারের যে তলমুখী বৃত্তি, সে বৃত্তির ফলকে পড়িয়া যেন ঠিক্‌রাইয়া যাইতেছে, তাকে 'প্রভাবিত' করিতেছে না। 'ব'এর কোন তলাভিমুখী প্রবণতা যেন 'dead' and not 'alive' with respect to the incidence of Divine Influence. ভগবদ্‌বিমুখ যে জীবত্ব, তাতে (জীবে) এই 'বে' রূপটি বিস্পষ্ট। আচ্ছা 'ণ' এ যোগ কর 'উ'। কি হইল ? বেণু। জীবে পরম-মরম-রসবৈমুখ্য বিদ্ধ করিতে ('উ' বর্ণে), এবং তাকে রসমুখীন করিতে বেণুর মত আর কি আছে বল ত'? উপরের যে পরশ আসিয়া সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া গেল, বেণুর 'উ' ছাড়া কে তাকে বলিবে তুমি কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণটিকে মোর আকুল করিবে না ? আর 'বেন' যদি 'ন' হয়, তা হইলেই বা ঐ আকৃতি (ফরমুলা) কি বুঝাইবে ? কোন শক্তিব্যূহ (ব) যদি নিজেকে কোন তলে (plane) নামাইয়া এমন করিয়া রাখে, যাতে তৎসংস্থাবাধ্যসম্পন্নতার বাহিরে আর সে যাইতে অসমর্থ হয় (is incapable of breaking the drag momentum of its own involved complex), তবে পাইলাম ঐ 'বেন' ফরমূলা। এবম্বিধ complex এর morbid এবং malignant দুটি রূপ (জিহ্ম ও ক্রূর বলিতে পার)। অন্যভাবে, উৎকট ও নেপথ্য। 'ত' বর্গের শেষবর্ণে দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা—যেটি সম্পন্ন, সেটি যেন একটা দাঁড়ি টানিয়া বলে—'এই যে আমি আছি, এর বাইরে অন্য কিছু আমাকে লইবে না, অথবা অন্য কিছু এর মধ্যে আসিবে না'। এ হেন যে 'ন', তার তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম মিত্র হইতে বাধা নাই, তবে ঐ 'বে' এর সাথে ক্রূর জিহ্মাদি সর্ত্তে জোট পাকাইলে অনর্থ। 'বেন' সুন্দর হইতেও বাধা নেই।

'ত' বর্গ

'ত' বর্গের কথা অনেকবার হইয়াছে। সোজাসুজি ঐভাবে লও। কোন ভূমিতে (plane or position) আসিলাম=ত; তাতে থামিলাম=থ; সেখানে দাঁড়াইলাম=দ; চেষ্টা করিয়া কোন কিছু ধরিলাম (যেমন গাছের ফল) =ধ; এই তো কোন ফলে সম্পন্ন হইলাম=ন। আর কিছু চাইনা=ন, এও বটে। ফলটি যদি পরম ফল হয় তো ঐ 'না' উত্তম। যদি পরম না হইয়াও শ্রেয়ঃ হয়, তবে মধ্যম। আর যদি প্রেয়োমাত্র হয় তো, অধম। আর, সে অধম যদি আবার জিহ্মক্রূর, উৎকট নেপথ্যাদিরূপে দুঃখভয়াবহ হয়, তবে তাকে কি বলিবে?

পৃথিবীর ইতিবৃত্তে বেণ ও পৃথু

পৃথিবীর পরিস্থিতিতে ও ইতিহাসে, জড়ীয় ও মানস, সমষ্টি ও ব্যষ্টি,—দুদিক দিয়াই এই 'বেন' আকৃতিটি ভাবিও। জড়ীয় দৃষ্টিতে (physically or geologically speaking) পৃথিবীতে আদৌ এক অত্যুগ্র (turbulent) অবস্থা। তার মধ্য হইতে ধরণীর এই যে ক্রমবিকাশের ধারা, সেটি কি আপন প্রণালীটি পাইল শুধু লটারি খেলিয়া? ছন্দঃটি বাঁধিয়া দিতে, প্রণালীটি ধরাইয়া দিতে, কোন লোকোত্তর (supra) ছন্দঃকুশল দিশারীর দরকার হয় নাই? সে লোকোত্তর শক্তিকে কোন লোকোত্তর পুরুষ ভাবিবে কিনা, সে পরের কথা। কিন্তু তাকে 'কর্ম্মাধ্যক্ষ' প্রশাসয়িতৃ ছন্দঃ (ঋতম্ মিত্রম্) না ভাবিয়া কোনক্রমে এই অপূর্ব্ব বিকাশধারার উপপত্তি হইবে কি? সেদিনকার 'fortuitous conglomeration' এর সঙ্গে বর্ত্তমানের creative evolution আর emergent evolution এর তুলনা কর। 'পাশার দান' এখনও বিজ্ঞানে চলিতেছে—কিন্তু নিছক তাই কি? পাশার ভেতর কে যেন চাপিয়া বসে—বলে 'দেখনা, কোন দিকে ঝুঁকি, কোন্ কাতে পড়ি!' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেই ঘটোৎকচ যেমন! কিন্তু ঘটোৎকচের আত্মকুল চাপিয়া পড়ার মরজি হওয়া তো বিচিত্র নয়! পাশার দানে যদি 'দানা' পাইয়া বসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ? 'বিপর্য্যয়' কথাটা চল আছে ; এর যেটি অন্যথা তাকে যদি বল 'সুপর্য্যায়', তবে বিকাশপরিণতির সকল ক্রমান্বয়কে বিপর্য্যয় কাটাইয়া সুপর্য্যায়ে আনার নিমিত্ত কোন না কোন সঙ্কট (crisis) এবং সেতুর (pass over) সম্মুখীন হইতে হয়, এবং গতিলেখের মুখ ফিরাইয়া দিতে হয়। বিপর্য্যয়—সঙ্কটকে, সর্ব্বস্থলে সাধারণভাবে যদি বল 'বেন', তবে, সুপর্য্যায়-সরণি-সারথি যেটি, তাকে, সাধারণভাবে, বল 'পৃথু'।

এই পৃথিবীর যেটি বর্ত্তমান আকৃতিপ্রকৃতি সংস্থান (configuration of form and forces), জীবাভিব্যক্তির যে বিশিষ্ট ধারা (the curve of accomplished biological evolution), কৃষ্টি এবং অধ্যাত্ম বিকাশের যে ব্যবস্থিত ক্রম,—এ সবকেই বহু বিপর্য্যয় সঙ্কটের 'ফাঁড়া' কাটাইয়া বারবার তার সুপর্য্যায় সরণিটি ধরিয়া চলিতে হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই, 'বেন' আর 'পৃথু'কে পৌরাণিকী গাথায় গাঁথিয়া রাখিও না। 'এই' পৃথিবীও উদাহরণ স্থলেই আসিতেছে, ইহা মনে রাখিও। এ তত্ত্বসূত্রের প্রয়োগ বিনিয়োগ সর্ব্বত্র। তোমার শারীর ও মানস (অধ্যাত্ম) ক্ষেত্রে, জপধ্যানাদি সাধনে, বিশেষতঃ। 'বেণ' অথবা 'বেন' শব্দের 'ফরমূলা' যেভাবে ভাঙ্গিয়া দেখান হইয়াছে, সেটি চিন্তাকেন্দ্রে রাখিও।

সঙ্কট ও সম্পৎ

সর্ব্বক্ষেত্রেই বিপর্য্যস্ত গতি বা বিপর্য্যয় আনে সঙ্কট। সে সঙ্কট ক্রূরজিহ্মাদি-রূপে গোচরে আসে। সঙ্কটে সর্ব্ববিধ 'সম্পৎ' বিপর্য্যস্ত হয়। এখানে, 'সম্পৎ' বলিতে 'দৈবী' বুঝিতে হইবে। পৃথু কি করেন ? যেখানে কোনপ্রকার 'এতাবতী সংস্থা' পূর্ব্বোক্ত সঙ্কটাপন্ন বিপর্য্যয়ে শৃঙ্খলিত (যথা, বর্ত্তমানে প্রয়োগ-বিজ্ঞান, অধ্যাত্মসংহতি সহযোগ, এতদুভয় ক্ষেত্রেই), সেখানে সঙ্কটমোচন পূর্ব্বক নিমজ্জিত ও বিপর্য্যস্ত সম্পৎ (submerged and subverted values) পুনশ্চ 'দোহন' করতঃ যোগক্ষেম বিধান করেন। ফলে, যাহা বিপর্য্যস্ত; তাহা হয় সুপর্য্যস্ত ; সঙ্কট হয় সম্পৎ ; কর্ম্ম হয় যজ্ঞ ; শৃঙ্খল হয় শৃঙ্খলা ; অর্থকামপ্রবৃত্তি হয় ধর্ম্মানুশাসন বিধিনিষেধ ; যদৃচ্ছা কামচার হয় শাস্ত্র ; প্রেয়ঃ হয় শ্রেয়ঃ ইত্যাদি। পৃথু শ্রীভগবানের অবতার। তিনি নিখিল শ্রেয়ঃ সম্পৎ দোহন করতঃ পৃথ্বী বা পৃথিবীকে সার্থকনাম্নী করিয়াছেন। সর্ব্বত্র, সদাক্ষণ করিতেছেন। ধর, তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বাস বিপর্য্যস্ত ভাবে চলিতেছে। ইহা বেনের অধিকার। যদি প্রণবাদি জপের ফলে সুপর্য্যস্ত, স্বচ্ছন্দ হয়তো পৃথু। এইভাবে সর্ব্ব এতাবতী সংস্থায় মিলাইয়া লও।

পৃথু পরিচয়

পৃথু হইতেছেন সেই দৈবী সংযুক্তি যদ্দ্বারা এতাবতী মাত্রে পূর্ব্বোক্ত সোমমিত্র সংহতিটি নিরুপদ্রব প্রবর্ত্তিত হয়। যাতে—বাতসিন্ধু, উষানক্ত, ওষধি বনস্পতি, পার্থিব রজঃ গাভী—ইত্যাদি সমস্ত কিছু উদ্ভব মধু, মাধ্বী, মধুমান্ হয়। মধুমতী ঋকে পৃথ্বীকে মাধ্বী সম্পর্কে ওতপ্রোতারূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সোমমিত্র সংহতিটি সঙ্গতির পরিসীমায় আসিলে, তবে পৃথ্বীকে (অর্থাৎ, সোমমিত্রছন্দে গ্রথিত কোন এতাবতী প্রতীতি এবং সংস্থা:কে) ঐ মধু পরিসীমায় ভরপূর, কাজেই মৌনগভীর এক অনুভূতিতে মিলাইতে পারা যায়। এবম্প্রকার অনুভূতির যে মগ্নগভীরতা, সেটি 'মধু' শব্দের 'উ' বর্ণে দেওয়া আছে। 'ম'= সোম; 'ধ'=সমর্থ মিত্রচ্ছন্দে ধারণ; 'উ'=শুধু বাহ্য মাত্রাস্পর্শে নয়, পরন্তু সমস্ত কিছুর হৃৎ-সংবেদনে। বিশেষভাবে, ওষধি=সোম; বনস্পতি=মিত্র, ইত্যাদি ভাবে ধ্যানে মিলাইয়া লইও।

বাম উরু

পৃথু থেকে পৃথ্বী, পৃথিবী। বেনের 'বাম উরু' মন্থনে পৃথুর আবির্ভাব। 'বাম' শব্দে সুন্দরও বটে, উল্টাও বটে। বেনে momentum (কার্য্যকরী শক্তি) এর যে 'sense' (মুখ), সেটি না উল্টাইলে (reverse), যাহা বিপর্য্যয় ও বিপর্য্যস্ত (আগেকার বিবৃতিমত), তাহা সৌষ্ঠবে ও সৌষম্যে আসিবে না। যেমন, সাধারণ অজপায় (হংসযোগে নয়) যে 'হংসঃ', তাতে এ সবই 'ক্ষয়িষ্ণু'—running down এর দিকে। বর্ণদ্বয় উল্টাইয়া, এবং মধ্যে ঊর্দ্ধগ (elevating) 'ই' স্বর বসাইলে কি হয়?—'সিংহঃ'=মহাশক্তিধর, সাধিষ্ঠ সমর্থ ভাগবতী শক্তির বাহন।

দৃষ্টান্ত—সিংহ

বর্ত্তমানে অণুর আভ্যন্তরীণ শক্তির ধর্ষণ ঘটিয়াছে, 'দোহন' হয় নাই। যে বাম-বিক্রম-পরিসীমা 'সিংহ', সে সিংহ নয়, পরন্তু প্রচণ্ড জড়িমার পরাকাষ্ঠা যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদোদ্ধত 'কৃষ্ণ মাতঙ্গ', তাহাই মহা-আতঙ্ক আকারে আততায়ী হইয়াছে। জগদ্ধাত্রী ধ্যানে এই কৃষ্ণ মাতঙ্গ সিংহবীর্য্য দ্বারা নিপাতিত ও নিবারিত। জগতের (সেই সঙ্গে 'এই পৃথিবীর') উদ্ভবে, উদ্বর্ত্তনে এবং সংরক্ষণে, প্রতি সঙ্কট সন্ধিতেই, এই প্রকার কৃষ্ণ মাতঙ্গ বিমথন আবশ্যক হইয়াছে, আর আজও হইতেছে। ব্যক্তির জীবনেও বটে। মাতঙ্গের কত না রূপ!—দুর্ব্বার রিপু, দুর্জ্জয় সংস্কার ও অভ্যাস, দুর্লঙ্ঘ্য পরিবেশ। এসবতাতেই এক একটা সঙ্কট সন্ধি (critical juncture) আসিলে তবে, 'বেন' হয় বাম (the 'opp r-tune' redirection, reversal, re-valuation of what is critically contra-indicated)।

বাম 'উরু' কখন?

এই 'বাম' আবার 'উরু' হওয়া আবশ্যক। 'উরু' মানে thigh বুঝিবে? 'বাম উরু' এমন এক সমর্থ শাক্তী তনু, যা থেকে পৃথিবী-দোহনকারী 'পৃথু' আবির্ভূত হইবেন। কাজেই 'left thigh' মাত্র হইলে হয় কৈ? মাঝখানে 'র' কে রাখিয়া দুই পাশে দুই 'উ' বর্ণ। 'র'=অগ্নি, তেজঃ, রবি, ভামতী—সম্পং। উ=বেধমুখ্যা প্রাণশক্তি। ধর, এক বীজ। তাতে যে নিগূঢ় শক্তিরাশি, এবং তার নিজস্ব 'লেখ' এবং 'ছন্দঃ' (the entire economy of intrinsic power deposit), সেটিকে সমর্থভাবে উন্মুখ ও উদিত করার নিমিত্ত যে আদিম প্রাণসেতু, সেটি আগের 'উ'; আর সমগ্র পরিবেশ (environment)—মৃত্তিকা, তাপ, বায়ু, আলোকাদি থেকে শক্তি সামগ্রীকে 'উপকুর্ব্বাণ' করার নিমিত্ত পরের 'উ'। এই দুটি (সেতু ও সহায়) ব্যতিরেকে বীজ অঙ্কুরাদি ক্রম পায় না—'উরুক্রম' হয় না। অধ্যাত্মাদি সকল ক্ষেত্রেই ইহা পরীক্ষা করিও। 'উরু' এবং 'বরুণ'—শেষেরটিতে 'উ' স্থলে 'ব' কেন, এবং অন্তে এক 'ণ'ই কেন, এই দুটি আকৃতির সাদৃশ্য এবং অন্যথায় ধ্যান দিও।

বেনস্পন্দ ও পার্থস্পন্দ

পৃথু আসিলেন বেনের 'বাম উরু' মন্থনে। বর্ত্তমানে ধর্ষণজাত (provoked by rupture method) যে আণবিক শক্তি, সেটিকে 'বাম উরু' মন্থনে 'পৃথু' না করিতে পারিলে, পৃথ্বীর নিখিল সম্পং দোহন-ক্ষম কোন উপায়ক (সেতু ও সহায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই ভাবে) মিলিবে না নিশ্চয়। [আণবিক বিস্ফোরণ জাত তৈজস-উর্ম্মি radiations-সমূহ হইতে যেগুলি 'পৃথু' সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া অন্যগুলি পরিহার করা আবশ্যক।] যম নিয়ম, জপ ধ্যান, প্রাণায়াম ইত্যাদি ব্যক্তি সাধনেও এই পৃথু রূপটি সযত্নে সাধিতে হয়। আমার এই যে স্থূল সূক্ষ্ম যন্ত্র, এর স্থিতি ও গতি উভয়ের মূলে স্পন্দ। তার 'বেন' স্পন্দন নিরাকরণ পূর্ব্বক, তাতে 'পার্থ' স্পন্দন কিসে আনা যায়—ইহাই তো প্রশ্ন। ওঙ্কারাদি মহানাম ভাব ও ছন্দঃ সহকারে জপে এটি সাধিত হইয়া থাকে সহজে, আর সেটি হইলে, পার্থ—পার্থসারথি সহায় হইয়া নিখিল দৈবীসম্পৎ দোহনে সাধিষ্ঠ সমর্থ, এতে 'কঃ সংশয়ঃ' ? যুদ্ধক্ষেত্রে পার্থসারথি পার্থকে দেখাইলেন বিশ্বরূপ ; তুমি যদি তোমার জীবনে ও কর্ম্মে পার্থের বিশ্বরূপটি দেখিতে পাও, তবে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিও।

'পৃথু' শব্দ

'প' কারে ধর যে কোন স্পন্দ। 'ঋ' কারে তাকে 'উর্দ্ধে ধাম্নি' উদ্ধৃত করিলে। 'থ' কারে তাকে তত্র 'স্থির' করিলে (অর্থাৎ, ক্ষণিকের এক পরশটুকু হইতে দিলে না)। শেষে, 'উ' কারে নিখিল অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স দোহনক্ষম করিলে। 'দুহ্' এর 'উ'কার 'পৃথু' শব্দে লক্ষ্য করিও। 'ঋ' তে ঋতি এবং কৃপা—এ দুটিকে অন্বয়ে পাইতে হয়। Aspiration এবং Grace এ দুটি যেমন মেলা চাই, তেমনি অপর দুটিও একসাথ হওয়া চাই—'থ' এবং 'উ' যে দুটি নির্দ্দেশ করে। কি সে দুটি ? হে পার্থ! অগ্রে তুমি হও ধীর, তারপর ?

বীর, ধীর, শূরভাব

ভাগবতী শক্তির 'স্বধায়া' সমুদ্ধৃত, সমাকৃষ্ট এবং পরিণামে সমাবৃত্ত যে (সর্ব্ব-এতাবত্তাবচ্ছিন্ন) বীর, ধীর এবং শূরভাব, তাকে পৃথুর শব্দার্থ রাহস্যিক লক্ষণ বলিয়া জানিবে। শূর হবে সূরি—'সদা পশ্যন্তী সূরয়ঃ'। এই পৃথু ব্যতীত যে পৃথ্বী বা পৃথিবী হয়ই না তা বলা হইয়াছে। পৃথু এবং পৃথ্বীতে মধ্যে যে 'থ' বর্ণ, তার মাধ্যমিকতা এবং মুখ্যতা নিবন্ধন, ধীর, স্থির ভাবটি সমধিকতায় বিদ্যমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিমিত্ত পৃথ্বী কৌর্মশক্তির অধিষ্ঠান ; 'স্থিরং সুখং' যে আসন, সেটি পৃথ্বী তত্ত্বেই আধেয়—'পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ' ইত্যাদি। 'ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং'—ইহাও স্মরণ কর।

জপধ্যানাদি সমস্ত কিছুর ধৃতি, স্থিরতার জন্য পৃথ্বীমাতার অনুকম্পা এবং আপন অঙ্ক পাতিয়া দেয়া আবশ্যক। তবে স্থিরতা যাতে জড়িমা না হয়, সেইজন্য আগে ও অন্তে স্বরদ্বয়কে (ঋ এবং উ বা ঈ কে) সদা সজাগ রহিতে হইবে। নচেৎ, Entropy বা Cosmic running down এর বিশ্বব্যাপী জড়িমা থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। 'পৃথ্বী' এবং 'পৃথিবী' শব্দ দুটিতে 'ব' কারে এক রোধিকা বৃত্তি (storing, massing) থাকা বশতঃ সব কিছু জড়ো আর স্থির হবার এক সম্বেগ (drag) ওখানে পায়। 'ঋ' এবং 'ই' বর্ণ—এরা 'ব' এর সেই বদ্ধ সম্বেগকে (inertia) যেন সৌষ্ঠব বিশ্লেষণ (symmetry analysis) এর নিমিত্ত সদা উন্মুখ ও প্রস্তুত রাখে—ইহা দেখিতে হইবে। ঋকারে সব কিছুর স্বধায়ন (homeward trans-formation), এবং 'ই' বর্ণে সব কিছুর 'স্বাহায়ন' (home-line progression) হবার সম্ভাব্যতা ও প্রস্তুতি দেওয়া আছে জানিবে।

পৃথিবীর কয়েক রহস্য নাম। 'ক্ষিতি' ও 'ক্ষতি'

পৃথিবীর কয়েকটি রহস্য নামে 'ক্ষ' অক্ষরটি রহিয়াছে ; যথা—ক্ষ্মা, ক্ষৌণী, ক্ষিতি। 'ক্ষ' বর্ণটি অক্ষ বা ধুর সূচক। এই নিমিত্ত ক্ষ্মা হইতেছে সেই তত্ত্ব, যাতে সর্ব্বতত্ত্বের সঙ্ঘাতের (co-ordination) যেটি অক্ষ, সেটি স্থাপিত ; সুতরাং, 'স্থাং স্থীং স্থিরো ভব' বলিয়া সমস্ত কিছুকে এই অক্ষাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। সমুদ্রমন্থনে কৌর্ম্মশক্তি তাই অক্ষপীঠ। সুষুম্নার অক্ষ মূলাধারে এই তত্ত্বেই প্রতিষ্ঠা। ক্ষ্মা ব্যতিরিকে অক্ষপ্রতিষ্ঠা পীঠ আর কোথায়? সর্ব্বভূমিতে এটি বুঝিবে। অণুতে, জীবকোষে, অহঙ্কারে। সবাই তার পরিণাম-চক্রের একটা অক্ষপীঠ দেখাইয়া বলিতেছে—এইখানে তোমার সকল আবেগ সম্বেগের 'খুঁটি' গাড়িয়া তুমি বৃত্তি ও ব্যাপারবান্ হও। একটা লতার মূলদাঁড়া, এই দেহের শিরদাঁড়া, ইত্যাদি তাই বলে। 'ক্ষ্মা'তে কূর্ম্ম, 'ক্ষৌণী'তে বারাহী শক্তি, 'ক্ষিতি'তে সুতল-মেরুপৃষ্ঠ শক্তির মুখ্যতা। শেষের এই কথা দুটি ভাবিয়া দেখিও—'তল' এবং 'মেরু' এ দুটিকে স্মরণ করতঃ। ধর, এক প্যারাবোলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আঁকিবে। কোন Directrix এবং কোন Axis (ক্ষ), দুয়ে মিশিয়া তার 'তল' ('ত') নির্দ্দেশ করিল। অক্ষে কোন স্থিরবিন্দু (Focus) ধরিয়া লও। এখন, এই স্থিরবিন্দু আর ঐ স্থির নিরূপক রেখা (Directrix), এ দুয়ের সঙ্গে দূরত্ব সমান রাখিয়া যাইব, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া কোন অপর এক বিন্দু যদি চলিতে যায় ('ই'), তবে তার গতিপথ (curve) অক্ষকে যেখানে পাইল, সেটি হইল 'মেরু'। এই মেরুর দুইদিকে (উর্দ্ধ এবং অধঃ, +,—) সুষমভাবে (symmetrically) যে গতিবর্ত্ম রচিত হইল, সেটি 'সুতল', এবং তার মেরু 'সংস্থানটি' 'মেরুপৃষ্ঠ'। 'ক্ষিতি' শব্দে এই ভাবনাটি রহিয়াছে। কিন্তু, দৃষ্টান্তটি লইয়া দেখ যে, 'ক্ষ' 'ত' এবং তৎতৎ সম্পর্কে 'ই' দ্বয়ের সংহতি যথাযথ রক্ষিত হওয়া চাই। উক্ত যোগ্য সংহতি-ধারণী ও রক্ষণী শক্তি ঠিক রহিলে—'ধরা', 'ধরণী', ধরিত্রী'। কিন্তু ধারণী ও রক্ষণী বৃত্তিদ্বয় সুষ্ঠুভাবে না হইলে, ক্ষিতি বিপর্য্যয় ঘটিয়া 'ক্ষতি' এবং 'ক্ষৎ'—এই প্রকার বিপরিণাম হয়।

'ক্ষৌণী' ও 'ক্ষুণ্ণ'

এই প্রকার 'ক্ষৌণী'র 'ক্ষুণ্ণ' হইলে চলিবে না। জপাদি সর্ব্ববিধ সাধন যে পৃথ্বীতত্ত্বের স্থৈর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, এবং পৃথিবী যে 'ক্ষিতি' আকৃতি, তাতে স্থিত হইয়া অনুলোম-বিলোম, উদয়-বিলয় উভয় দিকে উপকুর্ব্বাণ গতিরূপটি (যথা, ওঙ্কারাদি জপে) রক্ষা করিবে ('ক্ষিতি' শব্দে 'ই'দ্বয় যার নির্দ্দেশ দেয়)—এ কথা ক্ষিতি-তত্ত্বাশ্রিত জপে ও ধ্যানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ব্যতিক্রমে, জড়িমা, স্ত্যান, দৌর্মনস্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাইলে সযত্নে প্রতিবিধেয়। যেমন, 'ক্ষৎ' রূপে leakage সহ exhaust ভাবটি জপাদিতে থাকিলে 'ক্ষত্র' (শৌর্য্য) ভাব দ্বারা তার প্রতিকার অতি কর্ত্তব্য। বাক্, প্রাণ, চিত্ত—যেখানেই 'ক্ষৎ' (leak and drain) সৃষ্টি হইবে, সেখানেই আত্ম-গুরু-কৃপালব্ধ রক্ষাশৌর্য্য (brake ইত্যাদি রূপে) প্রয়োগ করিতেই হইবে। 'ওঁ ঐঁ', 'ওঁ সোঽহম্'—ইত্যাদি এতে সমর্থ সহায়।

স্থির ও ধ্রুব

অণুতে বিরাটে (যথা, সৌরজগতে), বাহিরে অন্তরে—সর্ব্বত্র পৃথ্বীকে ক্ষ্মা, ক্ষৌণী, ক্ষিতি—এই তিন আকৃতিতে পাইয়া তবে সবকিছু যথাক্রমে তাদের নাভি, অর এবং নেমি সম্বন্ধে এক এক স্থির (অথচ, অবষ্টম্ভক নয়) পীঠ, আধার ও আসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। Atomic অথবা Cosmic configuration-এর stability, Continuity of the germplasm, সংস্কার এবং সংস্থিতি ধারা, যে কোন শক্তিলেখের নিজস্ব আকৃতি ও ছন্দঃটি পীঠাদিরূপে ধারণ করেন—'পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী'। দেখ যে—এক স্থির 'এতাবান্' (here, now, this) অনুভবের উপরই নিখিল চরাচর প্রতিষ্ঠিত। শোধনে ও বোধনে এই আপেক্ষিককে পরমধ্রুবে লইতে পারিলেই আত্মা বা ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি।

জপে বিশেষতঃ বিন্দুমেরুতে ক্ষ্মা, নাদমেরুতে (যথা 'বরেণ্যং') ক্ষৌণী এবং অকারাদি অথবা ভূরাদি কলাবিতানে ক্ষিতি সুষ্ঠুভাবে সমাশ্রয়ণীয়া। 'ক্ষ্মা'র সঙ্গে 'ক্ষম', 'ক্ষমতা', 'ক্ষমা', 'ক্ষেম' আকৃতিগুলি মিলাইয়া লইবে; ক্ষ্মা প্রসন্না না হইলে ক্ষম হওয়া যায় না; ক্ষমা ও ক্ষেম কোন স্থলেই সম্ভাবিত হয় না।

"বাসুকি"

কিন্তু স্থিরত্ব তো বিশ্বব্যবহারে আপেক্ষিক, এমন কি আভাসিক। এটিকে অনপেক্ষ ধ্রুব করিয়া মিলাইবার নিমিত্তই জীবনে জপাদি সর্ব্ব অনুবন্ধেই অফুরন্ত পরিক্রমা। সেই চল্‌তি চাক্কির কীলটি ধরার যত্ন। কীলটি ধরিলে চাক্কি যদি ঘোরে তো তাও উত্তম। সর্ব্বাবস্থায় ক্ষমা, ক্ষেম, ক্ষান্তি, ক্ষমতা—এ চারিটির নিমিত্ত ক্ষ্মা; সহনশীলতা এবং তিতিক্ষা—এই দুই প্রথম ভূমিকার নিমিত্ত ক্ষিতি; এবং ধীরতার জন্য ক্ষৌণী; এই তিনে প্রতিষ্ঠিত হও। গায়ত্রী প্রভৃতি জপে, বিন্দুমেরুতে ক্ষ্মা; নাদমেরুতে (যথা 'বরেণ্যং') ক্ষৌণী; এবং সুষম কলা-বিতানে ক্ষিতি প্রসন্ন থাকা চাই, বলা হইয়াছে। বিন্দুমেরু (পরাব্যক্তের) দুইধারে অর্দ্ধ-মাত্রারূপ সেতুদ্বয় ক্ষ্মার ক্ষম (উদয়ে) এবং ক্ষেম (বিলয়ে) রূপ জানিও। উদয়ে মূলাধারে অগ্নি উদ্দীপিত নাদরূপে প্রকট হইবেন; এটি ক্ষম। আর, বিলয় অন্তে ললাটমধ্যে আজ্ঞাস্থলে সোম অভিষব; এটি ক্ষেম। এই ক্ষমা ও ক্ষেম দুটিকে সমর্থ এবং স্বচ্ছন্দভাবে জপে মিলাইতে না পারিলে অগ্নীষোমীয় সমঞ্জসতা সাধিত হয় না; সুষুম্নার প্রাণজাগৃতিও ঘটে না। জপে নাদমেরু পর্য্যন্ত (যেমন 'বরেণ্যং') ক্ষমতা (কর্ম্ম এবং বুদ্ধিপ্রয়াস); তৎপরে ক্ষান্তি (প্রপত্তি); এবং অন্তিমে, বিন্দুবিলয়ে, শান্তি। ক্ষম এবং ক্ষেম পক্ষদ্বয় যথাযথ সমাশ্রিত না হইলে, উদয়-প্রয়াস ক্রমশঃ আনে শ্রান্তি; আর, বিলয় বিলুণ্ঠন ক্রমে আনে ক্লান্তি। চড়াই ভাঙ্গিয়া শ্রান্তি, উতরাইতে ক্লান্তি। স্থিরত্ব, ধীরত্ব—সবই তো আপেক্ষিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটিতেই (in the frame of relativity) হইতেছে; অনপেক্ষ ধ্রুব কোটি—যার কথা গীতা ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের উপমা দিয়া বলিয়াছেন—মিলাইবার জন্য আপেক্ষিককে বলিতে হয়—'তুমি অপেক্ষা কর; আমি পরীক্ষা করি।' অনুপাত যতক্ষণ, ততক্ষণ অপেক্ষা। 'ক' নামক বস্তুর আপেক্ষিক গতিস্থিতি নির্ভর করে তৎসম্পর্কে 'খ' ও 'গ'এর অনুপাতের উপর। যেমন, এই পৃথিবীর আপন কক্ষে ও অক্ষে স্থিতি এবং আবর্ত্তন। অণুতে বিরাটে, ভূতে অধ্যাত্মে, সর্ব্বত্র তত্তৎ-দেশ-কাল-কারণাবচ্ছিন্ন সংস্থানের (situation) সংস্থাপক যে শক্তি অনুপাত (ratio of constituent forces), তাকে যদি বল—'বাসুকি', তবে এই বাসুকির ফণার উপরই পৃথিবী (যাবতীয় এতাবতী সংস্থা) রহিয়াছে, আর, সে ফণাটি হেলিলে ছুলিলে, সব কিছু হেলিয়া ছুলিয়া উঠে। অণুও বটে, বিরাট্ও বটে; মনও বটে, প্রাণও বটে। ব=গচ্ছিত শক্তি (potential); কি=কার্য্যকরী শক্তি (kinetic); মধ্যে, অসু=প্রাণ=সেতু=উভয়ের সাহিত্য অনুপাত। বাসুকির ফণা ঐ 'কি'। নাগরাজ কেন ভেবে দেখ। ন+অ+গ=অপ্রতিরুদ্ধগতি (unobstructed motion, self-initiated self-maintained)=কাল। এ কাল দেশসম্বন্ধে আসিয়া বক্রতাসম্পন্ন হয়; সমস্ত কিছুর যাহা 'হৃদয়' সেটি তার 'হৃদ্দেশের' অপেক্ষায় হয় 'কুটিল', আর, হৃদ্দেশটি হয় 'জটিল'। কোন সুদূর নক্ষত্র হইতে ধরিত্রীর বুকে রশ্মিরেখা ঋজুপথে আসিতে তার দেশমার্গে সৌরাদি জ্যোতিষ্কের সান্নিধ্যস্থলে বাঁকিয়া যাইবে। জপ-ধ্যানাদিতেও তাই। ধর, ওঙ্কার—কণ্ঠদেশে বৈখরীজপ হইতেছে। কণ্ঠে কোন বাধা থাকিলে, নাদ কম্পিত হইবে, খণ্ডিত হইবে, ইত্যাদি। স্নায়ু-শ্বাসাদি বাধার জন্য প্রাণায়াম; কণ্ঠ, মেরুদণ্ডাদির জন্য পদ্ম-সিদ্ধাদি আসন এবং জালন্ধর, খেচরী প্রভৃতি মুদ্রা সহায়ক। সর্পিল, সরীসৃপ, সর্প—এসব সতর্ক হবার স্থল।

জপে উদাহৃত

কুণ্ডলিনী প্রসঙ্গে নাগরহস্য আরও বিস্তারিত হইবে; এখন বুঝিয়া লও বাসুকি কিভাবে পৃথ্বীকে নিজ ফণায় ধারণ করেন। বাসুকিনাথের অনুকম্পায় তোমার জপাদি সাধন বাসুকি ফণা পীঠে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত রহুক। জপের বেলা নাদ এবং ভাব বাসুকির ফণা। নাদ এবং ভাব, এ দুয়ের ছন্দোগত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্থাপক রূপে বাসুকিকে ভাবনা করিও। কেবল, এই পৃথিবীর যেটি স্থূল সংস্থা (physical configuration), তার জন্যই বাসুকির ফণাকে 'ভার' দিও না। যেমন, পৃথিবীর বর্ত্তমান তাপ, ব্যয় এবং আয়ের ব্যালান্স ঠিক রাখিয়া, 'স্বচ্ছন্দে' রাখিতে বাসুকির ফণাকে (average kinetic energy as heat) ভূগর্ভে এক নিরন্তর 'যজ্ঞ' (radium-এর emanation ইত্যাদি)—চালাইতে হইতেছে। এ দেহ অথবা অন্য প্রাণিদেহ সম্বন্ধেও অনুরূপ ক্রিয়াকারকতা আছে। এ পৃথিবী তো এক বিরাট্ electro-magnetic যন্ত্রভাণ্ডার। কাজেই, এর আপন electro-magnetic field আছে, এবং তাহা যোগ্যাকৃতি 'line of force' দ্বারা সূচিত ও নিরূপিত। এখন, বিরাট্ শক্তিব্যূহকে যদি বলি (তদনুবন্ধে) 'বাসুকির ফণা', তবে অণু এবং বিরাটে অহরহঃ এবম্বিধ প্রতীকে—কল্পনাকুশলী বিজ্ঞান হাসিবে কেন ? Kinetic Theory of Gases-এর ব্যাখ্যায় ম্যাক্স-ওয়েলের সেই 'Sorting Demon' বিদ্রূপের বস্তু হয়নি নিশ্চয়। 'বাসুকি' আরও গভীর এবং সার্ব্বভূমিক রহস্য। একটা লাটিম ঘোরা অথবা সাবানের বুদ্বুদ থেকে সুরু করিয়া স্বপ্নসুষুপ্তি ধারণাদি সমাধি কোথাও বাসুকির ফণা ছাড়িয়া তুমি নেই। যতক্ষণ আপেক্ষিক (relative), ততক্ষণ 'আনুপাতিক' (ratio-proportional)। যতক্ষণ ভূঃ স্বঃ-সম্বন্ধী, ততক্ষণ ভুবঃ সে সম্বন্ধের ঘটকালি করিবেই।

পুনশ্চ সোম ও মিত্র

আগে, সর্ব্বক্ষেত্রেই সর্ব্ববস্তুর যাহা অভীষ্ট মানমর্য্যাদার 'মাতা', তাকে 'মিত্র' বলা হইয়াছে। মিত্র সমস্ত কিছুকে তার অভীষ্ট 'tune'টি দেন ; আর, সোম দেন 'tone'। মিত্র দেন ছন্দঃ, সোম সুর ; সোম ভাব, মিত্র ব্যঞ্জনা ; সোম রস, মিত্র অয়ন। সোম Nature, মিত্র Culture। যাহা কিছু 'এতাবৎ' বা 'এতাবতী' রূপে প্রতীতিতে আসিতেছে, তাতে এই সোম-মিত্র সঙ্ঘাতটি থাকিলে, তাকে পৃথ্বী বা পৃথিবী বলে—এই লক্ষণ আবারও স্মরণ করাইতেছি। ইহা 'ভূঃ'এর সহিত একান্ত মিলাইও না। ('ভূঃ'এর লক্ষণ ভাবনা করিও, বিসর্গটি রহিলে এবং 'অব্যয়' হইলে, তবে এই আদি ব্যাহৃতি রূপ)। এখন, সোমমিত্র সঙ্ঘাতকে সংক্ষেপে যদি বল 'পাত' (সহপাত বা সম্পাত উদ্দেশ করতঃ), তবে, এই 'পাত'কে 'বি' না করিয়া 'অনু' (অনুপাত) করিয়া রাখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা, তাহা 'বাসুকি'। পৃথিবী সব কিছুর স্থির-প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বটে, কিন্তু অব্যয় অক্ষর যে ধ্রুবত্ব, সেটি হয় কাষ্ঠায়; 'ধাম্নি', 'অধ্বনি' নয়।

"ভূভার"

কতকটা বিস্তারিত ভাবেই পৃথিবী সূত্রের আলোচনা হইল। পৃথিবীকে ব্যাপিকা করিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-আধ্যাত্মিকাদি সকল ভূমিতেই বোঝার প্রয়াসে। 'পৃথিবীভার', 'ভারকেন্দ্র'—এসবও অনুরূপভাবে বিশ্বব্যবহারে মিলাইয়া লইবে। যথা, এই Earth-এর যেটা physical mass, সেটিই কেবল তার 'ভার' নয়, আর, centre of gravity-ই কেন্দ্র নয়। এসব জড় পরিচ্ছেদে খণ্ডশো বার্ত্তা। আসলে ভরণ এবং পোষণ করেন বলিয়া সোম রক্ষা করেন ভারসাম্য; আর, মিত্র মর্য্যাদায় রহেন বলিয়া কেন্দ্রস্থ, কেন্দ্রবশ, কেন্দ্রীণ রাখার কর্ম্মটি করেন।

এই কর্ম্মটি সাধারণ এবং বাহ্যমাত্র নয়। Physical mass = Energy, আর, Energy = Power as unrestricted, undiminished Whole (সমগ্র সত্তাশক্তি), এই সমীকরণ দুটি মনে রাখিলে, 'ভূভার' কথাটাকে কেবল, অথবা মুখ্যতঃ, জড়তাজন্য 'চাপ' ইত্যাদি ভাবিব না। ধরাপৃষ্ঠে প্রাণ এবং চেতনার 'গৌরব' অথবা 'লাঘব' বিশেষভাবে হিসাবে ধরিতে হইবে। কৃতাদি চারিটি যুগ, এবং তত্তৎ যুগের লক্ষণ, ঐ সামগ্রিক ভারসাম্য সূত্রেই পরীক্ষা করিতে হইবে।

"ভারকেন্দ্র"

সৃষ্ট অথবা ভূত পদার্থ মাত্রেরি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, এই ত্রিবিধ, এবং প্রকারান্তরে পঞ্চবিধ বা সপ্তাদিবিধ সংস্থা (constitutional scheme) আছে। যেমন, আমাদের এই শরীরের। কাজেই, স্থূলের পরিচ্ছেদে যেটি ভার এবং ভারকেন্দ্র, সূক্ষ্মাদি ও সমগ্রের অনুবন্ধে সেটি নয়। যেমন, এই স্থূল শরীরের যেটা হৃদয় বা নাভি, সেটা সূক্ষ্মের বা সমগ্রের নয়। অণুর নিউক্লিয়াসে অণুর 'নাভি', 'হৃদয়', 'হৃল্লেখা' মিলে নাই। প্রথমটির সন্ধানে গতি কথঞ্চিৎ জিহ্মগাও হইয়াছে, মনে হয়; যথার্থ ঋজুগা হয় নাই। অর্থাৎ, শক্তি সম্বন্ধে 'পেশী'টি দেখাইয়া তেজঃ বা বল খুবই বাড়াইয়াছে, কিন্তু প্রাণ এবং তার মহীয়সী ওজঃ শক্তিকে বঞ্চিত ও কুণ্ঠিত করিয়াছে। 'ঐশী'র কোন পাত্তাই নেই।

এই স্থূল পৃথিবী সমগ্র পৃথিবী নয়; এমন কি, তার মুখ্য পৃথুরূপতার প্রতিষ্ঠাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়। এই জন্য, এই পৃথিবী, অথবা অপর যে কোন এতাবত্তাবচ্ছিন্ন পদার্থের 'ভার', 'ভারকেন্দ্র' এবং 'ভারসাম্য' বিচারে, centre of gravity ইত্যাদি স্থূল কেন্দ্রাদিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে চলিবে না। স্থৌল্য সমগ্র সত্তাশক্তির 'বাহ্য' অবক্ষেপ (throw or let down) মাত্র। যে শক্তি নিজেকে অবক্ষেপণ করিল, সেটি তদূর্দ্ধে তন্নিয়ামিকারূপে (ত্রিপাৎ হইয়া) বিরাজ করে। এবং তাহা প্রাণ এবং চেতনার ক্রমোন্নত স্তরেই। সুতরাং, তার 'কেন্দ্র' (নাভি, হৃল্লেখা ও বিন্দু) স্থূলের সম্বন্ধী হইয়াও, তাতেই স্থিত নয়। অবক্ষেপাদি শক্তি এবং তার অবক্ষিপ্ত স্থৌল্যাদি আকৃতিতে সোমমিত্র সংহতিটি রক্ষা হইলে ধর্ম্ম। অন্যথায় 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ'। ধর্ম্ম বৃষরূপে এবং পৃথিবী গো রূপে কল্পিতা হইয়াছেন। কাম ক্রোধাদি (বিশেষতঃ, হিংসা) ভূয়িষ্ঠ প্রাবল্য পাইলে, ভূভার যে কেন, কিভাবে, বৃদ্ধি পায়, তা ভাবিয়া দেখ। আণবিক—মারণাস্ত্রাদির ফলেও। Mass = Energy = Power unlimited সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

ভূভারহরণ

জপযজ্ঞ, নাম যজ্ঞাদি, সত্য-সুন্দর-শিবধ্যান, শান্তিবচন, স্বস্তিবাচন—ভূভার লাঘবে একান্ত সহায়ক ; এবং, ভাগবতী শক্তির উদ্‌বোধনে ও অবতরণেও বটে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উভয়স্থলেই। 'ওঁ স্বস্তি', 'ওঁ শান্তিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র বারত্রয় করিয়া বাচিক ব্যাহরণ ভারের (সর্ব্ববিধ tense পরিস্থিতির) লাঘবে এবং সমতাবিধানে প্রভাবশালী। এই সূত্র সদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ওঙ্কারই নিখিলের বিন্দুস্থলে স্থিত রহিয়া তাদের উদয়, বিলয় এবং সেতু (সন্ধি)—এই প্রকার ত্রিধা ব্যাপারবান্ রহিয়াছেন—'ত্রেধা নিদধে পদম্'। সুতরাং, নামযজ্ঞাদি সকল মাঙ্গলিক কর্ম্মেই ওঙ্কারের অনুবৃত্তি ছন্দোগা হওয়া চাই। ওঙ্কারের ছন্দঃ গায়ত্রী, যিনি ছন্দোমাতা, 'অমৃতস্য দুহানা'।

ওঙ্কারের চাক্ষুষী আকৃতি

ওঙ্কারের চাক্ষুষী আকৃতি (পশ্যন্তী পর্য্যায়ে) চতুর্বিধা। সর্ব্বক্ষেত্রেই উক্ত চতুরাকৃতির ভাব এইভাবে ভাবনা করিও—

> ঊর্দ্ধশুণ্ডমধঃশুণ্ডং দ্বিধাব্যাবৃত্তশুণ্ডকম্।
> সর্গবিসর্গসন্ধীশং নৌম্যোঙ্কার-বিনায়কম্ ॥১০৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধশুণ্ড আকৃতি সর্গ বা উদয়ের দ্যোতক। অধঃশুণ্ড বিসর্গ বা বিলয়ের (অর্থাৎ, কারণলয়ের)। এবং ঊর্দ্ধ এবং অধঃ (ধনমুখী এবং ঋণমুখী) দ্বিধা ব্যাবৃত্ত (গুটান) শুণ্ড উদয়সন্ধি এবং বিলয়সন্ধি, এতদুভয়ের। এই দুইটি সেতু (উপক্রম) রূপ; সুতরাং, এই সেতুদ্বয়েই বিশ্বব্যাপার বিধৃত। এই ত্রিতয় বা চতুষ্টয়ের অধীশ ওঙ্কাররূপী বিনায়ককে সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রণাম করি। গায়ত্রী, ওঙ্কার ইত্যাদি জপে ওঙ্কারেশ্বর বিনায়কের এই রূপগুলি ধ্যান করিবে এবং নিজ ব্যাহরণে মিলাইয়া লইবে। সেতু = অর্দ্ধমাত্রা।

'ভূভার' (আপনাতে এবং অন্যত্র, সর্ব্বত্র) লাঘব ও হরণের নিমিত্ত ওঙ্কার বিনায়কের এই বিগ্রহচতুষ্টয়ী যথোপযোগ সমাশ্রয় করিবে। বাচিক জপে ও কীর্ত্তনে উদয়মুখ্যতা; মানস জপে ও ধ্যানে বিলয়মুখ্যতা; প্রবোধন, জাগৃতি-স্থলে, এবং নিবেদন সমর্পণ স্থলেও, ঊর্দ্ধাধো দ্বিধা ব্যাবৃত্তশুণ্ডরূপা যে সেতু, সেই সেতুর মুখ্যতা। ভারহরণ কর্ম্মে 'হরি ওঁ' বা 'হরিবোল' অসামান্য জানিবে।

'স্বস্তি' ও 'শান্তি'

জপাদি সাধনের উদ্দেশ্যই হইল—আপনাতে এবং সমস্ত কিছুতে যে অপকেন্দ্রীণাদি (eccentricities) আসিয়া, তত্তৎস্থলে পৃথিব্যাদি তত্ত্বকে 'বিলক্ষণ'—বিরুদ্ধ-লক্ষণ—করিয়া স্থিতি বিপর্য্যয় এবং গতি বিপর্য্যয় (maladjusted and perverted) ঘটাইতেছে, তাদিগকে ক্রমশঃ স্বকেন্দ্রীণতায় লওয়া। স্বকেন্দ্রীণ হওয়ার জন্য দ্বিবিধ অভিনিবেশ আবশ্যক—যথার্থ ছন্দোগ হবার দিকে, আর, ঠিক ধামগ হবার দিকে। প্রথমটি, 'স্বস্তি', অপরটি, 'শান্তিঃ'।

[দেবনাগরাক্ষরে ওঙ্কার সাধারণতঃ যে আকারে লিখিত হয়, তাতে দেবনাগর 'ওঁ' কারের পর, মাত্রাস্থলে '৩' এবং তদন্তে ক্ষুদ্রাকারে 'ম্' লিখিত হয়। এতে ব্যাহরণের স্থূল সঙ্কেতটি দেয়া আছে :—'ও' স্বর তিনমাত্রায়, অর্থাৎ প্লুত, উচ্চারণ করতঃ বিন্দুগামী, সূক্ষ্মভাবে 'ম্' উচ্চারণ করিতে হইবে। 'ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা'। স্থূলতঃ 'ও' তে তিন, আর, 'ম' এ এক—এইরূপ চারি মাত্রায় ওঙ্কার উচ্চারণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই চারিটি স্থূলতঃ ব্যক্ত, বৈখরী মাত্রা। অপর চারিটি সূক্ষ্মমাত্রা সঙ্গে না থাকিলে, 'তারচক্র' বা সবিতাম্বর অর্দ্ধগ্রস্ত রহেন।]

সর্ব্বপদার্থের যাহা নাভি ইত্যাদিরূপে মর্ম্মস্থল, তাকে যদি বল (তত্তৎ সম্বন্ধে) 'স্বঃ', তবে সেই 'তলে' অথবা, তল্লক্ষ্যে যে গতি-স্থিতি, তাকে বলিবে কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'স্বস্তি'। সুতরাং, সব কিছু তাদের 'হৃদিস্থিতের' সাক্ষাৎ সংযোগে স্থিত হইয়া, নাভিকেন্দ্রীণরূপে চলিতে থাকিলে 'স্বস্তি'তে থাকিল। স্বস্তির সঙ্গে পৃথ্বীর সম্বন্ধ (সোমমিত্র সূত্রে) আবারও ভাবনা করিও। ওঙ্কার বিনায়কের যে শুণ্ড-বিন্যাস চতুষ্টয় দেখান হইয়াছে, তাদের প্রতিটি স্ব স্ব অনুবন্ধে 'স্বস্থ' রহিলে, 'স্বস্তি'; শুণ্ডাধান এবং সন্ধি যে বিন্দু, তাতে সৌম্যসমর্পণে—'শান্তি', ইহাও মনে রাখিবে। যন্ত্রে, কিনা, সমর্থ শক্তিলেখ-আকৃতিতে, স্বস্তি আর স্বস্তিকের সম্বন্ধ চিন্তা করিও। স্বস্তিক ছাড়া পৃথিবী, অথবা কোন 'এতাবতী' প্রতিষ্ঠা, স্বস্তিতে থাকে না। হিট্‌লারের জর্মাণি স্বস্তিক রূপটি লইয়াছিল, কিন্তু সৌম্যসমর্পণের স্থল যে বিন্দু, তাতে আপনাকে স্থিত না করিয়াই; কাজেই ফল শান্তি হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, ওঙ্কার আপনাকে মুক্ত-বিন্যাসবিশেষে 'স্বস্ত্যয়নে' ও 'শিবায়নে' আনিলে, তবে হয় 'স্বস্তিক'।

স্বস্তি, স্বস্তিক, স্বস্ত্যয়ন

'স্বস্তি' মন্ত্র, 'স্বস্তিক' যন্ত্র, 'স্বস্ত্যয়ন' তন্ত্র। সর্ব্ববিধ মন্ত্রকে স্বস্থ রাখিতে ও পাইতে স্বস্তি; সর্ব্ববিধ যন্ত্র (এবং আসন) কে 'স্থিত' রাখিতে স্বস্তিক; আর, সর্ব্বতন্ত্রকে কুশল করিতে স্বস্ত্যয়ন। সোমনাভ না হইলে স্বস্তি হয় না; কোন মন্ত্র অথবা মন্ত্রজপে (যথা, প্রণবাদিতে বিন্দুদিততা, বিন্দুলীনতা) পৃথ্বী প্রসাদিতা না হইলে কোন যন্ত্রাসন (apparatus or power posture) কোন ক্ষেত্রেই (যেমন, সামাজিক, অর্থনৈতিকাদি পরিস্থিতিতে) 'স্বস্তিক' হয়না; আর, মিত্রকে মৈত্রে না মিলাইলে, কোন গতি (কর্ম বা অনুষ্ঠান) 'স্বস্ত্যয়ন' হয় না।

পৃথিবীর 'গুণ'

পৃথিবীতে আকাশাদি সকল ভূতের গুণ রহিয়াছে; বিশেষভাবে, গন্ধ। গন্ধ = smell সোজাসুজি বুঝিও না; যেমন, 'সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনম্' স্থলে নয়। 'গংগা' শব্দটিও পুনশ্চ ধ্যান কর। ভূতযোনি 'রাম নামে' ভয়ে পালায়, 'গঙ্গা' নামেও বটে। কেন? ঐ 'গং' বীজটি তাতে রহিয়াছে বলিয়া। 'গন্ধ' শব্দেও তাই।

ব্রহ্মের যে আদিম স্বতঃ এবং শাশ্বত গতিরূপ, তাকে যদি বল 'প্রাণ', তবে সে প্রাণ = মহাকাল = মহা-নাদ। এটি ব্যঞ্জনবর্ণের তৃতীয় মাতৃকা, 'গং'। ব্রহ্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই স্বতশ্চলিত 'গচ্ছতি' বা 'ঋচ্ছতি' রূপে যে বিশ্বতঃ প্রাণন, কলন ও 'নদন', একে স্থূলে, সূক্ষ্মে, অণু-বিরাটে—বিবিধ বিচিত্রভাবে কেন্দ্রপীঠাদি সংস্থায় "ধারণ" (আপেক্ষিক স্থির) না করিলে তো সৃষ্টির উপপত্তি হয় না; কেহই তো বলেনা 'এই দেখ, চলিতেছি, তবু আছি'। আর, চলা দেখিতে গেলেও যে 'কোথাও' স্থির হইতে হয়। 'গং' কে কোনভাবে ধারণ এবং আধান করাটি হইল 'গন্ধ'। ইহা সুস্পষ্ট যে, গন্ধ পৃথ্বীরই স্বাভাবিক গুণ, স্বভাববৈশিষ্ট্য।

মনুষ্য ব্যবহারে রূপশব্দাদির তুলনায় গন্ধের গৌরব নেই বটে, কিন্তু অস্মদাদির ধাতু, প্রকৃতি, সংস্কারাদিরূপে যে গভীর আধানভূমি ('basic being'), তার সঙ্গে গন্ধের (smell অর্থেও) অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই, সে আধান ও আকর ভূমি থেকে কোন (শ্রেয়ঃ বা বিপরীত) বৃত্তিকে জাগরিত অথবা অন্যভাবে প্রভাবিত করিতে গন্ধশক্তি মুখ্যস্থানীয়া। গন্ধবিজ্ঞান (তত্ত্ব এবং প্রয়োগে) প্রয়োজনীয়তায় কারও চাইতে ন্যূন নয়। 'অগ্নীষোমীয়ং জগৎ', কাজেই গন্ধেও অগ্নিমাত্রা ও সোমমাত্রা বিচার করিবে (যথা, কমল, শেফালী ইত্যাদি পুষ্পে, চন্দনে সোমমুখ্যতা; ধূনায় অগ্নি, গুগ্‌গুলে সোম; ইত্যাদি; গন্ধ প্রয়োগে দেখিও মিত্র যেন অগ্নি ও সোমের সমতা রক্ষা করেন)।

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাহিত্যানুপাতও গন্ধে বিচার্য্য। প্রত্যেক পদার্থের যাহা সত্তা (substance or essence), সেটি তার নিজস্ব গন্ধকেই বিশেষভাবে এবং নিয়তভাবে তার 'প্রতিভূ' করিয়াছে, জানিও। যেমন, তোমার চেহারাদি একান্ত বদলাইলেও, তোমার যে 'আপন' গন্ধ, সেটি তোমার ভক্ত কুকুরটি ঠিকই ধরিবে ও বুঝিবে। তবে, শব্দরূপাদির যেমন, গন্ধেরও তেমনি 'অতি' এবং 'অব' (supra ও infra) গ্রাম আছে। আর, সেইগুলোই বলিতে গেলে আসল।

স্বাভাবিক শব্দ ও রূপের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে বহুশঃ আলোচিত হইয়াছে। গন্ধকেও স্বভাবে লইয়া বুঝিলে পৃথ্বীতত্ত্ব বুঝা যাইবে। 'স্বভাবে লওয়া' সেই পূর্ব্বরীতিতেই বুঝিতে হইবে। কোন বস্তু ঠিক তাই (স্ব) থাকিলে, তাতে, তদধিষ্ঠানে যাহা থাকে (ভাব), তাই তার 'স্বভাব'—এই সাধারণ কথাটি মনে রাখা চাই। এই ভাবকে ব্যবস্থিত করিয়া রাখে যেটি, সেটি 'ভূ'=পৃথিবীর 'ধাতব' সংজ্ঞা।

তাই, প্রতিটি বস্তু তার 'গন্ধরেণু'তে আহিত। 'প্রাণাণু', 'মানসাণু' ইত্যাদিরও স্বগন্ধ আছে, সুতরাং, পার্থিবত্বও আছে; জপাদি ক্রিয়ারও আছে। সূক্ষ্মভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলে, সবই 'পাঞ্চভৌতিক'। সর্ব্বভূতে, সর্ব্বন্তরে, সর্ব্বগন্ধের যিনি অধীশ্বরী, তাঁকে বলে 'গন্ধেশ্বরী মাতা'। ইনি প্রসন্না না রহিলে, বিশ্বে, অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্র, এক পচন বিক্রিয়া (universal rot and decay) সুরু হয়। পৃথিবী মাটি রূপে সকল গলিতদুর্গন্ধাদি জারণ শোধন করিতেছেন ; এটি স্মার 'ক্ষমা'রূপ। সুগন্ধি পুষ্পাদির গন্ধ ভরণ পোষণও করেন, ক্ষেমদা তিনি।

গন্ধসৌন্দর্য, মাধুর্য্য এবং সৌষ্ঠবের যাহা কাষ্ঠা, সেটিকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা হয় 'সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্', তবে আপনাতে, বন্ধনমুক্ত উর্ব্বারুকের মত, সাক্ষাদমৃতগন্ধি সেই কাষ্ঠা মিলাইবার নিমিত্ত পৃথ্বীকে ক্ষমা ও ক্ষেমদা, দুইরূপেই সাধিবে। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা (বিশেষতঃ গঙ্গাদি পুণ্যনদীর) অঙ্গে মার্জ্জন ইত্যাদি প্রথম কর্ম্মে (ক্ষমা) অতীব প্রশস্ত। জপাদিতে যন্ত্রশুদ্ধির জন্য, বহিরঙ্গ হইলেও, এটি উত্তম সাধন। পূর্ব্বে ভৌমস্নান কথিত হইয়াছে। কেবল 'ক্ষমা' রূপে নয়, পরন্তু ক্ষেমদা, যোগদা ও মোক্ষদা রূপেও পৃথ্বীমায়ের নীরব নিবিড় করুণারসে নিখিল প্রাণীর সর্ব্বসত্তা ওতপ্রোত অভিসিঞ্চিত করে। দীঘল সন্তাপ অন্তে ধরার বরিষণ-স্নান সুরভি, তৃণশষ্প-ওষধিসমূহের মৃদুল স্নিগ্ধ গন্ধ, বিশেষ করিয়া উষায় সন্ধ্যায় ওষধি-বনস্পতি-পত্রপুষ্প-সম্ভারের কখন নিথর, কখন বাতহিল্লোলমুখর মঙ্গল গন্ধারতি বিশ্বদেবতার উদ্দেশে ;—সবই তোমার কেবল বাহ্য নয়, পরন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ যোগক্ষেমের নিমিত্ত, প্রপন্ন প্রসন্ন অন্তরে, ধাতুচ্ছন্দে ঋতচ্ছন্দে, মধুচ্ছন্দে বরণ করিবে। প্রভাতে দেবোদ্দেশে পুষ্প-পত্রাদির চয়নের ফল তো তাই।

গন্ধ এবং 'গং' বীজ

গন্ধনিষেবণে গন্ধের মূল যে 'গং' রূপ মাতৃকাবীজ সেটি নিয়ত ধ্যানে রাখিবে। প্রাণ বা নাদের যে নিরন্তর কুশল বহমানা ধারারূপ, সেটিকে, এক এক কেন্দ্র দেখাইয়া, তত্তৎসম্বন্ধে ঐ প্রাণাদির গতিকে 'যেন' জড়ো করিয়া স্থৈর্য্যে আনে গন্ধ ; সুতরাং গন্ধে আকর্ষণী, কেন্দ্রমুখীনা শক্তির মুখ্যতা থাকা চাই। কেন্দ্র সম্পর্কে যে সব অর-নেম্যাদি বিন্যাস হইবে, তারা সুষম (concentric, symmetrical) হইলে, 'সুগন্ধ'। বিষমাদি স্থলে (eccentric ইত্যাদিতে), 'গন্ধাসুর'। উক্ত সৌষম্যটি আপেক্ষিক ; কাজেই, তার এক পরাকাষ্ঠা আছে। সেই পরাকাষ্ঠায় নৈষ্ঠিক সাধন—'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্'। যজনে বিল্বযজ্ঞডম্বুরাদি ইন্ধনগন্ধে অন্তর্বহিঃ (স্থূলতঃ) গন্ধের সৌগন্ধবন্ধমোচন হয় ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ্যসহিত পত্রপুষ্পাদিতে, 'স্বাহা' মন্ত্রে, স্থূলের সংস্কার সূক্ষ্মের পর্য্যায়েও সম্প্রসারী হয় ; আর, ওঙ্কারাদি বীজমন্ত্রের, অথবা যে কোন মহানামের বিন্দুলীনতায় যে 'সোমসবন', তাতে গন্ধের কারণ-ভূমিতেও সংস্কার হয় ইহা জানিবে। নামযজ্ঞ, স্তব-কীর্ত্তনাদি, ধ্যান, ভাব—এ সবেও অনুরূপ রীতিতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ভূমিতে 'সংস্কার' পৌছান আবশ্যক।

'ধূপধুনা'

জপ ধ্যানাদি সাধনে আপন বস্ত্র এবং বহিঃ-সংস্থা, এতদুভয় সংস্কারের নিমিত্ত, 'গন্ধাসুর' পরিহারপূর্ব্বক, 'সুর'গন্ধ সহায় করিবে। তবে ভিতরে ভাব-যোজনা ঠিকমত হইলে সোমামৃতগন্ধি যে পরমফল, সেটি মিলিবে। যেমন, ধূপে—

অগ্র্যচিত্তশলাকায়াং সুগিরাং গন্ধলেপনম্।
বিদ্যানুরাগদীপেন গন্ধস্যাপ্যায়নং কুরু ॥১০৪

শাস্ত্র, গুরু, সন্তের যে সব সুবচন (সুগিরঃ) সে সব গন্ধপ্রলেপের মত তোমার অগ্র্যা—সূক্ষ্মাবগাহনক্ষমা—যে চিত্তশলাকা, তাতে জড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু বিদ্যা এবং অনুরাগ, এ দুয়ের সংযোগে যে দীপাগ্নি, তাতে দীপিত করতঃ তোমার ঐ চিত্তধূপশলাকা বিমলজ্ঞান আর দিব্য ভাবের যে পরম স্নিগ্ধমধুর গন্ধ, তার মঙ্গলমধুর আপ্যায়নটি করুক!

পুনশ্চ—

গন্ধগর্ভিতবিন্দুং বৈ নাদেন কুরু দীপিতম্।
আমোদিতং কলাভিস্তং ব্রহ্মবিন্দৌ নিবেশয় ॥১০৫

জপারম্ভে বিন্দুকে ভাবনা কর গন্ধগর্ভিত যেন কস্তুরী-রেণু; নাদদীপে সেটি আদ্যৌ দীপিত কর। কলাবিতানপূর্ব্বক সেটি তোমার সমগ্র সত্তা আমোদিত করুক। অন্তে, সেটিকে ব্রহ্মবিন্দুতেই নিবিষ্ট কর। ওঁ শান্তিঃ ॥

যখন জপাদিকালে মাটির অথবা ধাতুর ধূপদানে ধূপ ধূনা দিয়া অনুকূল, মিত্র গন্ধপরিবেশ সৃষ্টি করিতেছ, তখন এইরূপ ভাবনা করিও—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরধূপপাত্রকং চিতেন্ধনাসিতং মনো
বিমুক্তজাড্য-পাংশুকং বিশুষ্কসঙ্গহৃদ্রসম্।
জ্বলন্নিগূঢ়পাবকং স্ফুরৎ সিতেন্দুসুন্দরং
কৃপাসমীরদীপিতং সনাৎ-স্বভাবহীরকম্ ॥১০৬

মাটীর অথবা ধাতুর যে ধূপদানী হাতে তুলিলে, ভাব সেটা তোমার শরীর; ধুনুচি বা ধূপচিতে যে কালো কয়লা সাজাইলে, সে তোমার মন; সে মন সচরাচর আবার চিতার পোড়া কাঠের মতই কালো (চিতেন্ধনাসিতং)। চিতার পোড়া কাঠ কেন বলিলে, তা "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী"—এই কথায় বুঝিয়া লও। মনের কালিমা শতবার ধুইলেও যায় না যে! তার পরশে সে সবই কালো করে যে! উপায়? অগ্রে তার জড়িমারূপ যে 'পাংশু' (ছাই ভস্মের আবরণ), সেটি থেকে তাকে মুক্ত কর; পরে বিষয়সঙ্গে তার যে 'হৃদ্রস' (তৃষ্ণা), সেটি যথাশক্তি বিশুষ্ক কর। এ দুটি কর্ম্ম না করিলে সে ময়লা ভিজে কয়লায় আগুন ধরিবে না। তৎপরে সে কয়লা সাজাইয়া (ছড়াইয়া রহিলে হইবে না), তার অন্তঃস্থলে (এক পাশে নয়) সন্ত সদ্গুরুর দীক্ষারূপ ওঙ্কারাদি পাবককে ধারণ কর এবং জলিতে দাও। ফলে কালো কয়লার মত মনটি হোক 'স্ফুরৎ সিতেন্দুসুন্দরং'—শুভ্র চন্দ্রমার মত উজল সুন্দর! (এর পূর্ব্বে তোমার ধূপদানী আন্দোলন আর তাতে বায়ুবীজন সারিয়া লইবে—এটি অভ্যাস ও প্রয়াস যোগ।) কিন্তু কৃপা সমীরের অপেক্ষায় এ সব কর্ম্ম জানিবে। কৃপা সমীরে দীপিত হইলে কি হয়? যে কালো অঙ্গার তোমার রাকাশশাঙ্কসুন্দর রূপটি ধরিল, সে আর তো নিভিয়া যায় না; সে হয় চিরতরে স্বভাবস্নিগ্ধোজ্জ্বল যে হীরা, তাই। (মনে রাখ যে, কাঠকয়লা আর হীরা বস্তুতঃ একই)।

ধূপাদি সকল সাধনসহায়, এই ভাবে অধ্যাত্মযোগযুঞ্জান ভাবিত করিয়া না লইলে, তাদের মধ্যে নিগূঢ় সুভদ্র গন্ধরূপা পৃথ্বীমাতা সারাৎসার-কামদুঘা তো হন না!

পৃথ্বীস্নেহ-সমাশ্রয়

তারপর, ধ্যানে শান্তসমাহিত হইবে, অথবা ভাবে রসপুলকবিভোর হইবে, অথবা জপে, ভজনে, অর্চ্চনে প্রাণে আনন্দাভিষিঞ্চন করিবে,—সকল কর্ম্মেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদা ভবমঙ্গল পৃথ্বীমায়ের অঞ্চল—তাঁর চিরস্নেহ, অভয়, অমৃতের আস্তরণ সমাশ্রয় কর :—

দধামি সত্যসুন্দরং শিবং প্রশান্ত আত্মনি
পিবামি কৃষ্ণমাধুরীং প্রফুল্লহৃৎসরোরুহে।
জপামি রামনাম বা ভজে নগেন্দ্রনন্দিনীং
শ্রয়ামি মাতুরঞ্চলং ভুবো ভবায় মঙ্গলম্॥১০৭

প্রশান্ত আত্মায় সত্যশিব সুন্দর পরব্রহ্মকে 'আধান' করি ; অথবা, আমার প্রফুল্ল হৃৎসরোজ কৃষ্ণরূপ-লীলামাধুরী স্মরণপুলক-মকরন্দে পূরিত করি ; অথবা, তারকব্রহ্ম যে রাম নাম, তার জপে এবং ভবসন্তাপহারিণী নগেন্দ্রনন্দিনীর ভজনে অনন্যমানস হই ; যাহাই করি না কেন, সবই করি যেন আমার পৃথ্বীমায়ের (ভুবো মাতুঃ) যে নিখিল ভবমঙ্গল স্নেহাঞ্চল, তাতে সমাশ্রিত হইয়াই। অর্থাৎ, সে অঞ্চল সমাশ্রয় ব্যতীত এ সব অভীষ্টের কোনটিই প্রতিষ্ঠা পাইবে না, এবং কোন 'ভব' (উদ্ভব) সুমঙ্গল হইবে না।

'সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা' জগদ্ধাত্রীরূপিণী পৃথ্বীমায়ের এইভাবে স্মরণ, ধ্যান ও বন্দন, আত্ম-আধারে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, সন্তোষ, ক্ষেম এবং স্নেহনিবিড় ভাবটি বজায় রাখিতে একান্ত সহায়ক জানিবে :

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা"

শয়ে গিরীন্দ্রকন্দরেঽথবা বনে মঠে গৃহে
কদা বিলিপ্তচন্দনঃ কদাপি ধূলিধূসরঃ।
কদা কদন্নকাতরঃ কদা পলান্নমোদিতো
জহামি নৈব ধাত্রি! তেঽঙ্কনাকতঃ স্তনামৃতম্॥১০৮

হিমাচলে গুহাকন্দরশায়ীই হই, আর, বনে, মঠে অথবা গৃহেই শয়ন করি ; কখনও অঙ্গে চন্দন লেপিয়াই থাকি, আবার কখনও, ধূলিধূসর হইয়াই রহি ; কখনও বা কদন্নভোজনে কাতর হই, কখনও আবার পলান্নে প্রমোদিত হই ;— যখন, যেভাবে, যে ভোগে থাকি না কেন—হে জগদ্ধাত্রি! হে পৃথ্বীমাতঃ! তোমার স্বর্গসম যে অঙ্ক (কোল), তাতেই রহিয়া (অঙ্কনাকতঃ) তোমার অকুণ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহনিবিড় স্তনামৃত, কৈ কখনও তো ছাড়িতে পারি না, সে তো কদাপি আমায় বঞ্চিত করে না !

পুনশ্চ,—

ক্বচিৎ প্রসূনবল্লরীপরাগরাগরঞ্জিতঃ
ক্বচিৎ প্রসক্তগৈরিকৈর্জটাকলাপপিঙ্গলঃ ।
ক্বচিদ্ হিরণ্যলালসোঽথবাপ্যরণ্যনির্ভরো
লভেত কিং ধরিত্রি ! চেন্ ন ভোগ-যোগ-মোক্ষদা ॥১০৯

তুমি ভোগলোলুপ, মধুলুব্ধ মধুকরের মত বিলাসনিকুঞ্জ-কুসুমের পরাগরাগে আপন তনমন অনুদিন রঞ্জিত করিতেছ। তুমি আবার সমাধিযোগসাধক মোক্ষাভিলাষী ; তুমি কি হইয়াছ ? গিরিগুহাদিতে নিরন্তর গৈরিকসঙ্গবশতঃ, শুধু তোমার বহির্বাস এবং অঙ্গ নয়, পরন্তু তোমার জটাকলাপও পিঙ্গল করিয়াছ। কোথাও আবার তুমি হিরণ্যলালসায়—অর্থকামের অন্বেষণে—ঘুরিতেছ। আবার দেখি তুমি বিরক্ত, বিবিক্ত তপস্বী হইয়া অরণ্যমাত্রনির্ভর হইয়াছ। কিন্তু ভোগী, যোগী, কামী, ত্যাগী—যাই হও তুমি, বল দেখি, কোথায় কি তোমার লাভ হইবে, যদি কামদুঘা ধরিত্রী মাতা একাধারে ভোগ-যোগ-মোক্ষদা না হয়েন !

গোচর সম্পৎ এবং অগোচর

সমুদ্ধরেন্ মহানিধিং যথাকরেষু গোপিতং
তথা বসূত্তমায় বৈ প্রপদ্যতাং বসুন্ধরা ।
শুচিপ্রদেশপাদুকং শুচিপ্রবাহমালিকং
সুমঙ্গলায় সাগ্রহং শ্রয়ে প্রপন্ন-দৈবতম্ ॥১১০

পৃথ্বীমাতার ভুক্তিমুক্তিপ্রদা সম্পৎ গোচর এবং অগোচর দুই ভাবেই চিনিয়া সযত্নে আহরণ করিবে। আকরে—গভীর ভূস্তরে—লুকান মুল্যবান্ খনিজ, মহানিধিও যেমনধারা প্রথমে গূঢ়াবগাহিনী দৃষ্টিতে আবিষ্কার করিতে হয়, পরে প্রযত্নকৌশলী উপায়ে বহিষ্কার করিতে হয়, তেমনি ধারা অন্তর্বহিঃ তোমার যাহা কিছু পরমকাম্যধন (বসূত্তম), তার নিমিত্ত উপযুক্ত দীক্ষাশিক্ষা—উপায় সহকারে বসুন্ধরা মাতায় তোমায় অবশ্যই প্রপন্ন হইতে হইবে। বলিতে হইবে—'মাগো ! তপস্যা, জপধ্যানাদি যাহা যাহা সাধন করিব, সে সবেরই জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইয়া দেও যোগ্য, মিত্র পরিবেশ, ক্ষেত্র, পীঠ, আসন। নিধিজ্ঞ পুরুষ যেমন জানিতে পারে, কোনখানে তার নিধি আছে গর্ভিত, গোপিত, আমিও যেন ত্বৎপ্রসাদে জানিতে পারি, চিনিতে পারি, আমার অনুকূল আসন পাতিবার ঠাঁই, আমার সিদ্ধিদ ক্ষেত্র ও পীঠ।' বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত জপাদি সাধন প্রয়াসে মিত্র পরিবেশ, আসন ও পীঠ (অর্থাৎ, যোগ্য দেশসংস্থা) একান্ত আবশ্যক বুঝিতে হইবে। আর, পৃথ্বীপ্রসাদ ব্যতীত এই যোগ্য-সংস্থা লাভ হয় না। পৃথ্বী প্রসন্না হইয়া আমায় দিব্যগন্ধাদির সূক্ষ্মচেতনাটি দিবেন, তবে আমি বুঝিব—এ ঠাঁই কি আমার মিত্র, সহায়! একটা occult sense-perceptionএর অপেক্ষা আছে ক্ষেত্র আসনাদির নির্ব্বাচনে। দিব্য-জ্যোতিঃ, দিব্যধ্বনি—এ সবও লক্ষণায় আসে। আদৌ শাস্ত্র, মহাজন, সন্ত সদ্‌গুরু—এঁরাই ও সব দেখাইয়া দেন। ক্রমে নিজেকেই দেখিতে, চিনিতে হয়।

এসব কিঞ্চিৎ অগোচর ভূমির কথা। গোচরে দেখ—পৃথ্বীরূপ যে প্রত্যক্ষ দৈবত, তিনি শুচিপ্রদেশ (তীর্থাদি) কে করিয়াছেন আপন 'পাদুকা'; শুচি-প্রবাহ (গঙ্গাদি) কে আপন 'মালিকা'; চিরসুমঙ্গল বিধানে তিনি 'সদাজাগ্রৎ'। এ হেন পুণ্য-পাদুকা যাঁর চরণে, এমন পূতমালিকা যাঁর বক্ষে, যিনি আমার যোগ-ক্ষেমের তরে চিরজাগ্রত, সেই প্রপন্নের দেবতাকে আমি ভজনা করি।

গন্ধাদির সূক্ষ্ম চেতনা

ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা) বিশেষভাবে গন্ধতত্ত্বের দৈবতপীঠস্থল; সুতরাং, জপধ্যানাদিতে নাসাগ্রে প্রাণসংযম (সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ও মনের) করিলে দিব্য গন্ধ অনুভবের সূক্ষ্ম পরদাগুলি খুলিতে থাকে। এইরূপ ভ্রূমধ্যে সংযমে জ্যোতিঃ, জিহ্বাস্পৃষ্ট তালুতে রস ইত্যাদি বুঝিও। কণ্ঠসহ এক উত্তমাঙ্গে সুষুম্নার সকল চক্র ও তত্ত্বগুলিও 'উন্নীত' (promoted) রহিয়াছে। অর্থাৎ, হৃদয়কে যদি মনে কর 'ধ্রুঃ' (Axis), তবে, এই ধ্রুবাশ্রয়ে নিম্নে এবং উর্দ্ধে সকল তত্ত্ব এবং চর্য্যার মিথুনভাব (duplication) রহিয়াছে, যার ফলে, যাহা কিছু উর্দ্ধক্রিয়, তারই এক অধঃক্রিয় 'দোসর'ও আছে। শারীর বিজ্ঞানে Brain এবং Spinal cord, Pituitary and Adrenal glands-এর সম্পর্ক, দৃষ্টান্তরূপে, তুলনা করিবে। মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব এবং 'লং' বীজ তাঁদের মূল 'ঘাটি' পাতিলেন বটে, কিন্তু বিশেষভাবে চেতন ব্যবহারে তাঁদের 'স্বাধিকার' (গন্ধ সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগক্ষেম) রক্ষার নিমিত্ত নাসিকা, গন্ধস্নায়ু এবং গন্ধকেন্দ্রে (অর্থাৎ, উত্তমাঙ্গে) তাঁদের প্রতিভূ (Deputy) রাখিলেন। পক্ষান্তরে, উপরকার সব প্রতিরূপকেই, সর্ব্ববিষয়ে 'মূলে'র অপেক্ষা রাখিয়া চলিতে হয়। Reserve power ঐখানেই। তবে 'মূল' আর 'প্রতিরূপ' সম্পর্কেও রহস্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

মূল ও প্রতিভূ

'মূল' আর 'প্রতিভূ', 'ঊর্দ্ধ' আর 'অধঃ'—এ সবকে উৎকর্ষাপকর্ষের তর-তমতায় লইবে না। আলোকশব্দাদি স্পন্দনের ক্ষেত্রে 'infra', 'ultra'—এসব যেমন। সামান্যতঃ, সকল পদার্থের যেটি 'হৃদয়' তাকে 'ধ্রুঃ' করিয়া, ব্যক্তাব্যক্ত (kinetic-potential), 'সচেতন', 'অবচেতন', ইত্যাদিরূপে, পদার্থের পূর্ণ শক্তিলেখ আপনাকে দ্বিধা বিন্যাস করিয়া লয়। কোথাও একটা রূপ 'মুখ্য' (dominant), অপরটি, তদপেক্ষায় মনে হয় 'গৌণ' (recessive)। কিন্তু পূর্ণ-শক্তিলেখ নিজেকে ঊর্দ্ধাধঃ সকল গ্রামেই পূর্ণ করিয়াই জানে। Power picture as a whole and a pragmatic appreciation of that picture in a given context এক বস্তু নয়। এইজন্য, ষট্‌চক্রের ঊর্দ্ধে যেমন 'সহস্রার', মূলাধারের নীচেও তেমনি। 'সহস্রার' = পূর্ণোন্মেষাকৃতি। যাহা অল্পবিস্তর পুটিত, তাকে পূরা খুলিয়া মেলিয়া পাইলে হয় 'সহস্রার'। সম্ভাব্যরূপে ইহা সর্ব্বত্র আছে।

মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব, অথচ নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি, নাভিতে তেজস্তত্ত্ব, অথচ ভ্রূমধ্যে, বিশেষভাবে, জ্যোতিঃ প্রভৃতির দর্শন—এসব সূক্ষ্ম সূত্রের অনুসরণেই বুঝিতে হইবে।

'দেশবন্ধু'

পৃথ্বী সমস্তকে সর্ব্বক্ষেত্রেই তার আপন 'প্রদেশ' (appropriate sphere and field) পাইতে দেন। কিন্তু প্রদেশ মাত্রের এক 'প্রাদেশিকতা' আছে; সে নানাভাবে 'অবরোধ' করে। এটি 'দেশবন্ধ'। এ বন্ধ 'বন্ধু' বটে (যোগে, ধারণার লক্ষণে যেমন); কিন্তু, প্রায়শঃ প্রতিবন্ধকও হয়। 'দেশবন্ধু' যদি 'দ্বেষবন্ধু' হয়, তবে তো মুস্কিল! দেশজন্য যে বাধা (অবরোধ), তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিহারের নিমিত্ত 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' এই ব্যাহৃতি হবনটি (মানসিকও বটে) একান্ত উপযোগী। নীচের শ্লোকে তাই বলা হইতেছে ঃ—

প্রভাতরুক্মদূকুলাং প্রদোষরক্তগৈরিকাং
দিবাললাটহীরকাং ক্ষপালকেন্দুকান্তিকাম্ ।
(ক্ষপাখদীপমৌক্তিকাম্)
উদাত্তনাদনন্দিতাং বিরামমৌননিদ্রিতাং
ভজে সতারভূরতোঽনলপ্রিয়েতি মন্ত্রিতাম্ ॥ ১১১

অথবা—

প্রভাতকাঞ্চনাম্বরাং প্রদোষরক্তগৈরিকাং
দিবাসিতোজ্জ্বলাঞ্চলাং ক্ষপেন্দুকান্তিকুন্তলাম্ ।
বিচিত্রনাদনন্দিতাং মুদা সমাধিবিন্দুগাং
শ্রয়ে সতারভূরতোঽনলপ্রিয়েতি চাহুতাম্ ॥ ১১২

ব্যাহৃতিহবনে পৃথ্বীতত্ত্ব

নবপ্রভাতের অরুণরাগে যিনি সিন্ধুশৈল, বনানীপ্রান্তর, সর্ব্বত্র হন সৌমোজ্জ্বল কনকদূকুলা; প্রদোষে আবার অস্তগামী তপনের রক্তরাগে যিনি হন রক্ত-গৈরিকবসনা; দিবাভাগে যিনি তাঁর প্রসাদনির্ম্মল গগনললাটে ধারণ করেন ভাস্করের হীরকমণি, আর ক্ষপায়, পরেন তাঁর পেলবমলিনা তমসার অলকদামে ইন্দুকান্তি মণিমালিকা; প্রভাতে উদাত্তনাদবিচিত্র কলাবিতানে করে যাঁর প্রভাতী বন্দনা আর অভিনন্দন; নিশীথ রজনী বিশ্বমৌনের মাঝে পাতে যাঁর স্বপ্ন-সুষুপ্তির স্নিগ্ধ সুরভি শয়ন; সেই আমার চির-অপরূপা ধরিত্রী মাকে আমি 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' (তার = ওঁ; অনলপ্রিয়া = স্বাহা)—এই মন্ত্রে অন্তর্ব্বহিঃ হবনে ভজনা করিতেছি। কিসের নিমিত্ত, তা আগে বলা হইয়াছে।

পরের শ্লোকে 'কাঞ্চনাম্বরা', 'সিতোজ্জ্বলাঞ্চলা', এবং 'ইন্দুকান্তিকুন্তলা'—এই বিশেষণগুলি সহজে বুঝিয়া লইবে। পূর্ব্বশ্লোকে নাদের বিশেষণ 'উদাত্ত', এখানে, 'বিচিত্র'। এ দুটিকে সমাহারে গ্রহণ করিবে। কেননা, গূঢ়ব্যঞ্জনায়, নাদের 'কেবল' নাদ ও 'সকল' নাদ—দুই-ই অভীষ্ট বুঝিতে হইবে। পরের শ্লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সমাধিবিন্দুগা' সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'মুদা' এবং 'বিন্দুগা'—এ দুয়ে সানন্দ এবং সাস্মিত সমাধির ভাব রহিয়াছে। শেষের চরণে অন্তর্ব্বহিঃ হবন (ওঁ ভূঃ স্বাহা—মন্ত্রে) 'চাহুতা' এই পদে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

লক্ষ্য কর যে, শ্লোক দুটি স্থূলভাবে আমাদের গোচরা এই ধরিত্রীর রূপ লেখাদির মত হইলেও, নিগূঢ়রহস্য ব্যঞ্জনায় তড়িদ্‌গর্ভা মেঘমালার মত ; সুতরাং, অগ্নিগর্ভা শমী যেমন, তেমন এদের বাক্‌শৈলী বুঝিও।

যেমন—ওঙ্কারাদি জপে উদয়াচল=অর্দ্ধমাত্রার উদয়োন্মুখতারূপ সেতু, যেটি সমাশ্রয় করতঃ সবিতা স্বর সমুদিত হইতেছেন। 'রক্তগৈরিক' ধ্যানমৌনভাব, সুতরাং, জপাদিতে নাদের বিন্দুমুখীনতা সূচনা করে। 'সিতোজ্জলাঞ্চলা'তে নাদশেখর বা উন্মেষচূড়া, এবং 'ক্ষপেন্দু' ইত্যাদিতে উহাতে রসজ্যোতিঃ অথবা রোচিষের 'সকল' রূপটি বলা হইয়াছে। আর, বিশেষ করিয়া, 'মুদা সমাধিবিন্দুগাং' পদে বিন্দুমেরু, যেখানে কলাকলিত না হইয়াও, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ তিন তত্ত্বেই পূর্ণতায় পরিনিষ্ঠিত—উপলক্ষিত। অপরাপর অনুবন্ধেও শ্লোক দুটিকে অনুরূপ ভাবনায় যোজনা করিবে। ভিতরে ভরা ভাবের 'পূর' না দিয়া জপসূত্রমে যে শুধু কথাই তো পরিবেশন হইতেছে না, অভাবনীয় মহাভাবময়ীর পরিভাবনায়। (পরি=সর্ব্বতঃ)।

'ওঁ ভূঃ স্বাহা' মন্ত্রে আদি ওঙ্কারে বিশেষতঃ উদয়নাদ (অগ্নি) ; 'ভূঃ' দ্বারা এতাবতীরূপে পরিপূর্ণনাদ-আকৃতি (সূর্য্য), এবং 'স্বাহা' দ্বারা নাদের বিন্দুলীনতা (সোম), উপলক্ষিত জানিবে।

পৃথিবী লক্ষণ—বিশদভাবে

ভাল, পৃথিবী এবম্বিধ অগ্নি-সূর্য-সোম সংস্থায় কোন অধিকারে আসিবেন ? যে কোন আকৃতি বা সংস্থা (ভিতরে অথবা বাহিরে) যার দ্বারা, যদাশ্রয়ে, আপন প্রকৃতি, ধর্ম্ম এবং ছন্দে সংস্থিত রহে, সেই প্রকৃত্যাদিসংস্থাপিকা মিত্র-সোমপরিণয়রূপা কৌর্ম্ম শক্তিকেই 'পৃথিবী' বলিয়া সূত্রিত করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইহা সার্ব্বভূমিক। জপাদিতে উদাহৃত কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নয়।

ইহাও লক্ষ্য কর যে, যেমন 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' পৃথ্বীর, তদ্রূপ 'ওঁ ভুবঃ স্বাহা' অন্তরীক্ষের এবং 'ওঁ স্বঃ স্বাহা' দ্যোঃ এর প্রসাদ পরিকল্পিত আহুতি মন্ত্র। আর সম্মিলিত ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা হবনে পৃথ্বী-অন্তরীক্ষ-দ্যোঃ—এই ত্রিতয়েরই প্রসন্ন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্নিবেশ-সমাপন। পৃথ্বী = What stabilizes and consolidates any 'given'; দ্যৌঃ = What contains and consummates, or completes; অন্তরীক্ষ = What controls the ratio of conservation and consummation or completion.

ভাবনার ভাবন

পূর্ব্বোক্ত ভাবনা (সূর্য্য-সোম-অগ্নির এক স্থির সার্থক সংস্থান সম্মিলন) নীচের এই রহস্য শ্লোকে পুনশ্চ 'ভাবিত' কর :—

যদা হিরণ্যরেতসা হিরণ্ময়াপিধানতো
হিরণ্যনাভগর্ভিণীমপাবৃতাং বৃণীমহে।
তদা মৃগাঙ্কমূর্দ্ধনো কলার্দ্ধ-সোমবিন্দুভিঃ
সুহৃৎস্রুবেণ হব্যবাট্ স্বধামধন্ত আত্মরাট্ ॥১১৩

সমস্ত সৃষ্টপদার্থে পাঁচটি তত্ত্ব কেন্দ্র, এবং তদূর্দ্ধে এক 'আজ্ঞা' কেন্দ্র বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহা ঔপাদানিক ('material') জাতিবিভাগ। এই ছয়ের মধ্যে মুখ্যাবৃত্তিতে কোন তিনটিকে গ্রহণ কর—যথা, আজ্ঞা, নাভি, মূল। আগে বলা হইয়াছে যে, হৃদয়কে (গভীর অর্থে) 'ধৃঃ'রূপে সকল প্রকার গ্রহণেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং, হইল চার।

ভাবনের তাৎপর্য্য

এখন, ওঙ্কারাদির দৈবত অগ্নি—চিদগ্নি বা ব্রহ্মাগ্নি। ইহা সূর্য্য, সোম, অগ্নি—এই ত্রিপুটীর সম্পর্কে তুরীয়। ইহা সেই 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'—ধ্যান-বিষয়রূপে। ইহাকেই আমরা বরণ করি (বৃণীমহে), কিন্তু শ্রুতির প্রসিদ্ধ মন্ত্রে শুনি, ইহা 'অপিহিত'—আবৃত। আদৌ রজস্তমঃ অপিধান দ্বারা। বৈখরী জপধ্যানাদিতে প্রথমে এই মলিনাবরণ ক্ষীণ হউক। তারপর, হিরন্ময়-অপিধান—সত্ত্ববিশাল।—A thin veil of golden haze. এটির অপাবরণের নিমিত্ত হিরণ্যরেতসের উপাসনা কর। হিরণ্যরেতঃ নহিলে হিরণ্যের অবগুণ্ঠন সরিবেনা। ইহা আদিত্য বা প্রাণব্রহ্মের উপাসনা। যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে, বিলয়ে প্রথমে স্থূলবাকের 'পতন', পরে স্থূল সঙ্কল্পী মনের; তখন, প্রাণই একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহেন—হিরণ্যরেতারূপে। রহিয়া কি করেন? 'হিরণ্যনাভগর্ভিণী'—বিন্দুশয়ানা যে পরা এবং পরমা, তাঁরও অপাবরণ সাধন করেন। 'নাভ' শব্দে নাভি বা মণিপুরের দ্যোতনা আছে, কিন্তু সর্ব্ববিধ কেন্দ্রীণতার যে পরাবস্থা (বিন্দু), তাহাই লক্ষ্য বুঝিবে। আচ্ছা, বিন্দুবাসিনা পরা এইভাবে অনবগুণ্ঠিতা হইলে কি হয়, তৎসহকারে? 'তদা' ইত্যাদি। 'মৃগাঙ্কমূর্দ্ধা' যে আজ্ঞাধাম, তথা হইতে সোমার্দ্ধকলাক্ষরিত অমৃতবিন্দু, মূলাধারে যে 'হব্যবাট্' (অগ্নি) আছেন, তাঁতে সবন হইয়া, সে অগ্নিকে 'স্বধাম্নি' এবং 'স্বধান্নাধন্য' আত্মরাট্ করেন। 'মূল' এবং 'আজ্ঞার' পরিপূর্ণ অগ্নীষোমীয় মিলনটি অনুভবে মিলাও। জপে উদয়নাদকে যদি ভাব উদ্দীপ্ত অগ্নি, তবে তাকে 'স্বধামধন্য আত্মরাট্' না হওয়া পর্য্যন্ত সে নাদের স্বধাম্না বেগবাহিতা এবং স্বধাম্নি (মূলবিন্দুতে) শান্তশায়িতা ঘটে না। নাদ আত্মরাট্ও (আত্মনি রাজতে যঃ সঃ) হন না।

অনাত্মব্যাসঙ্গ পরিহার

আর সোমসবনকর্ম্মটি করিবে—'হৃদয়স্রুবা'। শ্লোকে 'সুহৃৎ'=সোমমিত্রের 'মিত্র', ইহাও বুঝিয়া লইও। এবম্বিধ আত্মরাট্ হইতে গেলে চারিটি 'অনাত্ম-ব্যাসঙ্গ' পরিহার করিতে হয়—সেই অবরোধাদি চারি বাধা।

দৈশিকীং কালিকীং বাধাং বাস্তবীং ছান্দসীং জহি।
মহাব্যাহৃতিভি র্হোমৈর্বহিরন্তর্যথাক্রমম্ ॥১১৪

মহাব্যাহৃতি হোমের ক্রমান্বয়ে চারিটি মন্ত্র দ্বারা (ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইত্যাদি) দৈশিক, কালিকাদি চারিবাধা জয় করিতে যত্ন কর। কেবল বাহ্যহবনে নয়; পরন্তু আন্তরভাবনাযাগেও। বাধা স্বরূপে নাই; ইহা মনঃকল্পিত। কিন্তু, অনাদি-অবিদ্যা সংস্কার বাধাকে করিয়াছে বজ্রের দেউল। প্রতিপক্ষ ভাবনার সংস্কার যে পরিমাণে দৃঢ় হইবে, সে পরিমাণে বজ্রের দেউল হইবে বালির বাঁধ। অবিদ্যার অপগমে সে বাঁধও চলিয়া যায় ভেল্কির বাঁধের মত। যেন একটা মৌন ঘন কোয়াসার পাহাড়!

বাধাপ্রতিষেধক্রম

বাধাপ্রতিষেধার্থ সমর্থ প্রতিপক্ষভাবন তাই একান্ত আবশ্যক। 'এ সবই অনৃতকল্পনামূলক, কাজেই, আসলে অমূলক'—ইহাই প্রতিপক্ষভাবনের মূল সূত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদম্'—এই অববোধে যাহা 'জঘন্য', তাও 'হিরণ্য' হইবে, আর হিরণ্য হইবে পরম 'বরেণ্য'। কিন্তু গোড়ায় বাধাকে বলিতে হয়—'আমিই তোমাকে বাঁধিব' (to isolate and confine), যেমন, তাগা বাঁধিয়া সাপের বিষ। 'ভূঃ'তে যে পৃথ্বীশক্তি, তদ্দ্বারা এই প্রাথমিক কর্ম্ম, নিগ্রহ সমাধা কর। তারপর, বলিতে হয়—'আমি তোমাকে সাধিব'।—(to treat so as to control)। তারপর, বাধাকে বলিতে হয়—'তোমাকে আমি পাল্টাইব' (to transform 'sense' and energy)। এর ফলে বাধাও হয় আমার আত্মীয়, 'স্বজন'। অন্তে, এটিকে আত্মনীন এবং আত্মসাৎ (completely in tune, unison) করিতে পারিলে তবে চরিতার্থতা। বাধা সম্বন্ধে আদৌ নিগ্রহ, তারপর সংগ্রহ বা সংযম ; তারপর, সংস্কার বা শুদ্ধিভাবন ; অন্তে, সাত্মীকরণ। এই শেষেরটাকে সরাসরি স্বীকার বা অঙ্গীকার বুঝিও না।

আত্মাকে 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ', 'সর্ব্বব্যাপী', 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'—এই তিনভাবে না বুঝিলে কোনও কিছুই বলিবে না—'তুমি আমাকে তোমাতেই মিলাইয়া লও'। যেমন, তটিনী আর সাগর ; শিশিরবিন্দু আর মেঘমালা।

বাধাকে সাধিবার এই চারিটি ভূমি মনে রাখিয়া পূর্ব্বের ঐ মহাব্যাহৃতি হবনটি অন্তর্বহিঃ অনুষ্ঠান করিবে।

ভূঃ এবং ভূ

আগে বলা হইয়াছে যে, 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতির 'অব্যয়' এবং রজাত বিসর্গান্ত ভাবটি না থাকিলে হয় 'ভূ'। ইহা পৃথিবীর এক নাম। 'ভূ' থেকে 'ভূত'। 'ভূঃ' থেকে এই যে পরিণামধারা, তাতে আদিম এক অব্যয় তৈজস সত্তা নিজেকে যেন গণ্ডীর পর গণ্ডীতে বাঁধিতেছেন। নহিলে যে ভূতভৌতিক সৃষ্টি অস্মদাদির ব্যবহারযোগ্য আকারে হয় না। 'ভূঃ' এর 'র' নিজেকে 'রোধিকা' করে এই নিমিত্ত। ফলে, বাধার নিগূঢ় নিগড়রূপে জন্ম।

রোধিকা সাধনমিত্রা

রোধিকা বাধিকা আকার হইলেও, তাকে সুষম সৃষ্টি উদ্দেশ্যে মুখ্যতঃ 'সাধিকা' থাকিতে হয়। কোনও কিছু ভাল করিয়া সাধিবে বলিয়াই সে 'বাহ' সকলকে বাধা দেয়। সৃষ্টির সর্ব্বত্র ইহা দেখ। পৃথিবী (ভূ) 'ভূঃ'তে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোধিকা, তার এবম্প্রকার সাধিকামিত্রা বাধিকারূপ। 'সোমমিত্র' শব্দটিও এই একইভাবে বুঝিয়া লইও। কিন্তু, বাধা যদি সাধনমিত্রা না হইয়া সাধনবৈরিণী হয়, তবে কি করিবে? তবে, দেশাদিজন্য ঐ বাধাচতুষ্টয় পরিহারের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় সমাশ্রয় করিবে। বাধা অপনয়নের প্রয়াস কতদূর অবধি, তা এইভাবে ভাবনা করিবে :—

বাহু আর হৃদয়ের বলে, খর স্রোতো-বাধা করি জয়,
তরণী তোমার যবে তট-সন্নিকট।
মৌন ঘন কোয়াসায় ঘেরা, কাম্যতটে ভাবি বহু দুর,
নিরুৎসাহ, তুলি দাঁড়, হারাইবে তট!
বার বার কেন চাও পৃষ্ঠপানে,
কিছু নাহি দেখ সাড়া নাহি পাও,
নীরব কুহেলি মাঝে
কেহ তো বলে না, "এই আমি"।
কেন ভুলে যাও মিছে অভরসায়,
অসহায়ের মত, হে তরীবাহক!
তব বক্ষ মুখ পানে চেয়ে বসে তরণীর স্বামী ॥
যেবা তোমা তরী কর্ণধার, সেই তট দেখে পুরোভাগে,
গতিমুখে পৃষ্ঠ তব, তুমি কি দেখিবে?
'আর প্রয়াসেতে নাই প্রয়োজন'—
কর্ণধার মুখে শুনি বাণী,
তবে, তুমি ললাটের স্বেদটি মুছিবে ॥

ও সম্বন্ধে শ্লোক—

স্রোতোবেগং প্রখরমধুনা বাহুবক্ষোবলেন
জিত্বা নীতা যদি তব তরী কূলসামীপ্যমেব।
মত্বা দূরং ত্বদভিলষিতং মৌনিভূমেঘমগ্নং
ভগ্নাশো মা ভব করগতাং ক্ষেপণীং মা জহাহি ॥১১৫
(কর্ণধারঃ) নাবিকঃ পুরতঃ পশ্যেৎ ক্ষেপকঃ কিমু পৃষ্ঠতঃ।
প্রয়াসেনালমিত্যুক্তো ভবাস্বিন্নললাটকঃ ॥১১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধা চতুষ্টয় পরিহারের "আন্তর" উপায়ঃ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ইত্যাদি স্মরণ

জপকীর্ত্তন এবং অনুধ্যান দ্বারাও বিশেষভাবে বাধা চতুষ্টয় পরিহার করিবে। যথা—

ভূভারং যঃ প্রলয়-সলিলে লীলয়াদ্রিঞ্চ ধত্তে
কালীয়ং যো বিততফণকং লাস্যমঞ্চং করোতি।
পাদাম্ভোজক্ষররসকণৈঃ স্বর্ধুনী স্যন্দমানা
শ্রীরঙ্কাঙ্ঘ্রিঃ করমুরলিকং তং স্মরন্ কেন বাধ্যঃ ॥১১৭

প্রলয়-সলিলে মগ্না উর্ব্বীভার, আর, গোকুলে গিরিগোবর্দ্ধনভার যিনি লীলায় ধারণ করেন, তাঁর নাম, লীলাগুণাদি স্মরণকারীকে দেশনিমিত্ত বাধা (অবরোধ) কিরূপে বাধ্য করিবে বল! যিনি আবার কালের অন্তকরূপ যে ফণী, সেই ফণীন্দ্র কালীয়ের বিতত শতফণাকে আপন মৃতসঞ্জীবন বিমোহন লাস্যের মঞ্চ করিলেন, তাঁর সে অপরূপ লাস্য-রসিককে কাল কি করিবে বল! স্বয়ং অন্তকেরও চরণ-কিশলয়তলে যেখানে সম্মোহন, সেখানে কালের কোন ভ্রূকুটি-কুটিল শর আসিয়া আমার স্বচ্ছন্দা মধুমৃগবধূকে বিদ্ধ করিবে বল? তারপর আবার, যাঁর পাদাম্ভোজ-ক্ষরিত অমৃতরসকণা সুরধুনীরূপে বিশ্বভুবনে স্যন্দমানা হইল, তাঁর পদোদ্ভবা সে বিমলধারায় নিষ্ণাতকে কোন মলিনবাসনা, কোন ক্রূর পাপ্মা বিদ্ধ করিবে বল? বস্তু বা সত্তায় আর বাধার বাসা বাঁধিবার ঠাঁই কোথায়? শেষকালে আবার, স্বয়ং শ্রী যাঁর অঙ্ঘ্রিযুগল অঙ্কে ধরিয়া আছেন, আর যিনি নিজে বিশ্ববিমোহনী, সকল ছন্দঃপরিসীমা মুরলীকে করে ধরিয়াছেন, তাঁর স্মরণকারীকে কোন ছান্দস বাধা-বিরোধ-ব্যাকুল করিবে বল?

আবার দেখ—

উত্তালোর্ম্মিবিপুলজলধিঃ সেতুবন্ধেন বদ্ধো
মৃত্যুঞ্চাজ্ঞাবহশমনকো যেন নীতো দশাস্যঃ।
স্বর্ণং দারূপলতনুরহো যৎস্পৃশাভূদহল্যা
শ্রীরার্য্যাণামশিবশমনং জানকীনাথদাস্যম্ ॥১১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনশ্চ—

লিঙ্গং যস্য ত্রিভুবনমতিক্রাম্যতি স্বেন ধাম্না
মৃত্যোর্মুক্ত্যৈ মথিতগরলং কণ্ঠভূষাপি যস্য।
শূলং যস্য ত্রিপুরমরণং সাহিসোমার্দ্ধমৌলেঃ
কৈলাসেশস্মরণমশিবোন্মূলনং নট্টরাজঃ ॥১১৯

শ্রীরাম এবং শ্রীশঙ্কর স্মরণজপেও অবরোধাদি বাধাচতুষ্টয় যে কিভাবে দূর করিবে, তা ঐ শ্লোক দুটিতে বলা হইল।

দেশবাধা তোমায় অবরোধ করিবে? কিন্তু উত্তাল তরঙ্গোদ্বেল বিপুল জলনিধিকেও সেতুবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন যিনি, সেই রাম নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন তবে রহিয়াছে কিসের জন্য? মনে রাখিও যে রামনামৈকনিষ্ঠ শ্রীমদ্ হনুমান্‌কে সমুদ্রতরণের নিমিত্ত সেতুও বাঁধিতে হয় নাই! তারপর কাল তোমার সংহারে উদ্যত? কিন্তু শমনকেও যে জন আপন আজ্ঞাবহ করিয়াছিল, সেই শমনদমন রাবণরাজাকেও শ্রীরাম পাঠাইলেন শমনালয়! তুমি আবার আপন সত্তাটিকে দীন কৃপণ-দৃষ্টিতে দেখিতেছ যেন 'কাঠ' বা 'পাথর'! কিন্তু যাঁর চরণস্পর্শমাত্রে জীর্ণকাষ্ঠের তরী হইল কাঞ্চন; আর, মুনিশাপে উপলতনু অহল্যা হইলেন 'আর্য্যা', কিনা, পূজিতাদের মাঝে সাক্ষাৎ শ্রীরূপা—অনবদ্যা শুচিসুষমাপরিসীমা; সেই 'আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং লোকাভিরামং শ্রীরামং' স্মরণ করিলে তোমার সত্তায় দৈন্য, আর সম্বন্ধে ও ছন্দে কুণ্ঠাকার্পণ্য কেমন করিয়া রহে বল? সুতরাং, জানকীবল্লভে যে দাস্য, তাই সকল অশিবশমন জানিও। আবার, ঊর্দ্ধজ্যোতির্লিঙ্গরূপী শিবশম্ভুকে ভাবনা কর। জাননা কি যে, তাঁর সেই একলিঙ্গ মহোত্তর মহিমা এই গোচরভুবনত্রয় অতিক্রম করতঃ আপন শাশ্বতশুভ্র জ্যোতিতে বিরাজমান! কাজেই, কোন দেশবন্ধ তোমায় অবরোধ করিবে বল? আবার সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত যে হলাহল, তাকে তিনি আপন কণ্ঠভূষা করিলেন; কেন?

মৃত্যু থেকে বিমুক্তি দিবার নিমিত্ত—'মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ'। কাজেই, কালের ভয় কর কেন? যাঁর ত্রিশূল হইল ত্রিপুরমরণ, সেই মহাহিফণালাঞ্ছিত সোমার্দ্ধমৌলির অনুস্মরণ কোন্ 'বাস্তব' বাধাকে রহিতে দিবে? (মহাহিফণা=নাদ; সোমার্দ্ধ=অর্দ্ধমাত্রা, নাদবিন্দু-সেতুরূপা।) শেষে, ছান্দস যে বাধা (বিরোধ), তাহা নটরাজ, বৃষভবাহন, কৈলাসপতিস্মরণমাত্রে সমূলে উন্মূলিত হয়, ইহা স্থির জানিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সর্ব্ববাধাপ্রশমনকল্পে মহামায়াকে এই ভাবে ভাবনা কর :—

অস্তাবীত্ত্বাং যদি কমলজো যোগনিদ্রাং ভবায়
চানর্হ শ্চেন্ মহিষমথনীং দেবতাঃ স্বাত্মসারাম্।
অদ্রাক্ষীচ্চেদ্ যুধি চ ললিতাং শুম্ভ একান্ততত্ত্বাং
স্মারং স্মারং প্রশমনমিয়ুশ্চণ্ডিকাং বাধিতা যে ॥ ১২০ (সর্ব্ববাধাঃ)

পুনশ্চ শ্রীগণেশের উদ্দেশে—

উচ্চৈঃশুণ্ডঃ প্রভবতি পুরঃ সর্ব্বসম্ভাব্যসৃষ্ট্যৈ
শুণ্ডশ্চাধঃ প্রকৃতিবিলয়দ্যোতকাশ্চর্যলিঙ্গম্।
ব্যাবৃত্তৌ দ্বাবধ উত ন বা সেতুসন্ধী চ শুণ্ডৌ
শ্বাসাবাখূ কুশলশরণস্তারমূর্ত্তির্গণেশঃ ॥১২১

সৃষ্টিযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া কমল-যোনি প্রজাপতি মধুকৈটভভয়ভীত, যোগনিদ্রারূপিণী অর্দ্ধমাত্রাকে স্তুতিতে যদ্যপি জাগরিতা করিয়াছিলেন, তবে, তুমিই বা কেন তোমার জপাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, দেশ-কালাদি বাধা নিরসনের নিমিত্ত সেটি করিবে না? 'মধু' বিশেষতঃ দেশ, আর, 'কৈটভ' কালজন্য, কারণে ও সূক্ষ্মে যে বাধা, তার প্রতীক বুঝিও। মধ্যম মাহাত্ম্যে, দেবতারা নিজ নিজ আকৃতি, শক্তি, গুণের 'সমূহমূর্ত্তি' (স্বাত্মসারাং) মহিষমর্দ্দিনী দুর্গাকে যদ্যপি স্তুতি করেন, তবে, 'মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ' সন্ত্রস্ত, নিরালম্ব তুমিই বা না কেন লম্বোদর জননীর করুণাশরণ মাগিবেনা বল? এখানে বিশেষ করিয়া কালভয়। তারপর, অন্তিম-মাহাত্ম্যে, শুম্ভাসুর ললিতাদেবীকে তাঁর সর্ব্ববিভূতি আত্মলীন করতঃ 'একান্তপরমতত্ত্বা' রূপে দেখিয়া যদি 'স্থির' হইতে পারিয়াছিল, তবে তুমিই বা কেন তোমার সত্তা সম্বন্ধের সকল বিভেদ-বিরোধ বিভ্রম কাটাইয়া, তোমার সাধন সমরের চরম 'ঘাঁটিতে' শান্ত হইয়া তদেকপ্রপন্ন তদেকলীন হইবে না? সুতরাং চণ্ডিকা মাকে বারবার স্মরণ কর; এবং তাঁতেই তোমার সর্ব্ববাধাপ্রশমন হউক!

তারপর লম্বোদরের এই রহস্য ধ্যান—পুরতঃ সর্ব্বসম্ভাবনাকে সৃষ্টিরূপে উদয়নের নিমিত্ত যাঁর শুণ্ড ঊর্দ্ধগ; আবার, নিখিল সর্গের বিসর্গ, কিনা, প্রকৃতি বিলয়ের দ্যোতক এক অত্যাশ্চর্য লিঙ্গরূপ যাঁর শুণ্ড হইল অধোগ; আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্গবিসর্গ উভয়স্থলেই অনির্ব্বাচ্য যে সেতুসন্ধিদ্বয়, তাদের সূচনার নিমিত্ত যাঁর শুণ্ড 'দ্বিধা ব্যাবৃত্ত'; এবং নিখিল ভূতের অন্তর্ব্বহিশ্চারী যে কালরূপী শ্বাসবায়ু, সে বায়ু হইবে (উপযুক্ত শিক্ষায়, দীক্ষায়) যাঁর বাহন 'আখু' (মূষিক), সেই নিত্য-ওঙ্কারমূর্ত্তি শ্রীগণেশ ধ্যান এবং প্রণব জপ সর্ব্ববাধাবিঘ্নবিনাশন-কল্পে অতীব কুশল জানিবে। চতুর্ব্বিধ বাধাকে এই ধ্যানেও যথাযোগ্য মিলাইয়া লইও।

পুনশ্চ বাধা নিরসনে এইভাবে সূর্য্য ধ্যান :—

রুন্ধীরন্ কেঽনলবরুণয়োর্যোঽপি মিত্রস্য চক্ষুঃ
হিংসীরন্ যো নিখিলজগতস্তস্থুষঃ শ্রৌত আত্মা।
যদ্‌গায়ত্রী হ্যদুহদমৃতং ছন্দসামেকমাতা
ভূরাদীনাং ত্রয়মপি পরং বিদ্মহে বাধবাধম্ ॥১২২

শ্রীগুরু নাম ও ধ্যান

আর, মন্ত্র এবং মন্ত্রী, এতদুভয়ই যে পরম করুণাঘন শ্রীগুরুতত্ত্বে সম্মিলিত, সেই 'শ্রীগুরু' নাম স্মরণ ও ধ্যান যে সর্ব্ববাধা প্রশমন, ইহা কখনও ভুলিতে নাই।

পাদস্পর্শোঽর্গলবিরহিতং কংসকারাকপাটং
বাহুস্পর্শঃ সুতরযমুনা-তুল্যকাং কালধারাম্।
বক্ষো বৃন্দাবিপিনমধুনশ্চাকরং হৃদ্ দধাতি
ভালো রোচিঃ শ্রবণমমৃতং শ্রীগুরুঃ কৃষ্ণসূনুঃ ॥১২৩

বেদমন্ত্র যে সূর্য্যনারায়ণকে বলিয়াছেন—মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির চক্ষুঃ, সুতরাং কোনও স্থলেই 'দিবীব চক্ষুরাততং' তাঁর পরমপশ্যন্তী দৃষ্টির বাধা নাই, তাঁর সেই পশ্যন্তী দৃষ্টির ধ্যানকারীকে কারা অবরোধ করিবে বল? আবার, যিনি নিখিল চরাচরের 'আত্মা' রূপে শ্রুত এবং বিজ্ঞাত আছেন, তাঁর প্রপন্নজনকে কালাদি কারা হিংসা করিবে? কেননা, অখিলাত্মারূপে তিনিই সম্বৎসর আদি কালকে বিধারণ করেন। যাঁর গায়ত্রী মৃত্যুভয়ভীত অমরদিগের জন্যও অমৃত দোহন করেন, এবং যে গায়ত্রী সকল ছন্দের একমাতা, তাঁর সেই গায়ত্রী সমাশ্রয়ীর পক্ষে কোন্ বাস্তবী অথবা ছান্দসী বাধা বলবতী হইবে, বল? 'সেই 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই পরম রাহস্যিক ব্যাহৃতিত্রয় মূর্ত্তি, অথচ, তদতীত, তুরীয় যে 'সবিতা', তাঁকে আমরা যে জানি, এবং এও জানি যে, তিনি বাধের বাধ স্বরূপ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, শ্রীগুরু? তাঁকে—তাঁর পরম করুণাঘন রূপটি সেই জন্মাষ্টমীর তমসাঘোর নিশীথে হৃদিশায়িত-ব্রহ্ম-গোপাল শ্রীবসুদেবের মতই ভাবনা কর। গোপালকে তিনি বুকে ধরিয়া আছেন, তাই, তাঁর পাদস্পর্শেও এক অদ্ভুত যাদু দেখায় যে! কংসকারারই মত এই যে আমার সংসার কারা, তার সকল দুয়ারে আগল খুলিয়া দিল যে! আর তারে কে করিবে অবরোধ? আর, শ্রীগুরুরূপী বসুদেবের বাহুস্পর্শ কি যাদু দেখাইল বলত? উতল-অতল যে যমুনা, সে যমুনাও যে সুসুখতরণা করিল! যমুনাকে প্রথমে দেখি যেন দুস্তর, দুর্ব্বার কালধারা, যাতে আমি ডুবিয়া ভাসিয়া যাই। পরে যখন বুকে শ্রীগুরুর নিবিড় পরশটি মিলে, তখন যমুনা হয় আর এক যমুনা। তাই বলা হইতেছে—বক্ষে যাঁর স্পর্শ পাইলে—যে বক্ষে তিনি নীলরতনকে ধরিয়া আছেন—এই অশ্মসার তুল্য হৃদয়ও হয় বৃন্দা বিপিনের যত না মধুমাধবীয় মাধুরী, তার 'আকর', তার যত না পরম মধুরস, তাতে ভরপূর! আর কেবলি কি মধু? সবই হয় মধুচ্ছন্দাঃ। শ্রীগুরুরূপী বসুদেব যদি ভালে স্পর্শটি দেন, তবে চিদ্‌গগন তাঁর পরম রোচিষে 'উজ্জল' হইয়া ওঠে; শ্রবণে যদি তাঁর বাণীপরশটি দেন, তবে অন্তরে ওর হীন অমিয়া উথলে যে! অতএব, গোপালকৃষ্ণ যাঁর বুকে-ধরা ঘুমন্ত শিশু, সেই 'কৃষ্ণতনু' শ্রীগুরুকে সর্ব্ববাধাবিমুক্ত পরমধন্য হবার নিমিত্ত ধ্যান ও কীর্ত্তন করি।

দ্যোঃ—মূলতঃ কি বস্তু?

২৪॥ বরুণাগ্নিসঙ্ঘাতাদ্ দ্যৌঃ॥

দ্যৌরিতি বেবিষাণস্য যাঃহঙ্কমানেন সংহতিঃ।
ব্রহ্মসুবরিতি জ্ঞেয়ং ব্রহ্মণি সূয়তে সদা ॥১২৪
অমৃতং দিবি সূক্তেন ত্রেধা নিদধ ইত্যতঃ।
অদিতির্দ্যৌরিতি শ্রুত্যা নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ ॥১২৫

বরুণ এবং অগ্নি—এতদুভয়ের সংহতিতে দ্যৌঃ॥

দ্যৌস্তত্ত্ব পূর্ব্বে আলোচিত। সেখানে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টি সমস্ত কিছুকে মুক্ত, উদার, স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছতিরূপটি দেওয়ার 'প্রতিশ্রুতি' এবং 'প্রতিজ্ঞা' দেয় যে তত্ত্ব, সেটি দ্যৌঃ। 'বেবিষাণ' বা বাধরহিত, নিরঙ্কুশ এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারপট অসীমবিতানে খুলিয়া মেলিয়া দেওয়া হইল। এই আধারপটেই সমস্ত কিছুই আপন স্থিতি-গতি-পরিণতির চিত্রলেখা 'অঙ্কন' করিয়া চলিয়াছে। সৃষ্ট কোন কিছুই অবশ্য ঐ বেবিষাণ আধারপটকে তদ্রূপে দেখে না; এবং তার অঙ্কনটাও খণ্ডশঃ ছাড়া পূর্ণ, সমগ্রভাবে পায় না। কিন্তু দেখে না বলিয়া, আধারপটটা সঙ্কুচিত হইয়া 'এতটুকু' (এতাবৎ) হয় না; অঙ্কনটাও সত্য সত্য 'এই রকমই, এতটাই' হয় না। অবচ্ছেদ, ব্যবচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ আদি, যাহা যথার্থ তাতে, অধ্যস্ত—তার অধিকারে রহিয়াও তাকেই যেন অধিকৃত করতঃ আক্ষিপ্ত; তাকে যেন বলে—'তোমাতেই আছি বটে, তবু তোমাকে আমোলে আনিব না!'

'তোমাতেই আছি'—এই যে তদধিকরণতা, এটা কুত্রাপি নাকচ হবার নয়। একটা এটম্, ধূলিরেণু, বীজকণা, একটা 'আমি বা তুমি বা সে'—কোথাও সত্য সত্য কোন কিছুই সমগ্র সত্তা-শক্তি-ছন্দকে ছেড়ে 'এতটুকু' হইয়া নেই; তার গতি-পরিণতির নক্সটাও মাত্র 'এইটুকখানি বা এই অবধিই' নয়। ধূলি, তারকা, বীজ, বনস্পতি—এসব স্থলে তাদের 'নিজস্ব' হিসাবের খবর আমরা পাই নি; তাদের হিসাব আমরা যতদূর লইতে পারিয়াছি (বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে), তাতে তাদের কেহই 'এতটুকু' বা 'এই অবধিই' হইয়া নেই, সত্তায়, শক্তিতে, সম্বন্ধে, ছন্দে। তোমাতে বা আমাতে—যেখানে 'আধার' এবং 'লেখ' দুয়েরি ছবিটা নিজস্ব চেতনায় বা বোধে কতক ফুটিয়াছে—'ভান' সমগ্রকে ছাড়িয়া হয় না দেখিয়াছি, যদিও 'ভাসপঙ্ককে' কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিতাদি হইয়া সে ভান হয় দেশ-কাল-সম্বন্ধে, সত্তায়-শক্তিতে 'এই এতটুকু মাত্র'!

পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠার, এবং বিন্দু-নাদ-কলার সমগ্রতা আর সঙ্কোচের কথাগুলো আবারও ভাবিয়া লও। প্রণবাদি বীজমন্ত্রে এবং ত্রিকোণবৃত্তাদি যন্ত্রে এই সমগ্র ও সঙ্কোচ যুগলরূপকে পুনশ্চ ধ্যান করিয়া লও।

দ্যৌস্তত্ত্বে বরুণ-অগ্নি

এখন, দ্যৌস্তত্ত্বে বেবিষাণ রূপে বরুণ সব কিছুর উদার, অবাধ, সমগ্রতাকে কেবল যে আধারভাবে খুলিয়া মেলিয়া রাখেন, এমন নয়; 'আপঃ' রূপে সমস্ত কিছুর সাবলীল আপ্যায়নের 'সামান্য' উৎসটিও মুক্ত রাখেন। এর প্রসাদে একটা ধূলিরও নাভি বা মর্মকেন্দ্রে তার 'অস্তিতা' একান্ত ব্যূঢ় ও মূঢ় (in a stupor of smothered inertness) রহিতে নারাজ; সে কেন্দ্র তার 'নির্দ্দিষ্ট' অর-নেমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবলি প্রসারিত করিতে চায়—যার ফলে, অস্তিতা হইতে চায় ভাতিতা, ভাতিতা অস্মিতা। সে প্রতীক্ষা করে—যে কবে তোমার আমার মতোই বলিবে—'এই তো আমিও আছি; সমগ্র পরিপূর্ণের মাঝে এই 'আপন' সত্তায়, শক্তিতে, ছন্দে ও সম্বন্ধে আছি।' একটা পুষ্পের বীজকণা অথবা একটা জীবের—এতে বরুণের এই বেবিষাণ-আপ্যায়ন যুগ্মরূপটি আরও ফুটিয়া আছে। মনের কোন সিসৃক্ষ ভাব বা পরিকল্পনায় এটি ততোধিক বিস্পষ্ট। এক কথায়, সত্তা-শক্তি-ছন্দঃ-সম্বন্ধ—সব কিছুরই এই চারিটি কলার সমগ্রতা ও সরসতার (Root Interest or Zest of Being and Becoming-এর) অবাধ 'যোগান'টি দিয়া থাকেন বরুণ—দ্যৌস্তত্ত্বে সংহত ও অনুস্যূত রহিয়া।

'প্রতিশ্রুতি' সর্ব্বসমক্ষে

আর, 'অঙ্কমান' যে অগ্নি, তিনি কি দেন? প্রতিটি পদার্থ মুক্ত সমগ্রের আধারে যে আপন 'লেখ'টি অঙ্কন করিবে, সে অঙ্কনের নিমিত্ত শক্তি এবং ছন্দের এক 'সামান্য' পরিপূর্ণ ভাণ্ডার অবারিত রাখেন। বেবিষাণ-আপ্যায়ন বরুণের যেমনধারা সকলের পক্ষেই তাদের বর্ত্তমানতা এবং বৃত্তিমত্তার আধার এবং 'আলয়'টি পাতিয়া দিতে কার্পণ্যও নেই, পক্ষপাতও নেই, অগ্নিরও তেমনিধারা তাদের জন্য শক্তি এবং ছন্দের পরিপূর্ণ উৎসটি খুলিয়া রাখিতে কুণ্ঠা-পক্ষপাত নেই। বস্তুতঃ, একান্ত open, free field; unfettered zest of being and becoming; unlimited reserve of power to function in 'harmony relations': এ ত্রিতয়ের promise and guarantee বরুণাগ্নি দুয়ে মিলিয়া সৃষ্টির একটা 'নগণ্য' ধূলিকেও দিতেছেন। কার্য্যতঃ, অর্থাৎ আভাসাদি প্রমাতৃ ব্যবহারে, তার নিজের পক্ষে, অথবা, তার হিসাব লইতে যাইয়া তোমার আমার পক্ষে, এই একান্ত-প্রতিশ্রুতিত্রিতয়ীর যে কতটুকু 'যাচাই' বা 'আদায়' হইতেছে না হইতেছে, সেটা অবশ্য আমাদের এই কারবারি হিসাবের বই-এরই কথা। হিসাবের খাতাটাও আবার সব্বাইকার একরূপ নয়। কিন্তু তত্ত্বতঃ, বরুণাগ্নিসংহতিরূপে দ্যৌঃ, সমস্ত কিছুর পক্ষেই, উক্ত ঐকান্তিক ত্রিবিধ-ভাবেই (as field, flow, function-fount) কার্পণ্য-বাধা-পক্ষপাত, এই ত্রিগ্রন্থিরহিত, 'মাতা' এবং 'পিতা' একসঙ্গে হইয়া বহিরন্তঃ, অণুবিরাট্ প্রতিটি প্রসূত সন্তানকে আপন অকৃপণ, অপক্ষপাত অঙ্কে ধারণ করিতেছেন। 'মাতা' হইয়া সকলকেই পাতিয়া দেন মুক্ত, অবারিত অঙ্ক-অঞ্চল; আর, সকলের মুখেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢালিয়া দেন অযাচিত, অকৃপণ স্তন্যসুধা। আর, 'পিতা' হইয়া সকলকেই দেন তার বীর্য এবং তার বৈভব (ছন্দঃ)। মাতায় বরুণ, পিতায় অগ্নি বিশেষভাবে বর্ত্তিয়াছেন।

অগ্নি, বিশেষভাবে, জড়ে হন তেজঃ, প্রাণে ওজঃ, মনে বর্চ্চঃ, অহমে অর্চ্চিঃ, এবং ধীতে ভর্গঃ অথবা জ্যোতিঃ। প্রত্যেক স্থলেই, অগ্নির আধান ও দীপনের 'প্রতিজ্ঞা'টি পরিপূর্ণভাবেই দেওয়া আছে। আর, পরিপূর্ণ এবং পক্ষপাতরহিত-ভাবে বরুণাগ্নি দুয়েরি প্রতিজ্ঞা যাতে, যে তত্ত্বে, চির-প্রতিপালিত, চির-রক্ষিত, সেই তত্ত্বই দ্যৌঃ।

অতএব, দ্যৌঃকে কেবল আকাশ (পূর্ব্ব লক্ষণ মত), অথবা কারণ-সলিল, অথবা বৈশ্বানরাদি অগ্নি ভাবিলে হইবে না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে পরিচিন্তিত বরুণাগ্নিসংহতিরূপটি (একাধারে মাতৃত্ব-পিতৃত্ব) ধ্যানে পাইতে হইবে।

দ্যৌঃ ও দেব

দ্যৌঃ হন দেব, দেবতা, দৈবত। দ্যৌঃ ব্যতীত দেবতার আধানও হয় না, দীপনও হয় না। দ্যৌঃ সেই মৌলিক সর্ব্বসংশ্রয় তত্ত্ব, যাতে দেবতা পান তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং তাঁর অশেষ শক্তি-ছন্দোবৈভবময়ী অভিব্যক্তি। এইজন্য, দ্যৌঃকে 'তেত্রিশকোটি দেবতার' Matrix মনে ভাবিতে হইবে। Matrix এবং Radix দুই-ই। মন্ত্রের বা যন্ত্রের দেবতাস্থলেও তাই। যথা, এক ষট্‌কোণ যন্ত্র। এতে দ্যৌঃ, বরুণাগ্নিসংহতিরূপে কিভাবে বর্ত্তমান, তা ভাবিয়া দেখ। অখণ্ড, 'অমাত্র' সমগ্র আধার (পরম নাদ) নিজেকে প্রথমে বিন্দুরূপে 'একমাত্র' ও 'ঘন' করিতেছেন; বিন্দু হইতেছেন রেখা, ত্রিকোণ ইত্যাদি। এ সবে বরুণ ও অগ্নিকে চিনিয়া লও।

দ্যৌঃ—যুগ্ম মাতা-পিতা

যে মন্ত্র 'লইতেছ', এবং তৎসহকারে যে ভাব-ভক্তি, যে ধ্যান-ধারণাদি 'চালাইতেছ' সে তো বাহ্যতঃ দেশে, কালে, শক্তিতে, সম্বন্ধে 'এই এতটুকু'—স্বল্প, খণ্ডিত, ব্যভিচারী। কিন্তু তার মহান্, অখণ্ড, ধ্রুব হবার শাশ্বত আশ্বাস, পরম ভরসাটি দেন কে ?—ঐ যুগ্ম মাতা-পিতা দ্যৌঃ। সৃষ্টির সকল এতাবৎ, এতাবান্, এতাবতীকেই তিনিই ঐরূপ আশ্বাস ও ভরসাটি দিতে পারেন, যাঁকে এতাবত্তা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তায় অথবা শক্তিতে অথবা ছন্দে, স্পর্শ করে না, সীমিত, অবচ্ছিন্ন করে না। তাই—'নৈতাবত্তা দিবং স্পৃশেৎ'। জলে বা বায়ুতে বীচিবিতান কিরূপে হয়, ভাবিয়া দেখ। 'ততোভূয়ঃ' রূপে আগাইতে আগাইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন এক 'ভূমি' পাওয়া চাই, যেখানে পূর্ব্বোক্ত আপূরণী ত্রিতয়ী একান্ত মিলিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে, পূর্ব্বোক্ত পক্ষপাতাদি বাধকগ্রন্থিত্রয়ও একান্ত অপগত হইয়াছে। আর, সেটি কেবল মুক্ত নিরপেক্ষ আধারপটই নয়, পরন্তু সেটি বিশ্বভুবনের অনাবিল, স্বচ্ছন্দ প্রাণরস এবং অকুণ্ঠ শক্তিসামগ্রীরও আলয় ও আধান।

এইজন্য, কারিকায় বলা হইল—'ব্রহ্মসূবঃ'। ব্রহ্মের শাশ্বতী 'প্রসূতি' রূপা এই দ্যৌঃ। 'ব্রহ্মণি সূয়তে সনা'। ব্রহ্ম স্রষ্টুকাম হইয়া নিখিলের শাশ্বত মাতৃত্ব এবং পিতৃত্ব একসঙ্গেই বরণ করিতেছেন। নিখিলের ক্ষুদ্র এতাবত্তাটিকে আপন শাশ্বত নৈতাবত্তার অঙ্কেই ধারণ করিয়া আছেন, এবং তার সকল কারবারী কুণ্ঠা-কার্পণ্য ভাঙ্গিয়া তাকে সেই অঙ্কেই আবার টানিয়া লইতেছেন! স্বয়ং ব্রহ্মেরি আদিমা প্রতিজ্ঞারূপিণী এই মহাদেবতা দ্যৌঃ।

কারিকায় পরের শ্লোকে তিনটি শ্রুতিমন্ত্র উদ্দেশ করা হইয়াছে—'অমৃতং' বা শাশ্বত জীবনরস ; 'ত্রেধা নিদধে পদং'—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণে শক্তিসম্পাতের অব্যয় উৎস বা ভাণ্ডার ; আর, 'অদিতি' স্বয়ং—অখণ্ড, পরিপূর্ণ, পক্ষপাতরহিত যে তত্ত্ব।

আশীর্ব্বাদ—মূল উৎস

আশীঃ বা আশীর্ব্বাদেরও মূল উৎস, প্রচোদয়িতা দ্যৌঃ। ঐ এক বিশ্বভুবন-কল্যাণদুঘা মহামহীয়সী আশিষের 'ব্যাঙ্কে' 'চেক্' কাটিয়া সকল দেব-দেবী, আর সন্তমহাজনদের সার্থক আশীর্ব্বচনটি প্রয়োগ করিতেই হয়। দ্যৌঃ উর্দ্ধ অধঃ, পৃষ্ঠতঃ পুরস্তাৎ—সর্ব্বব্যাপী। তথাপি নিত্য যুক্ত উর্দ্ধকরে তাঁর ব্যাপনী, পাবনী, আপ্যায়নী, দীপনী আশীর্ধারা যেন বরণ করি!

প্রণবাদি সকল বীজমন্ত্রের শীর্ষভাগে ইনি, নাদবিন্দুকলার সমগ্র ঋধ্যমানতা এবং অন্তে পরাপারীণতার আধান যে অর্দ্ধমাত্রা, তদ্রূপে রহিয়াছেন। ইহার ছন্দঃ প্রশাসনে, পীঠ এবং অধিরোহণী এতদুভয়রূপে, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষও রহেন।

লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় 'স্ত্রীলিঙ্গ' হইয়া ইনি লোকবিশ্রুতা 'মাতা' ; আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগে ইহার পিতৃত্বও বহুধা শ্রুত। আর্য্যের অন্য অন্য শাখায় (যথা, গ্রীক ও রোমক এ) দ্যৌঃ Zeus and Jupiter ইত্যাদি হইয়া "দেবানাং দেবঃ" হইয়াছেন, দেখি।

দেবতার আবাহনাদি

দ্যৌঃ ব্যতীত দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন বা নিরঞ্জন নেই ; মন্ত্রের উদ্ধার ও চৈতন্য নেই ; যন্ত্রের সঙ্কলন বা নিষ্কলন নেই ; তন্ত্রেরও তায়ন, আপূরণ-সম্পূরণ নেই। কথাগুলো পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনার দীপকে দেখিয়া লইতে হইবে। নচেৎ, শুধুই 'অন্ধেন তমসা'। দ্যৌঃ একাধারে 'পিতরৌ'—মাতা চ পিতা চ। নিম্নের শ্লোকটি ভাবনা কর :—

দ্যৌর্মাতাঽমৃতবর্ষিণী পরিহিতজ্যোতির্বিশালাম্বরা
মর্ত্ত্যার্ত্তাঃ সমুদারমুজ্জ্বলরসং স্তন্যং পিবামো বয়ম্।
আশীর্যা পরমাঽপ্যমূর্ত্তমহসা দ্যৌরেব সা নঃ পিতা
ধায়া ব্রহ্মণি স স্থিতিং প্রথয়তু স্বানন্দদীপোজ্জ্বলাম্ ॥১২৬

বেদে শ্রুতা দ্যৌ অমৃতরূপিণী অমৃতবর্ষিণী,
আদিমা জননী পরিধান জ্যোতিবিশাল অম্বর।
মর্ত্ত্য আর আর্ত্ত যত বিশ্বপ্রাণী, করি যেন পান
শাশ্বত-ক্ষরিত উদার উজ্জ্বল স্তন্যসুধাধার॥
অমূর্ত্ত, তবুও মহীয়সী যাঁর আশিষ পরমা,
আশিষস্বরূপা সেই মাতা, একাধারে পিতা।
সেই পিতঃ! স্বরূপের আনন্দ-দীপ-সমুজ্জ্বলা।
ব্রাহ্মী যে স্থিতি তায়, নিজ বীর্য্যে, কর পারমিতা॥

পৃথিবী—মূলতঃ কি বস্তু?

২৫॥ সোমমিত্রসম্বাতাৎ পৃথিবী॥

সোম এবং মিত্র—এতদুভয় সংহতিতে পৃথিবী॥

সোমকে বিন্দুরূপে (ইন্দুবিন্দবঃ) ভাবনা কর—যেরূপ বেদের রহস্যবারিধি-নিষ্ণাত ঋষিকুল করিয়াছেন। জপে নাদ অর্দ্ধমাত্রাসেতুসহকারে বিন্দু থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদিত হন, এবং বিন্দুতেই পুনশ্চ বিলীন হন। এই উদয়-বিলয়ের স্থল 'সোম' বিন্দু। এখন, বিন্দু থেকে (কেবল জপে নয়, সমস্ত কিছুতেই) উদয়, উন্মেষ, বিতানের দিক্‌টাকে যদি বল 'ধন' তবে, নিখিল ভূতজাত যা থেকে এই 'ধনমুখী' স্থিতি ও বৃত্তিটি পায়, তাকে বল 'ধনী' বা 'উত্তমর্ণ', আর সেটি 'মিত্র'। বিলোমে—বিলয়ের অভিমুখে যে বৃত্তি, সেটিকে যদি 'ঋণ' এবং 'অবম' পর্য্যায়ে লও, তবে, বিপরীত অপর একটা 'কোটি' মিলিল—'ঋণী' বা 'অবমর্ণ'— 'অর্য্যমা'। 'উত্তম' এবং 'অবম' গণিতের পরিভাষা মত দোষলেশরহিত ভাবিও। যেমন, বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে আবার বীজ। নাভির অরবিস্তারে চক্রনেমি; চক্রনেমির অরসঙ্কোচে নাভি। 'অধমর্ণ' না বলিয়া অর্য্যমাকে 'অবমর্ণ' বলা হইল। 'অবম' আর 'অউম' ভুল না করিও। সংখ্যাবিজ্ঞানে কোন সংখ্যাকে তার বর্গ, ঘন ইত্যাদি ক্রমে যেমন 'প্রসার' করা যায়, বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি ক্রমে তাকে 'সঙ্কোচে'ও আনা যায়। একটা 'মূল' বা বিন্দুর দিকে গতি-বৃত্তি; অপরটি, বিন্দু হইতে নাদের দিকে। ঋ=গতি হইলে, ঋ-এর মূল বা Root সূচক লিঙ্গ হইল অবমর্ণ। 'ব' এর প্রসারণে 'উ'; 'উ' এর সঙ্কোচনে 'ব'। 'ঋ+ণ'—এই আকৃতিটিও পরীক্ষা করিও। 'ঋ' বলিতে মূর্দ্ধন্যধামাভিমুখী গতি; 'ণ' সেটিকে মূর্দ্ধন্যধামে রাখিয়াই 'অনুনাসিক' স্পর্শটি দিতেছে। অনুনাসিক—বিন্দুগোত্রীয়। কিন্তু সচরাচর, কোন মহাপ্রাণের 'মাধ্যম'টি মিলাইতে পারে না বলিয়া, সে স্পর্শ স্পর্শমাত্র রহিয়াই, হয় শুদ্ধ, নয়তো চ্যুত হয়। ধর, মহাপ্রাণ 'ষ' মাঝে আসিল—যেমন, "কৃষ্ণ" নামে। আর, অচ্যুতধাম থেকে চ্যুতির ভয় নেই।

ধন ও ঋণ—দৃষ্টান্ত

কোন ঠাঁই থেকে কিঞ্চিৎ লইতেছি, ফিরাইয়া দিব, এই অঙ্গীকারে। সাধারণ কথায়, এটি ঋণ। কিন্তু ফিরাইয়া দিতে গেলে নিজের আবার পুঁজিটিতো হওয়া চাই! নতুবা তো শুধুই ঋণ আর তস্য সুদের চক্রবৃদ্ধিতে দেউলিয়া! এখন, মূলধনী মহাজন 'মিত্র' বিশ্বের গণ্য নগণ্য সকল কারবারীকে আশ্বাস দিতেছেন—'মূলের সঙ্গে বা মালিকের সঙ্গে 'যোগ' রাখিয়া কারবার চালাও, ধনের ভাবনা নেই, যত চাও পাবে।' আর মূল-ঋণী অর্য্যমা ভরসা দিয়া বলেন— 'মূলের সাথে যোগে আছ তো, বিয়োগে যাও নি তো! তা হইলে ভাবনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ? ঋণের ভাবনা আমিই ভাবিব ; যেখানকার বস্তু সেখানেই ঠিক কড়ার-মত ফিরাইয়া দিব।'

যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে মূলটি হইল বিন্দু। মিত্র কি করিতেছেন? 'বরেণ্যম্' এর চূড়া অবধি তোমায় লইতেছেন, তোমার ভাব, তোমার ছন্দের যা কিছু আবশ্যক সম্বল, সেটি অকুণ্ঠায় যোগাইয়া। যোগাইতেছেন বিন্দুবাসিনী মায়ের আমার আপন ভাণ্ডার থেকেই। তোমার এই 'বরেণ্যমে' যে 'মাতৃ-ঋণ', তার গরিমার, মহিমার অন্ত নেই! তবু এ ঋণ পূর্ণ পরিশোধই করিতে হইবে। 'ধীমহি'তে তার খতে স্বাক্ষরটি করিলে, আর, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'-এ সেই স্বাক্ষরিত খৎ তাঁর চরণেই সঁপিয়া দিলে! আমার যেটি 'বরেণ্য', সে তো তোমারি 'বর' মাগো! এই শেষের কাজটি সমাধা যিনি করেন, তিনি মিত্রের 'প্রতিযোগী' অর্য্যমা। 'প্রতিযোগী' শব্দটাকে লড়াই-এর মোহরায় নামাইও না যেন। এ প্রতিযোগিতা সঙ্গতিতে, সংবাদে—সঙ্গচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্। মিত্র-অর্য্যমায় বিবাদ নেই—দুয়ে মিলিয়াই 'শম্', যথা শান্তিমন্ত্রে। বিশ্বে যত না বৃত্ত, আবৃত্ত, সমাবৃত্ত গতি, সব তাতেই, ঐ মূল ধনী-ঋণী যুগল 'সংবাদে' রহিলেই সর্ব্ব সুসংবাদ! মিত্র 'ধনের' মর্য্যাদা যোগ বা দান করেন ; অর্য্যমা সে মর্য্যাদা ক্ষেম বা রক্ষা করেন।

ধন-ঋণ মুখ্যতঃ 'মূল' থেকে 'দিক্'কে হিসাবে লইয়া। মূল—Origiu, Root—থেকে 'বাহির' করিয়া নেবার দিক্ একটা ; আর, তাতেই, মূলেই, 'ফিরাইয়া' দেবার দিক্ অপরটা। Out-going and in-going functions. 'জগদ্বীজাঙ্কুরাকৃতি' মূলটি এইভাবে প্রসরৎ-সঙ্কুচৎ হইতেছে। কিন্তু, ওর সাথে—ঐ বাহির হইয়া আসা, আবার তাতে ফিরিয়া যাওয়ার সাথে—অপর দুটি প্রশ্নও থাকে—কি এবং কতটা? যেমন, প্রণবে মূল = বিন্দু ; তা থেকে প্রসৃত হইল নাদ ; এবং, অ, উ, ম—এই তিনটি কলায় ও মাত্রায়। নাদ জ্ঞেয় ও ব্যক্ত ; কলায় সে জ্ঞেয়-ব্যক্ত অভিব্যক্তমেয়ও হইতেছে। অন্তে, বিন্দুশায়নে পুনশ্চ অব্যক্ত-অমেয়তায় ফিরিতেছে।

মান কয় প্রকারে ?

এইবার, মেয়তা বা মানকে পঞ্চবিধায় বলা হইল কারিকায়। শক্র (শক্‌ধাতু) = সমর্থমান। এর 'অধীনে' বা তন্ত্রে উরু, পৃথু, গুরু, তনু, অণু—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পাঁচটি মান। মান=Measure. ইন্দ্র দেবরাজ বল অথবা সহসের যেটি কাষ্ঠা (Critical Efficiency), তার প্রতিভূ। সহসের মান উরু করিয়া রাখেন বরুণ; গুরু করেন (দুইভাবে) বৃহস্পতি এবং শুক্র; পৃথু করেন পূষা। মিত্র এবং অর্য্যমার পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছি। তন্‌ধাতুকে ধনমুখী বিততির দিকে লইলে মিত্র; গত্যর্থ অথবা প্রাণনার্থ অণ্‌ধাতুকে ঋণমুখী সূক্ষ্মতার দিকে লইলে অর্য্যমা। একটি নাদগোত্র, অন্যটি বিন্দুগোত্র। গানে যেমন তান ও লয়। 'তনু' এবং 'অণু' দুয়েতেই বেধমুখ্য 'উ' বর্ণ রহিয়া নাভি বা কেন্দ্র সম্বন্ধটি বিশেষতঃ সূচনা করিতেছে।

পৃথ্ করেন পূষা—'প'এ দীর্ঘ উকার। অন্‌ভাগান্তও বটে। পৃথু দুই রকমের অথবা পর্য্যায়ের—উরুগোত্র বা গুরুগোত্র। প্রথমটিকে বরুণ, দ্বিতীয়টিকে হয় বৃহস্পতি, নয়তো শুক্র অনুগ্রহ ও অঙ্গীকার করেন। একটি Energy as Radiation; অন্যটি Energy as Mass. একটিতে ব্যাপনী, অপরটিতে ঘননী; একটিতে নাদ বা সূর্য্য, অন্যটিতে বিন্দু বা সোম মুখ্য। 'পূষন্' তাঁর দীর্ঘ স্বরটি সঙ্কুচিত, হ্রস্ব করিলেন; শেষের অন্ ভাগটিও ত্যাগ করিলেন। হইল 'পুষ্'। পোষণার্থ—'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।' সুতরাং, পৃথুর সোমমুখ্যা অভিব্যক্তিতে হইল পৃথিবী।

'তনু' ও 'তন্'

'তন্' ধাতুকে মিত্র ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো! আমার সঙ্গে বিতান-প্রসারের দিকে চলিবে তো? চলিবে? আচ্ছা, তাহা হইলে, তুমি হও 'পৃথু'। হইয়াছ? বেশ; এইবার বল, উরু হইতে চাও, না গুরু? ব্যাপনীতে সাধ, না ঘননীতে? নাদে বহমানা, না বিন্দুতে শয়ানা হওয়ায়? সবিতার সমন্তাৎ বিচ্ছুরিত 'ভর্গসে' লোভ, না সোমের স্নিগ্ধ ঘনায়মান 'রোচিষে'? যদি মুগ্ধা স্থিরা হইয়া সোমের সেই নিবিড় ঘনায়মানতায় বিভোর হইয়া থাকিতে চাও তো হও 'পৃথিবী'। আর, পৃথিবী হইয়া তুমি নাম ধর, 'ক্ষ্মা' এবং 'ওষধিজননী'।"

'এতাবৎ' আকৃতি

অতএব, পৃথিবীতে (১) সোম বিন্দুরূপে নাভি বা কেন্দ্রে রহিবেন; (২) মিত্র পূর্ব্বব্যাখ্যাত 'উত্তমর্ণ' রূপে তনুতা এবং পৃথুতা বিধান করিবেন; (৩) এবং সেই পৃথুতা উরুগোত্রে না যাইয়া বিশেষতঃ গুরুগোত্রে যাইবে। আর, এই তিনটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে (৪) পৃথিবী দ্যৌতত্ত্বের যে 'নৈতাবত্তা', সেটিকে 'এতাবতী' রূপে নিরূপিত করিবেন। অর্থাৎ, unmeasured হইবে measured. বিশ্বব্যাপী যে তেজঃ, ওজঃ, বর্চ্চঃ, সেটি এইভাবে নাভিনিষ্ঠ, কেন্দ্রাশ্রয়ী হইয়া পৃথুতা-গুরুতা অঙ্গীকার পূর্ব্বক 'এতাবৎ' আকৃতিতে না আসিলে তো জড়ের ক্ষেত্রে এটমাদি, প্রাণের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্ল্যাজম্ সেল্ ইত্যাদি, এবং মানসক্ষেত্রে 'অহম্' ইত্যাদি—এ-সবের 'এতাবৎ' আকৃতিতে উদ্ভবই হয় না। কোন কিছুই 'জমাট' হয় না, 'স্থির' হয় না, 'প্রতিষ্ঠা' রূপটি পায় না। এই নিমিত্ত 'ব্রহ্মভূঃ'। দ্যৌঃ স্বয়ংও ইহা ব্যতীত দেব বা দেবতারূপে মূর্ত্তবিগ্রহবতী হন না।

পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত কারিকা কয়টি এই :—

উরুঃ স্যাদ্‌বরুণো বিষ্ণুস্তনব ইন্দুবিন্দবঃ।
ইন্দ্রঃ শক্রঃ পৃথুঃ পূষা গুরূ শুক্রবৃহস্পতী ॥১২৭
উত্তমর্ণো ভবেন্মিত্রশ্চাবমর্ণস্তু যোঽর্য্যমা।
তনুর্ধনেন পৃথ্বী স্যাদৃণেন চাণুতা মতা।
এতাবতীতি বাচ্যা যা ব্রহ্মভূঃ ক্ষৌষধীজনী ॥১২৮

মুখ্যের ব্যপদেশ

২৬। **মুখ্যত্বেন ব্যপদেশঃ সর্ব্বত্র ॥**

(এই সঙ্ঘাতসূত্রগুলিতে) সর্ব্বত্র (তত্ত্বসমূহের) মুখ্যত্ব বিচারেই ব্যপদেশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বতঃ সর্ব্বতত্ত্বানাং সন্নিবেশেঽপি মুখ্যতঃ।
প্রসজ্যতানুরোধেন প্রত্যেকং প্রতিযুজ্যতে ॥১২৯

সর্ব্বস্থলেই সর্ব্বতত্ত্বেরই সন্নিবেশ থাকা সত্ত্বেও, মুখ্যভাবে কোন্‌টি অথবা কোন্ কোন্‌টি কোথায় বৃত্তিমৎ রহিয়াছে, সুতরাং, ইতর, অন্য সকল, তত্ত্বের অপেক্ষায়, প্রাসঙ্গিক হইয়াছে—এই প্রকার প্রসজ্যমানতা (relevancy in respect of the given context) অনুরোধেই দ্যৌঃ, পৃথিবী ইত্যাদি প্রত্যেক তত্ত্বের প্রতিযোজনা করা হইল, ইহা মনে রাখিতে হইবে। যেমন, পৃথিবীতত্ত্বের নিরূপণে বিশেষতঃ সোম এবং মিত্র সংহতিতে আসিয়াছেন বলিয়া, বরুণ অথবা অগ্নি তত্র অবকাশ পান নাই, এরূপ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি অসমগ্র এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযথার্থ দৃষ্টি। ব্যবহারানুরোধে তত্ত্ব বহুধা শ্রুত, কথিত, বিবেচিত হইলেও, তাহা কোন স্থলেই বস্তুতঃ অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদাদিতে খণ্ডিতাদি হয় না। তাই না বেদমন্ত্রে—'অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষম্' ইত্যাদি শ্রুত হইয়াছে! পৃথিবীও অদিতি, দ্যৌঃ অন্তরীক্ষও অদিতি। সুতরাং, দ্যৌস্তত্ত্বে যাহা আছে, পৃথিবীতত্ত্বে তাহা পূরা নাই; দুয়ের সঙ্ঘাত একান্ত স্বতন্ত্র—এরূপ দর্শন দৈবদর্শন নয়, দৈত্যদর্শন। পৃথিবী কেনই বা দ্যৌঃ-এর 'দুহিতা', এবং তাঁর সঙ্গে গ্রথিতা, সমন্বিতা, তাও চিন্তা কর।

অন্তরীক্ষ মূলতঃ কি বস্তু?

২৭। যতঃ সঙ্ঘাতেন স্থিতিস্তদন্তরীক্ষম্॥

যাহাতে, যেটি আশ্রয়করতঃ, সমস্ত কিছুরই 'সঙ্ঘাতে', সংহতভাবে, স্থিতি ঘটে, সেটি অন্তরীক্ষ॥

তনূরুপৃথুভাবেষু সর্ব্বেষু সংহতাকৃতিম্।
বুভূর্ষত্যন্তরীক্ষং যদ্ ব্রহ্মভুবর্হি নিষ্ঠিতম্॥১৩০
উকারঃ প্রণবস্যেদং বিশ্ববিষ্টপবিষ্টরঃ।
পর্য্যবস্থিতিমাধত্তে দেশে কালে চ বস্তুনি॥১৩১

তনু, উরু, পৃথু প্রভৃতি সর্ব্বভাবেই পদার্থনিচয়ের যে সংহতাকৃতি (congruent configuration; organism), সেটিকে 'ভরণ' করিতে ইচ্ছা করেন 'অন্তরীক্ষ' তত্ত্ব। ইনি 'ব্রহ্মভুবঃ'। সব পদার্থের কেবল মাত্র 'বাহ্য' (extrinsic) সম্পর্কসমূহ (relations) আধান করিতেছেন, এমন নয়; 'আন্তর' (intrinsic) সম্পর্কগুলিও বটে; যথা—'the intrinsic geometry of space'. এটম্, প্রাণিকোষ, অন্তঃকরণ, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, ইত্যাদি অণুবিরাট্, অন্তর্বহিঃ সকল সংস্থাতেই, অন্তরীক্ষকে 'নিষ্ঠিত' বুঝিতে হইবে। ধর, জপাদি কোন কর্ম্ম। ফল প্রসব করিবে যে 'অপূর্ব্ব' দ্বারা, সেটিকে তিনভাগে বিশ্লেষণ করতঃ দেখিতে ও বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বকথিত দ্যৌঃ (ব্রহ্মস্বঃ), পৃথিবী (ব্রহ্মভূঃ), এবং এই অন্তরীক্ষ (ব্রহ্মভুবঃ)। মাঝেরটি "এই" রূপে কর্ম্মকারিকা শক্তিসামগ্রীর ('অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথক্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টাঃ) অবস্থানটি নিরূপণ করে। এটাকে বল—kinetic total. প্রথমটি ('দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্') "সেই" রূপে সত্তাশক্তির অব্যয় ভাণ্ডারটি তৎসম্পর্কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলিয়া দেয় (opens the Reservoir of Potential Energy)। দেয় বটে, কিন্তু শেষেরটিকে 'মাধ্যমে' রাখিয়াই। অর্থাৎ, অন্তরীক্ষই নিরূপিত করে কতটা, কিভাবে "এই" আর "সেই" এর কার্য্যতঃ ব্যাপারবত্তা (interaction in effect) ঘটিবে।

এই নিমিত্ত অন্তরীক্ষকে পদার্থ মাত্রেরি দেশ, কাল এবং বস্তু—এ তিনের সম্পর্কেই, পরিস্থিতি এবং অবস্থিতি—এ দুই ভাবেই, সম্বন্ধ-সংস্থা-সংঘটক তত্ত্বরূপে দেখিবে। 'পরিস্থিতি' বলিতে, বিশেষভাবে, পরিবেশ বা পরিতঃ সংস্থান, আর, 'অবস্থিতি' বলিতে সন্নিবেশ বা আভ্যন্তরীণ সংস্থান সূচিত হইল। যথা, জড়ের ক্ষেত্রে Nuclear Physics বিশেষভাবে এটমের অবস্থিতির নিরূপণে নিযুক্ত; আর, সাধারণতঃ, Chemistry, Physics ইত্যাদি তার পরিস্থিতির, পরিবেশের হিসাব লইতে ব্যাপৃত। সাধারণ Psychology এবং, ব্যাপক অর্থে, Para-psychologyর বস্তুভেদটিও ভাবনা কর।

শাক্তীতনু ও শক্তিলেখার আধান

সমস্ত কিছুর শাক্তী তনু (Dynamic Diagram) এবং শক্তিলেখা (Power Picture as Curve etc.)—স্থিতি এবং গতি উভয় স্থলেই (both at rest and in movement) আধান করেন অন্তরীক্ষ। বহিরন্তঃ—উভয়ত্র। সুতরাং, সব কিছুর 'মন্ত্র' যদি আধান করেন দ্যৌঃ, তা হইলে সব কিছুর 'যন্ত্র' আধান করেন অন্তরীক্ষ; আর, 'তন্ত্র' পৃথিবী (পৃথিবীর লক্ষণে তন্ ধাতুকে আবারও ধ্যান কর)। মন্ত্রেরও দেবতা এবং ঋষি দ্যৌঃ; অন্তরীক্ষ ছন্দঃ; বিনিয়োগ পৃথিবী। এইরূপে বহুধা ভাবনা করিবে।

প্রণবে ইনি 'উ' কার। এই বিশ্বরূপ পাদপের বিস্তার এবং অঙ্গসংস্থান বিধান প্রণবের এই বর্ণ দ্বারা।

দীর্ঘ-হ্রস্ব

২৮। তস্য স্থৌল্য-সৌক্ষ্ম্য-ব্যপদেশাদ্ দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বে ॥

অন্তরীক্ষ কোন স্থলে দীর্ঘ ঈকার, কোন স্থলে বা হ্রস্ব ইকার হয় যথাক্রমে স্থৌল্য (patency) এবং সৌক্ষ্ম্য (latency) এর ব্যপদেশে॥ (স্থৌল্য = বৈরাজ = macrocosmic; সৌক্ষ্ম্য = আণব = microcosmic—এবম্প্রকার ব্যপদেশও হইয়া থাকে।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাব্যূহেষু যৎ স্থৌল্যং সৌক্ষ্ম্যং তনুষু যদ্রহঃ ।
বাহ্যং বান্তরমেবেতো দীর্ঘত্বেনান্যথা স্ফুটম্ ॥ ইতঃ=ইবর্ণস্য১৩২

তারাব্যূহ, নীহারিকা ইত্যাদি দৃষ্টান্তে স্থূলতা বৈরাজ, বিরাট্‌কে বিষয় করিয়া। এ সব ক্ষেত্রে বস্তু (mass) বিরাট্, তার গতিবেগাদি তদনুরূপ ; এবং যে অন্তরীক্ষ তার স্বগত আধান এবং পরিবেশ, সে অন্তরীক্ষ ও বিরাট্। আলোকের গতিমানকে জড়ের ক্ষেত্রে চরমমান ধরিয়া, বিরাট্ অন্তরীক্ষের অবকাশবিশালতা ঐ চরমমান বর্ষ ('light year') দ্বারা পরিমেয় করিতে হয়। Astral Physics এই বিরাট্ অন্তরীক্ষকে এক মহাবিপুল বিস্ময়ের বস্তুরূপে আমাদের দেখাইতেছে। আমাদের ঐ ছায়াপথের অন্তর্বর্ত্তী যে ব্রহ্মাণ্ড (Galactical System), সেটি তো অগণিত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জের একটিমাত্র। আর, এই সবগুলিকে জড়ো করিয়া যে মহাবিরাট্‌কে পাই, তার নাম যদি দাও Physical Universe (স্থূল বিশ্ব), তবে সে বিশ্বও 'প্রসরৎ' (Expanding), এবং সম্ভবতঃ, অন্যদিকে 'সঙ্কুচৎ' (Contracting) ও বটে। অর্থাৎ, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত 'উত্তমর্ণ' (মিত্র) আর 'অবমর্ণ' (অর্য্যমা) এই বিরাটের ক্ষেত্রেও স্বাধিকারে রহিয়াছেন।

নানাক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত

রাইম্যান্ জিওমেট্রির সিদ্ধান্তপ্রদীপে Space 'সান্ত' (limited) হইয়া নিজেকে এক বিপুল, অথচ পরিমেয় পরিমণ্ডল ('ব্রহ্মাণ্ড') রূপে দেখাইতেছে। এবং সে Space ও Time কে দোসর করিয়া, আপন স্বগত (intrinsic) শক্তিলেখটি বক্ষে অঙ্কিত করিয়া বিদ্যমান। একদম ফাঁকা—pure vacuum-এর অস্তিত্ব কই ? প্রকৃতি নাকি ফাঁকায় থাকিতে বেজায় নারাজ ; আর, ফাঁকার মাধ্যমে বস্তুসমূহের শক্তির কারবারই বা চলে কি প্রকারে ? তাই ইথার আসিল। কিন্তু বর্ত্তমানে Time-সহকৃত Space তার স্বগত জিওমেট্রি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবার অঙ্গীকার দিয়া কল্পনাগৌরবের কিছুটা লাঘব করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

সূক্ষ্মে—'তনুষু যদ্রহঃ'—নিগূঢ় যে Space, আর তাতে ক্রিয়মাণ যে শক্তি, তাও, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান শতকের জড়বিদ্যায়, সূক্ষ্ম পরিমাণের হিসাবে আসিয়াছে। Quantum এর দেশে যে মৌলিকমান (unit measure) সেই প্ল্যাঙ্কের সময় থেকে বিজ্ঞানবাজারে চলতি, সে মান (h) তো বড়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অণোরণীয়ান্' যান! কিন্তু তাই বলিয়া আণবীশক্তি ভাণ্ডারটি পিপীলিকা-ভাণ্ডার নয়, আর, ঐ দেশে বামন বালখিল্যদের নটন গতিটিও শম্বুকগতি নয়!

মিত্র—অর্য্যমা বিনিয়োগ

মিত্র-অর্য্যমা তো আসলে আলাদা তত্ত্ব নন! একজন না হয় উত্তমর্ণের পার্টে নামিয়া 'তন্'কে ধরিয়া পৃথু, গুরু, উরু ক্রমে 'মহতো মহীয়ানের' খোঁজে চলিলেন; অপর জন ঐ 'তন্' থেকেই সুরু করিয়া অবমর্ণের ভূমিকায় চলিলেন 'অণোরণীয়ানের' খোঁজে। কিন্তু খোঁজার বস্তুটি যখন এক (ব্রহ্ম), তখন এ যাত্রা তো কোন বৃত্তের পরিধিতে কোন এক বিন্দু থেকে দুই দিকে যাত্রার মত। ব্যবধানটা গোড়ায় বাড়িয়া চলে, কিন্তু পরে? মিত্র (উত্তমর্ণরূপে) একই ব্রহ্মের (অথবা নাদবিন্দুর) দেখাইলেন 'তনুষু যন্ মহঃ' রূপটি; আর, অর্য্যমা (অবমর্ণরূপে) দেখাইলেন 'তনুষু যদ্রহঃ' রূপ। যে তন্ বা তনুকে আদৌ ভূমি বা প্রতিষ্ঠা করিয়া (as 'Frame' or 'System of co-ordinates') দুই দিকে এইপ্রকার দ্বিবিধ মেয়তা-জ্ঞেয়তার অভিযানটি সুরু হয় অন্তে আবার মিলিবার জন্যই—সেটিকে অপর দুটি বিশেষণে বিশেষিত করিলে (পৃথু, গুরু) হয় পৃথিবী।

ধর, ত = যে কোন তল। ন্ = হসন্ত 'ন' বলিল—তোমাকে পূর্ণগ্রামে বা বর্গে আবৃত্তিমান্ করি। 'থ' 'দ' 'ধ' তে থামিয়া শেষ হইতে দিব না। 'ন'তেও থামিব না। অর্থাৎ, আবৃত্তিচক্র চলিবে। মিলিল—circular measure, সেই "পাই"-গোত্র। তন্ এ 'উ' বর্ণ যুক্ত হইয়া বেধবৃত্তি (third, fourth ইত্যাদি dimensions) আনিল; ফলে, circle হইল, sphere, spiral ইত্যাদি। ব্যাপারটি আবৃত্ত (circular) ইত্যাদি আকৃতি না হইয়া ঋজুরৈখিক (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষট্‌কোণ ইত্যাদি) আকৃতিতেও হইতে পারে। এই শেষের আকৃতিসমূহে "পাই"-গোত্র নয়, পরন্তু "সমকৌণিক" গোত্রের সবিশেষ সাবকাশতা। কিন্তু সকলগোত্রের মূল গোত্রটি হইল ব্রহ্মগোত্র।—বিন্দু-নাদ-কলা—এই ত্রয়ীরূপে যে গোত্রটি সৃষ্টির নিখিল মন্ত্রে, যন্ত্রে এবং তন্ত্রে তার প্রবর পরিচয়টি দিতেছে। এই ত্রিতয়ের সম্পর্কে আবার দ্যৌঃকে বিশেষ করিয়া নিখিল বস্তুজাতের 'মন্ত্রে', পৃথিবীকে 'তন্ত্রে', আর, অন্তরীক্ষকে 'যন্ত্রে' অধিষ্ঠিত হইতে দেখি—একথা আগে বলা হইয়াছে। সর্ব্ববিধ (আণব অথবা বৈরাজ) সত্ত্ব এবং সংহতিকে 'যমন' এবং 'ভরণ' করেন অন্তরীক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদের অন্তরীক্ষ বা অন্তরিক্ষ

বেদের বা আর্ষপ্রজ্ঞানের যে অন্তরীক্ষ (অথবা অন্তরিক্ষ), সেটি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের স্বগত-সংস্থা-বিশেষিত Time-সহকৃত Space-এ উদাহৃত বটে, কিন্তু দুয়ের সরাসরি সমীকরণ করিলে চলিবে না। কেবল 'জড়ের' কেন, প্রাণ এবং মনেরও বরুণ-দৈবত বেবিষাণরূপটি (as continuum) স্মরণপথে রাখিতেই হইবে। নতুবা, 'মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতি।' বিজ্ঞানের জড়বস্তু এবং অন্তরীক্ষ, দুই-ই এক অখণ্ড সমগ্রের প্রত্যবচ্ছেদ (cross-sectioning)। প্রত্যবচ্ছেদের ফলে বস্তু এবং অন্তরীক্ষ তাদের প্রাণ এবং চেতনার আধার ও উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং 'মৃত' হইয়াছে। জপসূত্রমের আলোচনায় এ তথ্য সম্ভবতঃ কথঞ্চিৎ বিশদ হইয়া থাকিবে। 'অঙ্কক' অগ্নি অন্তর্বহিঃ বিশ্বে সব কিছুর স্থিতি-গতি লেখটি অঙ্কন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এবং সব কিছুকে অধ্বনীন (আপন অধ্বে ঠিক ঠিক বৃত্তিমান্) হইতে দিতেছেন, এই অন্তরীক্ষ বা অন্তরিক্ষ রূপে। প্রাণস্পন্দ এবং চিত্তস্পন্দ অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে অবশ্যই অবান্তর নয়। স্বয়ং ব্রহ্মই 'ব্রহ্মভুবঃ' রূপে অন্তর্বহিঃ, অণুবিরাট্ সকল সংহতিরই সংস্থা-সংস্থাপক, শাক্তী তনু এবং শাক্তী লেখার বিধাতা, লেখক, অঙ্কক। প্রণবে 'উ'কার রূপে ইনি নিখিলকে নির্দ্দেশ দেন—'সঙ্গচ্ছধ্বম্'। প্রণবের আদিম স্বরে (অকারে), তোমরা আর বিবাদে নেই, সংবাদে (সমস্বরে) আসিলে—'সংবদধ্বম্'। এইবার সুসঙ্গত, সুসংহত হও, পারম্যের অভিমুখে যাত্রার নিমিত্ত। এবং তার প্রসাদে—'সমানা ব আকূতয়ঃ'। তোমাদের আকূতিসমূহও ('core aspirations') সমান হউক। এটি প্রণবের অন্তিম বর্ণ—'ম' কার। সৃষ্টির অভিব্যক্তি-ধারাগুলি পরস্পর অসঙ্গতি-বিবাদে না গিয়া পরমের পূর্ণতার অভিমুখেই হোক্!

বৈরাজ ও আণব দৃষ্টি

অন্তরীক্ষের দীর্ঘত্ব বা হ্রস্বত্ব কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত বৈরাজ (macrocosmic) এবং 'আণব' (microcosmic) দৃষ্টিতে করিলেই হইবে না। 'স্ফোট' (patent) এবং 'অস্ফোট' (latent) দৃষ্টিতে প্রসঙ্গতঃ করিতে হইবে। 'স্ফোট' এস্থলে পারিভাষিকভাবে লওয়া হইল না। এ ছাড়া, ক্রিয়মাণা শক্তি ব্যবধান (medium)-এর মাধ্যমে কিরূপ সম্বেগে (momentum-এ), আসিতেছে, এটাও বিবেচ্য হইতে পারে। এতদ্ব্যতীতও, ক আর খ এর মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি বিনিময় হইলে, যেটি মুখ্য (যথা, দীক্ষায় গুরু), তার অপেক্ষায় অন্তরীক্ষ একপ্রকার ; যেটি গৌণ (যথা, শিষ্য), তার অপেক্ষায় অন্য প্রকার। কোন শক্তিভাণ্ডার হইতে শক্তি সংগ্রহ হইলেই, এই ভেদটি মনে রাখিতে হয়।

শক্তির স্বভাব-প্রবণতা

শক্তি যে কোন ভাণ্ডার থেকেই আসুক না কেন, সে স্বভাবতঃ খোঁজে সর্ব্বাধিক ন্যূন অথবা ন্যূনতম বাধা সরাইতে হয় যে বর্ত্মে চলিলে, সেই বর্ত্মটি ('the line of least resistance', 'the shortest route')। অথবা, আরও গভীর, ব্যাপক করিয়া দেখিলে—সেই বর্ত্মরেখা, যেটিতে চলিলে তার কর্ম্ম সব চাইতে ন্যূন এবং সহজ হয় ('Principle of Least Action')। এই দৃষ্টিতে দেখিলে সৃষ্টিতে শক্তিমাত্রেরি স্বভাবপ্রবণতা হইল 'অন্তরিক্ষ' (হ্রস্ব ইকার) সমাশ্রয়ে ক্রিয়া করায়। প্রকৃতি স্বভাবতই পরিমিতব্যয়িনী। জড়ের দেশে শক্তিকারবারের যে হিসাবটুকু আমরা লইতে পারিয়াছি, তাতে প্রকৃতিকে এবম্বিধ 'মাপাজোকা'র মধ্যেই তার আয়োজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে দেখি। প্রকৃতিতে এবম্বিধ কুণ্ঠা-কার্পণ্যই জড়তা। আমরাও যে পরিমাণে আমাদের 'অপরা'র পরাধীন, সে পরিমাণে 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব'।

প্রাণের ভূমি

জড়ের ক্ষেত্রে 'আণবনাভি' (Nucleas) কিন্তু সম্প্রতি (বর্ত্তমান শতকে) চলতি মাপাজোকার হিসাবের বাইরে এক মহা বিপুল প্রাচুর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় তার পূর্ব্বাভাষটি যদিও ছিল। প্রাণের দেশ, বিশেষ করিয়া, প্রাচুর্য্যের দেশ। অণিষ্ঠ বীজকণিকাটিও অফুরন্ত ভাবে 'বহু' হইতে চায়, নিরবধি ভূয়সী, মহীয়সী হবার আকূতিটি পূরাইতে চায়। চেতনার দেশে মন তো এদৃষ্টিতে এক অভাবনীয় মহাশ্চর্য্য ! প্রাণকে শাস্ত্র কোথাও 'অণু' বলিয়াছেন। কিন্তু এ অণু ব্রহ্মাণু—ব্রহ্মে, ভূমায় অবসানটি না হওয়া পর্য্যন্ত এ অণুর আকূতির অবধি, অন্ত নেই ! মনকেও কেহ কেহ 'অণু' বলিয়াছেন। ঠিক তা যদিও বা না হয়, এ মন তো নিখিল সৃষ্টিটাকেই আপন অনুভবে, কল্পনায়, মননে, বিচারে, উপলব্ধিতে 'মনস্থ' করিবার প্রয়াসেই রহিয়াছে ! সুতরাং, প্রাণ আর চেতনার রাজ্যে পূর্ব্বোক্ত কার্পণ্যদোষ পরিহারের প্রয়াসটি স্বভাবতই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিস্ফুট দেখিতে পাই। অতএব, জড়ের দেশের তুলনায় এখানে 'অন্তরীক্ষ' দীর্ঘত্বই অঙ্গীকার করিতেছেন—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে। অর্থাৎ, প্রাণচেতনার ক্ষেত্রে অন্তরীক্ষ প্রতিটি কেন্দ্রকে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন—'তুমি প্রভূত সম্বেগসম্পন্ন হও, প্রচুর-প্রতুলকর্ম্মা হও! তোমায় এতটুকু মাপাজোকায় পূরিয়া রাখিব না।'

ফলতঃ, অন্তরীক্ষের এই দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্ব বিচার কেবলমাত্র 'পারিভাষিক' ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলে হয় না। বিশ্বশক্তিমণ্ডলের যে কোনভাবে 'লেখ' ছকিতে গেলেই অন্তরীক্ষের এই দ্রাঘিমাদির প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। জপেও অন্যথা নয়। যেমন, গায়ত্রীতে 'ধীমহি' তে 'ধী'র দীর্ঘত্ব কেন, পরে হ্রস্বত্বই বা কেন; আবার, 'ধিয়োয়োন:' তে 'ধি'র হ্রস্বত্ব কেন;—এ সব স্থলে অন্তরীক্ষতত্ত্ববিবেক একান্তই প্রাসঙ্গিক। যথা, 'ধীমহি' স্থলে 'ধী'র দীর্ঘত্ব বুদ্ধির ধ্যানপ্রয়াসভূয়িষ্ঠতা সূচনা করে; 'ধিয়ো…' স্থলে বুদ্ধির প্রপত্তিপ্রবণভাব, সুতরাং, স্বর দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব। ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক বিচারে মূল কাঠামো

এই সূত্রের আলোচনায় দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্ব বিচারের কতিপয় সঙ্কেত নির্দ্দেশ করা হইল। সঙ্কেতগুলির ঠিক সন্ধান করিতে গেলে আদৌ প্রাসঙ্গিক বিচারের এক 'মূল কাঠামো' ঠিক করিয়া লইতে হয়। কোন এক প্রাসঙ্গিকতায় অথবা দৃষ্টিভঙ্গীতে যেটি 'দীর্ঘ', অন্যদিক্ থেকে সেটি 'হ্রস্ব'। যেমন ধর, বৈখরী থেকে পশ্যন্তীতে যাইতে মাঝে 'মধ্যমার সেতু' পার হইতে হয়। এটি 'অন্তরীক্ষ'। এখন, দুইদিকে দুই 'সন্ধি'। 'অবর' ও 'বর'। অবরের দিক্ থেকে অন্তরীক্ষকে কি ভাবিব? হ্রস্ব না দীর্ঘ? এর উত্তরের নিমিত্ত আদৌ নির্ণায়কসূত্রটি ঠিক করিয়া লইতে হয়। পশ্যন্তীকে যদি শক্তি-ভাণ্ডারের 'উত্তমর্ণ' মনে করি, আর বৈখরীকে 'অধমর্ণ', তা হইলে, উত্তমর্ণস্থলে দীর্ঘ, আর অধমর্ণস্থলে হ্রস্ব মনে করা চলে; কিন্তু বৈখরী বিশেষভাবে প্রয়াসবহুলতার ভূমি, পশ্যন্তী প্রপত্তিবিশালা—এরূপ দৃষ্টি করিলে, প্রথমস্থলে দীর্ঘ, দ্বিতীয়ে হ্রস্ব হইতে পারে। যেখানে শক্তি বাধানিমিত্ত রোধপরম্পরা চূর্ণ করিতে করিতে অগ্রসর, সেখানে 'দৈর্ঘ্য'ই সুসঙ্গত মনে হয়; যেমন, 'হ্রীঁ' আদি বীজে। আর, যেখানে সহজ, স্বচ্ছন্দ গতিবর্ত্মটি প্রপত্তি এবং কৃপার প্রসাদে খুলিয়া গেল, সেখানে 'হ্রস্বতা'। যথা, গতিবিজ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ক' থেকে 'খ'এ গতি সরলরেখায় হইলে হয়। জড়ীয় সৃষ্টিপ্রপঞ্চে (এবং অপরার স্তরে) গতি সরলরেখাতেই হয় না।

উদাহরণ

পুনশ্চ, গায়ত্র্যাদি জপে স্পষ্টতঃ, এবং জপমাত্রেই নিগূঢ়তঃ, যে পাঁচটি 'অবান্তর' শূন্য এবং অন্তে এক 'অনুত্তর' মহাশূন্যের সন্ধান মিলাইতে হয় (যথা, গায়ত্রীতে পরাব্যক্ত বিন্দুলীনতা এবং পরাপারীণ ব্রহ্মসদ্ভাবে), তাদের মধ্যে অবান্তর স্থলগুলিতে 'স্পর্শ' (সুতরাং হ্রস্বত্ব) এবং শেষেরটিতে 'সংশ্রয়' (সুতরাং দীর্ঘত্ব) ব্যপদেশ অন্তরীক্ষের সম্বন্ধে করা চলিবে। ষষ্ঠ স্থলটি সাধ্যভূমিতে আদৌ সেতু বা দ্বার রূপে মিলাইতে হয়; তখন, গোড়ায় মহাশূন্যে 'সংস্পর্শ' ('ব্রহ্ম সংস্পর্শ'); ক্রমে কলা-নাদ উভয়েই অত্র (বিন্দুতে) 'নিষ্ঠিত' হইলে, পরাপারীণতার দ্বারটি 'খুলিয়া' যায়; তখন নাদবিন্দুকলাতীত পারম্যে 'পরিনিষ্ঠিত'। তখন আর সাধ্যসাধনা নেই। মহাসমন্বয়ের মহাসঙ্গীত পরমসমন্বয়ের পরমমৌনে আপন একান্ত লয়টিও মিলাইয়া লয়।

নাভি-অর-নেমিরূপে ব্যবস্থিতি

২৯। সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিতি নাভিনেম্যরত্বেন ব্যবস্থিতিঃ ॥

(সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র) সূর্য্য এবং চন্দ্রমা—এইভাবে (দ্বিকোটিক) এবং নাভি-নেমি-অর—এভাবে (ত্রিকোটিক) 'ব্যবস্থিতি' (দেখিতে হইবে)॥

'সূতে ও দুগ্ধে'

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পূর্ব্বে অতিবিস্তররূপেই আলোচনায় আসিয়াছেন। বর্ত্তমান সূত্রে এই মূল আকৃতিটি লও—সূর্য্য = সূতে = যিনি সমস্ত কিছু প্রসব করেন; আর, চন্দ্রমা = যিনি সব কিছু 'রুচিপূর্ব্বক', সংস্কারানুরূপ (according to basic tendency and inclination) বাছিয়া লন। একটি Principle of production and supply; অপরটি Principle of selection and distribution. একের দ্বারা বিশ্বে সব কিছুর Output; অন্যের দ্বারা Intake. একটা জড়রেণু থেকে আরম্ভ করিয়া বিরাট্ মন পর্য্যন্ত সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতে এই দ্বিকোটিক ব্যবস্থিতি (bi-polar constitution) পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কোনও কোনও সংস্থায় এবং বিধায় এতদুভয়ের মধ্যে একের মুখ্যতা দৃষ্ট হইলেও, উভয়ের অবিনাভাবে সহবর্ত্তিতা এবং সহবৃত্ততা থাকেই।

'কলা' শব্দকে 'কলিত' বা 'ফলিত' (as evolved) অর্থে লইলে, নাদকে 'সূর্য্য' স্থানীয় এবং অ, উ, ম ইত্যাদি বর্ণকলাগুলিকে 'চন্দ্রমাকলা' মনে করা যায়। স্বয়ং চন্দ্রমাঃ নাদরূপ মহান্ উৎস হইতে উক্ত কলাগুলি 'দোহন' করিয়া লইতেছেন। চন্দ্রমা মন রূপে বিশ্বের মহাভাণ্ডার হইতে আপন সংস্কার রুচি সঙ্কল্প দ্বারা আপন 'বিষয়' বাছিয়া লইয়া আপন 'সাঙ্কল্পিক' বা মানস জগৎটি রচনা করিতেছেন। ব্যষ্টিমন থেকে সমষ্টি মন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই দ্বিকোটিক ব্যবস্থাটি বাহাল রহিয়াছে। এই জন্য এটি চলিতেছেই (জগৎ) -এর আদিই বা কোথায়, অন্তই বা কবে ? অন্ত যদি একান্ত মিলাইতেই হয় তো সূর্য্য-চন্দ্রমা (নাদ-কলা) —দুটিকেই এমন এক ঠাঁই মিলাইতে হইবে, যত্র দুই-ই, এবং সমস্ত কিছুই, একসঙ্গে শূন্য এবং পূর্ণ। সেটি বিন্দু। এই নিমিত্ত সাধনমাত্রেই বিন্দুসাধন। এখানে উৎস বলিবে—'আমি শূন্য'; দোগ্ধা বলিবে—'আমি পূর্ণ'; উভয়ে বলিবে—'আমরা দুয়ে মিলিয়াছি ; আর দান-আদানের দ্বন্দ্ব নেই ; দেনা-পাওনার হিসাব নেই।' জপ করি তো এই নিমিত্তই। জ্যোতিঃ এবং রস দুই দিক্ থেকেই এই বিন্দুসংশ্রয়টিকে বুঝিয়া লইতে যত্ন হইয়াছে এই আলোচনায়। এখানে 'চন্দ্রমাঃ' সাধারণ আকৃতিতেই লওয়া হইল। চন্দ্রমাসূত্রে স্বগতভেদ দেখান হইয়াছে।

ব্যবস্থিতি ত্রিকোটিক আকৃতিতে নাভি-অর-নেমি রূপটি পরিগ্রহ করে সর্ব্বত্র। এটিও বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়াছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে। দ্বিকোটিক আকৃতিদ্বয় পরস্পর ব্যাবর্ত্তক ভাবিও না। দৃষ্টিভেদে, ব্যবহার প্রয়োজনে, একেরি আকৃতিভেদ। দ্বিকোটিক স্থলে অন্তরীক্ষ (মাধ্যমটি) রহিয়াও যেন অন্তরালে। যেমন, কোন ম্যাগ্‌নেটের দুটা পোল্। মাঝের ব্যবধান বলিতেছে—'আমি আছি, তবে, ধর, উদাসীন (neutral)।' কিন্তু দুইটা ম্যাগ্‌নেটে, অথবা ম্যাগ্‌নেটে আর লোহে, যখন ব্যাপার, তখন মাঝের ব্যবধানটি আর উদাসীন নয়। প্রথম স্থলে 'অন্তরিক্ষ', দ্বিতীয় স্থলে 'অন্তরীক্ষ' বলিবে না কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিতি, ব্যবস্থিতি, পরিস্থিতি

'অবস্থিতি', 'ব্যবস্থিতি', 'পরিস্থিতি' শব্দগুলি বিবেচনপূর্ব্বক বুঝিয়া লইবে। যে কোন পদার্থ তার মূল, নাভি, কেন্দ্র সম্পর্কে 'অবস্থান' করে। যেমন, কোন বৃত্ত তার কেন্দ্র, প্যারাবোলা তার ফোকাস্ এবং ডাইরেক্‌ট্রিক্‌স্; যে কোন জড় বস্তু তার ভারকেন্দ্র; জীব ও অন্তঃকরণ তার 'অহং'; ইত্যাদি। নাভি, অর নেমি—এ তিনই দেখাইয়া না দিলে তার 'ব্যবস্থান' ঠিক হয় না। আর পরিস্থিতিতে তার পরিমণ্ডল, পরিবেশটি মেলা চাই। গণিতের হিসাবে, নাভি= বেজিক্ ফর্‌মূলা; অর=ইকোয়েশন্; নেমি=এপ্লিকেশন্। ব্যাপিকাদৃষ্টিতে, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনের কথা পুনশ্চ ভাবিয়া দেখ। বিন্দুতে 'অন্তরিক্ষ'কে 'শূন্য' ধরিলে, নাভিতে উহা সূক্ষ্মতাধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া ব্যাপ্রিয়মাণ; অরে উহা স্থূলভাবে 'বিবর্ত্তিষু' (বৃত্তিমান্ হইতে ইচ্ছুক) হইয়া ব্যাপ্রিয়মাণ; আর, নেমিতে স্থৌল্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া ব্যাপ্রিয়মাণ।

যথা, প্রণবাদি জপে উদয় বিন্দু অন্তরিক্ষের শূন্যস্থল; উদয়সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা 'নাভি'; এ স্থলে অন্তরিক্ষ আদৌ অতি সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্রিয়মাণ; উদিত নাদ অরমুখ্য বা 'অক্ষ'; অকার, উকারাদি 'কলা' 'গোচর অর'; নাদাক্ষ সমাশ্রয়ে কলাসমূহের পুনশ্চ বিলয়বিন্দুতে ছান্দস পরিক্রমা হইল 'নেমি'। এ পরিক্রমার অবসান বিন্দুলীনতায়, যথায় অন্তরিক্ষ 'শূন্য'। বিন্দুর উদয়-বিলয় উভয় দিকে, শূন্যস্থল থেকে এবং শূন্যাভিমুখে অন্তরিক্ষের ব্যাপ্রিয়মাণতা—'দীর্ঘ' এবং 'হ্রস্ব', এই দুইভাবে ভাবিত হইবে কিনা ভাবিয়া দেখ।

সংখ্যা

এ পর্য্যন্ত অন্তরিক্ষকে স্বগত (intrinsic) বলিতে পার। কিন্তু ধর, 'ওঁ ভূঃ' মন্ত্র। এখানে প্রণবের এক 'পরিমণ্ডল' বা 'পরিবেশ' 'ভূঃ' এই মন্ত্রাক্ষর দ্বারা 'নির্ম্মিত' হইল। প্রণবমণ্ডল এবং তার পরিমণ্ডল—দুয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষ (space-time-functional interval) আরও বিস্পষ্ট হইয়াছে; সেটি আর স্বগত নয়; কিন্তু তথাপি সজাতীয়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। বিজাতীয় হইলে 'সাহিত্য' বা সহগত্ব বাধিত হইবে। এখন দেখ, দুইটি সহগের প্রতিটিকে ত্রিকোটিক ধরিলে, এবং মাধ্যম অন্তরিক্ষকে এক সংখ্যায় লইলে, দুয়ে মিলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংখ্যা হইল ৭। এই সপ্তের সঙ্গে মৌলিক তিন অবিনাভাবে রহিবেই, যথা, 'ওঁ' এবং 'ভূঃ', এ দুয়েই মূল তিনটিকে (নাভি-অর-নেমি ; বিন্দু-নাদ-কলা) ঠিক রাখিয়াই যাইতে হইবে। মণ্ডলকে 'খণ্ডন' করিয়া পরিমণ্ডল নয়। তবেই, ৩+৭=১০ সংখ্যা মিলিল। এই সংখ্যাটি, শুধু জপে কেন, বিশ্বব্যবহারেই মূল সংখ্যান-খ্যাপিকা সংখ্যা।

৭ এর সঙ্গে যোগ করার নিমিত্ত ৩ ; আবার, ৭কে গুণ করার নিমিত্ত আর দুটি—৩ ও ৫। ঐ সাতের প্রতিটিতে (বিশেষ করিয়া) অগ্নিমাত্রা, সোমমাত্রা, এবং দুয়ের অনুপাত (সম অথবা বিষম)—এই তিনটি বিশেষ ধর্ম্ম থাকেই ; কাজেই, ৩×৭=২১ সংখ্যাটি মিলিল। আবার, প্রতিটির পঞ্চ অবস্থান (যেমন, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভত্ত্বে পঞ্চীকৃত হইয়া)। সুতরাং, ৫×২১=১০৫ মিলিতেছে। এর সঙ্গে মৌলিক তিন মূল সংখ্যানবীজরূপে থাকিবেই। যেমন, ঐ দশ সংখ্যাটিতে। কাজেই, মিলিল, ১০৫+৩=১০৮, অষ্টোত্তর শত সংখ্যা। পূর্ব্বে এ রহস্য সংখ্যাদ্বয় নানাপ্রসঙ্গে বিবেচিত হইয়াছে। এ স্থলে সর্ব্ব সংস্থার নিরূপক সংখ্যানরূপে বিবেচিত হইল। বস্তুতঃ, দশ অথবা অষ্টোত্তর শত, এই সংখ্যা দুটিকে আকৃতি-প্রকৃতি নিরূপক (basic constituent number) রূপে রাখিয়াই বিশ্বে সমস্ত কিছু তাদের 'সংস্থা', 'সংস্থান', 'সংস্থিতি' রূপটিতে বর্ত্তিয়া আছে। কাজেই, 'জপ-সংস্থা' বিধানে এই সংখ্যাদ্বয় অবশ্য সমাশ্রয়ণীয়।

পুনশ্চ, প্রণবাদি আদিম বীজ পরীক্ষায় 'অষ্ট' এই সংখ্যাটিকে মূল আকৃতি বিন্যাসেই (basic pattern pictureএ) পাই। যথা—পরাব্যক্ত বিন্দু ; ব্যক্তাব্যক্ত উদয় নাদ (উদয়সেতু) ; ব্যক্ত উদয় নাদ ; অ, উ, ম ; ব্যক্তবিলয় নাদ ; ব্যক্তাব্যক্ত বিলয় নাদ (বিলয়সেতু)। এখন, এই মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতি-নিরূপক অষ্ট সংখ্যাটিকে ঠিক রাখিয়া, ১০, এই সংখ্যার বর্গ (১০০), অথবা ঘন (১০০০) লইলে, ১০৮ এবং ১০০৮ সংখ্যাদ্বয় মিলে। জপাদিতে এই সংখ্যাদ্বয়ের সবিশেষ উপযোগ রহিয়াছে।

অবস্থিতি, ব্যবস্থিতি, পরিস্থিতি এবং সংস্থিতির প্রসঙ্গ করা হইল। এই চতুর্ব্বিধা স্থিতিতে দেশকালাদির 'নিষ্ঠিত' ভাব মুখ্য, কিন্তু, 'উপস্থিতি'তে সেটি 'সম্ভাব্য' (possible) মাত্র। যেমন, কোন মহাত্মা বা বিগ্রহাদি সমীপে উপস্থিতি। দীক্ষাদিরূপে তত্তৎ-সামীপ্যে 'কৃপালাভ' ঘটিলে তবে 'সংস্থা' সংঘটিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সংস্থা' সংঘটন

জপাদিতে নাদ-জ্যোতিঃ, ভাব-পুলকাদি, অথবা শুক্ল-মলিন কোন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া 'উপস্থিত' হইলে, সেটি 'সংস্থায়' আসিবে কিনা, এই সম্ভাবনা দেখা দেয়। সংস্থায় আসিতে গেলে (ক) সজাতীয় বা congruent হওয়া চাই; (খ) যেটি আসিতে চায়, তার পৌনঃপুনিকত্ব বা নিয়তত্ব (invariably recurrent or persistent) থাকা চাই; (গ) এবং তার উপযুক্ত সম্বেগমান (intensity etc.) থাকা চাই। এগুলি মূলতঃ স্পন্দবিজ্ঞানের প্রশ্ন। "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম…" ইত্যাদি যে শান্তিপাঠ, তাতে, আপন যে ভদ্রসংস্থা, তারি মত 'ভদ্র' হইয়া শব্দ, রূপাদি সব কিছু যেন আসে, সেই প্রার্থনা দেবতাদের কাছে করা হইতেছে। কেননা, সেরূপ না হইলে 'অঙ্গসমূহ'ও 'স্থির' হইবে না, এবং তদ্দ্বারা 'দেবহিত' যে আয়ুঃ তাও লব্ধ হইবে না।

সংস্থিতি ও সংহতি

'সংস্থিতি' এবং 'সংহতি' শব্দ দুটিতেও ভাবনা দিও। দ্বিতীয়টি 'হ' বর্ণ আকাশ অথবা মূল যে শক্তি-ভাণ্ডার (Basic Power Plenum), তার সূচনা করে। সুতরাং, সংহতিতে সহগ শক্তিসমূহ (component forces) কেবলমাত্র যে 'কেন্দ্রীণ' হইয়া ('সং') 'স্থিরত্বমাপন্ন' ('স্থ') হইয়াছে, এমন নয়; পরন্তু, সেগুলি তাদের মৌলিক আধারে যাইয়া 'অভিন্নমূল'ও হইয়াছে; কাজেই, কেবলমাত্র কাণ্ড-সংস্থা এবং শাখা-সংস্থা, এমন নয়; মূল সংস্থাও হইয়াছে। যারা এখন অবধি 'সজাতীয়' ছিল, তারা এইবার 'স্বগত' (intrinsic) হইল। 'সঙ্ঘাত' সূত্রগুলিতে এই মূলসূত্রে দৃষ্টি দিতে হইবে।

কারিকা :—

অবস্থিতং হি যৎকিঞ্চিৎ পরিস্থিতঞ্চ নিষ্ঠিতম্।
ইতরদ্বয়সাহিত্যে হ্যন্যোন স্যাদ্ ব্যবস্থিতম্।১৩৩
দ্বন্দ্বো ব্যবস্থিতে গর্ভে দ্বিকোটিকস্ত্রিকোটিকঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চান্যোহপরো নাভ্যাদিরূপকঃ ॥১৩৪

একটা চক্র অথবা বর্ত্তুল লইয়া এই স্থিতিবিভেদ বুঝিতে যত্ন কর। কোন কিছু তার নেমিবৃত্তিতে, কিনা, পরিধি বা কক্ষে, রহিয়াছে বা আবর্ত্তন করিতেছে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা—পৃথিবী বা ইলেক্‌ট্রন আপন কক্ষে; জপে, কোন একটি বর্ণকলা বা ভাবকলা সমগ্র 'জপমালার' আবর্ত্তনে। এটি, সাধারণভাবে, 'অবস্থান'। যৎকিঞ্চিৎ অথবা যে 'সামগ্রী' (entire setting and surrounding) উক্ত অবস্থানকে সর্ব্বতোভাবে (পরিতঃ) 'ঘিরিয়া, ধরিয়া' আছে, সেটিকে সাধারণভাবে বল 'পরিস্থিতি' (total context and environment)। কিন্তু নেমি বা কক্ষটি যদি 'ঠিক' না থাকে, অর্থাৎ, অবস্থিতি-পরিস্থিতির যে সংহতি-অনুপাত, সেটি যদি নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে কোন কিছুই তার নেমিবৃত্তিতে, সুতরাং ব্যাপারে-ব্যবহারে 'নিষ্ঠিত' হইল না। (এই প্রকার ব্যতিক্রম-ব্যভিচারের উদাহরণ জপাদি সর্ব্বস্থলেই দেখিয়া লইও। যথা, নাদাক্ষ অতিক্রম বা খণ্ডিত করিয়া বিন্দু থেকে উদয় এবং বিন্দুবিলয় পূর্ব্বক জপ চলিতেছে, কি না।)

ব্যবস্থিতির লক্ষণ

আচ্ছা, নেমি বা কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট (নিষ্ঠিত) হইবে কিরূপে? কোন curve তার equation দ্বারা নির্দ্দিষ্ট-রূপটি পাইয়া থাকে। এস্থলে, কোন কেন্দ্র বা নাভি সম্পর্কে 'অর' সমূহকে নিরূপণে না পাইলে তো সেটি হয় না। যাহাতে কোন 'কেন্দ্র' সম্পর্কে (যথা, সূর্য্য, নিউক্লিয়াস্, বিন্দু) নেমি বা কক্ষে বৃত্তিমান্ কোন পদার্থের অর-নিরূপণটি হইয়া থাকে ("তুমি এই কক্ষে বা কোটিতে রহিয়াছ বা চলিতেছ, কিন্তু এই তোমার 'কেন্দ্র', আর, সে কেন্দ্র সম্পর্কে এই তোমার স্থিতি-গতির বিন্যাস-নিয়ামক 'সূত্র'")—তাকে বল 'ব্যবস্থিতি' বা 'ব্যবস্থা'। ব্যবস্থিতিতে জপাদি সমস্ত কিছুই ছন্দোগত্ব লাভ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট আকৃতিমান্ হয়; বস্তুও বটে, ব্যাপারও বটে; স্পন্দীও (যেটি স্পন্দমান) বটে, স্পন্দও বটে। দ্বিকোটিকাদি ইহার ভেদ। কেবল অবস্থানে 'বিজাতীয়' (alien) দ্বৈধ-দ্বন্দ্বে বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ব্যবস্থানে সেটি 'সজাতীয়' (allied) হইতে চায় (যেমন, খাদ্য তার পরিপাকে)।

কিন্তু সব কিছুকে কেন্দ্রে আহৃত, সমর্পিত করিতে পারিলে ('অরা ইব নাভৌ সমর্পিতাঃ'), সজাতীয়টিও 'স্বগত' হইয়া যায়। তখন 'ভাব' হয় 'স্বভাব'। তখন আর ভাবের 'মার' নেই। কেননা, 'অর' যতক্ষণ, 'ডর' ততক্ষণ! অর বলিবে—'আর না, কেন আর আমাকে মর্মকোরকের রসতম সত্তা থেকে সরাইয়া অক্ষে কক্ষে কেবলি পাক খাওয়াইতেছ! রক্ষে কর, বসিতে দাও, তদ্গত, তন্ময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে দাও।' জপে বিন্দুলীন হবার জন্যই তো সাধন। বিন্দুলীন হইলে 'সংস্থিতি'।

দৃষ্টান্ত

ধর, গায়ত্রীজপে 'ভূঃ' একটা ধ্বনিকলা (phonetic element). জপে এটি ঠিক ('অব') রহিয়াছে = অবস্থান। মাত্রায় ও পাদে ছন্দোগ হইয়া আছে = ব্যবস্থান। কাষ্ঠায় (বিন্দুতে) সমাহৃত, সমর্পিত হইয়া আছে = সংস্থান। বাহ্য ব্যবহারেও সমস্ত কিছু লইয়া এগুলি পরীক্ষা করিও। যেমন কোন উর্ম্মিকলা। শ্রীচণ্ডীতে যে অপূর্ব্ব 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু···রূপেণ সংস্থিতা' স্তবটি আছে, সে স্তুতি এই সংস্থানরহস্যের পরমদীপিকা সর্ব্বভাবেই জানিবে। তন্মধ্যে আবার 'ভ্রান্তিরূপেণ' সর্ব্বভ্রান্তিনিরসনী।

৩০। **এবঞ্চ সর্ব্বে জ্ঞেয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্বে॥**

পূর্ব্বে যে অবস্থান-ব্যবস্থান-সংস্থানাদির প্রসঙ্গ হইল, এবং তদনুষঙ্গে দ্বিকোটিক-ত্রিকোটিকাদির বিচার আসিল, উহা সর্ব্ববিধ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা (এবং জ্ঞান) সম্বন্ধেই অভীষ্ট বুঝিবে॥

কারিকা :—

স্মৃতে সূর্য্যশ্চিনোতীন্দুরোষধিশ্চ বনস্পতিঃ।
অয়ং দ্বিকোটিকো দ্বন্দ্বশ্চান্যত্রাপি হি দৃশ্যতে॥
ত্রিকোটিকস্য দৃষ্টান্তো যোঽপি জ্ঞেয়াদিনিষ্ঠিতঃ।
তললম্ববেধরূপশ্চ পশ্চাদ্ যঃ প্রতিপদ্যতে॥
চতুষ্কোটিত্বমোঙ্কারে মাণ্ডুক্যেন প্রদর্শিতম্।
বৈখরীসহিতা যাশ্চ পশ্যন্তীমধ্যমাপরাঃ॥
পঞ্চাদিকোটিকানান্তু বহবঃ সন্তি প্রত্যয়াঃ।
হৃল্লেখাদিষু বীজেষু তান্ বিশ্লিষ্য পশ্যত॥
একানেকপ্রসঙ্গো নিরবসরতয়া চেন্ ন গচ্ছেৎ পরস্তান্
নির্ব্বক্তুং কেন শক্যং প্রমিতিপদমিয়াত্তর্হি কেনাপ্রমেয়ম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদাঃ কস্মাদপাদে জহদজহদপি বাহমাত্রমাস্তে চ মাত্রাঃ
কস্মাত্তন্নিষ্কলে যত্তু সকলকলনং পারগা কীদৃশী ধীঃ ॥১৩৫-৩৯

সূর্য্যেন্দু

সূর্য্য সবিতা, ভুবনের নাভিরূপে নিখিলসৃজনী শক্তির আধার ও উৎস। সৃষ্টির প্রসব এই নাভি বা মূলকেন্দ্র থেকেই অরবিতান-পূর্ব্বক। এই সমগ্র কর্ম্মটি 'সূতে'। কিন্তু সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে ঐ নাভি-সংস্থায় এবং অরবিন্যাস ব্যবস্থায় বিধৃত হইয়া আপন 'নেমি' অবস্থানটিও পাইতে হয়। এই কর্ম্মটি আসলে নির্ব্বাচন অথবা 'বাছিয়া লওয়ার' ব্যাপার। যেমন, কোন General Equationএ general termsগুলিকে (x, y ইত্যাদিকে) special, particular valuesতে assign করিয়া লওয়া। এই কর্ম্মটি হইল 'চিনোতি' (assignment by selection)। যিনি, যে তত্ত্ব, এটি করেন, তাঁকে বলা হইয়াছে, 'ইন্দু'। এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ অগ্নি ও সোমকে স্মরণ কর। এই দুটি মিলিয়া প্রতিটি বস্তুর পূরা শক্তিলেখটি অঙ্কন ও রঞ্জন করিতেছে।

বনস্পতি ও ওষধি

বনস্পতি ও ওষধি, 'সূতে' এবং 'চিনোতি', এই দুটি কর্ম্মের সূক্ষ্ম 'প্রতিভূ' এবং গোচর 'প্রতীক'। বনস্পতি (যথা, অশ্বত্থবৃক্ষ) এবং ওষধি (যথা, ধান্য, ব্রীহি) যে কিভাবে 'সূতে' এবং 'চিনোতি'র 'রূপায়ণ', তা ভাবিয়া দেখিও। Earthএর যে vital economy (production and distribution), সেদিক্ থেকেও। এ স্থলে সে প্রসঙ্গের অনুসরণ হইল না।

অতঃপর কারিকার শেষের শ্লোকটি।

প্রমাণ কতদূর অবধি ?

প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, অথবা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই ব্যবহারভূমিকার আধারপটেই সব কিছুর 'নির্ব্বচন' সম্ভাবিত হইতেছে। কিন্তু, 'এক বা অনেক' ইত্যাদি সংখ্যা নির্ব্বচনও যে অনির্ব্বচনীয় পরমতত্ত্বে 'পারগ' হয় না, ('ন গচ্ছেৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্তাৎ'), সেখানে এমন কি আর নির্ব্বচন আছে, বা থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা সেই তত্ত্বতঃ অপ্রমেয় বস্তু প্রমাণাদির বিষয়ীভূত হইবে ('প্রমিতিপদনিয়াৎ') ?

পুনশ্চ, একান্ত 'অপাদ' যে পরমতত্ত্ব, তাহাতে 'ত্রিপাৎ', 'সহস্রপাৎ' ইত্যাদি পাদপ্রসঙ্গই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইল—তা কে বলিবে ? আবার, মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে 'অমাত্র' পরম, সেটি কি স্বরূপে মাত্রা ত্যাগ করে অথবা করে না ('জহদজহদপি বা'), অর্থাৎ, তাহা 'সবিশেষ' অথবা একান্ত 'নির্ব্বিশেষ',—তাই বা কে নিরূপণ করিবে ? পাদ-মাত্রার প্রসজ্যমানতার দৃষ্টিতেই শুধু নয়, 'কলা' সম্পর্কেই বা সে পরম কি ?—স্বরূপতঃ 'সকল' অথবা 'নিষ্কল' ? যদি নিষ্কলই হয়, তবে সেটি সকল হয় কি প্রকারে ? যদি বল, বস্তুতঃ হয় নাই, উহা 'আভাস' মাত্র, তবে বল—নিরঞ্জন, শুদ্ধ, নিরাবরণ পরমতত্ত্বে আভাস, অধ্যাস ইত্যাদিই বা কিরূপে ? যদি বল, আভাসাদি তাতে নেই, 'আমাতে' আছে, তবে বল—এই 'আমি' বা 'আমাতে'ই বা কি বস্তু ? যদি বল—পরমই আপন অনির্ব্বাচ্যা, অচিন্ত্যা শক্তিতে 'আমি, তুমি, সে' হইয়া এই আশ্চর্য্য কৌতুক খেলাটি খেলিতেছে, তবে বল—সে পরম আর তার শক্তির সম্পর্কটি কি ? যদি বল—অনিরুক্ত, অচিন্ত্য, তবে তার ঐ আশ্চর্য্য কৌতুকটি কেবল মানিয়াই লইলে, 'কেন', 'কোথা হইতে', 'কেমন করিয়া'—ইত্যাদিরূপে 'বোঝার' যে কৌতুহল সে কৌতুহল তো কৈ 'হালে পানি পাইল না !' তাই কারিকায় শেষে বলা হইতেছে—'পারগা কীদৃশী ধীঃ' ?

ধীর গতি কোন্ অবধি ?

ধী বা বুদ্ধি তো এ বিশ্বমহাকুহেলীর পারে ('তমসঃ পরস্তাৎ') লইতে অপারগ। তবে, ধীকে কি সরাসরি বিদায় দেয়া যাবে ? তা তো যাবে না, দিলে চলিবেও না। ধী যদি শ্রুতির কথামত 'অগ্র্যা' এবং গীতার ভাষায় 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'একা' হয়, তবে, একান্ত 'পারে' না হউক, 'দ্বারে' বা 'ঘাটে' ঠিক ঠিক উপনীত করার নিমিত্ত 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'—বুদ্ধিতেই পরমের শরণটি অন্বেষণ করিতে হইবে ; এবং সেটি করিলে, 'দদামি বুদ্ধিযোগং তে'। বুদ্ধি যুঞ্জানা হউক প্রথমে, পরে 'যুক্তা', 'যুক্ততরা' ইত্যাদি। ব্যবহারতঃ কর্ম্ম, ভাব, জ্ঞান—সবই বহুমুখী, বিরুদ্ধধর্ম্মী—'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ'। এদের একমুখী করিয়া, প্রথমে আপেক্ষিক, ক্রমে নিরপেক্ষ, নির্ব্যূঢ়ের নিশ্চিত সরণিটি দেখাইতে যুঞ্জানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিকে দিশারিণীরূপে সঙ্গে লইতেই হইবে। 'বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য'-এর নিমিত্ত 'ধীমহি', কিন্তু, হে জ্যোতীরসের পরম আশ্রয় ও উৎস! তুমিই—'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'! পরমের একান্ত-প্রান্তে লইয়া যাইয়া তবে বুদ্ধির ছুটি! গিরিকন্দর থেকে জন্ম যে তটিনীর, তাকে 'ঋজুকুটিল নানা' পথি-পরিস্থিতির মধ্য দিয়া উদ্বেল. বিপুল অসীমের বুকে সঁপিয়া দিয়া তবে সে খালাস! এ কর্ম্মটি সকল সাধনেই তাকে করিতে দাও।

ইতি জপসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্বাদিনিরূপণং নাম প্রথমঃ পাদঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

১। ক্ষরাভিব্যঞ্জকানাং যন্ম লত্বং তদক্ষরত্বম্ ॥

নিখিল ক্ষর অভিব্যঞ্জক যে মূলাশ্রয়ী, সে মূলকে অক্ষর জানিবে।

ক্ষর ও অক্ষর

এদেশে বৌদ্ধাদি দর্শন এবং পশ্চিমে প্রাচীন ও নবীন বহু দর্শনমত, ক্ষর (changing) ছাড়া অক্ষর (unchauging) কোন তত্ত্ব মানিতে নারাজ হইয়াছে। বর্ত্তমান অক্ষরসূত্রে 'অক্ষর, অব্যয় বস্তু' প্রতিপাদিত হইতেছে।

ক্ষরং সর্ব্বং প্রতীতং যদ্ বৃত্তিঃ সূক্ষ্মেঽপি তাদৃশী।
দৃষ্টাদৃষ্টানুমেয়ঞ্চ ক্ষরত্বমপি কারণে ॥
কিঞ্চিদ্ ব্যেতীতি যদ্‌জ্ঞানং তত্র ন ব্যেতি কিঞ্চন।
অন্যোন্যাপেক্ষিণৌ স্যাতাং সংপৃক্তৌ হি ব্যয়াব্যয়ৌ ॥
যেন তদ্ ব্যক্তিমাপন্নং তদভিব্যঞ্জকং মতম্।
স্বরব্যঞ্জনসম্বন্ধি গীর্ষু চ তদুদাহৃতম্ ॥১৪০-৪২

স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণে

যা কিছু প্রতীতিগোচর হইতেছে, তাহা তো ক্ষর—পরিণামী, অধ্রুব। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে দৃষ্টি দিলেও, বৃত্তি তদ্রূপই দেখিতে পাই। যেমন পূর্ব্বশতকে বিজ্ঞান এটমে যাইয়া বস্তুর (mass) ধ্রুব সংস্থাটি পাইয়াছে মনে করিয়াছিল; এখন দেখিতেছে, এটমও, কেবল বহিঃ সম্পর্কে নয়, পরন্তু আপন অভ্যন্তরেও, ক্ষর—indivisible and immutable বস্তু নয়। বরং সূক্ষ্মে যাইয়া ক্ষরকে আরও যেন 'খর' এবং 'উগ্র' মূর্ত্তিতেই দেখিতেছি।

আর কারণে? কারণকে সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান পর্য্যন্ত যদি লও তবে, সেখানেও গুণত্রয়ের 'সদৃশ পরিণাম', সুতরাং ক্ষরত্ব অনবকাশ নয়, যদিও সেটিকে 'পরিণামী' বিশেষণসহ 'অক্ষর' বলাও হয়। 'জগতের জন্মাদি যাঁহা হইতে',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ব্রহ্মকে যদি কারণ বল তবে, সে কারণব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্ম হন কেমন করিয়া? এ জিজ্ঞাসা সেই বেদের নাসদীয়সূক্ত থেকে অদ্যাবধি না করিয়া তো উপায় নেই। 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ'? 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম'—তাঁতে এই বিচিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে কারণ-কার্য্যভাবরূপ পরিণাম, ক্ষরভাব আসে কি করিয়া? ইহা বস্তুতঃ নহে, আভাসিক—একথা বলিলেও এই বিচিত্র বিশ্ব ক্ষরভাবের মূল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই আদি কারণ পর্য্যন্তই যাইতে হয়। মূলবীজে (সেটি যাই ভাব না কেন), অক্ষরবস্তু 'আমি ক্ষর হইব, অথবা নিজেকে ক্ষর হইয়াছি এভাবে দেখাইব'—এই সঙ্কল্প না করিলে তা থেকে 'বিশ্ববীজাঙ্কুরাকৃতি' ইত্যাদি ক্ষরভাবের সম্ভাবনা হয় না। অমাত্র পরমকে মাত্রামান অঙ্গীকার করিতে গেলে, পরমাক্ষরস্বরূপা অথচ নিখিলক্ষরমূলরূপা 'অর্দ্ধমাত্রা' সেতুসমাশ্রয় করিতে হয়। তাই ওঙ্কারাদি জপে এই মূলক্রমের অনুক্রম অনুলোম-বিলোমে করিতেই হয়। ক্ষর পরিসীমা যত্র অক্ষরপরিসীমায় (পূর্ণ এবং শূন্য) সম্মিলিত, সেই বিন্দু তাই নিখিল সৃষ্টি-রহস্যের অপরমূলরহিত মূলরহস্যনিধান।

বিচারবিস্তরে না যাইয়া ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কারণেও ক্ষরভাব উপপন্ন। এবং সেটি 'দৃষ্টাদৃষ্টানুমেয়ং'—দৃষ্ট যে স্থূল এবং অদৃষ্ট যে সূক্ষ্ম, এতদুভয়ে ক্ষরত্ব থেকে উহা অনুমেয়। সাংখ্যাদির প্রকৃতিতে যেমন। অনুমানযুক্তি প্রদর্শিতও হয় সে সব শাস্ত্রে।

ধ্রুবধাম

আচ্ছা, ক্ষরকে যদি মূলকারণ পর্য্যন্তও লইতে হয়, তবে অক্ষর, অব্যয় যে ধ্রুবধাম, সেটি কোথায়? Relative বা আপেক্ষিকের বাহিরে তার কি ঠাঁই বা আছে? এও এক মহাদুর্গমগহন বিচারের স্থল। ক্ষরকেই Absolute বলিবে না কেন? 'ক্ষরং হি পরমংব্রহ্ম' বলিলে আপত্তি কি? কারিকায় অক্ষর, অব্যয় মানার অসংদিগ্ধ যে ভিত্তি—সাক্ষাৎপ্রতীতি—'ন ক্ষরতি, ন ব্যেতি' রূপে অপরোক্ষানুভূতি—সেইটিই বলা হইতেছে। যেখানেই কোন কিছু 'ব্যেতি'—স্থিরধ্রুব না রহিয়া চলিতেছে—জায়তে অস্তি ইত্যাদিক্রমে ষট্‌পরিণাম পাইতেছে—সেখানেই তার আধার, প্রকাশ এবং সাক্ষী—অন্ততঃ এই তিনরূপে 'ন ব্যেতি', অব্যয় কেহ বা কিছু রহিয়াছে এবং থাকিবেই। সেটা আপেক্ষিক বলিলে, তারই বা আধারাদি কি—এভাবে সন্ধান করিতে করিতে 'অনবস্থায়' পড়িতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। তা ছাড়া, সে পরমাধার যে নির্ব্যূঢ় (Absolute), তা সাক্ষাৎ প্রতীতিই 'প্রতীত' করিয়া দেখাইয়া দেয়। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের আধাররূপে 'তুরীয়' মানি যে জন্য।

সাক্ষাৎ প্রতীতি

'ক' নামক কোন বস্তু বা ভাব নানা পরিণামে যাইতেছে; কিন্তু কে বা কি সে পরিণামগুলি দেখিয়া তাদের দেশকালাদি সম্পর্কে সাজাইতেছে? তারা নিজেরাই, অথবা, লহরীমালার যেটি শেষ (অর্থাৎ 'বর্ত্তমান') লহরী, সেইটি? এদেশে এবং ওদেশে এই ক্ষরপরিণামধারার আধারটি কি, এবং তার 'ভান'ই বা কিভাবে হইতে পারে, তা লইয়া বিস্তর বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাতে নিশ্চয়াত্মিকা প্রমার প্রান্তেও তো কৈ আসিতে পারা যায় নাই! তথাপি একটা মূল কথা না মানিয়া চলিবে কি?—যে কোন সম্বন্ধের (পূর্ব্বাপর, কার্য্যকারণ ইত্যাদি) ভান হইতে গেলে ভানসামগ্রী (the 'Fact' as distinguished from 'fact-section') তত্তৎ সম্বন্ধের 'ব্যাপ্য' (conditioned and limited by) হইবে না। যেমন, 'ঐটি আমার জ্ঞেয়, আমি তার জ্ঞাতা'—এভাবে যে ভানটি হইল, সেটি (জ্ঞানসামগ্রী) নিজে জ্ঞেয়টিও নয়, জ্ঞাতাটিও নয়।

তিনটি

আধার, প্রকাশ এবং সাক্ষী—এই তিনরূপে সব কিছু প্রতীতিতেই ক্ষরের সাথে অক্ষর রহিয়াছে। যেটি 'ব্যেতি', সেটি 'ন ব্যেতি'কে ছাড়িয়া নেই, থাকে না। যে ভানসামগ্রী ('Fact' বা Experience as whole) উপরে কথিত হইল, এবং আগেও হইয়াছে (বিশেষ করিয়া ভানসূত্রে), তাতেই আধার-প্রকাশ সাক্ষী—এ তিনভাবই 'দেওয়া' আছে। 'ভান' কে 'ভাস' রূপে পাইয়া তবে ঐ তিনকে তিন করিয়া জানি ও বলি। ভাস = Judging and Reviewing Fact, ইহা স্মরণ কর। ভানভূমি ভাসভূমিতে না আসিলে ক্ষর-অক্ষর, ব্যয়-অব্যয় ইত্যাদি দ্বন্দ্বস্থতা (Polarity) স্বগতভাবে (intrinsically) রহিয়াও তদ্রূপে 'প্রতিভাসিত' হয় না। প্রতিভাস হইলে জানি যে, ক্ষরাক্ষর, ব্যয়াব্যয়—এরা অন্যোন্যের অপেক্ষাসহকারে 'সংপৃক্তৌ'—সম্পৃকিত। ভানে আধার, প্রকাশ—'আধারমানন্দমখণ্ডবোধং'—ভাবে অক্ষর, অব্যয়কে অপেক্ষারহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংখ্যা হইল ৭। এই সপ্তের সঙ্গে মৌলিক তিন অবিনাভাবে রহিবেই, যথা, 'ওঁ' এবং 'ভূঃ', এ দুয়েই মূল তিনটিকে (নাভি-অর-নেমি ; বিন্দু-নাদ-কলা) ঠিক রাখিয়াই যাইতে হইবে। মণ্ডলকে 'খণ্ডন' করিয়া পরিমণ্ডল নয়। তবেই, ৩+৭=১০ সংখ্যা মিলিল। এই সংখ্যাটি, শুধু জপে কেন, বিশ্বব্যবহারেই মূল সংখ্যান-খ্যাপিকা সংখ্যা।

৭ এর সঙ্গে যোগ করার নিমিত্ত ৩ ; আবার, ৭কে গুণ করার নিমিত্ত আর দুটি—৩ ও ৫। ঐ সাতের প্রতিটিতে (বিশেষ করিয়া) অগ্নিমাত্রা, সোমমাত্রা, এবং দুয়ের অনুপাত (সম অথবা বিষম)—এই তিনটি বিশেষ ধর্ম্ম থাকেই ; কাজেই, ৩×৭=২১ সংখ্যাটি মিলিল। আবার, প্রতিটির পঞ্চ অবস্থান (যেমন, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভত্ত্বে পঞ্চীকৃত হইয়া)। সুতরাং, ৫×২১=১০৫ মিলিতেছে। এর সঙ্গে মৌলিক তিন মূল সংখ্যানবীজরূপে থাকিবেই। যেমন, ঐ দশ সংখ্যাটিতে। কাজেই, মিলিল, ১০৫+৩=১০৮, অষ্টোত্তর শত সংখ্যা। পূর্ব্বে এ রহস্য সংখ্যাদ্বয় নানাপ্রসঙ্গে বিবেচিত হইয়াছে। এ স্থলে সর্ব্ব সংস্থার নিরূপক সংখ্যানরূপে বিবেচিত হইল। বস্তুতঃ, দশ অথবা অষ্টোত্তর শত, এই সংখ্যা দুটিকে আকৃতি-প্রকৃতি নিরূপক (basic constituent number) রূপে রাখিয়াই বিশ্বে সমস্ত কিছু তাদের 'সংস্থা', 'সংস্থান', 'সংস্থিতি' রূপটিতে বর্ত্তিয়া আছে। কাজেই, 'জপ-সংস্থা' বিধানে এই সংখ্যাদ্বয় অবশ্য সমাশ্রয়ণীয়।

পুনশ্চ, প্রণবাদি আদিম বীজ পরীক্ষায় 'অষ্ট' এই সংখ্যাটিকে মূল আকৃতি বিন্যাসেই (basic pattern pictureএ) পাই। যথা—পরাব্যক্ত বিন্দু ; ব্যক্তাব্যক্ত উদয় নাদ (উদয়সেতু) ; ব্যক্ত উদয় নাদ ; অ, উ, ম ; ব্যক্তবিলয় নাদ ; ব্যক্তাব্যক্ত বিলয় নাদ (বিলয়সেতু)। এখন, এই মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতি-নিরূপক অষ্ট সংখ্যাটিকে ঠিক রাখিয়া, ১০, এই সংখ্যার বর্গ (১০০), অথবা ঘন (১০০০) লইলে, ১০৮ এবং ১০০৮ সংখ্যাদ্বয় মিলে। জপাদিতে এই সংখ্যাদ্বয়ের সবিশেষ উপযোগ রহিয়াছে।

অবস্থিতি, ব্যবস্থিতি, পরিস্থিতি এবং সংস্থিতির প্রসঙ্গ করা হইল। এই চতুর্বিধা স্থিতিতে দেশকালাদির 'নিষ্ঠিত' ভাব মুখ্য, কিন্তু, 'উপস্থিতি'তে সেটি 'সম্ভাব্য' (possible) মাত্র। যেমন, কোন মহাত্মা বা বিগ্রহাদি সমীপে উপস্থিতি। দীক্ষাদিরূপে তত্তৎ-সামীপ্যে 'কৃপালাভ' ঘটিলে তবে 'সংস্থা' সংঘটিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ফুটাইয়া লওয়ার ভাব—এ দুই-ই স্বরাদি মাতৃকায় আছে। পূর্ণ-শূন্যকে একত্র আপনাতে ধরিয়া বিন্দু যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে এক পরমবিস্ময়, অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণও তদ্রূপ। তবে বিন্দু আর বর্ণ একই 'স্তরের' বিষয় নয়। বিন্দুকে বল যদি 'মূল', তবে স্বরবর্ণকে বল 'মৌলিক', আর, ব্যঞ্জনকে তদপেক্ষায় 'যৌগিক'। মূলের সঙ্গে যোগটি অবাধিত, অনপিহিত থাকিলে, অর্থাৎ, অং, আং ইত্যাদি আকৃতিতে বর্ণের মাতৃকামানটি তার বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক মানের কার্পণ্যমুক্ত হইয়া থাকে। অনুস্বারে বিন্দুমুখ্যতা, আর বিসর্গে নাদ-মুখ্যতা—একথা বলা হইয়াছে। একটায় ঘননী, অপরটিতে ব্যাপনী বৃত্তি প্রধান। এ দুয়ের সেতু সন্ধিটি সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক, এবং সে কর্ম্ম মিত্র-অর্য্যমার তদারকে। কেন তা আগে বলা হইয়াছে। যেমন, 'হংসঃ' এই অজপায় ঘননী (বিন্দু) এবং ব্যাপনী (নাদ) দুই-ই বৃত্তিমান্ বটে, কিন্তু তাদের সেতু-সন্ধিটি ঠিক সমতায় অথবা ছান্দসী বৃত্তিতে (in harmony relationএ) বিধৃত হইলে তবে হংসঃ হয় হংসযোগ। তা না হইলে যাহা 'মৃত্যবে', তাহা 'অমৃতত্বায়' হয় না।

মাতৃকা

প্রতিটি স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণে, পূর্ব্বোক্ত কারণে, সর্ব্বাভিব্যঞ্জিকা শক্তি রহিয়াছে। কেননা, অক্ষররূপ এবং ক্ষররূপ মূল-মৌলিক বস্তু তাতে আপন সর্ব্বকলনী এবং সর্ব্বফলনী শক্তিতে বিদ্যমান। এই মূল কথাটি মনে রাখিলে, প্রাচীন শব্দার্থ-বিজ্ঞানসম্মত জপসূত্রমের 'বর্ণরসায়ন' এবং 'প্রাণরসায়নে' কেহ আর কেবল কল্পনা কৌতুকবিলাসের ঘটাই দেখিবেন না। বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্থ আসে (শক্যতাকে অবচ্ছিন্ন করে) কি করিয়া, এটা অবশ্য শব্দবিজ্ঞানের এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র শাস্ত্রেরও অতীব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। যেমন, হ্রীঁ, ঐঁ ইত্যাদি বীজকে শক্তিসামগ্রীর বিশেষ আকৃতি (Basic Pattern) ভাবি কি জন্য ? মূল আধার সত্তা-শক্তি সামগ্রী থেকে এক এক পদার্থ (মন্ত্রাদি) এক এক বিশিষ্ট আকারে উদ্ভূত হইল কিরূপে—ইহা চিন্তনীয়। জপসূত্রমে সেরূপ চিন্তনের নিমিত্ত একটা যুক্তিযুক্ত প্রস্তুতি দেওয়ার প্রচেষ্টা হইতেছে মাত্র। কিন্তু সমগ্র ক্ষরাক্ষরতত্ত্ব স্বরব্যঞ্জনবর্ণে আহিত এবং উদাহৃত বলিয়া প্রস্তুতি মাত্রকে বিস্তৃতি-বিবৃতি-সমাপ্তির বৈঠকে এইক্ষণই হাজির করা যায় না! যেটি 'সুরু' তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সারা' হইতে গেলে কত না ঘাঁটি পার হইয়া, আর, প্রতিটি ঘাঁটিতে 'সাক্ষর' মঞ্জুরী লইয়া তবে চলিতে হয়!

২॥ সর্ব্বাভিব্যক্তিষু তন্ম লস্য প্রশাসনম্॥

(পূর্ব্বসূত্রে যে অক্ষরমূলের কথা হইল) সে মূল সর্ব্ববিধ অভিব্যক্তির (স্বরব্যঞ্জনাদিরও) প্রশাসয়িতৃ॥

অক্ষরং পরমং ব্রহ্মেত্যক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
স্মৃতিষু শ্রুতিষু হ্যেবং সর্ব্বস্য মূলমক্ষরম্॥
এতস্য প্রশাসনে গার্গীত্যত্র চাস্য প্রশাসনম্॥
অক্ষরং পরমং স্বাদাবমূলং মূলমক্ষরম্।
অন্যচ্চাধ্যক্ষরং বিদ্ধীতি ত্রেধা নিদধে পদম্॥
আদিব্রহ্ম ততো প্রাণো যোঽচিন্ত্যশক্তিনির্জ্জরঃ॥
স এব হি নাদবিন্দু যাভ্যাং সর্ব্বং প্রশিষ্যতে॥
অন্বক্ষরং হি সূত্রাত্মা বিরাট্ প্রত্যক্ষরং পুনঃ।
ঈশমধ্যক্ষরং বিদ্ধি স্ফোটং নিত্যং স্বরাদিতঃ॥ ১৪৩-৪৭

পঞ্চপর্ব্বমূল

নিখিল অভিব্যক্তিমূল যে অক্ষর, সেটি এখানে পঞ্চপর্ব্বে প্রদর্শিত হইতেছে। স্মৃতি-শ্রুতি, তন্ত্র-পুরাণ যে সনাতনী আর্ষপ্রজ্ঞার বাণী বহন করিতেছেন, তাতেই এর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। প্রথম,—পরমব্রহ্মরূপ যে অক্ষরবস্তু, সেটি তদ্‌ভাবে 'অনিরুক্তমলক্ষণম্' (Alogical Absolute); সুতরাং, 'মূল', 'কারণ' ইত্যাদি কোন বৌদ্ধমানই (logical category) তথা সাবকাশ নয়। সেটিকে 'পরম' বলিয়াই 'রেহাই' দিতে হয়। অলক্ষণবস্তুটিকে, যে ভাবেই হোক্, বিশ্বব্যবহারে আসিয়া 'মান' মানিতে হইয়াছে; অপ্রমেয়কে প্রমেয় হইতে হইয়াছে। দ্বিতীয়,—সেই 'পরম' নিজেকে 'অমূলং মূলম্'—স্বয়ং মূলরহিত মূলরূপে দেখাইতেছে। এটিও অক্ষর, কিন্তু প্রতিযোগী যে ক্ষর, তার সম্বন্ধী হইয়া। বাহিরে আকাশ, ভিতরে কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য—ইত্যাদি লইয়া ক্ষরসম্বন্ধী এই অক্ষরটি বুঝিতে যত্ন কর। গীতায় সেই প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তমশ্লোকে এই অক্ষর হইতেও 'উত্তম' রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথিত হইয়াছে ভগবত্তা। পূর্ব্বোক্ত অলক্ষণ, অপ্রমেয়, অব্যবহার্য্য (মাণ্ডূক্যাদি-শ্রুতিকথিত) যে ব্রহ্ম, সেটিকে বলা হইল—'পরম'। এই 'পরম' আর 'উত্তম' দুটিকে সেই মহামায়াসূত্রদীপে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে। এস্থলে, পরমে উপরম বা উপশমকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিবে ; উত্তমে সর্ব্ববিধ 'তম' বা কাষ্ঠার যেটি পরাকাষ্ঠা বা পরিসীমা, সেটিকে, অর্থাৎ, পূর্ণকে। উপশমকে যদি শূন্য-কোটিতে (নেতিপর্ব্বে) নাও, তবে, শূন্য ও পূর্ণ। পরমে ও উত্তমে, শূন্যে ও পূর্ণে ভেদদিদৃক্ষায় যেন বিবদমানা মোহকলিলগা বুদ্ধি ষড়যন্ত্র না করে, সে পক্ষে সাবধান রহিও। অর্থাৎ সে বুদ্ধিকুহক যেন পাইয়া না বসে, যে বলিবে—আমার ভগবান্ উত্তম ; তোমার ঐ পরমে আমি প্রমাদ গণি—'প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ'! পরমকে তোমার উত্তমের 'তনুভাঃ' বলিয়া যদি ভাল লাগে তো লাগুক। তবে রসবস্তু কৈ ভাঃ বা জ্যোতিঃকে ছাড়িয়া তো থাকে না! থাকিলে সেটি রসবস্তুই হয় না যে! যাক্—এর জন্য আবার বেদান্তীর হাতখানা শক্ত করিয়া ধরিয়াই (ছাড়িয়া নয়) সেই মহামায়াদি সিদ্ধান্তদীপের 'কাজল' আঁখিতে ভাল করিয়া লাগাইয়া এস। 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি'।

অধ্যক্ষর

তৃতীয়,—অধ্যক্ষর। এই শব্দটি দুইভাবে লইয়া এই 'তার্তীয়' ভাবটি বুঝিবে। অধি=অধিকরণে ; অধি=অধিকারে। আগে যে পরম ও উত্তমের প্রসঙ্গ হইল, সে 'দ্বয়ের' অদ্বয় অধিকরণে যে অক্ষরভাব, এবং যেটি তদ্ব্যাপ্য নিখিল ক্ষরাক্ষর-ভাবের 'অধিকারী' ('ঈশানো ভূতভব্যানাং') সেটিকে 'অধ্যক্ষর' জানিবে। এইভাবে অক্ষরবস্তু (Reality as Absolute Permanence)—ত্রিবিধ পাদবিন্যাস করিল। একদিকে শূন্যকাষ্ঠা, অন্যদিকে পূর্ণকাষ্ঠা ; এ দুই পরিনিষ্ঠিত কাষ্ঠার 'অধিকরণে' রহিয়া কেহ যেন বলিতেছে—'ভূতভব্য সব কিছুকেই এই কাষ্ঠার অধিকারেই আমি ক্ষরিষ্ণু করিব, কিন্তু তাদের সত্তা শক্তি ছন্দের 'প্রশাসন' রূপে স্বয়ং অক্ষরই রহিব'। 'এতস্য প্রশাসনে' ইত্যাদি বলিয়া যে অক্ষরের নির্দ্দেশ শ্রুতি করিতেছেন, সে অক্ষর ত্রিপাৎ অথবা পঞ্চপাৎ। তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের যে 'পরম', তার প্রশাসন নিব্যূঢ়-সর্ব্বাধিকরণতারূপে বুঝিবে। পরেই অধিষ্ঠানসূত্র দেখ।

পরব্রহ্মের সত্তা (সৎ-চিৎ-আনন্দ), বিশ্বে সব কিছুরই অধিষ্ঠান বটে (যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হয়, মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির), কিন্তু সে অক্ষরপরম আবার প্রশাসনমূর্ত্তিতে দেখা দেন কি করিয়া—এ জিজ্ঞাসা রহিয়া যায়। সে প্রশাসন সৌম্যও বটে, ভীষণও বটে ('ভয়াৎ সূর্য্যস্তপতি' ইত্যাদি); সেটি শমও বটে, দমও বটে। রস বা রাগ এবং রোষ—এই যুগ্ম প্রগ্রহ দ্বারা অণুবিরাটে প্রতিটি 'অশ্ব' (ক্ষরবস্তু) নিজ নিজ অধিকারে, সামর্থ্যে, সরণীতে প্রশাসনে রহিয়াছে। প্রশাসন শক্তি এবং ছন্দঃ—এ দুটি সম্বন্ধে; অথবা, ভূতভৌতিকের যাহা গতিচক্র, তার অর এবং নেমি সম্পর্কে। নাভিতে স্বয়ং প্রশাসয়িতা অধিষ্ঠিত।

সাংখ্যের প্রকৃতিকেও 'অক্ষর' বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতি কি প্রশাসয়িত্রী? বিচারে নামিয়া কাজ নেই, তবে একা প্রকৃতি দ্বারা যে এই নিখিল প্রশাসন কর্ম্মটি নির্ব্বাহ হয় না (অন্ধের ঘাড়ে এক পঙ্গুকে বসাইতেও হয়) তা নৈষ্ঠিক সাংখ্যবাদীও বলিবেন না কি? আপন বাছুরটিকে দেখিয়া গাভীর বাঁটে দুধ আসে যেমন;—ইত্যাদি উপমার উপন্যাস করা ছাড়া বিশ্বপ্রশাসনের (শক্তিতে এবং ছন্দে) যে গম্ভীরান্তঃ, তার অথই জলে ডুব মারিল কে, আর কেই বা তথা হইতে অতলদিশারী, ধ্বান্তাপসারী দ্যুতির মাণিকটি 'এই যে' বলিয়া হাতে তুলিয়া দিল? বিজ্ঞান গত শতক অবধি ঐ সাংখ্যের 'প্রাকৃত' সরণিটি ধরিয়া বুক ফুলাইয়া চলিতেছিল; মূলে যে সম্ভাব্যের অমূলবীজটি নিহিত (Cosmic Destiny), তাই থেকেই প্রতিটি বাস্তববিকাশের খুঁটিনাটি সব কিছুই হিসাবের খাতায় ও নক্সায় কষিয়া ও ছকিয়া 'দেখান' যায়—এই না ছিল ও-যুগের বিজ্ঞানমঞ্চে জবরদস্ত জাঁদরেলি বুলি! কিন্তু আজ? এখন যে 'সম্ভূতি' এর যায়গায় 'সম্ভাবনী'! 'এইরূপে হইল দেখিতেছি বটে, এবং এই প্রকার ছন্দঃ তার প্রশাসনরূপে প্রতিভাত (apparent) বটে, কিন্তু তার আকৃতি, শক্তি এবং ছন্দের কোনটাই সমগ্র, এবং সম্ভবতঃ, যথার্থভাবেও জানা গেল না; বরং যতই দৃষ্টি মূলের দিকে যাইতেছে, ততই যেন মনে হইতেছে নিছক জড়তা ও বাধ্যতা নয়, পরন্তু সচেতন, স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দতাই সমস্ত কিছু অভিব্যক্তির মূলে—রসলিপ্সু, আনন্দভুক্‌রূপে বিদ্যমান'—এই রকমের কথাগুলোই কি আজকাল প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানবৃদ্ধদের মুখে, অনেক সমীহসত্ত্বেও, শোনা যাইতেছে না?

অধ্যক্ষতা

ফলকথা, প্রশাসনের নিমিত্ত (আকৃতি, শক্তি এবং ছন্দে) কেবল এক উদাসীন, নির্ব্বিশেষ অক্ষরকে অধিষ্ঠানরূপে পাতিয়া রাখিলে চলিবে না, ব্রহ্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ভগবত্তার অধ্যক্ষতাও একান্ত আবশ্যক হয়—'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'। ব্রহ্মের এবম্বিধ অধ্যক্ষতাও অবশ্য নির্ব্বচনযোগ্য নয়। সৃষ্টিতে একটা ধূলিরেণুও নয়, একটি লহরভঙ্গী বা ভাবকটাক্ষও নয়। কেননা, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। তথাপি সচেতন কর্ত্তৃত্ব বা অধ্যক্ষতায় নিজবোধের যে শীলমোহর, তার ছাপটি আছে; কল্পনা, অনুমানাদিকে বায়না না দিয়া সাক্ষাৎ স্বাধিকারেই আছে। 'পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে গাছ হইতে আতাফল বাধ্য হইয়া পড়িল'—এ কথাটি বলিলে নিজের ভিতরের ঐ শীলমোহরকরা সাক্ষাৎ অনুভবের দলিলখানা নাকচ করা হইল। ভিতরের ঐ দলিলখানা জাল—ভ্রম মাত্র, প্রমা নয়—এ অনুমানেরই বা প্রমাণ কোথায়? সমস্ত কিছুই হিসাবের গণাগাথায়, নিরূপণে নির্ব্বচনে আসে—এ কথা বলিলে যাথার্থ্যের এবং প্রামাণ্যের গণ্ডী টপ্‌কাইয়া অমূলক অপলপনে গেলে না কি?

তথাপি শাস্ত্র, যুক্তি উভয়থা অন্তর্বহিঃ, অণুবিরাট্ সমস্ত কিছুই 'যন্ত্র' রূপটিই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মপ্রসারিণী দৃষ্টিপ্রান্তে খুলিয়া মেলিয়া ধরিতেছে, নয় কি? আত্মপ্রত্যয়েও 'নাহংকর্ত্তা'। তবে তো উপরের ঐ স্বত্বসাব্যস্তের দলিলখানা ঝুটা বলিয়া ছিঁড়িয়াই ফেলিতে হয়! যন্ত্রে স্ব-স্বামিত্ব আরোপ করা যায় মাত্র। স্বতঃ-স্বচ্ছন্দতা তাতে নিশ্চিত নয়। কিন্তু, মনে রাখ যে, ভিতর বাহিরে সব কিছু বস্তুতঃ যন্ত্র নয়, 'যন্ত্রম্'—যেটি তার 'মন্ত্রম্' আর 'তন্ত্রমের' সাথে অবিনাভাব সাহিত্য-সংহতিতে থাকে। মন্ত্রম্ সেটিকে 'মনন' করে, কাজেই জড়স্বভাব নয়; তন্ত্রম্ সেটিকে 'তায়ন' করে, কাজেই বন্ধপাশ নয়। 'পরম' অধিষ্ঠানরূপে আছেনই; 'উত্তম'ও স্বয়ং অধ্যক্ষরাদিরূপে অধিকারী, অধ্যক্ষ আছেন সর্ব্বত্র। এইজন্য, রেণু-অটন থেকে রেণু-রমণ পর্য্যন্ত সবটা 'কানুর গীত'ই শুনিতে হয়; রটন, রণন পর্য্যন্ত যাইয়া 'বাস্' করিলে তো চলে না। বাহির বিজ্ঞানের বড় বড় ইকোয়েশনও যন্ত্রের পাশে 'ম'কারটিকে বসাইবে কিনা ভাবিতেছে। গভীরস্তরের মনোবিজ্ঞানেও যন্ত্রটা আরও জবর এবং জটিল দেখাইতেছে বটে, কিন্তু ঐ 'ম'টি নইলে তো তার সকল পাকাগাঁথুনির তলায় হালকা মাটি!

যন্ত্র ও যন্ত্রম্

আভাষে যন্ত্র আর যন্ত্রমের ভেদটি বলা হইল। আসলে যন্ত্রমের 'ম'কার কি বস্তু? ওঙ্কারের 'ম'কার, উত্তম যে অধ্যক্ষর, তাঁর বাচক। সৃষ্ট সব তাতে প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং চেতনার নিগূঢ় নাভিনিষ্ঠ অধ্যক্ষতা আছে বলিয়াই, যেটি আভাসিক বা প্রত্যবভাসিক (cross-sectionally 'taken') যন্ত্র, সেটি আসলে এবং পূরাপূরি যন্ত্রম্। সুরসা রাক্ষসীর মত যন্ত্র যতই না সর্ব্বগ্রাসী মুখব্যাদান করুক, শ্রীমদ্ হনুমান্ রামনামের ঐ 'ম'কার সহায়ে তার ভিতর থেকে 'গলিয়া' বাহির হইবেনই! ওঙ্কার, বীজাদির সহায়ে সাধন তো এই নিমিত্তই। অর্দ্ধমাত্রা তাঁর সেতুটি পাতিয়াছেন ঐ জন্যই। তবে হ্যাঁ, 'যন্ত্রেই নড়ন-চড়নহীন হ'য়ে প'ড়ে থাকব, যন্ত্রনের কোন সাড়াই আপনাতে পাব না, আর, মুখে মিথ্যে শুধু জাঁক, জারিজুরি করব'—এটা ছাড়তেই হবে। যিনি একেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর তিনি আমার পাশে এক হ'য়ে বসলেই তবে না আমি দশ! নইলে তো শূন্য! যন্ত্রেশ্বরী চিদানন্দরূপিণী কুণ্ডলিনী যতক্ষণ 'নিদ্রিতা', ততক্ষণ যন্ত্রই যেন সব কিছু, ভবের ও ভাবের কারবারে। তিনি 'জাগিলে' যন্ত্রম্।

ত্রিপুটী

প্রশাসয়িতা, প্রশাসিত, প্রশাসন—এই ত্রিপুটী মনে রাখিতে হইবে। প্রশাসিত আপনাকে 'এই, এতাবৎ মাত্র' রূপে যতক্ষণ দেখাইতেছে, ততক্ষণ সে 'ভূঃ' ব্যাহৃতির আমোলে রহিয়াছে। প্রশাসয়িতা 'স্বঃ' ব্যাহৃতিরূপে তাকে এক পরিপূর্ণ শক্তি-ছন্দঃ-আকৃতির 'আদর্শ' 'সেই' ('তৎ') বলিয়া দেখাইতেছেন। 'ভুবঃ' হইতেছেন প্রশাসন—যিনি মাধ্যমে রহিয়া 'এই'কে 'সেই'তে মিলাইবেন। এই প্রশাসন কর্ম্মটি জপে অভ্যারোহ, হবনে সবন বা আহুতি। সৃষ্টির সর্ব্বত্র এটি সেতু বা বিধৃতি।

প্রশাসনের সেতুরূপ

সৃষ্টির সর্ব্বস্তরেই প্রশাসনমূর্ত্তি 'কিছু' বা 'কেহ' তো প্রকট ; কিন্তু প্রশাসনের পরিচয়পত্র লইয়া আবহমান কাল বিচারের অন্ত নেই। ক্ষুরের ধারের মত নিশিতা, দুরত্যয়া সে গহনা বিচারসরণি। সে সরণি অনুসরণে মোহকলিলে (সেই Serbonian Bogএ) পতিত হবার আশঙ্কাই অধিক। সমস্ত কিছুর 'হৃল্লেখা' এবং 'আত্মা' পর্য্যন্ত গতি না হওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধির এ মোহকলিলপারীণ হবার সম্ভাবনাও নেই। আর, ঐ দুটি অন্তিকতম হইয়াও সে সুদূরতম! আপন ঘর, আর, আপন ঘরের ঘরণী! ফোটাফুল আপন মর্ম্মকোরকের পরিমলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকুল ভ্রমরকে কাছে ডেকে আনে ; কিন্তু, নিজেই সে জানে না। কোরকের কোন্ নিরালা নিভৃত কোষে তার গোপন মরমমধু! আপন হৃল্লেখার কাছ থেকে এই যে অফুরান, অবুঝ ব্যবধান, এইটেই তো সৃষ্টিতে সব চাইতে মর্ম্মন্তুদ ব্যবধান! তাই, প্রশাসনকে সেতুরূপে প্রসন্ন কর।

প্রশাসন মানে ?

প্রশাসন মানে 'প্রকর্ষেণ' শাসন। এই 'প্র', বস্তুর হৃল্লেখানিষ্ঠ থাকিলে, এবং তদ্রূপেই বোধে এবং ব্যবহারে আসিলে, স্বধাম্নি ও স্বে মহিম্নি সুস্থির থাকে ; এবং সেটি যথার্থ অক্ষরপ্রশাসন সেতুসংস্থা হয়। বস্তুতঃ আছেও তাই। কিন্তু অস্মদাদির বোধে ও ব্যবহারে (in our conventional appreciation), প্রশাসনকে বৈরূপ্যে এবং বৈগুণ্যেও পাই। সৃষ্টিধারায় প্রথম পর্ব্বে (First Emergenceএ) নয়, কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব্বে ঋজুর সঙ্গে বক্র মিলিয়াছে ; কিন্তু বক্র সেথায় বঙ্কিম-সুন্দর। তৃতীয় পর্ব্বে, বক্র হইয়াছে জিহ্ম ; সুন্দর হইয়াছে ক্রূর। (এই পর্ব্ব কয়টির সমাচার গ্রন্থের পরিশিষ্ট এক ইংরাজি প্রবন্ধে দেখ।) এর ফলে, প্রশাসনের 'প্র' যেন নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিল, এবং পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। একটি হইল 'উৎ' (ঊর্দ্ধগ), অপরটি 'অপ' (জিহ্মগ এবং নিম্নগ)। অর্থাৎ, উৎকর্ষ আর অপকর্ষ। সুর আর অ-সুর। এখন, এই 'অপের' পাল্লা কাটাই কিরূপে ?—ইহাই তো সমস্যা। 'উৎ' কে (যেমন, ওঙ্কারে মধ্যে প্রশাসনরূপ 'উ' বর্ণ) পাকড়াও, তা হইলেই সব উদ্বেগ, উপদ্রব উত্‌রাইয়া যাইবে। নান্যঃ পন্থাঃ। 'উৎ' হইল উত্তম যে সুরচ্ছন্দঃ প্রশাসন, তারি 'উত্তোলিত অভয়বরদ হস্ত' (uplifting divine moment)।

অপ এবং আপ :

'অপে'র অপনোদন, অপসারণ কর্ম্মে 'আপঃ' প্রসন্ন হউন! আপোদৈবতের প্রসাদই প্রশাসন উত্তমকল্পে। 'অপ' (অকারান্ত) এবং 'অপ্' (স্ত্রী, বহুবচন) এক করিয়া গুলাইও না। স্বরের আদি (অ) যদি পঞ্চম স্পর্শের আদিতে ('প'এ) থমকিয়া যায়, তবেই তো দেবতা হন অপদেবতা, সুর হয় অসুর। যেমন, ওঙ্কার অথবা ঐঁ আদি বীজ জপে 'ম'তে যে পরশলেশটি মিলিল, তাতেই 'খতম'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে দিও না। ঐখানেই অক্ষর প্রশাসন অৰ্দ্ধমাত্রার সেতু লইয়া প্রতীক্ষায় আছেন যে! তুমি সে সেতুর সন্ধান করিবে, না, আচম্‌কা বিষম বিরতির গর্ত্তে পড়িয়া তোমার জপকে জখম, আর, সঙ্গে সঙ্গে মনপ্রাণকে খামকা হয়রাণ করিবে? 'অপ্' বহুবচন হইয়া দেখান 'আপঃ'—পাও, মিলাও জ্যোতিকে, রসকে—'মহেরণায় চক্ষসে'। গায়ত্রীতে এই কল্যাণী প্রশাসয়িত্রীর প্রশাসনই সেতু পাতিয়া ধ্যানগোচর করে—'সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ'। কাজেই সকল 'অপ' বা অপকর্ষের মার্জ্জনকল্পে বিনিয়োগ হউক—আপোদেবতার। ইনি মন্যু, এনসাদি সকল ক্রূরজিহ্মকে আদৌ 'বিগলিত' করিবেন, পরে শোধন সংস্কৃত করতঃ বঙ্কিমসুন্দর এবং ঋজুপ্রশান্ত, দুই পর্ব্বেই তুলিয়া (sublimate) লইবেন। সব কিছুর সঙ্করধাঁচে 'জট্ পাকানো' হইল, সাধারণ ভাবে, মন্যু, আর, 'জোট্ পাকানো' এনঃ। একটা 'morbid clot', অপরটা, 'malign pull'. পূর্ব্বে এদের প্রসঙ্গ হইয়াছে।

এইবার প্রশাসনের উত্তম ভূমিকায় ফিরে এস। লক্ষ্য কর, এখানে তিনটি কল্যাণী শঙ্করধারা। 'অধি', 'অনু' এবং 'প্রতি' (প্রাতিরূপ্যার্থে)—এই তিন ভূমিকায় পরমাক্ষর তত্ত্ব অবতরণ করিতেছেন। অর্থাৎ, তিনি প্রশাসনের অনুবন্ধে ও অনুরোধে, হইতেছেন—অধ্যক্ষর, অন্বক্ষর এবং প্রত্যক্ষর। ব্যষ্টি-চেতনায়, প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব; সমষ্টিতে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্;—ইত্যাদি ভাবে এই মহাশ্চর্য্য অবতরণটি বুঝিয়া লইও। সব কিছুতেই। যেমন, একটা বৃত্ত আঁকিবে? ঠিক বৃত্তটিই যদি চাও, প্রথমে তার কেন্দ্র এবং তৎসম্পর্কে বৃত্তসূত্র (the equation, মন্ত্র) স্থির কর। এটি অধ্যক্ষর। তারপর, তদন্বয়-শাসিত 'তল' এবং 'ব্যাসমান' নিরূপণ কর। এটি অন্বক্ষর। শেষে, স্কেলাদির সহায়ে তার সুষ্ঠু রূপায়ণ হইল প্রত্যক্ষর—বৃত্তভাবের যথার্থ প্রতিরূপ।

অক্ষর-অবতরণিকা

সর্ব্বস্থলেই পরম অক্ষর বস্তুর এই ক্ষর পরিণাম প্রবাহে অবতরণিকাশৈলী লক্ষ্য করিবে। বিশ্বব্যবহারে সর্ব্বত্র এটি লক্ষ্য করিবে যে, কোন ক্ষরপরিণামই, তার আকৃতি, তার শক্তি, এবং তার ছন্দঃ—এ তিন সম্বন্ধে, তদপেক্ষায় অক্ষর কোন কিছুর প্রশাসন ব্যতীত হইতেছে না। এটমে ও প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াস্, সৌরজগতে সূর্য্য, ইত্যাদি এর উদাহরণ। অস্মদাদির মধ্যে ধী হইতেছে অক্ষরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিভূ। স্থিতধী হবার সাধন অক্ষরস্থিতির সাধন। জপকর্ম্মে অক্ষর পরিচর্য়াটি আরম্ভ হয়। সমাপন পর্য্যন্তই তাকে লইতে হয়। ব্যাহরণ এবং অনুধ্যান—এই দুইটি প্রগ্রহ তাকে অক্ষরসরণিতে উত্তমধাম এবং পরমধাম পর্য্যন্তই লইয়া থাকে। তবে, চলিতে চলিতে প্রগ্রহের আকৃতি-প্রকৃতি বদল হইতে থাকে। যথা, বৈখরীতে যেমন, মধ্যমায় তেমনটি নয়।

পরম ও উত্তম

পরমের ক্ষরভাবে 'নামিয়া' আসার একেবারে 'গোড়ার কর্ম্মটি' অত্যদ্ভুত! একরস, নির্ব্বিশেষ ভূমবস্তু 'যেন' নিজেকে নিজেই 'মন্থন' অথবা 'দোহন' করিতেছেন! যেটি শান্ত প্রপঞ্চোপশম, সেটি, যেন কোন অভাবনীয় যাদুতে, নিজেকে করেন 'প্রাণ' ('এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ')। সে প্রাণ 'অচিন্ত্যশক্তি-নির্জ্জরঃ'। নির্জ্জর = জরারহিত (Ever-renewing, Recreating)। আর, প্রাণ হইয়া তিনি কি 'তফাতে' সরিলেন? না, তিনি প্রাণকে আপন তাদাত্ম্যে লইয়া হইলেন—'প্রাণস্য প্রাণঃ'। 'পরম' হইলেন 'উত্তম'। কালে বা কার্যকারণে বিশ্লেষণ করিয়া 'পরম' 'উত্তম' বুঝিতে যেও না। ন্যূনতা বা আধিক্যও নেই। পুনশ্চ, সেই ভগবত্তার লক্ষণ স্মরণ কর। পরমে-উত্তমে এই যে একান্ত অনির্ব্বাচ্য তাদাত্ম্যবিনিময় (unthinkable transfer of identity), সেইটি ক্ষরে অক্ষর-অবতরণিকার আদিমা ভূমিকা। তন্ত্রের ভাষায়, আদিকলা (First Evolvent)। এই আদিমা কলনীশক্তির একান্ত ঘনীভাবে বিন্দু; একান্ত বিতানে নাদ। বিন্দু পরম নিকর্ষ; নাদ পরম প্রকর্ষ। আর, কলাকে বল পরম উৎকর্ষ। আদিমা কলনীর এই দুই পরিসীমায় ঋধ্যমানতা যদ্দ্বারা হয়, এবং পরমোত্তমে পারীণতার সেতুরূপাও যিনি হন, তাঁকে 'অর্দ্ধমাত্রা' বলা হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্' দ্রষ্টব্য। অর্দ্ধমাত্রা = ঋদ্ধি-কলা এবং পারমিতা কলা, দুই-ই।

মাতৃকা ও অর্দ্ধমাত্রা

স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণ মাতৃকা। মাতৃকারও মাতা অর্দ্ধমাত্রা। 'মাতৃকা' শব্দে 'কা'টি উহারই নির্দ্দেশ দেয়। বিন্দু-নাদ-কলা এবং কলাতীতে 'সেতু' = এই 'সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারা' কুণ্ডলিনী অর্দ্ধমাত্রা বাচ্য-বাচক সকলেতে প্রশাসয়িত্রীরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যক্ষতায় আছেন। ইনি অধ্যক্ষর। এঁর অধ্যক্ষতায় স্বরবর্ণও অক্ষর; ব্যঞ্জনবর্ণও অক্ষর। প্রথমটি অন্বক্ষর, দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষর। সুতরাং, স্বরব্যঞ্জন বর্ণাক্ষরও প্রশাসনব্রতনিরত। বাচাবিশ্বে সব কিছুর আকৃতি-শক্তি-ছন্দঃ—এ তিনেরি তাই বাঙ্ময় প্রশাসন। স্থূলবৈখরীতে, পূর্ব্বোক্ত অপকর্ষ এবং তন্নিবন্ধন ক্রূরতা-জিহ্মতাপত্তিবশতঃ স্বর-ব্যঞ্জনের প্রশাসনটি উপমর্দ্দিত। নাদবিন্দুকলা, অর্দ্ধমাত্রার সেতুটি, সাধারণ স্বরব্যঞ্জনাক্ষরে 'যেন' তুলিয়া রাখিয়াছেন! তাই বাক্, নামে অক্ষর হইয়াও, অক্ষর প্রশাসনের 'তটমিতা'ও হইতেছে না, 'পারমিতা' তো দূরের কথা। নাদবিন্দু সমাশ্রয়ে জপের সাধন সেই পারমিতারই সাধন।

"সামান্য" প্রশাসন এবং "মৌলিক"

প্রশাসনসূত্রকারিকায় 'সূত্রাত্মা' এবং 'স্ফোট' এতদুভয়ের উল্লেখ আছে। অক্ষরব্রহ্ম অনন্তশক্তিনির্জ্জর প্রাণব্রহ্ম হইয়া অণুত্বও অঙ্গীকার করিলেন (অর্থাৎ, নিজেকে 'মহতো মহীয়ান্ অণোরণীয়ান্' করিয়া লইলেন) সৃষ্টি এবং তৎপ্রশাসন কর্ম্মে। পরমাদ্ভুত যাদুকর একত্রই দুটি কাঠাকে মিলাইলেন। ফলে, বিন্দু। 'এক' বিন্দু আপনাকে 'বহু' করিল। বহুতে আসিয়া হৃল্লেখা, নাভি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বীজ বা কারণের আকৃতিটিও লইল। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ নাভিতে বা কেন্দ্রে পরম ব্রহ্মের অধিষ্ঠান রূপে, প্রাণব্রহ্মের অচিন্ত্য-অব্যয়-শক্তি-নির্জ্জররূপে, উত্তমের সর্ব্বাধ্যক্ষতারূপে—এই তিন রূপে 'সামান্য' প্রশাসনটি থাকেই। এ তিনটি ছাড়া আরও এক মৌলিক প্রশাসনের আবশ্যকতা হয়। সৃষ্টির উন্মেষে বিশেষ বিশেষ নাভি, কেন্দ্র তো 'প্রত্যেক' (individualized) হইয়াছে। অথচ, প্রত্যেকেই ব্রহ্মগোত্র, বিন্দুগোত্র। বহুত্বকে (manifoldকে) একত্বে, বিশেষকে সামান্যে ফিরিয়া না পাইলে তো সৃষ্টিতে অন্যোন্য সম্পর্ক, ছন্দঃ, শৃঙ্খলা—ইত্যাদি কোন প্রকার ব্যবস্থান ও সংস্থানই সম্ভাবিত হয় না। সবই যে 'আলগ' হইয়া ছড়াইয়া থাকে, পরস্পরের সঙ্গে আকৃতি-শক্তি-ছন্দঃ-সম্বন্ধে 'গাঁথা' হয় না, যেমনটি তারা রহিয়াছে। শুধু প্রাণের একটা বিন্দু, অথবা চেতনার একটা ভাব বলিয়া নয়, একটা ধূলির রেণুও অসীম বিপুলের মাঝে একা নয়, নিঃসম্পর্ক নয়, বিধৃত অবধূত নয়। তার বাহিরে সমস্ত কিছুর সাথে সে সর্ব্বতোভাবে গাঁথা; আর, এ বিশ্বগাঁথুনির মূল গ্রন্থিটি সে আপন নাভিগ্রন্থিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঈশানো-ভূতভব্যানাং'; কলাপ্রশাসনে, 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ' ইত্যাদি। বিন্দুরূপে সমস্ত কিছুর 'বীজমব্যয়ং', নাদরূপে বীজের কাণ্ডাদিরূপে পরিপূর্ণ বিতান; কলারূপে সেই বিতানের আধারে বিচিত্র অবয়বাদির কলন এবং ফলন; আর. প্রাণরূপে বীজাদিরও 'জীবন'—'নিধানম্'। এবম্বিধ যে উত্তমপ্রশাসন, তার স্বাভাবিক বাক্ হইল—'অউম' বা ওঁ। লক্ষ্য কর যে, উত্তমের 'ত্ত' ওঙ্কারে 'উ' হইয়াছে। আর 'উ' হইয়াছে 'অ'। অর্থাৎ, উত্তমে তাঁর সৃষ্টিতে 'অবতরণের' যে ভাবটি নিহিত আছে, তাঁর স্বাভাবিকী বাক্ যে ওঙ্কার, তাতে সে ভাব, 'উত্তরণ' ভাবটি লইয়াছে। 'আমি তো তোমাতে নেমে এসেছি; এইবার তুমি তোমা থেকে আমাতে উতরে এস—ধামে ফিরে এস।' উত্তমে, Divine Descent; অউমে, Divine Ascent. শব্দদুটি উচ্চারণ ক'রেই দেখ। ওঙ্কারের প্রশাসনে, কেবল সর্ব্ববিধ বাকের নয়, সর্ব্ববিধ বাচ্যেরও বিলোমাবৃত্তিটি অপগত হইয়া অধ্যক্ষর এবং পরমাক্ষর অভিমুখীনা যে অনুলোমাবৃত্তি, সেই বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয়। এইজন্য, কেবল এই দেহের নয়, পরন্তু সৃষ্টির সর্ব্বসংস্থাতেই, 'আজ্ঞা' বা প্রশাসন কেন্দ্রে ওঙ্কার স্বে মহিম্নি অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরুশক্তি, ঐঁ বীজরূপে, প্রথমতঃ সব কিছুর 'মূলাধারে' মহাকুণ্ডলীকৃত প্রাণকে হ্রীঁ বীজদ্বারা উদ্বুদ্ধ করেন, এবং পরে, ঐঁ শ্রীঁ বীজদ্বয়দ্বারা ঊর্দ্ধগ এবং ছন্দোগ করেন। আজ্ঞায় যে ওঙ্কার, তাঁর প্রশাসনেই এই ত্রিধারার সুষ্ঠু সম্মিলন (অগ্রগা, ঊর্দ্ধগা এবং ছন্দোগার) সাফল্যে আসিয়া থাকে। অন্তে, 'আজ্ঞা'র আজ্ঞা পাইয়াই 'সহস্রারে' ধামগাকেও মিলাইয়া থাকে (ক্রীঁ বা ক্লীঁ বীজে)। সকল সমর্থ নামেই এই 'আজ্ঞার' আজ্ঞা মিলাইতে হয়।

'আজ্ঞা' এবং 'চক্র' প্রশাসন

পূর্ব্বে চতুষ্পাৎ যে উত্তমপ্রশাসনের প্রসঙ্গ হইল, তন্মধ্যে প্রাণপ্রশাসনকে আধারে রাখিয়া, অপর ত্রয়কে ঈশ্বরপ্রশাসন, সূত্রাত্মা-হিরণ্যগর্ভ প্রশাসন এবং বিরাট্ প্রশাসন—এই তিনভাবে ভাবিয়া দেখিবে। অধ্যক্ষর, অন্বক্ষর, প্রত্যক্ষর কথাগুলো আগে বলা ও বোঝা হইয়াছে। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্তই 'আজ্ঞার' প্রশাসনে থাকিয়া 'নিম্নের' চক্রগুলিতে আপন আপন অক্ষর প্রশাসনাধিকারে রহিয়াছে। প্রতিটি 'চক্র' বিশেষ করিয়া এক এক তত্ত্বের ভূমি; এবং প্রতি তত্ত্বের প্রশাসন বীজ (লং ইত্যাদি) আছে। অর্থাৎ, চক্র যন্ত্র নয়, যন্ত্রম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই, তার স্বশক্তি-আকৃতি-ছন্দের উপযোগী ভাবে আপন মন্ত্রম্ এবং তন্ত্রম্ও পাইয়াছে। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে পরব্রহ্মের প্রাণপ্রশাসনকেন্দ্র। সহস্রারে তিনি 'উত্তম'—নিখিল তরতমতার পরিসীমারূপে বিরাজমান। আজ্ঞায় তিনি প্রণব, গুরুশক্তি ইত্যাকাররূপে নিখিলস্থিতিসৃষ্টিলয়ধারার অধ্যক্ষতা করেন; অর্থাৎ, এখান থেকেই সৃষ্ট্যাদির মূলীভূত মিথুনভাবকে একদিকে যেমন অনন্ত-বিচিত্র ভেদপ্রপঞ্চে সৌষ্ঠবে অবতরণ করান, তেমনি আবার অন্যদিকে সেটিকে অচিন্ত্যভেদাভেদের 'সামরস্যে' এবং পরম অভেদের 'একরসে' নিষ্ণাত করেন। মিথুনকে করেন 'যুগল', আর, যুগলকেও করেন 'কেবল' অথবা, কেবলাতীত 'অলখ নিরঞ্জন'। প্রতিটি চক্রের কোরকে হিরণ্যগর্ভ; দলে বিরাট্; কোরক-কেন্দ্রে সেই 'উত্তম'! সুষুম্না সূত্রাত্মা—সকল চক্রকেই প্রাণরসে যুড়িয়া 'হংসঃ' এবং আত্মরসে ভরিয়া, 'সোঽহম্'।

অন্যভাবে, এই প্রশাসন মহাপাদপের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম স্বয়ং। জীবনীশক্তি, মর্ম্মরস প্রাণ! বীজমব্যয়ং—বিন্দু। এর পরিপূর্ণ বিতানী নাদ। এতে কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্পফলাদির অনন্তকলনী কলা। এর মঞ্জরী স্ফুট স্বর, ফলপুষ্প ব্যক্ত ব্যঞ্জন। বৈখরীবাকে স্ফুটরূপে অক্ষরপ্রশাসন; মধ্যমায় স্ফোটরূপে; পশ্যন্তীতে পরিস্ফুট ভাতিরূপে; পরায় প্রস্ফুট প্রিয়ম্‌রূপে (স্বলসিত প্রোজ্জ্বলরসে)।

পরিপূর্ণ প্রশাসনমূর্ত্তি

এই সমগ্র, পরিপূর্ণ অক্ষর প্রশাসন মূর্ত্তি ধ্যানে রাখিয়া তবে ভূতভৌতিক সর্ব্ব যন্ত্রকে যন্ত্রম্‌রূপে বোধে, ব্যবহারে, উপলব্ধিতে মিলাইতে হইবে। বিজ্ঞানে যন্ত্রই সবকিছু ছিল, এখনও সে যন্ত্রমের পানে একটি পাদ বাড়াইতে পারিয়াছে মাত্র। এখনও 'এই' আর 'সেই'-এর মধ্যে যে সেতু, যে বিধৃতি, তার সন্ধান সে পায় নাই। এতাবৎকে নৈতাবতে লইতেছে বটে (যথা, এটমের বিকিরণে), কিন্তু প্রাণের সাড়া নেই, এবং প্রাণের আজ্ঞাবহা যে সুষুম্না, তারও কোন সজাগ শিহরণ নেই। কাজেই, নৈতাবতী দিতিগর্ভেই, অদিতির গর্ভে জাত হইতেছে না। মহতী বিনষ্টির আতঙ্ক! প্রজ্ঞানে যন্ত্র ও-ভাবে নেই; যন্ত্রম্ আছে। তুমি, আমি নিছক যন্ত্র কেহই নই। তোমার আমার মাঝে যে আজ্ঞা, সে আজ্ঞা, অন্ধনিয়তির আজ্ঞা নয়; যে প্রশাসন, সে প্রশাসন পরম এবং উত্তমেরই প্রশাসন। এ প্রশাসনে ছন্দঃ আছে, লীলাও। শ্বেতাশ্বতরের মন্ত্রটি স্মরণ কর—"একো দেবো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুর্ণশ্চ ॥”

৩। **অনপেক্ষাক্ষরত্বমধিষ্ঠানত্বম্** ॥

অক্ষরবস্তু (সর্ব্বতোভাবে) অপেক্ষারহিত স্থিতিতে অধিষ্ঠান।

সৃষ্টিতে কামাদি চতুষ্টয়

সৃষ্টি এবং তৎপ্রশাসাদিকল্পে অক্ষরপরম ‘কাম’, ‘তপঃ’, ‘সঙ্কল্পন’ এবং ‘ঈক্ষণ’ —প্রধানতঃ এই চারিটি ভাবে নিজেকে ‘দেখান’। বাকে ওঙ্কাররূপ হইয়া বিন্দুতে হন কাম ; নাদে ঈক্ষণ ; কলায় সঙ্কল্পন ; অর্দ্ধমাত্রায় তপঃ। এ চতুষ্টয়ে ঈক্ষাকে (নাদকে) বিশেষভাবে লও, কেননা, নাদ ও ঈক্ষণরূপেই সবকিছুই ‘ব্যক্তিমাপন্নং’ হয়, অভিব্যক্তিতে আসে। ঈক্ষণই ‘দেখে’ এবং ‘দেখায়’। এটি ব্যতীত সবই যেন নেপথ্যে। ওঙ্কারাদি জপে পরাব্যক্ত বিন্দু (পরমকাম) থেকে নাদই ‘উদিত’ হন, এবং কলাবিতান ছন্দোগ পাদে এবং মাত্রায় করিয়া, পুনশ্চ বিন্দুতেই ‘বিলীন’ হন। উদয় এবং বিলয় সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা (তপঃ)।

ঈক্ষণে ‘অপ’

এখন, ঈক্ষা বা ঈক্ষণ হইলেই তাতে ‘অপ’, এবং ‘উপ’ ইত্যাদি ভাবসমূহও বীজ থেকে অঙ্কুরাদির মত ফুটিয়া ওঠে। ঈক্ষণ হইল, কিন্তু কে করিল এবং কি বা কাকেই বা করিল ? চণকের বীজে দুইটি দানার মত কে এবং কি পরস্পরকে জড়াইয়া থাকিলেও, তাদের ব্যবধানবীজটি (অন্তরিক্ষ) নিহিত থাকে। পরস্পরের আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া ‘কে’ যখন ‘কি’ কে আপনা থেকে যেন পৃথক্ ‘আর কেউ’ করিয়া দেখিল, তখন ঈক্ষা হইল ‘অপেক্ষা’ (relation, relatedness)। বিন্দুতে নাদ-কলা দুই-ই সম্মিলিত ছিল (in unthinkable coalescence)। অর্দ্ধমাত্রা ঋধ্যমানা হইয়া (অর্থাৎ তপঃ) নাদকলাকে বলিলেন—‘তোমরা দুটিতে অপেত হও, নিজেদের আলাদা করিয়া ফোটাইয়া লও’। অর্দ্ধমাত্রাই বিন্দু কেন্দ্রের দুদিকে দুই সেতু পাতিলেন ; একটি ‘অপ’ (উদয়ে), অন্যটি ‘উপ’ (বিলয়ে ; উপনীত হও)। বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে ‘অপেত’ ; কিন্তু ফলে আবার বীজ, সুতরাং, ‘উপেত’। অন্তর্ব্বহিঃ সমস্ত কিছুতেই এই মৌলিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেত-উপেত ভাবটি বুঝিয়া লইবে। ব্রহ্মের যে ঋচ্ছতিরূপ, সেটি এই মূল দ্বন্দ্বকে লইয়া প্রবৃত্ত হয়। বিন্দুব্রহ্মে একত্র শূন্য পূর্ণ রহিলেও, জগৎপ্রতীতিতে বিন্দুর শূন্যের পিঠটাই (পরাব্যক্ত ভাবটাই) দেখি ; পূর্ণের দিক্‌টা অপিহিত ; নৈষ্কল্যের দিক্‌টাই যেন এদিকে ফেরান'। আবার সেই বীজ লইয়া বোঝ। বটের বীজ ভাঙ্গিয়া ওতে কৈ বটের কিছু দেখিলে না!

চারিটি অবস্থান

যখনই যেখানে কোন কেন্দ্রবিন্দু থেকে (from 'origin') ব্যাপারপ্রবৃত্তি সুষমভাবে হইতেছে (যেমন, জপব্যাহরণে), ব্যাপারের চারিটি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, বিন্দু থেকে 'অপেত' ; দ্বিতীয়, 'সমেত', কিনা, সম, সুষম-ভাবে 'ইত' ; তৃতীয়, 'উপেত' (বিন্দু প্রত্যাবর্ত্তনে) ; চতুর্থ, বিন্দুস্থিত বা 'সমবেত'। এখন, যা কিছু বিন্দু থেকে অপেত, সমেত এবং বিন্দুতে পুনঃ উপেত, সে সবই বিন্দুগর্ভে সমবেত রহিয়া একান্ত শূন্য অবশ্যই হয় না ; বস্তু এবং বৃত্তি দুই-ই এখানে আসিয়া বলে—'আমরা এখানে পূরা হইয়াছি, অপেতাদি তিনটি-ভাব আর আমাদের নেই।' এই যে সমবেতভাব, তাকে বলা হোক্ 'সাকল্যশূন্যতা'। অর্থাৎ, সাকল্য এবং সাফল্য দুই-ই পূরা হওয়ায় অপেতাদিভাবত্রয়ের যে অনবকাশ ও অবসান, তাই। কিন্তু যেহেতু বিন্দু ব্রহ্মকামের পরমঘনীভাব, ব্রহ্মের ঈক্ষণ, সঙ্কলন এবং তপঃ—এই ভাবত্রয়ের অপেক্ষাবীজটি বিন্দুতে নিহিত থাকে। ব্রহ্ম প্রাণপর্ব্বে না আসিলে তো তাঁতে ঘননী, ব্যাপনী, তায়নী প্রভৃতি কোন ঋচ্ছতিরূপই আসে না। কাজেই, বিন্দু, নাদ, কলা, শুদ্ধ অনিরুক্ত, অলক্ষণ, অপ্রমেয়, অব্যবহার্য্য যে ব্রহ্মস্বরূপতা, তার 'সম্পর্কে' নেই, প্রাণব্রহ্মের, কিনা, ব্রহ্মের প্রাণরূপতায় আছে। পরমতত্ত্ব তাই বিন্দুনাদকলাতীত। সম্পর্ক বা সম্বন্ধ 'অপেক্ষা' ব্যতীত হয় না। যেটি শুদ্ধ অবাঙ্‌মনসগোচর, তা থেকে 'অপেত' (যেন সরিয়া) যে ঈক্ষা, সেইটি হইল অপেক্ষা। 'ততে' পরমমগ্নতায় এটি রহে না। পুনশ্চ সেই ভান এবং ভাস পরীক্ষা কর।

অপেক্ষার অপসর্পণ (elimination)

এখন, অপেতভাব, কিনা অপেক্ষাকে, এক এক সংস্থায় শূন্যে আন, অবশ্য সেই পরমাব্যক্তেরই (Absoluteএর) তল্লাসে। বিন্দু, কিনা, পরাব্যক্ত থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তাব্যক্ত সেতু সহায়ে নাদ উদ্দিত হন ওঙ্কারাদি জপে। এই উদয়ে 'অপেত-ভাব'টি ঘটিল ; কাজেই, 'অপেক্ষা' আসিল। বিলয়ে এই অপেতভাব এবং অপেক্ষাকে যথাসম্ভব শূন্যে লইতে হয়, অথবা পাইতে হয়। লওয়া বা পাওয়াটি পূরা হইলে, যেটি বিন্দু থেকে অপেত, সুতরাং সাপেক্ষ হইয়াছিল, সেটি বিন্দুতে, বিন্দুস্থিতি সম্পর্কে, অনপেত, অনপেক্ষ হইল। কিন্তু এতে, কিনা শূন্য-পূর্ণে সমবেতস্থিতিতে, পরম অনপায় এবং একান্ত অনপেক্ষাটি সংসাধিত হইল না। সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা অপেত-উপেতের (+, −) দিক্ থেকে তাঁর 'মুখ'টি ঘুরাইয়া, পরাব্যক্ত বিন্দুস্থিতি থেকে পরমাব্যক্ত ব্রাহ্মীস্থিতিতে নেবার চরমা বা পরমা (তুরীয়া) সেতুটি হইবেন, তবে না একান্ত অনপায়, অনপেক্ষ 'ধাম' অধিগত হইবে !

অপেক্ষার পর্ব্বপরম্পরা

সুতরাং, অপেত এবং অপেক্ষার পর্ব্বপরম্পরা রহিয়াছে। শ্রুতির সেই 'ব্রহ্মলিঙ্গ' এবং 'ব্রহ্মস্বরূপ' আকাশকে যেরূপ 'ততো জ্যায়ান্' ক্রমে 'পরোবরীয়ান্' ভাবে অধিগমের পন্থাঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, অনপায়-অনপেক্ষধাম সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিবে। ক্ষিতি থেকে সুরু করিয়া বায়ু পর্য্যন্ত সকল 'সাপেক্ষ' সম্বন্ধে যেমন আকাশ অনপায়-অনপেক্ষ, সুতরাং অধিষ্ঠান, তেমনি, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, সমষ্টি-ব্যষ্টি নিখিলের অধিষ্ঠান কি বা কোথায়—যেটি না মেলা পর্য্যন্ত এই ক্ষরাক্ষর প্রবাহে একান্ত সুস্থির অধিষ্ঠানটি মিলিল না। জড়ের ক্ষেত্র, প্রাণ এবং মানসের ক্ষেত্র—সকল ক্ষেত্র থেকেই ধ্রুবৈক-অধিষ্ঠান-অন্বেষণ সুরু হইয়াছে, অগ্রসরও কিয়দ্দূর হইয়াছে ; কিন্তু সরণীসমূহ এখনও 'বহুশাখাঃ'—একমুখী হয় নাই। তবে সকল সরণীযাত্রাই বুদ্ধিযোগে আরুরুক্ষু—এইটাই ভরসার কথা। কেননা, ঐটি আসিলে তবে যুঞ্জান, যুক্ত প্রভৃতি। কিন্তু যোগের লক্ষণ এবং লক্ষ্যই হইল—যৎকিঞ্চিৎ ব্যস্ত-ব্যগ্র (prone in divergence), সেটিকে সমস্ত-সমগ্র করিয়া লওয়া। এই নিমিত্ত, যাহা 'সরণ্য' বা সরণীয় (end to be aimed at and pursued), এবং তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত 'সরণী' (ways and means), তাদের মধ্যে 'অপেত' ভাবটি ক্রমে গৌণ ও হ্রস্ব করিয়া সরণ্যকে শরণ্য এবং বরেণ্যরূপে মিলাইতে হয় ; এবং সরণীও হইতে থাকিবে ঋজু ঋতস্থ পন্থাঃ। জপাদি যে সাধনই করি, লক্ষ্য এবং উপায় হইল—সরণিশোধন (শরণ্যম্) এবং বরেণ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধন (বরেণ্যম্)। ওঙ্কারে আদিস্বর অকার কি করে? নিখিল সৃষ্টিতে এবং সাধনে ঋজু যে ঋতস্ত পন্থাঃ (সরণি), তার অনুক্রম ও অনুবৃত্তি ঘটায়। উকার দ্বারা এবং মকার দ্বারা যেটির ঋজু-ঋতভাবে অনুসরণ হইতেছে, সেটি শ্রেয়ের সাক্ষাৎ প্রশাসনে আসিয়া হয় 'শরণ্যম্', এবং নিঃশ্রেয়সের স্বাধিকরণ বরণে আসিয়া হয় 'বরেণ্যম্'। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। সমস্ত কিছুতে (বাহ্য স্পর্শাদিতে) অনাত্মভাস পরিহার করতঃ আত্মৈকবুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত, শরণ্যম্-বরেণ্যম্ দ্বয়ের দ্বার সম্পূর্ণ অবারিত হয় না। এই নিমিত্ত অকারে অধ্বন্বী (অধ্ববান্), উকারে মনস্বী এবং মকারে এবং অর্দ্ধমাত্রায় আত্মন্বী, ধামন্বী হইতে হইবে।

ধ্রুবৈক অভিক্রমণ

এ সমস্ত পর্ব্বটাই হইল ধ্রুবৈক-অধিষ্ঠানের পানে অভিক্রমণ। কিন্তু আগে বলা হইয়াছে যে, অনপেত-অনপেক্ষ যে অক্ষরধাম (সুতরাং লক্ষণমত পরম অধিষ্ঠান), সেটি এই আকাশের মত 'ততো জ্যায়ান্' ভাবে মিলাইতে হয়। 'নেতি নেতি' দ্বারা, যাহা কিছু অপেত-সাপেক্ষতায় আসিয়াছে তাদের, সকল অপায়-অপেক্ষা পরমে উপশমে না আনা পর্য্যন্ত, আত্মাই যে সর্ব্বের অধিষ্ঠান, ইহা অনুভবে আসে না।

কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ?

সৃষ্টির যে কোন 'তল' থেকেই এই যাত্রা সুরু হইতে পারে। বিজ্ঞানাদিতে হইতেছেও। Space-Time Continuum অধিষ্ঠান-অন্বেষণের কোন্ পর্ব্ব পর্য্যন্ত লইয়া গেল? প্রাণে ও মানসেই বা বিজ্ঞানের গতি কি অবধি? 'পরায়ণ' তো এখনও শুধু মনন নয়, কল্পনারও পারে! সাধনের ক্ষেত্রে এটি অন্তরঙ্গ প্রশ্ন—চ'লেছি তো, কিন্তু কোথা শেষ দাঁড়াবার ঠাঁই? এমন কোন ঠাঁই কি আছে, যেখানে গেলে আর ঠিক্‌রে ফিরে আসতে হবে না (অচ্যুত পদ)? জপে কলিত-ফলিত কলাবিতান (অ, উ, ম ইত্যাদি) উর্ম্মির মত কোন্ আধারে উঠিতেছে পড়িতেছে, তা অগ্রে জান। সে আধার ব্যক্তনাদ। সে ব্যক্তনাদ অপেত এবং উপেত হয় পরাব্যক্ত বিন্দু থেকে এবং বিন্দুতেই সেতু সহায়ে। সেতু তৎসম্পর্কে বিধৃতি, আশ্রয়। বিন্দু তৎসম্পর্কে বীজ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলয়। প্রাণব্রহ্ম নাদবিন্দুকলা সম্পর্কে আধান এবং নিধান। আধানরূপে বিস্তার, এবং নিধানে ঘনীভাব। যিনি অধ্যক্ষর, তিনি 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'! এবং শেষে, পরমাক্ষর ব্রহ্ম বা আত্মাই অধিষ্ঠান। এখানে অপেত-অপেক্ষার ঐকান্তিক অবসান। বিন্দুতে ব্রহ্মের সাকল্য-শূন্যতা; অধিষ্ঠানে নৈষ্কল্য-শূন্যতা। অধিষ্ঠানে নির্দ্দোষসমতাস্থিতি। এরূপ নির্দ্দোষ নির্ব্যূঢ় সমতায় না আসিলে কোন কিছুই ঐকান্তিক অনপেত, অনপেক্ষ হয় না। এই যে অধিষ্ঠানে স্থিত হবার অধিরোহিণী কথিত হইল, তাতে এমন মনে হয় না যেন যে— অধিষ্ঠানে পৌছিলেই অধিরোহণীটি (সিঁড়ি) অনাবশ্যক, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ফেলিয়াই দিতে হইবে। অর্থাৎ, 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' যে ভগবত্তা, তাতেই বা আর তখন কি কাজ? এ প্রশ্নের মর্ম্ম প্রণিধানের নিমিত্ত সেই মহামায়া-সূত্রটি আবার ধ্যান কর। নিষ্কল পরমশিব ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বে পরম অধিষ্ঠানরূপে আছেনই; কিন্তু শক্তি, শিবশক্তিসামরস্য, সদাশিবাখ্যাদি তত্ত্ব, অধিষ্ঠানের পরম শূন্যতাকে পরমপূর্ণতায় দেখাইয়াছেন। পরমবিন্দুরূপে শূন্যতা এবং পূর্ণতাকে মিলাইবার 'স্থল'টি পরমাধিষ্ঠানেই নিষ্ঠিত রহিয়াছে। কারিকা—

অপায়াদীক্ষয়াপেক্ষা নির্দ্দোষসমতাস্থিতেঃ।
তদৈক্ষতেতি যাম্নাতা খ্যাতীনাং যোনিরেব সা॥
যা প্রমাপ্রময়োস্তুল্যা ব্যোমেক্ষণাদ্ যথানিলঃ।
শুক্তীক্ষণাত্তথা রৌপ্যং ভেদস্ত্বাপেক্ষকৈঃ কৃতঃ।
প্রপঞ্চোপশমঃ শান্তঃ শবসাক্ষিসদাশিবঃ॥ ১৪৮–৫০

নৈষ্কল্য শূন্যতা এবং 'খ্যাতি'

নির্দ্দোষসমতাস্থিতিরূপ যে নৈষ্কল্যাধিষ্ঠান, তা থেকে 'অপেত' হইয়া যে 'ঈক্ষণ' বা ঈক্ষা, তা থেকেই 'অপেক্ষা'। শ্রুতি সৃষ্টিকল্পে 'তদৈক্ষত' ইত্যাদি বলিয়াছেন— এই অপেক্ষাকে উদ্দেশ করতঃ। সৎখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি ইত্যাদি যে সব খ্যাতিবাদ আছে (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্তে), সে সব খ্যাতিরও 'যোনি' এই অপেক্ষা। ব্যোম বা আকাশের ঈক্ষণে মরুৎ (অনিল) হইল। শ্রুতিকথিত এই ঈক্ষণ 'প্রমা' (ব্যবহারিক যথার্থজ্ঞান) রূপে গণ্য; কিন্তু শুক্তির ঈক্ষণে রৌপ্য—এটি অপ্রমা (প্রাতিভাসিক); কিন্তু প্রমা-অপ্রমা উভয় স্থলেই যেটি পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বাধিষ্ঠান, তা থেকে 'অপেত' হইয়াই ঈক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

('seeing' the Given-in-itself and as such) ঘটিতেছে। প্রমা আর অপ্রমার মধ্যে যে ভেদ, সে ভেদ অপেক্ষামাত্র দ্বারা হয় না। অর্থাৎ, এমন নয় যে, প্রমায় অপেক্ষা (অপেত হইয়া ঈক্ষণ) নেই ; অপ্রমাতেই সেটি আছে। ভেদ অপেক্ষা নিমিত্তক নয় ; পরন্তু আপেক্ষিক নিমিত্তক—অর্থাৎ, অপেক্ষার সঙ্গে অন্য অন্য যে সব হেতু থাকে, তাদের জন্যই। অস্মদাদির অসম্পূর্ণ-খ্যাতিতে তত্ত্বসামগ্রী এবং তদধিষ্ঠানসম্পর্কে জ্ঞান তো ব্যবহারেও ঠিক প্রমা নয়। বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে তার অহরহঃ শোধন-সম্পূরণ্ চলিতেছে। পূর্ণজ্ঞানেও যে ঈক্ষণ, সেটিও 'অপেত'। কেননা সেখানেও পূর্ণপ্রমাতা তাঁর পূর্ণপ্রমেয়কে 'এই' রূপে দেখিতেছেন। সুতরাং, সেখানেও অপ্রমেয়, অব্যবহার্য্য, অনিরুক্ত, অলক্ষণ তত্ত্বসামগ্রী এবং তদধিষ্ঠান আর সেরূপটিতে নেই ; Alogical Absolute Perfect Logical হইয়াছে। ফলতঃ, ঈক্ষণএর গোড়ার কথাই এই অপেতভাব—Emergence of Relatedness out of the Absolute. অপ্রমার বেলা এই সামান্যাধারে অন্য অন্য হেতুও আপতিত হয়। আর, এই সামান্যাধারেরও অধিষ্ঠানরূপে কি নিত্য থাকেই ? অস্তিতা, ভাতিতা এবং আনন্দ। সে অধিষ্ঠান 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং'। এই একান্ত ধ্রুব এবং 'অনপেক্ষাক্ষর' অধিষ্ঠান না পাইলে তো কিছুই একান্ত অপেক্ষারহিত ভাবে স্থির ও শান্ত হয় না। 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—যেটি সুরিরা ঈক্ষণ করেন, সে ঈক্ষণেও 'পরমপদ' (the Absolute as such) অপেক্ষায় নামিয়া আসেন। বাগাদিরূপে অপেক্ষায় অবতরণই হইল গঙ্গাদির অবতরণ—আগে বলা হইয়াছে। জপাদি সাধনের লক্ষ্য হইল সেই অধিরোহণীধারা সমাশ্রয়ে অধিষ্ঠানভূমি পর্য্যন্ত—পরমপদে—প্রত্যাবর্ত্তন। ভগবত্তা-প্রসাদ-প্রপত্তি ব্যতীত এটি যে হবার নয়, তাও বারংবার বলা হইয়াছে। ওঙ্কার, মহানাম, মহাবাক্যাদি প্রপত্তি ভগবৎপ্রপত্তিই। তবে যে পথেই হোক্, অনপেক্ষাক্ষরভূমি বা অধিষ্ঠান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেই হইবে। নচেৎ, সাপেক্ষ। লীলাসাপেক্ষ পক্ষও এতে বিপক্ষ গণিবেন কি ?

সাক্ষিত্ব

কারিকার শেষে আছে—'শবসাক্ষি-সদাশিবঃ'। আবার সেই কালীরূপের ধ্যানে যাও। মায়ের পদতলে 'শবশিব' এবং 'সাক্ষিশিব'—এই দুটি ভাবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি। প্রথমটিতে, ঈক্ষণব্যাপার নেই; পরমশিবরূপে শুদ্ধ অধিষ্ঠান। দ্বিতীয়টিতে, ঈক্ষণ আছে, সাক্ষিত্ব আছে; কাজেই পরমাধিষ্ঠান থেকে 'একটুখানি' অপেতভাব—শিব মাথা তুলিয়া দক্ষিণবাহুতে ন্যস্ত করিয়া মাকে আমার দেখিতেছেন! এঁকে সদাশিব বলিবে? নিত্যকালী আর সদাশিব—কাল-কলনের উর্দ্ধেই এখনও। 'বৌদ্ধ পরিণাম' (logical process) আর কাল পরিণাম (temporal process)—এ দুয়ের ভেদ মনে আছে তো? একটা বৃত্তের ধর্ম্মগুলি পরপর 'বাহির' করিয়া 'দেখিতে' হয়; কিন্তু তারা সবই একসঙ্গেই আছে।

শবশিব ও সতীশব

আগে কালিকাষোড়শীর শেষের শ্লোকে অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠিত তত্ত্বটি সমবলোকিত হইয়াছে। 'কৈবল্যং বিদধাতি নিগু'ণতয়া দ্বৈতং মরীমৃজ্যতে'—নিখিলদ্বৈতের মার্জ্জনপূর্ব্বক কালিকা (একাধারে গুণময়ী, গুণাশ্রয়া এবং গুণাতীতা) কৈবল্য-বিধায়িনী। কিন্তু এইসঙ্গে সতী দাক্ষায়ণীকেও ধ্যান কর। দক্ষ প্রজাপতি শিবহীন যজ্ঞে (সৃষ্টিকর্ম্মে) প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে, সতীর প্রাণত্যাগ। শিবের স্কন্ধে সতীশব। আগের চিত্রে শবশিব; অত্র সতীশব। আগে শিব শুদ্ধ অধিষ্ঠানমাত্র অথবা সাক্ষিত্ববিশেষিত অধিষ্ঠান। এখানে তিনিই তাণ্ডবনৃত্যপর। সৃষ্টি প্রলয়োন্মুখ। বিষ্ণু (পাতা) তাঁর 'সুদর্শনে' সতী-অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাতে সৃষ্টির রক্ষা ও পালন হইল। সতী-অঙ্গসমূহে হইল একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ। একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণসংখ্যা জানা আছে। কিন্তু এটি এক রহস্যসংখ্যা। ৫×১০+১=৫১; ২×২৫+১=৫১; ৩×১৭=৫১; ইত্যাদিরূপে সংখ্যাটি মেলে। এ সংখ্যাগুলি সৃষ্টি-স্থিত্যাদি প্রকরণের অনুবন্ধে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। পাঁচে পঞ্চ মহাভূত; দশে দশধা অভিব্যক্ত প্রাণ; এবং মূলে অক্ষর বস্তু এক। পাঁচটি ভূতসূক্ষ্ম (তন্মাত্র), দশ প্রাণ (অথবা ইন্দ্রিয়), মন এবং বুদ্ধি (অথবা অহঙ্কার ও বুদ্ধি)—এইগুলি মিলিয়া ১৭। ইত্যাদি।

বাক্—দৃষ্টান্ত; সমনী, উন্মনী

এখানে বাক্, সুতরাং মন্ত্রের, অনুবন্ধে রহস্যসংখ্যাটি গ্রহণ কর। 'প্রপঞ্চো-পশমং শান্তং' যে অক্ষরাধিষ্ঠান, তার কোন বাগ্বীজ অবশ্য নেই। সেটিকে যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল পরমশিব, তবে সে পরমশিবও কোন বীজবাচ্য নন। এইবার সাক্ষিত্বাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমবস্তু বাগবিশেষণ-বিশেষিতও হইলেন। ধর, তাঁর বীজ হইল 'হৌং'। মাতৃকার শেষবর্ণে, হকারে, শক্তির অখণ্ডত্ব এবং সমগ্রত্ব সন্নিবেশিত। এই অখণ্ড-অনন্ত-শক্তিমান্ রূপে হইলেন হ + ঔম্ = হৌং। নিখিল শক্তিবিন্দু এবং শক্তিধারার (all centres and lines of power manifestation) এই মহাসিন্ধুতেই পরিসমাপ্তি, পর্য্যবসান। পরমশিবে যদি ভাব স্বারস্য, তবে এ স্থলে কি? শিবশক্তি সামরস্য? বটে; সামরস্য এ স্থলে নৈষ্কল্য এবং 'উন্মনী' প্রবণতা; যেমন, ওঙ্কারাদি জপে বিলয়ের সেতুতে। উদয়ে সাকল্য এবং 'সমনী' প্রবণতা। সামরস্যটি ঠিক স্বচ্ছন্দ-সমতায় থাকিবে কোন্ বীজে? সে বীজ আমাদের সেই পূর্ব্বালোচিত হৌংসঃ বীজ। উমা হৈমবতী, কালিকা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বীজ, এবং রাম, কৃষ্ণাদি মহানাম এই পরম 'সামান্য' আকৃতিতে আসেন। এ বিচারে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি ভেদ নেই জানিবে। এখন, ঐ যে সামরস্য-সাম্য, ওটিকে কোন রকমে ভাঙ্গিতে দাও (যেরূপ দক্ষযজ্ঞে)। 'হৌং' সমস্ত কিছুকে অবশ্য নৈষ্কল্য-উন্মনীতে টানিয়া লইবেন; 'সঃ' (শক্তির স্বতঃ-সর্ব্বতঃ বিক্ষেপ) তাঁকে বলেন—'টানিবে টানো; তবে, সাকল্য-সমনীকেও উদিত, বিকশিত হইতে দাও; সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-এ তিনই চলুক, স্বচ্ছন্দে চলুক।' কিন্তু, 'সঃ' যদি 'স্থাণু' হন, 'স' মাত্র হন, কাজেই, হৌংকে আর সৃষ্টিস্থিত্যাদির আধার-ভূত স্বচ্ছন্দ সামরস্যে না রাখেন, তবে কি হয়? শিবের স্কন্ধে ঐ সতীশব। 'সতী' নামে 'সৎ' (অস্তি) এবং 'ঈ' (উর্জ্জিতরূপে ভাতি)—এ দুয়ের ব্যঞ্জনা এ প্রসঙ্গে ধ্যানে লইও। এই 'সতী' শব (static, inoperative, alien) হইলে সমতাটি রক্ষিত হয় না। 'হৌং'-এর একান্তকেন্দ্রীণা বৃত্তি 'সঃ' এর প্রসারিণীবৃত্তির সাহিত্য থেকে বঞ্চিত হয়; 'প্রিয়ম্' অস্তি-ভাতির পক্ষপুটদুটি মেলিতে যেন অসমর্থ হয়।

'হ' এবং 'স' এর সামরস্য

'হ' এবং 'স' এর সামরস্য বৈরস্যে আসিলে তো নিসর্গের রক্ষা এবং পালন হয় না। হৌংতে শিবশক্তি in coalescence; অনুস্বারের, সুতরাং তদধিষ্ঠিত বিন্দুর, সমস্ত কিছুকে আত্মনিপুটিত করার 'ঝোঁক'। নিসর্গরক্ষা হইতে গেলে শুধু 'স' নয়, বিসর্গেরও আবশ্যকতা, অর্থাৎ, সঃ। এটি হইবে কি উপায়ে? যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাতা, তাঁর সুদর্শন দ্বারা। সতী শবরূপে স্তব্ধসমাধিতে সংবৃতা ও অব্যক্তা। তাঁকে স্বরব্যঞ্জনমাতৃকারূপে বিবৃতা ও ব্যক্তা না পাইলে ওঙ্কারপ্রমুখ কোন বীজই সৃষ্ট্যাদিতে সংপ্রবৃত্ত হন না। যথা, স্থূলে rest energyকে moving energy (radiation) রূপে না পাইলে ভৌতিক সৃষ্টিটাই একান্ত অচল। হৌং নিখিল প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করিতে উদ্যত। নিসর্গের বিরূপ বিলোমাগতিকে পুনশ্চ সরূপ অনুলোমে পাইতে হইলে, অন্তিম যে 'হ' বর্ণ, সেটিকে প্রথমতঃ আদিবর্ণে, অকারে ফিরিতে হয়। ফলে, হৌং হইল ওম্। (অবশ্য একটুখানি বর্ণরসায়ন অঙ্গীকার করতঃ)। এই ওঙ্কারের অ, উ, ম, নাদ, কলা, বিন্দু—এঁদের 'আশ্রায়' লং, বং ইত্যাদি ভূতবীজ, এবং অপর সকল বীজ (আপন আপন চক্রাদি যন্ত্র ও তন্ত্র সহ) আবির্ভূত। যেমন ধর, গায়ত্রীরূপে বিন্দু থেকে নাদ উদিত হইলেন। ভূরাদি কলা তাঁর 'স্কন্ধে' আহিত আছেন বটে, কিন্তু কলা যদি স্তব্ধ রহিয়া বলেন—'আমি মাতৃকাবর্ণের কলনী হইব না'—তবে? তবে ছন্দোমাতা গায়ত্রীই আবির্ভূতা হইলেন না; নাদ হৌং আকৃতিতে সব সম্বরণ করিয়াই লইলেন। এমন কি, 'সোঽহম্', 'হংসঃ'ও সম্ভাবিত হইলেন না। এইভাবেও শিবস্কন্ধে 'শবসতী' দেখিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (ক)

"জপযজ্ঞ"

অনির্বাণ

জপ একটি সুপ্রাচীন এবং সর্ব্বজনীন সাধনা। এর মূল রয়েছে বেদে। বেদসংহিতা মন্ত্রময়। জপের সাধনা মন্ত্রের সাধনা। বেদ হতে তন্ত্র পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই সাধনার বিস্তার।

যাস্ক বলেন, 'মন্ত্রো মননাৎ'। অর্থাৎ মনন হতে মন্ত্রের আবির্ভাব। মনন মনের ধর্ম্ম। কিন্তু এখানে যে-মনের কথা বলা হচ্ছে, তা দার্শনিকের ইন্দ্রিয় নয়। ঋগ্বেদের ভাষায় তা 'বোধিন্মনা'র মন।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহরিত জ্ঞানকে ভিত্তি করে কাজ করে প্রাকৃত মন। বোধির আলো তার উপরেও এসে পড়ে, নইলে সামান্য-ভাবনা সম্ভব হত না। সামান্য-ভাবনায় বস্তুর খণ্ডরূপের পিছনে আমরা আবিষ্কার করি অখণ্ড ভাবকে। ইন্দ্রিয় বিশেষদর্শী, প্রত্যেকবার সে একটি বিশেষ বস্তুকে অত্যন্ত বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তার ভূয়োদর্শনকে সামান্য রূপ দেয় মনের একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তি। বারবার 'মানুষ' দেখে আমাদের মনে 'মনুষ্যত্বে'র ধারণা জন্মায়। মনুষ্যত্বের কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নাই,—তা বস্তু নয়, ভাব। প্রাকৃত মানুষেরও মনন এই ভাব ছাড়া চলতে পারে না। বলা যেতে পারে, এইখানে মন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেই অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে পা বাড়িয়েছে।

মনের মাঝে এই অতীন্দ্রিয়ের অনুভব জাগ্রত করে যে-বৃত্তি তার নাম বোধি। প্রাকৃত মনে বোধি ইন্দ্রিয়ের অবলম্বন একেবারে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। ভাব আর বস্তুর মাঝে তখন একটা দোটানা চলতে থাকে। বস্তু হতে ভাবের দিকে বোধি যখন মনকে ঘুরিয়ে দিল, তখন তার ঝোঁক গেল ভিতরপানে। ঐ মানুষের উদাহরণ নিয়েই বলা যেতে পারে, চোখের দেখা মানুষ আছে ইন্দ্রিয়ের জগতে, তাকে আশ্রয় করেই মনুষ্যত্বের বোধ আছে অতীন্দ্রিয় সামান্য-ভাবনার জগতে। কিন্তু আমার মনের মানুষটি আছে আরও গভীরে, আমার অন্তশ্চেতনার সঙ্গে একাকার হয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে মনের অন্তরাবৃত্তির ফলে বাইরের বস্তুকে ভিতরের ভাবে রূপান্তরিত করা, মৃন্ময়কে চিন্ময় করার, বিষয়কে বিষয়ীর সঙ্গে একাত্ম করা—এইটি হল বোধির কাজ। ইন্দ্রিয় যেমন বাইরের প্রত্যক্ষের সাধন, বোধি তেমনি অন্তরের প্রত্যক্ষের সাধন। ইন্দ্রিয় রূপ দেখে, বোধি দেখে অরূপকে ; ইন্দ্রিয় শব্দ শোনে, বোধি শোনে অশব্দকে।

এমনি করে এক অন্তর্যামীর আকর্ষণে অন্তরাবৃত্ত চিত্ত যখন লোকোত্তর ভূমিতে অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের নৈশ্চিত্য নিয়ে জেগে ওঠে, তখন তা হয় বোধিন্মনার মন।

উপনিষদ্ এই মনকে বলেছেন যজমান বা সাধক। বলেছেন, এই মন অনন্ত, এই মন ব্রহ্ম, এই মন দৈবচক্ষু। অর্থাৎ এই মন যোগীর মন। ইন্দ্রিয়ের সান্ত দর্শনের গভীরে প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে সে আবিষ্কার করে অর্থের আনন্ত্যকে, অল্পের মাঝে দেখে ভূমাকে।

এই মনের মননই মন্ত্র। যিনি মন্ত্রকৃৎ, বেদ তাঁকে বলেছেন ঋষি, মনীষী বা কবি। তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেছে। সেই দুয়ার দিয়ে উৎসর্গের অবিচ্ছেদ সাধনায় তিনি পৌঁছেছেন সমস্ত সত্তার মর্ম্মমূলে অব্যক্তের গহনে। সেইখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বাক্‌কে। এই বাক্‌ই মন্ত্রশক্তি। বেদে তাঁর মহিমার অন্ত নাই।

সম্প্রদায়ক্রমে যে-মন্ত্র আমরা পাই, তা বাকের চতুর্থপাদ বা বৈখরীমূর্ত্তি মাত্র। ঋগ্বেদ বলেন, তাঁর আর তিনটি পাদ গুহায় নিহিত। বাইরে তাদের প্রকাশ নাই, একমাত্র ব্রহ্মবিৎ মনীষীরাই তাদের রহস্য জানেন। সে রহস্যের অভিব্যঞ্জনা দিতে গিয়ে তান্ত্রিক বললেন, শুদ্ধ-স্রোতের স্বরণরূপী ঈক্ষারে ছন্দিতা এই বাক্‌ই বহুশোভমানা হৈমবতী উমা, ঐন্দ্রীচেতনার সংবেগে মহাশূন্যের কুহরে যাঁর প্রত্যক্ষ হয়। ইনিই ত্রিপুরসুন্দরী, চিদাকাশে ষোড়শীর নিত্যকলা, পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমার নিগূঢ় স্পন্দনে তনুর সূতন্ত্রে আরোহ-অবরোহক্রমে নিত্য স্পন্দিতা।

তাঁর এই গুহাহিত স্বরূপকে আবিষ্কার করাই আমাদের পুরুষার্থ। সে-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তাঁরই প্রসাদে। সে প্রসাদ আকস্মিক নয়, অমূলক নয়,—সত্তার গভীরে তা ফল্গুবাহিনী সুষুম্নার উজানধারা। আমাদের অস্ফুট চাওয়ার স্ফুটরূপই তাঁর চাওয়া, তাঁর কামনা। তাঁর কামনাই সাধককে করে ব্রহ্মবিৎ সুমেধা এবং ঋষি। যাঁকে তিনি বরণ করেন, সুবেশা উতলা জায়ার মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে মেলে ধরেন তাঁর কাছে। আধারে তখন আগুন জলে ওঠে। তার তাপে হৃদয় বিস্ফারিত হয়, টলমল করে ওঠে আকাশের মত, সমুদ্রের মত। হার্দজ্যোতির সেই বৃহত্ব বা অনিবাধ বৈপুল্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আকাশের মত নিথর, আবার সমুদ্রের মত টলমল। একটি তাঁর প্রজ্ঞারূপ, আরেকটি শক্তি-রূপ্। এই শক্তিই বাক্ বা ব্যাহৃতি। 'যাবৎ ব্রহ্মের স্থিতি তাবৎ বাকেরও স্থিতি'—ব্রহ্ম আর বাক্ অবিনাভূত যুগনদ্ধ তত্ত্ব। এ সবই হল ঋগ্বেদের কথা।

ব্রহ্ম আর বাকের দিব্যমিথুনকেই আবার ঔপনিষদ ভাবনায় পাই আকাশ-প্রাণের দিব্যমিথুনরূপে। উপনিষদে আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ; সেই আকাশের নিত্য সহচরিত যে-প্রাণস্পন্দ তাই তাহলে বাক্। এইজন্য দর্শনে দেখি, আকাশের গুণ শব্দ। অবশ্যই এ-শব্দ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর নয়। এ-শব্দ সৃষ্টির প্রাণস্পন্দ। যোগীর নিস্পন্দ চেতনায় অনাহতের গুঞ্জরণে তার প্রত্যক্ষ হতে পারে। ঋগ্বেদ তাকেই বলেছেন 'অক্ষিতং শ্রবঃ' বা ক্ষয়হীন শ্রুতি।

এই প্রত্যক্ষ অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়। আকাশের ভাবনায় অন্তর্মুখ চেতনা নিস্তরঙ্গ হয়, প্রাকৃত চেতনায় যে গুরুভার ও সঙ্কোচের বোধ থাকে তা কেটে গিয়ে আলোর মত তা ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিব্যাপ্ত চেতনায় অখণ্ড আত্মসত্তার অনুভব হয়। প্রাকৃত চেতনা খণ্ডিত, পরিকীর্ণ, নানা সংঘাতে সঙ্কুল, অতএব অস্বস্তিময়। আকাশের মাঝে চেতনার মুক্তিতে এই অস্বস্তি দূর হয়, তার মাঝে ফোটে স্বপ্রকাশের আনন্দ। আনন্দ একাধারে সত্তার স্বরূপ এবং শক্তি দুই-ই। 'আমি আছি, আমিই আছি'—এই স্বপ্রতিষ্ঠ নিরুপাধিক অনুভবের যে-ছটা, তাই আনন্দ। আনন্দ তখন আত্মবিচ্ছুরণ। যদি ভাবের দৃষ্টিতে দেখি, তা হলে এই আত্মবিচ্ছুরণকেই বলি বাক্।

প্রাকৃত জগতেও এই বাকের পরিচয় আমরা পাই, কবির কাব্যসৃষ্টিতে। কাব্য কবির সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভাব স্পন্দিত হয়ে সেখানে রূপ নিচ্ছে। এই রূপায়ণের চারিটি পর্ব্ব। আদিতে ভাব আর রূপ একাকার, কাব্য তখন কবির স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দের মাঝে নিমেষিত। সেই নিমেষের উন্মেষ ঘটল এক দিব্য সংক্ষোভে, কবির চিদাকাশে প্রেরণার বিদ্যুৎঝলক খেলে গেল। সেই ভাবের বিদ্যুৎ তারপর ঝরে পড়ল বিচিত্র মননের ফুলঝুরিতে। অবশেষে বৈখরীবাকের উদ্দীপনায় তার কিছুটা রূপ নিল কাব্যের আকারে।

এমনি করে সৃষ্টি হয়,—ভাব হতে রূপ ফোটে, ব্রহ্মের আনন্দ উচ্ছলিত হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকে। সেই বাকের নিগূঢ় বীর্যই মন্ত্র। বেদ বা জ্ঞান মন্ত্রময়। তা স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনার নিত্য বিচ্ছুরণ।

বৈদিক সাধনা বাকেরই সাধনা। ষড়ঙ্গ দিয়ে বেদ অধিগত করতে হয়। এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে কল্প আর জ্যোতিষকে বাদ দিলে আর চারিটিই মুখ্যতঃ বাকের সাধনা। শিক্ষায় বায়ুর সহায়ে বাকের উচ্চারণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখে পরিচালন, ব্যাকরণে বিলোমক্রমে বৈখরীবাকের গভীরে স্ফোটের আবিষ্কার, ছন্দে দেহের সপ্তধাতুর সঙ্গে বাক্‌স্পন্দের সৌষম্যসাধন, নিরুক্তে মনের সঙ্গে বাকের মিথুনী-ভাবনা। এই সব কটিই বাকের অধ্যাত্মসাধনা। কল্পে তারই অধিভূত রূপ, জ্যোতিষে অধিদৈবত রূপ। সব নিয়ে বেদের ষড়ঙ্গে বাকেরই সাধনা। এই সাধনার অনুবৃত্তি চলছে তন্ত্রের জপরহস্যে।

অনুবৃত্তির ধারাটা এই। অন্তর্গূঢ় বাকের একটি স্ফূর্ত্তি 'নামে'। ঋগ্বেদে দেবতার চারু নামের মননের কথা আছে। এইখানে আমরা পরোক্ষভাবে জপের উদ্দেশ পাই। 'জপ' শব্দটি ঋগ্বেদে নাই, কিন্তু তার জায়গায় আছে 'উক্‌থ'। যেমন 'বিদথ' বিদ্যার বা জ্ঞানের সাধনা, তেমনি 'উক্‌থ' বাকের সাধনা (তুলনীয়, বৌদ্ধশাস্ত্রে 'শমথ' বা প্রশমের সাধনা)। যিনি এই বাকের সাধনা করেন তিনি 'উক্‌থিন্', 'উক্‌থশস' বা 'উক্‌থশংসিন্'।

ব্রাহ্মণসমূহে জপের সুস্পষ্ট বিধান আছে অনেক জায়গায়। 'জপ' সেখানে একটি সংজ্ঞা শব্দ। যজ্ঞে সূক্তজপের বিধান থাকবে, এটি স্বাভাবিক। কিন্তু রহস্যজ্ঞেরা জানতেন, সূক্ত বাকের চতুর্থী ভূমি মাত্র। তার মর্ম্ম জান্‌তে হলে অগ্র্যা-ধীর সহায়ে আরও তিনটি ভূমি উজিয়ে যেতে হয়—সূক্তের মূলে আবিষ্কার করতে হয় নিবিৎকে, নিবিতের মূলে নামকে এবং নামের মূলে বীজকে। অনুরূপ বিধান তন্ত্রেও পাই। গোড়ায় ইষ্টের স্তব পাঠই হল স্বাধ্যায়। ক্ষিপ্ত চিত্তকে তারই স্বভাবের অনুকূলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইষ্টের ভাবনায় নিয়ে আসবার জন্য এই কৌশল। লীলাকীর্ত্তনও এমনিতর সাধনা। নামকীর্ত্তনের কথা ঋগ্বেদেও আছে। তারপর বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের সাধনা হল ইষ্টের গায়ত্রী বা মালামন্ত্রের জপ। বেদের নিবিৎ এই মালামন্ত্রের মত সূক্তমন্ত্রের সার। তারপর একাগ্র-ভূমিক চিত্তের জন্য নামজপ, বেদে যা নামের মনন। একাগ্রচিত্ত শূন্যে লয় হয়ে যায়। তারই জন্য বীজের সাধনা। নামে অর্থের সঙ্কেত আছে, রূপের ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু বীজ বিশুদ্ধ শব্দ মাত্র, তার অভিব্যঞ্জনা অরূপের দিকে, চিত্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একতানতার বিন্দুতে লয়ে। অর্থভাবনাসহ যে বাকের সাধনা বা জপযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, এইখানে তা পর্য্যবসিত হল অবাঙ্মানসগোচরের ভাবনায়।

এই বীজ ঋগ্বেদে 'একপদী বাক্'। ঋগ্বেদে কয়েকটি বীজের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তার মধ্যে 'শম্' এবং 'যোঃ' দুটি অতি প্রাচীন এবং বহুপ্রযুক্ত বীজ। গভীর রহস্যপূর্ণ এই দুটি বীজকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে শিবশক্তির সামরস্যের দ্যোতক। সূক্তবাক এবং শংযোর্বাক দুইই যজ্ঞাঙ্গ। শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন, তার মধ্যে শংযোর্বাকই হল প্রতিষ্ঠা। শম্ বীজের এক অপরূপ উল্লাস পাওয়া যায় ঋগ্বেদের বসিষ্ঠমণ্ডলের একটি সূক্তে। ঋষি সেটিকে বিশ্বদেবের উদ্দেশে ক্রিয়মাণ 'নবীয়ো ব্রহ্ম' বলে ঘোষণা করেছেন। চিদগ্নির চিত্রশিখা বিশ্বচেতনায় সংহত এবং পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রপঞ্চোপশম মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে এই হল তার ব্যঞ্জনা। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রামায়ণে বসিষ্ঠকে 'জপতাং বরঃ' বা জাপকশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্ত্রে বসিষ্ঠ একটি বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতির প্রবর্তকরূপে পরিগণিত।

উপনিষদে সর্ব্ববাদিসম্মত একপদী বাক্ বা বীজ হল 'ওম্' বা অলিঙ্গ অসঙ্কেতিত নিত্যশব্দ। ওম্ সর্ব্বসাধারণ প্রাণনের অনাহত স্পন্দ। আকাশের মত প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত প্রোজ্জ্বল চেতনা যখন শুদ্ধ-সন্মাত্রের সংবেদনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই আকাশে আপনা হতে ওঙ্কারের ঝঙ্কার ওঠে, আর তার অনুরণন শোনা যায় চরাচরব্যাপী সকল সত্ত্বের গুহায়-গুহায়। 'যস্য সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ'—সর্ব্বাত্মভাবের এই যে পরমা সিদ্ধি, তার বাহন ঐ স্বভাবজ ওঙ্কারের স্ফূর্ত্তি। 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা'—যা নিত্যসিদ্ধ তাকে হৃদয়ে প্রকট করবার জন্য সাধনার ব্যবস্থা। তাই অসঙ্কেতিত অনাহত সিদ্ধ ওঙ্কারকে দেওয়া হয় সাধ্য প্রণবের রূপ। প্রণব হয় ঈশ্বরের বাচক, ব্রহ্মবীজরূপে সব দেবতার সব বীজের চরম আশ্রয়।

শাব্দিকেরা বলেন, এই বাচক 'ওম্'-এর মূলে আছে অব্ ধাতু। তাহতে ঋগ্বেদে পাই দেববাচী পুংলিঙ্গ 'ওমঃ' শব্দ। তার সগোত্র আর দুটি শব্দ আছে,—ক্লীবলিঙ্গ 'অবঃ' এবং স্ত্রীলিঙ্গ 'উতিঃ'। মূল ধাতুটির উপাদান দুটি মাতৃকা—তারা বাক্‌স্পন্দের স্বরিত আদি এবং অব্যঞ্জন অবসান বোঝায়। কণ্ঠ হতে উচ্চারিত স্বরের মূর্চ্ছনা বাক্‌পথের সব ধাপ পার হয়ে ওষ্ঠে এসে কাঁপতে থাকে, ব্যঞ্জনের সম্পুটের মাঝেও তোলে অনবসিত স্বরের গুঞ্জন। অব্যক্ত হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়েও তা যেন ফুরিয়ে যেতে চায় না। এই আশ্চর্য্য ধাতুতে গড়া তিনটি শব্দে শাব্দিকের চেতনায় অবাক্ অনুত্তরের দ্বিদলে আত্মোন্মেষের এক অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে।

মন্ত্রশাস্ত্রের মূলে যে বিপুল প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, এ-আলোচনা তার অতি সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে জপযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলে বর্ণনা করেছেন, তার ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী। বস্তুতঃ মন্ত্রবিদ্যা আর্য্যসাধনার একটি মৌল বিভাব। ঋষিপন্থী এবং মুনিপন্থী উভয়েই তাকে সমান আদরে গ্রহণ করেছেন। যোগ এবং তন্ত্র—আমাদের এ-দুটি মুখ্য সাধনশাস্ত্রেই জপ অপরিহার্য্য সাধনা-রূপে স্বীকৃত হয়েছে। তন্ত্র এ-বিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন।

আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রাণবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এই প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো এ-যুগের সাধনমনীষার একটা দায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (খ)

অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

পরব্রহ্মণ্যমাত্রেঽপি পরমাব্যক্ততত্ত্বকে।
স্বাত্মকলনমেকোঽহমিত্যেকমাত্রতা পরা ॥১
বিন্দুরূপা পরাব্যক্তা জগদ্-বীজমবীজকম্।
একত্র শূন্যপূর্ণত্বং যথা বীজে মহীরুহঃ ॥২
শূন্যাদৃণং ধনঞ্চাপ্যুদয়-বিলয়য়োঃ ক্রমঃ।
অভিব্যক্ত্যৈ তথা পূর্ণাদংশকলাদিসম্ভবঃ ॥৩
একস্মাদৃধ্যমানত্বং ত্রিভির্জঙ্গম্যতে জগৎ।
যথাঙ্কুরাদিরূপেণ বীজচক্রং পুনঃপুনঃ ॥৪
নাদব্যক্তিঃ পরাব্যক্তাৎ কলাব্যক্তিশ্চ নাদতঃ।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তৌ যন্ নিবৃত্তৌ তৎ সমাপ্যতে ॥৫
পরাব্যক্তস্য সেতূ দ্বে নাদাদেরুদয়ে লয়ে।
শূন্যদ্বারেণ পূর্ণোংশশ্চৈক ঋধ্যতি লীয়তে ॥৬
শূন্যস্য চোভয়ো সন্ধী সেতুভ্যাং দধতী সনাৎ।
ধূর্ব্যক্তাব্যক্তচক্রস্যার্দ্ধমাত্রা পরমা পরা ॥৭
ঋদ্ধার্দ্ধা চ সমৃদ্ধা সা নিত্যাপি কল্প্যতে স্বয়া।
সর্ব্বোদয়লয়স্থানে সা হন্যান্ (রুন্ধীত) মধুকৈটভৌ ॥
পরা পারায় শান্তোঽত্র তজ্জলানীত্যুপাস্যতাম্ ॥৮

পরমাব্যক্ত তত্ত্ব যে পরম ব্রহ্ম, তাহা অবাঙ্মনসগোচর, সুতরাং তাতে 'এক, দুই' ইত্যাদি সংখ্যা, অহং ইদং ইত্যাদি গ্রহীতৃ-গ্রহণাদি সম্পর্ক, কার্য্যকারণ ইত্যাদি সম্বন্ধ—এসব স্বরূপাবধি যায় না। এই নিমিত্ত সেটিকে বলা হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাব্যক্ত। তবে এই সব ব্যক্ত-বিশ্ব কি একান্ত অহেতুক, আকস্মিক? এ সবের মূল কি এবং কোথায়? তাই পরম অব্যক্তের (এলজিক্যাল অ্যাবসোল্যুট-এর) এক আত্মা স্বকলন শক্তি (আত্মাকলা) মানিতে হয়। যার ফলে একান্ত অমাত্র যে পরম ব্রহ্ম, সেটি হন 'একোঽহম্', 'একৈবাহম্', ইত্যাদি রূপে 'একমাত্র', এবং সেইরূপ হইয়া, (অর্থাৎ, এক, অহং এবং সর্ব্ববীজ হইয়া) পরমাব্যক্ত তত্ত্ব হন পরাব্যক্ত॥

এই পরাব্যক্ত বিন্দুরূপ। এ তত্ত্বও স্বয়ং লজিক্যাল নয়, তবে এর মাধ্যমেই এলজিক্যাল এবসোল্যুট হয় পারফেক্ট লজিক্যাল। ইহার নিজের বীজ নাই, অথচ ইহা নিখিল অভিব্যক্তির বীজ। ইহা একমাত্র হইলেও, ইহাতে (বিন্দুতে) শূন্য এবং পূর্ণ মাত্রাদ্বয় একত্র বিদ্যমান; যেমন (স্থূলে দেখিলে) বটবীজ-কণিকায় বট মহীরুহ। 'ভিন্ধি'—ভাঙ্গ, কি দেখিলে? বটের কিছুই তো না। এভাবে শূন্য। কিন্তু তা থেকেই বটমহীরুহ পূর্ণরূপেই হইবে; অতএব পূর্ণ।

'তাহা' সৃষ্টি করতঃ 'তাতে' ব্রহ্ম অনুপ্রবেশ করিলেন। 'তাহা' কি পদার্থ? এই বিন্দু। ব্রহ্ম হইলেন বিন্দু-ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্ম-বিন্দু; ব্রহ্মের ভগবত্তা যে মহামায়া, তিনি হইলেন বিন্দুবাসিনী। ব্রহ্মের এই প্রকার 'স্বকলন' যদি পরাবাক্ উদ্দেশ্যে বলা যায়—'কল্' বা 'কর্', এবং আত্মকলনী শক্তিকে 'ঈ' এই স্বর দ্বারা বলা যায়, তবে বিন্দুব্রহ্ম নাদব্রহ্মকে আপন অভিব্যক্তি বা বিতানরূপ করিয়া 'ক্লীঁ' বা 'ক্রীঁ' এই মহাবীজ আকৃতি পরিগ্রহ করেন। কেন? 'এক' হইয়া বহুরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিব এই কামনায়। সুতরাং, আত্মাকলা বা আত্মাকালী বীজ কামবীজও বটে। সৃষ্টির যেটি হৃল্লেখা বা মূলমন্ত্র রূপ, তার দিক থেকেও বিন্দু তদ্রূপে রহিয়াও, ঋজুবক্রাদি রেখা, ত্রিকোণ বৃত্তাদি আকার, অক্ষতলাদি সংস্থা পরিগ্রহ করেন। আত্মকলনের ফলে যাহা আকারিত হইল (যথা, ত্রিকোণ), তাকে যদি বল—কলা, তবে উদয়ে বিন্দু নাদ-কলা, বিলয়ে কলা-নাদ—বিন্দু—এইভাবে স্বয়ং তার-চক্র, এবং তদুদ্ভব নিখিল ভুবনচক্র (স্থূল-সূক্ষ্ম) আবর্ত্তিত হইতেছে জানিবে। ত্রিকোণের বেলায় বিন্দুর নিজ বিতানে (নাদে) হইল তিনরেখা। তাতে বিন্দু তিন কৌণিক রূপে স্ফুটতঃ বিদ্যমান। ফলিত ত্রিকোণটি হইল কলা। এখন, এই ত্রিকোণাকারে উদিত বা ফলিত কলাকে আবার বিন্দুতে আনিতে হইলে কি করিতে হয়? উদয়ের বিলোমে ত্রিকোণের রেখাত্রয় (নাদ বিতান) সঙ্কোচনপূর্ব্বক তাদের শূন্যস্থলে পর্য্যবসিত করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে পুনশ্চ বীজ—এইরূপে সর্ব্বত্র বহিরন্তঃ দৃষ্টিপরিক্রমা করিয়া বুঝিয়া লও।

জঙ্গম্যমান এই যে অভিব্যক্ত জগৎ—অণু-বিরাটে, স্থূলে-সূক্ষ্মে, সে জগতে তিনটি মূল গতিবৃত্তি (প্রোসেস প্যাটার্ণ) দেখিতেছি। সমস্ত কিছুতে উদয় এবং বিলয় ক্রমটি লক্ষিত হয়, এবং সে ক্রমেরও মূলে দেখা যায়—ধন ও ঋণ, এই 'দিগ্‌দ্বন্দ্ব' (অপোজিসন অব সেন্স অথবা পোলারিটি)। এ দ্বন্দ্ব কাহাকে সমাশ্রয় করিয়া ?—বিন্দুর শূন্যত্ব। আবার, সব কিছুতে অংশ, কলা, পাদ, মাত্রা দেখা যায় ; এ সব বিন্দুর পূর্ণত্বকে সমাশ্রয় করতঃ। শেষকালে আবার সব কিছুতে দেখা যায়—উর্ম্মি ইত্যাদি আকৃতিতে ঋধ্যমানতা (প্রোগ্রেসন, সিরিয়ালিটি) এবং তাতে অবম ও চরম কাষ্ঠাভিমুখীন প্রবণতা। এটি সমাশ্রয় করে বিন্দুর যে একত্ব, তাহাই। সুতরাং বিন্দুর পূর্ণত্ব এবং শূন্যত্ব এবং একত্ব জঙ্গম্যমান বিশ্বের ঐ তিন মূল ঋত বা গতিরূপ প্রশাসন এবং নির্ব্বহণ করিতেছে।

এখন 'অ'কার দ্বারা যদি বুঝায় শূন্য মাত্রায় নিউট্রাল পয়েণ্ট সম্পর্কে ধনে ঋণে উদয় বিলয় ক্রম (যথা প্রণবে আদি 'অ' এবং অন্ত্য 'অ'), এক আধারে ঋধ্যমান হওয়াকে যদি বলা যায়, 'ই' বা 'ঈ', তবে মিলিল, দুয়ে মিলিয়া, শক্তিলেখের এক স্বাভাবিক স্বরলিপি 'এ'। এটি কলার 'ফলায়মান' (প্রোডিউসিং) আকৃতি। এর প্রকারভেদ 'ও'। প্রথমটিতে তলবৃত্তিতায় প্রবণতা ; পরেরটিতে চূড়াবৃত্তিতায়। অর্থাৎ 'এ' তলকে পাইতে যায়, 'ও' চূড়া বা ক্রেষ্ট।

এইবার 'এ' কে কোন লম্বগা শক্তির দ্বারা এরূপভাবে 'দীর্ঘ' (অভীদ্ধ) কর, যাতে সেটি (পরে কথিত অর্দ্ধমাত্রা সেতুতে লইয়া) নাদবিন্দুর পূর্ণ-কাষ্ঠায় তুলিয়া লইতে পারে। পাইলাম 'ঐঁ' মহাবীজ। 'ওঁ' এবং—'ঔঁ' এই দুইটি স্বরাকৃতিও এই রীতিতে পরীক্ষা করিও। ফলতঃ, বিন্দুব্রহ্ম হইতেই পরাবাক্ মাধ্যমে স্বরব্যঞ্জনাদি নিখিল মাতৃকা এবং বীজমন্ত্রাদির আবির্ভাব। পুনশ্চ তাহা হইতেই হৃল্লেখ মাধ্যমে নিখিল ঋজুবক্রাদি লেখা এবং যন্ত্রের সমুদ্ভব। মন্ত্রযন্ত্রের এবম্বিধ আবির্ভাবের (তায়নের) যেটি ঋতচ্ছন্দঃ, তাহাই হইল তন্ত্র। আবির্ভাব বলিতে (বিলোমে) তিরোভাবও (স্ব স্ব বীজে) বুঝিতে হইবে। এ সমস্তই সার্ব্বভূমিক সত্য—কেবল, মন্ত্রাদি সাধনের গুহ্যকথা নয়। এই নিমিত্ত বলা হইল—বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে আবার বীজ—এইভাবে সৃষ্টিতে বীজ-চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। এ থেকে মুক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায়—বিশ্ববীজচক্রের যেটি নাভি, হৃল্লেখা এবং বিন্দু, তাতেই যত্নপূর্ব্বক সমাশ্রিত হও।

কিন্তু অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত (আবিঃ) এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত (তিরঃ বা রাত্রি), বিশেষ করিয়া এই দুই স্থলে সেতু রহিয়াছে, যেটি উভয়ের অপেক্ষায় 'ব্যক্তাব্যক্ত'। বিন্দুতে ব্রহ্মের যে একমাত্রা, পূর্ণমাত্রা এবং শূন্যমাত্রা, তাহাই সৃষ্টিতে আসিয়া আবার ফিরিবার নিমিত্ত ঐ সেতু হইয়াছে। একমাত্রাদি রূপ বিন্দুব্রহ্মের উভয়তঃ (আবিঃ এবং তিরঃ) সেতুরূপা হইলেন—'অর্দ্ধমাত্রা'। বিন্দুতে যে এক-পূর্ণ-শূন্য—এইরূপ পরাব্যক্ত মাত্রা, সেটিকে সৃষ্টির সর্ব্বত্র (সুতরাং মন্ত্র যন্ত্রাদিতেও) উদয়-বিলয়ে, ধনে-ঋণে, অংশকলায়, এবং ক্রমিকতা ঋধ্যমানতায় পাইবার, এবং অন্তে মিলাইবার নিমিত্ত, 'এক' আপন উভয় দিকে সেতুরূপ এবং 'অর্দ্ধ' হইয়াছেন। এটি সমাশ্রয় ব্যতীত পরাব্যক্তে, সুতরাং পরমাব্যক্তেও, যাওয়া যায় না।

যেমন, প্রণবের 'অ উ ম' এ তিন মাত্রার অন্তে এই 'অর্দ্ধমাত্রা' সেতুটি না মিলিলে কলা-নাদ-বিন্দুর একত্রাবস্থানরূপ পরা তুরীয় ভূমিতে এবং তদন্তে পরমাব্যক্ত তুরীয়াতীতে যাওয়া হয় না। ষট্‌কোণ যন্ত্রটিকে মূল বিন্দুতে আবর্ভূত এবং তাতেই আবার তিরোভূত করিতে গেলে এই অর্দ্ধকে পাওয়া চাই। অসীম অণুত্বের পরাকাষ্ঠা যে বিন্দু [লিমিট অব ইন্‌ফিনিট কন্‌সেন্‌ট্রেশন] সেটিকে যে কোন সসীম [ফাইনাইট] মানে পাইতে গেলে, মধ্যে চাই—'ইনফিনিটেসিম্যাল'। সূক্ষ্ম উচ্চ গণিতের গোড়ায় এই অদ্ভুত মাত্রাতত্ত্ব—যেটি অব্যক্তকে 'ব্যক্তিমাপন্নং' করে, আবার বিপরীতটিও করে। সূক্ষ্ম উচ্চ গণিত ব্যবহারে ডি, ওয়াই—ডি, এক্স ইত্যাদি দুর্গসমস্থাপাটন বজ্রায়ুধসমূহ এই অর্দ্ধমাত্রা গোষ্ঠীসম্ভবারই গর্ভসম্ভূত। সান্ত সসীম শব্দরূপাদিকে অনন্ত অসীম অব্যক্তের কুক্ষি থেকে প্রসবে কে হয় ধাত্রী, এবং আবার তাদের স্বনিলয়ে প্রত্যাবর্ত্তনে কে হয় তাদের সমাপয়িত্রী, সেটি বেশ করিয়া ভাবিয়া অর্দ্ধমাত্রাকে ধ্যান করিও।

পরাব্যক্ত যে বিন্দু (এক, পূর্ণ, শূন্য) তা থেকে নাদাভিব্যক্তি ; নাদ হইতে কলাভিব্যক্তি—এইভাবে বাগর্থপ্রত্যয় জগতে যে 'প্রবৃত্তি' আবর্ত্তিত ও লক্ষিত হইতেছে, 'নিবৃত্তি'তে সেটি বিলোমে 'সমাপ্ত' (সম্যক্‌রূপে স্বনিলয় বিন্দুব্রহ্মে সংগৃহীত) হইতেছে। এস্থলে আত্মাকলা এবং পরনাদ অবশ্য বিবক্ষিত নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঙ্কার, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে বিশেষ করিয়া, আর জাগতিক সর্ব্ববিধ স্থূল-সূক্ষ্ম ব্যাপারে সামান্যভাবে, এই মূলা 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' বুঝিয়া লইও।

পরাব্যক্ত থেকে নিখিল অভিব্যক্তির এই যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি [আবিঃ এবং তিরঃ], তাতে দুটি সেতু রহিয়াছে—এই রহস্য, বিচারে এবং অনুভবে মিলাইতে যত্ন কর। কেননা এই 'যতন'ই সেই সাধন, যায় মিলে পরম 'রতন'। সামান্য অভিব্যক্তির সাধারণ নাম যদি দাও 'নাদ', আর, সেই সামান্যের বিশেষকে যদি বল, 'কলা', তবে পরাব্যক্ত রূপ বিন্দুব্রহ্ম থেকে নাদকলার উদয় বিলয়ে এই সেতুদ্বয়। সর্ব্ব উদাহরণ স্থলেই [যথা বীজ থেকে অঙ্কুরাদি, এবং শেষে আবার বীজ; জাগ্রৎ থেকে সুষুপ্তি, তা থেকে আবার জাগ্রৎ ইত্যাদি] এই সেতুদ্বয় অনুসন্ধান করিও। 'সেতু' না ধরিলে 'পার' নেই। ধ্যান করিয়া দেখ যে—বিন্দুব্রহ্মের যে শূন্যত্ব, সেই শূন্যত্বকে দ্বার করিয়াই, পর উদাসীন তত্ত্ব আসিয়া থাকে ধন-ঋণাদি (+, —) দিঙ্মানে (অপোজিশন অ্যাণ্ড পোলারিটি অব সেন্স); সেই পর সংস্থায় যে পূর্ণত্ব, সেটি সাপেক্ষতায় [ফীল্ড অব রিলেটিভিটি] আসিয়া হয় অংশ-কলাপাদাদিতে বিভাজ্যতা; এবং একত্ব কি হয়?—'ঋধ্যতি লীয়তে' [প্রোগ্রেশন এণ্ড পিরিওডিসিটি অথবা সাইক্লিসিটি]।

এখন, শূন্যপূর্ণৈক যে 'স্থল', তার উভয় সন্ধি সেতুরূপা হইয়া যেটি নিত্য (সনাৎ) বিধারণ করে, এবং তদ্দ্বারা নিখিল অভিব্যক্তির উদয় বিলয় নিয়মন করে, সেটি অর্দ্ধমাত্রা। অপর তত্ত্ব হইতে পরে এবং পর হইতে পরমে লইবার অর্দ্ধমাত্রাই সেতু, সুতরাং অর্দ্ধমাত্রা একাধারে পরা এবং পরমা। অন্য ভাবও আছে। যাই হোক, প্রসন্না অর্দ্ধমাত্রার সেতুদ্বয়সমাশ্রয়ে রজস্তম বিধূত হওয়া আবশ্যক। এবং তৎ+জ+ল+আ+নি যে বিন্দুব্রহ্ম স্থল, সেথায় যদি 'শান্ত' (ধূতকল্মষ) হইয়া উপাসীন হইতে পার তো, কেবল পরা কেন, পরারও পারে পরমে তুমি অভিনিষ্পন্ন হইবে।

সর্ব্বশেষে অর্দ্ধমাত্রা শব্দে ঋধ্ ধাতুটিকে প্রাণরসায়ন রীতিতে পরীক্ষা করিয়া লইও। মূর্দ্ধণ্য যে ধাম (পরম এবং পর), তাতে স্বকলনী যে প্রথমাগতি, তাকে বল—'ঋ' স্বর। ঋ থেকে 'ঋচ্ছতি'। আর ত বর্গের মহাপ্রাণ যে চতুর্থ বর্ণ ধ, তাতে কি বুঝিবে? কোন নির্দ্দিষ্ট তলে (উইথ রেসপেক্ট টু এ গিভন্ প্লেন) এমন কোন সংস্থা (পজিসন্, সিচুয়েশন) যেটি পূর্ব্বোক্ত মূর্দ্ধণ্যধাম প্রচোদিতা গতিকে, উক্ত তল সম্বন্ধে (যথা গায়ত্রী মন্ত্রে ধিয়োয়োনঃ) সর্ব্বাতিশয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধিষ্ঠ-ভাবে 'আধান' ও 'ধারণ' করে। 'আধান', 'ধারণ', 'ধুনন'—এই তিন—'ধ'য়ের মুখ্যাবৃত্তি। প্রথম দুইটি 'ধনে' (পজেটিভ), তৃতীয়টি 'ঋণে' (নেগেটিভ); ধুনন—(এলিমিনেশন)। ধূমাবতীতে 'ধুং' বীজ এবং ধ্যানে শূর্প তদীয় করে স্মরণ কর। প্রথম দুটিতে 'ধ্যৈ' (ধীমহি), 'ধী' এবং 'ধৃর্' (ধৃঃ) আকৃতি এবং ভাব চিন্তা কর। ধুননের নিমিত্ত সেই বৈদিক অভ্যারোহ মন্ত্র—'অসতো মা' ইত্যাদি। 'ঋ' এবং 'ধ' এর এই মূলাবৃত্তিগুলি ধ্যান করিয়া তবে অৰ্দ্ধমাত্রাতে প্রপন্ন হইও। প্রসঙ্গত, 'ধন' ও 'ঋণ' শব্দ দুটিও ভাবিও। উচ্চারণেও এ দুয়ের বৃত্তি-বৈপরীত্য বুঝিবে। দ্বিতীয়ে বিকিরণ বৃত্তির (রেডিয়েশন-এর) আধিক্য বিস্পষ্ট ; প্রথমে সঞ্চয়ন বৃত্তি (মাসিং, ষ্টোরিং)।

ঋণ কে অপবাদসূচক, ভাবিও না। সবিতার 'ঘৃণি' নাম এবং আকৃতিতে 'ঋ' এবং 'ণ' রহিয়াছে ; 'কৃষ্ণ' নামটিও স্মরণ কর। 'বরেণ্যম্'ও তৎ সম্পর্কে সবিশেষ নৈকটিক। পক্ষান্তরে, 'ধীমহি' এবং 'ধিয়ো য়ো নঃ' ধনমুখ্য। 'ঋ' 'ণ' এই দুই বর্ণে বা অর্ণে এমন স্বরাদি অর্ণসংহতি (ফোনেটিক কনগ্রূয়েন্স) থাকা চাই, যাতে বিকিরণে বিক্ষেপ (স্ক্যাটারিং মোমেণ্টা) ত্যক্ত হয়, সঙ্কিরণ (ইনটারফিয়ারিং ফ্যাকটরস) ও নিবারিত হয়। উৎকিরণ, অবকিরণও পরিহার্য্য [একসেস অর ডিফিসিয়েন্সি ফ্যাক্টরস]।

নাদো নদেৎ পরার্দ্ধেনাপরেণ কলয়েৎ কলা।
সমাবৰ্ত্তেত সাম্যেন ব্যাবৃত্তির্বিষমেণ চ।
স্বমতীত্য তুরীয়ত্বং পরৈতি পরমেণ চ॥

অৰ্দ্ধমাত্রায় যে 'অৰ্দ্ধ', সেটিকে এইরূপ পঞ্চধা ভাবনা করিবে :—পরার্দ্ধের দ্বারা নাদ নাদত্ব পাইয়া থাকে ; অপরার্দ্ধ দ্বারা ব্যক্ত কলাসমূহ ফলিত হইয়া থাকে ; সমার্দ্ধ (সাম্যেন) দ্বারা বিন্দুতে কলানাদের সমাবৃত্তি সাধিত হয় ; বিষমার্দ্ধ হইলে ব্যাবৃত্তি। আর, এই চারি অর্দ্ধের অতীত এক অৰ্দ্ধ আছে, তাকে বল—পরমার্দ্ধ। এর দ্বারা তুরীয়া যে পরা, সে পরাও আপন তুরীয়, শান্ত ইত্যাদি পরাব্যক্ত যে ভাব, তার অতীত হইয়া পরমাব্যক্ত যে 'পার', সেই পরমাব্যক্ত প্রাপ্তি হয় (পরৈতি)। সৃষ্টিতে এবং সাধনে স্বচ্ছন্দ বিপুল নাদবাহিতা হয় না, যদি না অৰ্দ্ধমাত্রা আপন পরাভিমুখীন 'অৰ্দ্ধ' দ্বারা সেটি সম্ভাবিত করেন। ব্যক্ত কলা (অ উ ম ইত্যাদি) কলনের নিমিত্ত তৎসহ 'অপরার্দ্ধ'ও আবশ্যক হয়। এ দুয়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অর্দ্ধ' সমতায় না আসিলে বিন্দুলীনতায় যে সমাবৃত্তি সেটি হয় না। আর পরমে গতির নিমিত্তও অর্দ্ধমাত্রাকে 'পরমার্দ্ধ' অথবা পরমে অভিসম্পন্ন অর্দ্ধরূপে পাইতে হয়।

অর্দ্ধমাত্রা নিত্যা এবং বিকল্পাদি-রহিতা হইয়াও 'স্বয়া', কিনা, আত্মশক্তিতে আপনাকে ঋদ্ধা, অর্দ্ধা ও সমৃদ্ধা, বিশেষতঃ এই তিন আকৃতিতে প্রদর্শন করেন। [যথা প্রণবে—অ=অর্দ্ধ, উ=ঋদ্ধ, ম=সমৃদ্ধ হইয়া আবার 'ম'এর পরে অর্দ্ধমাত্রা=সেতু হইয়া কলাকে নাদে এবং নাদকে বিন্দুতে লইয়া 'পরা' হন; এবং পরা পার করাইয়াও পরমে লইয়া যান]; ষট্-কোণ যন্ত্রে, আদৌ ত্রিকোণ হইয়া অর্দ্ধা। কিন্তু পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত—'ধ্রুর্ব্যক্তাব্যক্তচক্রস্থ'—এইবার স্মরণ কর। অর্দ্ধমাত্রা ব্যক্তাব্যক্তচক্রের [সাইক্লিসিটি অব পোটেন্সি এণ্ড লেটেন্সি ফাঙ্কশনস্]—ধ্রুঃ স্থানীয়া। [প্রাইমারী অ্যাক্সিস অব অল কসমিক প্রোসেশন।] দেখিয়াছি যে বাক্ চতুষ্টয়ীতে অর্দ্ধমাত্রা সকল বাকের ধ্রু স্থানীয়া হইয়াছেন মধ্যমারূপে। ইনিই হন কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়া। বিন্দু-নাদ-কলা এই ত্রয়ীর 'সমতালিকতায়' (হোমোপোলারিটিতে) স্থিতা যে সংস্থা, তাকে বল—'যোগনিদ্রা', যাঁর স্তব প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির উপক্রমে করিয়া নিরুপদ্রব হইতেছেন। যোগনিদ্রার 'প্রবোধ', অথবা নিখিল ধ্রু রূপা অর্দ্ধ-মাত্রার সমাবর্ত্তন ঘটে ঋজু, সুষম, বিষম এই তিন ভাবে। শেষেরটিও সৃষ্টিতে আছে এবং চাই। ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ এবং অর্দ্ধ (ফ্র্যাক্শন্যাল ইত্যাদি)—এ তিনের সঙ্গে উক্ত তিনটি সম্বন্ধ। এগুলি বিশেষ সমাচার—যন্ত্র সম্বন্ধীয় অন্য এক পরিশিষ্টে বিস্তারিত হইয়াছে। এ তিনের যে কোন ভাবেই হোক্ সর্ব্বোদয়-বিলয় স্থানে (সন্ধিতে) সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা জাগ্রতা এবং প্রসন্না হইয়া মধুকৈটভ দৈত্য যুগলকে হনন করুন, নচেৎ কোন প্রকার সৃষ্টি কর্ম্মই সমারব্ধ এবং নিরুপদ্রবে সুসম্পন্ন হইবে না। উদয়ে তমঃ=মধু; বিলয় স্থলে রজঃ=কৈটভ।

ব্রহ্মবিন্দাবদঃ পূর্ণং নাদে পূর্ণমিদঞ্চ তৎ।
নাদ উদচ্যতে বিন্দোঃ সকলঃ কেবলোঽপি বা॥
পূর্ণতো নাদমাদায় বিন্দুরেবাবশিষ্যতে।
উদচ্যতে তথাদায়েতি সেতু দ্বেঽর্দ্ধমাত্রয়া।
শূন্যাৎ পূর্ণং তথা পূর্ণাচ্ছূন্যমিত্যপি ভাবয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্দুমাতুর্ভুজৌ তৌ দ্বাবর্দ্ধমাত্রাপ্রসারিতৌ।
প্রেরয়িতুং স্বতোনাদমবাপ্তুঞ্চ স্ববক্ষসি ॥

প্রসিদ্ধ পরম রাহস্যিক 'ওঁ পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রকে ওঙ্কার, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে এইভাবে ভাবনায় মিলাইয়া চরিতার্থ হও :—

বিন্দুব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণ, কিন্তু পরাব্যক্ত, সুতরাং, 'পূর্ণমদঃ' ('এই' ভাবে নয়, পরন্তু 'ঐ' ভাবে জাপকের জপারম্ভ এবং বিলয়—এ দুয়েরি ধ্রুব কেন্দ্ররূপে বিরাজিত)। আর, সমুদিত নাদব্রহ্ম 'পূর্ণমিদং'। ইহা আবিভূর্ত, সুতরাং, 'ইদং'। পূর্ণ বিন্দুব্রহ্ম থেকে নাদব্রহ্ম পূর্ণই আবিভূর্ত হইতেছে—কলাবিতান সহ অথবা কেবলই (ইহা জপে এবং গানাদিতে সবিশেষ বুঝিয়া লও)। আধারের পূর্ণতা বজায় রহিয়া এই প্রকার আবির্ভাবের পূর্ণতা হইল—'উদচ্যতে'। আবার, ওঁ, গায়ত্রী ইত্যাদি জপ বিলয়স্থলে নাদের (কলাবিতান সহ) পূর্ণাবির্ভাবকে পূর্ণরূপেই (পূর্ণতঃ) আপনাতে লইয়াই (আহৃত করিয়াই), বিন্দুব্রহ্ম নাদ-বিন্দুকলা—এই ত্রয়ের অভেদপূর্ণতারূপে পর্য্যবসিত হয়—অর্থাৎ বিন্দুব্রহ্ম আপনাতে কলাসহ নাদকে পূর্ণভাবেই আত্মসাৎকরতঃ স্বয়ং পরাব্যক্ত পূর্ণ রহে। এখন, 'উদচ্যতে' (পূর্ণাবির্ভাব) এবং 'আদায়' (পূর্ণ তিরোভাব)—এই দুটিকে অর্দ্ধমাত্রা সেতুদ্বয়রূপে পাতিয়া দিয়াছেন, জানিও।

যেহেতু, বিন্দুব্রহ্ম শূন্যপূর্ণের একত্রাবস্থান, উক্ত 'উদচ্যতে' এবং 'আদায়' রহস্যব্যাপার দুটিকে পূর্ণ শূন্যের দিক্ দিয়াও জপসাধনে ভাবিও। পূর্ণ-শূন্য বিন্দু থেকে পূর্ণনাদকে 'যেন' তুলিয়া লইয়া বিন্দুকে 'শূন্য'ই করিলে ; আবার, নাদকে তথায় মিলাইয়া সেটিকে 'পূর্ণ' করিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার এই পরম কল্যাণী ভাবনাটি ধর :—

বিন্দুপীঠা মহামায়া যেন চতুর্ভুজা মহেশ্বরী। তিনি মাতার মত আপন অঙ্ক এবং আলিঙ্গন থেকে নাদকে নামাইয়া যেন বলেন—'তুমি পূর্ণ জ্যোতীরসের উল্লাস-বিলাসে আপনাকে প্রকাশ কর' (যথা, গায়ত্রীতে 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি') ; দুটি 'বাহু' দিয়া নাদকে পাঠান এবম্প্রকার প্রকাশনে এবং আস্বাদনে। তদন্তে তাকে আবার অপরদুটি বাহু দিয়া আপন বক্ষেই টানিয়া লন। উল্লসিত-বিলসিতের অন্তে স্বলসিত ; সকল প্রকাশের চূড়ান্তে পর ও পরম এই 'অব্যক্ত' প্রকাশ। ৺বিন্দুব্রহ্মময়ী মায়ের দুই দিকে দুই ভাবে প্রসারিত বাহু দুটিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অর্দ্ধমাত্রা' ভাবনা করতঃ পরম ভাবরসে নিষ্ণাত-ধন্য হইবে। মা-ই আমার তাঁর দুটি বাহু দিয়া তাঁর কোল থেকে নামাইয়া আমার জপটি নাদে, কলায়, জ্যোতীরসে বিস্তার করিতেছেন; তিনিই আবার সেটিকে আপন বুকে টানিয়া লইবার নিমিত্ত হাত দুটি বাড়াইয়াছেন—এই হইল ভাব। আত্মসাধনযোগে (যথা, 'ধীমহি' পর্য্যন্ত) সমারম্ভ; আত্মসমর্পণ যোগে (যথা, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' প্রভৃতি) সমাপন। প্রথম স্থলে তমঃ থাকিলে হবে না; দ্বিতীয় স্থলে, রজঃ—বিশেষ করিয়া 'অহং কর্ত্তা' আদি অভিমান। বিলয়ে প্রথমে স্থূলাবাক্, পরে সঙ্কল্পী মনের 'পতন' চাই; তখন, প্রাণই একা যাত্রী। অর্দ্ধমাত্রাকে সেতু ইত্যাদি ভাবিয়া 'তটস্থ' হইয়াছ; এইবার, মায়ের দুই দিকে দুটি দুটি প্রসারিত বাহু ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও পুলকিত হও। ঐ বাহুদুটি এইভাবে পরাবাক্ রূপিণী মহামায়ার বুঝিও—

মধ্যমা বৈখরী বাহূ পশ্যন্তীং নয়তঃ স্বতঃ।
স্বালয়ং নয়তো বাহূ পশ্যন্ত্যা মধ্যমা পরা॥

মধ্যমাকে ধ্রুঃ বা অক্ষ করিয়া পরাবাকের পশ্যন্তীতে আবির্ভাব এবং তথা হইতে পুনশ্চ আপনাতে (স্বালয়ং) বিলয়ে দ্বিবিধা বৃত্তি ও গতি ভাবনা করিও। অনুলোম, বিলোম উভয় স্থলেই মধ্যমা-মাধ্যম গতি হইয়া থাকে। প্রথমটি পূর্ণা পশ্যন্তী-মুখীনা। দ্বিতীয়টি, পূর্ণা পরামুখীনা। আগেরটিতে মধ্যমার সঙ্গে নাদের প্রাকট্য বা ব্যক্ততা (যেটি লক্ষণায় বৈখরী) আসিয়া থাকে; পরেরটিতে মধ্যমা নাদের অপ্রাকট্য বা অব্যক্ততা (যেটি লক্ষণায় পরা) ঘটায়। এ স্থলে, 'বৈখরী' ও 'পরা' শব্দদ্বয়ে লক্ষণায় ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাব বুঝিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (গ)

সিন্ধৌ বিন্দুদশকম্

শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

সমুদ্রতটে ওঙ্কারাদি জপধ্যানের উপযোগ

মহাম্ভোধিঃ সান্দ্রং স্বমুরজরবং মূর্চ্ছয়তি য-
মুদাত্তং শশ্বচ্চোদয়বিলয়মেরুদ্বয়মিতম্।
তরঙ্গোচ্ছ্বাসৈরূর্জিতমবিরতং ব্যোমপুলকং
জগৎস্বামী বেণুস্বরসমপি তং নঃ প্রথয়তু ॥১॥

ওগো মহাম্বুধি !
স্বমুরজমন্দ্রে সান্দ্র ছন্দঘনধ্বনি
উদাত্ত বিরামহীন করিছ বাদন ;
তবু সে শাশ্বত ছন্দোবাণী বারংবার
উদয়ে বিলয়ে কেন মেরুতে মিলাও,
মহাছন্দকলাবৎ ! সাধিয়া মূর্চ্ছনা !
মূর্চ্ছনায় মহাব্যোম পুলকমূর্চ্ছিত ;
সে অসীম মহিমার মূর্চ্ছনা আধারে
ওগো, বল, শুনাবে কি নাদ-বিনোদিয়া
জগন্নাথস্বামি-করে বেণু মোহনিয়া ! ১ ॥

অরূপং যং ক্ষৌণী শবলনিজরূপং গময়িতুং
বগাহ্যাব্ধিং ধত্তে কনকরুচিরস্বাঞ্চলতটম্।
অবর্ণং দ্যৌর্ধত্তে ঘনগগনদীপদ্যুতিচয়ং
যমস্পর্শং বাতো নয়তি চিরদোলং স পুরতঃ ॥২॥

যে রূপে ক্ষৌণী নিজ বিচিত্র বর্ণালি
অপরূপ রূপরাশি সঁপিবার তরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামি সিন্ধুস্নানে, কনকসৈকতবেলা
ছলে, পাতিয়াছে উদ্বেল অরূপ-প্রান্তে
তাপসীর শেষ রূপ রাগলেশ—নিজ
গৈরিক অঞ্চল! (হেমসিকতা অঞ্চল!)
অবর্ণ যাহায় দ্যৌ আঁকে মেঘমালা ছবি,
রবি-শশি-তারা জ্বালে বিচিত্র দীপালি;
অস্পর্শ যাহারে, ভঙ্গহীন অগাধ সমাধি গাঢ়তায়
দিয়ে যায় বাত বীচিভঙ্গে চিরদোল;—
সে বিপুল, সে আদি অদ্ভুত—পুরোভাগে! ২॥

স রূপারূপাদি-দ্বয়কলনকৃৎ সর্বত ইহ
স্বয়ং ধত্তে সিন্ধুর্জনিবিলয়সন্ধিং সুশয়িতঃ।
স ওঙ্কারস্ফোটঃ স্ফুটয়তি গিরাং বীচিনিচয়ং
স বৈ দারুব্রহ্মাপ্সু নিজতনুতত্ত্বং গময়তি ॥৩॥

রূপ অরূপের, চিত্র বর্ণ অবর্ণের,
স্পর্শ-অস্পর্শের, গাঢ় মৌন মুখরের—
যেথায় উদ্ভব, যেথা মিলন, বিলয়,
সেই সন্ধি রহস্যের অগাধ সন্ধানী
সিন্ধু! তুমি সুশয়ান কালের কলনে।
যুগ, বর্ষ, দিবস-যামিনী, সন্ধিক্ষণে!
অতল রহসি মৌন, তাই কি ওঁকার?
সে শাশ্বত ওঁকারে, চিরোদ্বেল বীচি-
ভঙ্গে, বিশ্বে দাও চিত্র, ভাষা, ছন্দ, সুর!
এই তব মূর্ত্ত প্রহেলিকা চিরন্তনী
আপন তনুতে তুমি, রূপেরে অরূপে
ঢালি, জগন্নাথস্বামী হ'লে দারুব্রহ্মরূপ! ৩॥

জগন্নাথোঽরূপোঽপি চ নিখিলরূপাদ্যপরমঃ
স কিং গম্ভীরান্তঃ প্রভবতি ন বা স্বাকৃতিকৃতৌ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবর্ণং বর্ণং বা সচলমচলং বাহ্খিলখিলে
অপায়ায়ানাভ্যাং কৃততটলবং ব্রহ্মসলিলম্ ॥৪॥

পরম অরূপ তুমি জগন্নাথস্বামী,
তবুও বিশ্বের আবীরূপটি পরম,
বেদসূক্তে উদীরিত-গম্ভীরান্তঃ রূপ
রাখি পুরোভাগে, কহিলে কি মগ্নোচ্ছ্বাসে—
বিশ্বকর্মা আমি, নিজ আকৃতি-কলনে
অকৃতী কুশলী ! বর্ণমাঝে অবর্ণের,
সচলের অচল দিশারি ; যাহা খিল,
তায় অখিল মেলনী ; আগম অপায়ী—
তায় নিত্য অনপায় ধামের সন্ধানী ;
হে ব্রহ্মসলিল ! তুমি তটলব ছলে
অনিরুক্ত স্বরূপেরে 'তটস্থে' আনিলে,
সতট সরণি নিতে অতট পরমে ! ৪ ॥

মহাকালো ব্যোম হ্যুপরি তনুতে নীলিমচয়ং
মহাকালী নীচৈস্তরলঘনরাশিং প্রথয়তি।
অনন্তং শয্যাং সোঽকুরুত সলিলে শ্যামসরিতো
হ্যধুনা রাধারোধস্যভিসরণগা মাধবলুভা ॥৫॥

বিপ্রতীপা মহাকালী—উর্দ্ধে মহাব্যোম
নীলিম মহান্, প্রশান্ত ভাস্বর, ধ্রুব
মহাকাল ? আর নিম্নে মহামেঘদ্রব,
জলধিদুকূলা তড়িজ্জলদচিকুরা,
মহানৃত্যকালী ? অনন্তেরে শয্যা করি,
তুমি কি আবার পাতিলে শয়ন, বল,
মূল মহাস্পন্দঘন কারণ সলিলে ?
কভু কি আবার সেই শ্যামলা সরিৎ
আপনারে কালিন্দী কল্পিয়া, নিরালায়
তাহারি পুলিনে, প্রেষ্ঠবিরহবিধুরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

তুমিই চলিলে রাধা উতল বল্লভে
অভিসার মিলন-ব্যাকুলা ? . ৫ ॥

নিরুদ্বেলঃ স্বান্তো রচিতনিজবেলো বীচিনিচয়ং
স ফেনাম্বুস্ফোটং চপলমতিলোলং বিকিরতি।
নিধত্তে মাণিক্যং গহননিজকুক্ষৌ দ্যুতিঘনং
বিকীর্ণং বেলায়াং শবলমুপলং বাললনম্ ॥৬॥

নিত্য নিরুদ্বেল স্বীয় অসীম সত্তায়
কেমনে রচিবে বল বেলা আপনার ?
আর সেই চিরপিয়াসী বেলায়, বল,
হে চির উদাসী ! শান্তিহীন, তৃপ্তিহীন
আকুল উচ্ছ্বাসে, বীচিভঙ্গে ভাঙ্গি' পড়,
অতিলোল, একান্ত চপল, ফেন আর
জলবিম্বরাশিরূপে ছড়ায়ে আপনা !
গহন গভীর কুক্ষিতলে ধর তুমি
দ্যুতিঘন অমূল্যরতন ; তবু কেন
(বিশ্বম্ভর) আত্মপূর্ণ রত্নের ভাণ্ডারী ! বেলাভূমে
বিকীর্ণ উপলখণ্ড-চয়ন-লোলুপ,
মূল্যহীন চিত্ররঙ্গিমায়, সাজিয়াছ
ভিখারী বালক ! ৬ ॥

খদীপৈর্ব্যোমেমং প্রথমভবদেবো বিবরিষুঃ
সদা ধত্তে বাতৈর্হিমকণকরৈশ্চামরবরম্।
তরঙ্গৈরুদ্বেলৈঃ প্রণবপুটসামস্বরমপাং
ভুবা গন্ধোৎসর্গং হ্যুদধিজঠরেজ্যং হুতভুজা ॥৭॥

ভুবনের আদিদেব তুমি মহীয়ান্ !
তোমারে বরিবে বলে খদীপ আরতি
নিত্যরত অতন্দ্রিত মহাব্যোম ; হিম-
কণ সুশীতল চির চামর বীজনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনলস তার দিগন্ত পবন কর ;
আপ আচমনে অভিষেকে তরপণে,
হে চির-নিষ্ণাত, চিরতৃপ্ত, অভিষিক্ত !
সেই মূলবাণী শাশ্বত ওঙ্কারনাদ—
সামস্বনে লহরে লহরে লীলায়ন !
কত না নির্ঝর সরিৎ তোমা অভিমুখে
বহি হে সরিন্নাথ ! হে আপদেবতা !
ধরিত্রীর সুরভিত গন্ধডালি, করে
তোমা নিবেদন ! তব কুক্ষিবেদী'পরে
অনির্ব্বাণ হুতাশন জ্বালি, হোমরত
রাখ কোন শাশ্বত ঋত্বিকে !৭

নিষণ্ণো বেলায়াং বহুচপলচিন্তাং বিজহত
ধনং গেহং মিত্রং জহত জলবিম্বাদিবিলয়ে।
যদোঙ্কারং নাদং শৃণুত ধুতলাপা মহিমনি
নিজাত্মানং তস্মিন্ নয়ত লয়সন্ধিং খজলয়োঃ ॥৮॥

ভিত্তিহীন বালুকায় হে শ্রান্ত পথিক !
ত্যজ শ্রান্তি নিষণ্ণ বেলায়, চিত্ত হ'তে
নামাইয়া ভাবনার ভার—বহুলতা
ভঙ্গুরতা মিলে গড়া মৈনাকের গুরু-
ভার ! সিন্ধুবেলায় নিষণ্ণ নিশ্চিন্ত,
সে মৈনাকের ভার সিন্ধু গরিমায়
কর নিমজ্জন। বিত্ত, মিত্র, দেহ, গেহ
মমত্ববন্ধন বন্ধ-বান্ধব বন্ধন—
তাহারে প্রশান্তচিত্ত ! দাও জলাঞ্জলি
যে মহাপ্রশান্তিমাঝে ঐ বিচিত্র বুদ্বুদ
বীচিভঙ্গে ভাঙ্গি গেল নিরঞ্জন ! ধৃত
মিছে আলাপন, মহামহিমের বীণে
শোনো সমাহিত সত্ত্ব নাদব্রহ্ম ওম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশ সলিলে ঐ সন্ধি সীমানায়
অসীম যুগলে মৌন গাঢ় আলিঙ্গনে,
লহ আপন আত্মায়—ভাব 'তত্ত্বমসি'
বেলা লগ্ন দৃষ্টি হোক্ দিগন্ত মগন! ৮।

মহাব্ধের্বক্ষস্ফূর্জিতসিতরুচিত্র্যম্বকহৃদি
স্বপাদাব্জজ্যোতিঃ পটলপরিসীমা কিমসিতা।
কদা কিং কালিন্দীপুলিনসলিলদ্যোতনকরীং
তরঙ্গৈহনঙ্গেশো ঘননিবিড়ভাসং বিতনুতে ॥৯॥

যদি হে রূপরসিক! রূপে সাধ তব
সিন্ধুশীকর অঞ্জনে উন্মেষিত আঁখি,
হেরিবে কি কভু সিত সমুজ্জ্বল রুচি
সিন্ধুশিবহৃদি, নিজ পাদাম্ভোজজ্যোতি-
পটল-পরিসীমা, মাতৃশক্তি অসিতারে?
সিত বক্ষে অসিতায় সিত শান্ত চিত্ত?
আবার হেরিবে কভু আন আঁখি ভরি
কালিন্দী সলিল নভ পুলিন উজলা
তরঙ্গের লোল আলিঙ্গনে কেলিপর
অনঙ্গনাথের অঙ্গদ্যুতি রসতম,
নবনীরদনিবিড়? কালো জলে বিশ্ব-
মোহন উজলা, এ কালোয় মজিলে কি? ৯।

উমোমেশেত্যোং বৈ শৃণুয়ুরনিশং সিন্ধুরটনং
কলানাদৌ চ বিন্দুং ত্রিতয়মতিগং তুর্য্যমপি চ।
জগন্নাথস্বামীতি জয় জয় সীতেতি রমণং
সদা রাধেশ্যামেতি হরহরি ওঁ নাম পরমম্ ॥১০॥

যদি হে সুর-উদাসী! সুরে সাধা কান,
সিন্ধুর উদাত্ত নাদ মন্দ্রিত পরাণী
ওই শোনো নিরন্তর সিন্ধুকণ্ঠ হ'তে
'উমা উমেশ ওঁ' রাগ ভৈরব আলাপ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেবা আলাপনে নাদবিন্দুকলাপারে
তুর্য্যগ বিতান ! ধ্রুব বাণীর আধারে
'জগন্নাথ স্বামী' 'জয় জয় সীয়ারাম'
'জয় রাধেশ্যাম' 'হর হর হরি ওঁ' নাম,
নাদ হতে তুর্য্যগপরমে মুরছিয়া—
সিন্ধু উদ্‌গানে, শোনো, উন্মনা উদাসী ! ১০।

নমস্তে নীলাশ্মদ্যুতিসঞ্চয়ায়
নমস্তে বীচীনাং ধ্বনিগম্ভীরায়।
নমস্তে ক্ষ্মাতেজোঽনিলসংগ্রহায়
খমূর্ত্তায়াঽপাং মূর্ত্তিমতে নমস্তে ॥
হ্যমূর্ত্তায়াঽপাং মূর্ত্তিমতে নমস্তে ॥১১॥

নমো নীলকান্তদ্যুতি সঞ্চয়নঘন,
নমো ঊর্মিনাদব্রহ্ম-গম্ভীরামগন,
নমো পৃথ্বীতেজবায়ু সারসন্দোহন,
নমো ব্যোমরূপ অপ্‌রূপী স্বশয়ান,
নমো অমূর্তরূপ, নমো অখিলমূর্ত্তিমান্ ! ১১।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (ঘ)

শ্রীগুরুতত্ত্বে শ্রীভগবানের সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চধারা (পঞ্চগঙ্গা)

একাধারে সম্মিলিত

করুণাম্বুধি-সন্নিধিম্

শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

চঞ্চলং মে মনো মূঢ়ং ক্বচিত্তন্নাবতিষ্ঠতে
অয়স্কান্তেন হে কান্ত ! ত্বয়ায় ইব গৃহ্যতে ॥
সংগৃহ্যমাণমেবং মাং প্রতিগৃহ্নাসি পুত্রবৎ ।
ত্বমেব পিতরৌ বন্ধুঃ সখা সর্ব্বং (ইতি) ভবেন্ মম ॥
বিগ্রহবানসি বা ধ্যানে প্রত্যক্ষং বা নরাকৃতিঃ ।
লোকোত্তরাং তনুং দিব্যাং বিভ্রদিতি মতির্মম (ভবতু) ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারমিত্যাদিভি র্নমাম্যহম্ ।
মন্যমানো মহাত্মেতি দৃষ্টি-মতি-রতিপ্রদঃ ॥
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ।
ইত্যাদিষু স্বয়ং পূর্ণাবতারঃ পরিগৃহ্যতে ॥
শ্রীগুরুঃ যঃ স্বরূপেণ করুণাবরুণালয়ঃ ।
চাতকার্ত্তি-প্রশান্ত্যৈ হি তস্যৈব বারিদোদয়ঃ ॥
যথা শ্রীগুরু-কারুণ্য-সরিন্নাথস্য সন্নিধিম্ ।
গচ্ছেন্ মনঃসরিন্নিত্যং বুদ্ধিযোগং তথা কুরু ॥

কোনতায় স্থির নাহি হয়
মন মোর চঞ্চল একান্ত ।
লোহে যথা অয়স্কান্ত মণি,
আকর্ষিলে হে আমার কান্ত ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টানি লয়ে নিজ অঙ্ক পাশে
ক'রে নিলে আপন সন্তান
পিতা মাতা বন্ধু সখা তুমি
'সর্ব্ব' বলি দাও মোরে জ্ঞান ॥
ধ্যানে কিম্বা নয়ন গোচরে,
এলে তুমি নরাকৃতি ধরি।
ও বিগ্রহ দিব্য লোকোত্তর—
এই বোধ যেন না পাশরি ॥
'অখণ্ডমণ্ডল' আর 'অজ্ঞান তিমির'
মন্ত্রে তুমি ভাব-দৃষ্টি-দাতা।
যোগী, জ্ঞানি-গুরু, ভাগবত—
এই বোধে হও স্থাপয়িতা ॥
গুরু ব্রহ্ম সাক্ষাৎ পরম
মম গুরু জগতের গুরু।
মোর নাথ জগতের নাথ,
অববোধে পূর্ণ ব্রহ্ম গুরু ॥
নিত্য অবতীর্ণ স্বরূপে তোমার,
বিশ্বজীবে করুণা সাগর।
চাতকের তৃষা শান্তি তরে,
সমুদিত স্নেহ জলধর ॥
করুণা-সাগর সন্নিধানে
চলে যেন মানস তটিনী।
পথে কত শৈল, কত মরু
বাধা অতিক্রমি ॥
দ্বন্দ্বদ্বিধাহীন চিরপূর্ণ মিলনের তরে, শুদ্ধি বুদ্ধিযোগ,
দাও হে বাঞ্ছিত! হে শরণ! হে একান্ত স্বামী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (ঙ)

YANTRAM—WHAT IT MEANS?

YANTRAM, in ordinary use, means a mechanism or organ for doing work in an effective, systematised manner with a view to achieving a definite end. Such work, evidently, implies *three* things: the *End*, setting the principle or rule of action; the *Means*, setting the combination and co-ordination of the forces doing the work; and the *Method*, setting the necessary conditions and practical lines of such action. In scientific analysis, the first gives *formula and equation*; the second, *diagram and design*; the third, *function* according to plan, and with respect to given or assigned conditions. Basically speaking, these three are *Mantram*, *Yantram* and *Tantram* respectively. One may call them *Rule*, *Ruler* and *Ruling*; or Principles of Law, Code and Procedure; and so on. With respect to anything that is or becomes, they answer the three root questions: *Why* is it so? *What* makes it so? and, *How* is it so? Obviously, the three are inter-related.

In the word YANTRAM, one should seize upon the root *Yam* [pronounced as यम् (*Iyam*) and not as *Jam*], note what that root means and implies, and correlate it with the root principle वीजम् (*Vījam*) of वायु (*Vāyu*), which is also यम् (*Yam*). वायु (*Vāyu*) is Cosmic प्राण (*Prāna*) or *Elan Vital*. It is the cosmic Fund of both potential and kinetic power as a whole, that is, without abstraction and limitation as material, vital or mental. When this Power as whole operates as a system of Control ('Yam'), as a 'Ruler', with respect to a given end or objective, it is यन्त्रम् (*Yantram*). It is essentially, therefore, a Power

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

disposition and design, not a mere model representation, picture or graph.

It is superficial thinking to look upon the Mystic Yantram as symbolic or pictorial. It is dynamic—शक्ति-लेखा (*Shakti-lekhā*). But in the understanding and appreciation thereof it is more suitable to begin with the sketch-drawing, graph, and so on. But the initial approach should be such as to open up newer and fuller vistas of complete dynamic import and significance.

The Means यन्त्रम् (*Yantram*) will signify nothing unless we can show it in the context of the entire movement from beginning to end; unless the picture of the event can be exhibited in its entire dynamic set-up. A boat on the river pulled by two ropes in directions making an angle gives no intelligible meaning of its actual movement unless we are able to resolve the resultant effect into its constituent parallelogram. This instance is typical. Examine an organism, a crystal, a molecule, an atom. Inspect any planned structure in human or natural scheme. The structural design is laid upon a functional plan, and that, again, upon a dynamic scheme or power-pattern. It is the last that controls—यम् (*Yam*)—and rules. What is *this* behind any situation that presents itself, any event that takes place? That is the be-all and end-all question. And Power, as we have noted, is only abstractedly and segmentally 'physical'.

Nevertheless, it is the analysis of physical science and mathematics that sets the first model and draws the first sketch suggesting the fuller and more basic pictures. We are in quest of fundamental 'ground plan'—the heart and core-picture of Power. In other words, of हृल्लेखा (*Hṛllekhā*).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In this vital quest, it is possible that one can catch or miss the 'direct home line'. Even systematised, scientific pursuit has oftner than not strayed off the right track and missed the correct orientation. It has been said that intelligence is a tool-making organ. So there has been no lack of tools, instruments, appliances. They serve a variety of ends and purposes. But of what positive lasting, fulfilling and harmonising value have been most of these? Are they in affiliation to the 'far-off divine event to which all creation moves?' Do they even suggest that there may be, all appearance to the contrary notwithstanding, 'a divine purpose and end' at all inspiring the basic scheme of creation?

The question cannot, particularly at this critical world juncture, be evaded or postponed. Without boldly facing this, we cannot quit the fatal quicksands of maladaptation and vicious circle, both subjective and objective, in which we have been caught.

Hence Power शक्ति (*Shakti*) as whole has to be understood and appreciated with its appropriate मन्त्रम् (*Mantram*), यन्त्रम् (*Yantram*) and तन्त्रम् (*Tantram*) in the senses above noted.

We imagine, for instance, that we are now near, if not actually at, the core-picture of at least material being and behaviour. Our equations have, at any rate, a reassuring look of thorough and compact reasonableness. Deceptive is not that look.

But the equations have, in practical application, ominously equivocated and not helpfully equated the basic queries and discrepancies in the appreciation of creation and existence. So,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

possibly, only a side-door to an antechamber of what Reality resides in has been opened.

यन्त्रम् (*Yantram*), in its fullest context and co-ordination, must evolve from the First Principles of Creation.

The potency of यन्त्रम् (*Yantram*) or Power Diagram, in all relevant dimensions, varies in geometrical ratio (so to say) according to the refinement and purity of the power-field composition. Hence what controls the intra-atomic field of energy is enormously more powerful than mechanical, chemical or molecular systems of control.

If by प्राण (*Prāna*) is meant not simply vitality or biological entity, but an all-pervasive cosmic principle of renewing and creative activity, then प्राणिक (*Prānik*) control ought to be more powerful than atomic. Modern science and modern methods must now essay to make that प्राणिक (*Prānik*) control available in an increasingly helpful measure. For, in such availability lies all hope of harmonised, creative progress. The consummation of such progress can be reached only by opening हृल्लेख (*Hṛllekhā*) of things by Yoga where the Spirit reigns as Perfect Power and Perfect Harmony.

Therefore, यन्त्रम् (*Yantram*) must be traced from the Magnum Matrix [Perfect Power positing itself as the Perfect विन्दु (*Bindu*)], down to our appreciated planes of Magnitude, Number and Space-time. यन्त्रम् (*Yantram*) should affiliate all our known and appreciated matrices to the Magnum Matrix. And this affiliation necessarily bears the character of a logico-mathematical descent.

The drawing on the cover looks, apart from the internal scheme of the interlaced triangle, like a flower in partial bloom, with *six* symmetrical (say, parabolic) petals joined at the stem

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

axis by two others, one at each side of the axis, which are still 'hidden' and enfolded. The two 'hidden' stem-buds are marked with *plus* and *minus* signs.

Basically this means the six-phase functioning that becomes patent (or manifest) in the analysis of any creational entity or event (as pointed out in these Notes); and the two hidden axis buds are or represent, the Mystic अर्ध-मात्रा (*Ardha-mātrā*), on either side of the विन्दु (*Bindu*) and its axis of self-projection: they link up, both in the sense of evolution and of involution, what is patent and manifest with what is radically there as the potent and un-manifest. The entire scheme is supervised by *Om* at the core or हृल्लेखा (*Hṛllekhā*). ओम् (*Om*) itself in its 'rise' shows this eight-phase pattern in dynamic creation.

These, for instance, represent the eight-phase pattern: पराव्यक्त—विन्दु (*Parāvyakta—bindu*), व्यक्ताव्यक्त—सेतु (*Vyaktā-vyaktā-setu*), व्यक्त (उदित—नाद—*Udita—nāda*), अ, उ, म, (*A, U. M*), व्यक्त (विलय—नाद—*Vilaya—nāda*), व्यक्ताव्यक्त—सेतु (*Vyaktāvyakta—setu*).

Ponder also over the relation of this diagram to the famous mystic mantram:

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

"*This* is Full; *That* is Full: Full evolves from Full:
Full taken from Full remains Full."

In this मंत्रम् (*Mantram*), the two mystic words, *viz.*, उदच्यते (*Udacyate*) and आदाय (*Adaya*) (taken out and taken in) stand respectively for positive and negative *Stem-buds* or अर्ध-मात्रा (*Ardha-mātrā*).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SOME SALIENT POINTS

1. Power is Consciousness; in which Power as Matter, Power as Life and Power as Mind are grounded without intrinsic or external limitation. Consciousness is Being, and the Basic Bliss of Being (*Sat-Cit-Ānanda*).

2. It wills to *become*.

3. For this, It posits itself as *Bindu*—the Perfect Power-Point. It is, as such, the Perfect Cosmic 'Seed' or 'Origin'.

4. It is the Mystery Point that negotiates between the Alogical Transcendent and the Logical Immanent (the Cosmic as Reason rendered).

5. It is at once One (Eka), Full (Pūrna) and Nil (Shūnya).

6. From It proceeds a 3-Phase evolution (creation): *Ṛju* (straight), *Sushama* (symmetrical), and *Vishama* (apparently eccentric).

7. The three are connected by 'leading links' (Setu), but creation is not in time relation except at, and after, the third *Setu*. 3 aspects are, therefore, called 'emergences'.

8. Number and Magnitude relations (starting with opposition of sense, direction, etc.) evolve from *Bindu* which is the Magnum Matrix.

9. In all emergences starting with Ṛju, a fundamental or basic 'frame-work' is first posited, logically and mathematically. Thus *Bindu* posits itself as the original Axis of Homoplanarity with its opposition of sense and direction; 'homo' differentiates itself as 'somo' and 'mono', evolving Magnitude and Number.

10. The Basic Evolvent of Number relations (*e.g.* wave frequency, atomic number, chromosome number, etc.) is *Mantram*; that of Magnitude relations (*e.g.* wavelength, all

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

forms and patterns) is *Yantram*; and what correlates the one system of relations (*e.g.* formulae and equations) with the other is *Tantram*.

11. The first is fundamentally represented by the trinity —Bindu, Nāda, Kalā; the second, especially, by rectilinear sama (right) konic, and circular (conic); the third by origin (point), co-ordinates, and process or movement (curvature).

12. The Matrix of Mantram, especially, is *Bindu*; of Yantram, *Kalā*; of Tantram, *Nāda* (note the roots *Kal* and *Tan*).

13. Mantram as perfect (omnipotent) is *Om*; Yantram as such (omnipresent) is the △ and O; Tantram as such (omnivalent) is the positing in fact of the Mystic *Ardha*. (The mystery 'link' that connects the potential and actual).

14. The above is Nature's own basic scheme of Being and Becoming.

15. Nature evolves through a system of 'Makes' and 'Brakes'—starting with Bindu as the supreme Make and Brake Principle.

16. At our level, in matter, life and mind, this natural ratio *M* : *B* sets the norm of Nature's economy. Examine, for instance, the ratio as rest energy and moving energy in the units of matter.

17. Science, at present, examines and explores this energy segmentally, cross-sectionally and by 'capture' and 'rupture' technique. The outcome is not reassuring on the whole, so far.

18. That ratio taken as an evolving whole, and in the direct 'home line' with Bindu Brahman is *Kundalinī*. The direct home line from Kundalinī to the highest level of Perfect Realization and Fulfilment, is the mystic path of Sushumnā—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Power's natural line of Ascent and Descent in Creative Evolution. That path, therefore, is a cosmic principle which is illustrated in and not confined to the human or any other body.

Lam, Oam, and so on—the *five Radices* of the five Cosmic Principles (Tattvas) and five 'Centres' (Cakras) presided over by *Om* at the higher Sixth 'Directive' (Ājnā)—are to be brought into concerted operation along the Sushumnā. *Oam, Lam,* etc. are, thus, the Matrices of both macrocosmic and microcosmic harmony function patterns in Power's evolution and involution processes. For example, the six Rāgas of Indian Classical music evolve out of them. The Rāga *Dīpaka,* for instance, evolves from *Om Ram, Megha* from *Om Oam.*

19. To 'rouse' Kundalinī, therefore, is to get into that 'home line' leading to the Mine and Centre of Creative Power working in perfect freedom and harmony.

20. And here alone Perfected Power is consorted with Perfect Light and Bliss.

21. So, with this blessed end in view, let all science and all undertaking unite in the spirit of communion and fellowship —as the closing hymn in Ṛgveda has it—'Samgacchadhvam . . . . etc.'.

SOME BASIC CONCEPTS

1. Brahman is Reality as the Alogical Absolute. *Alogical* means—what is immanent in, but transcends what is logically thinkable and predicable.

2. The same as Power Divine to be and become all, logically thinkable or not, is *Bhagavattā* (*Mahāmāyā* or *Maheshwara*).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3. Power is *Shakti*: Its essence is *Sat* (Being), *Cit* (Consciousness), and *Ananda* (Basic Bliss of Existence and Becoming).

4. Its Will to be and become is *Kalā* in the fundamental sense.

5. It posits itself, for this end, as the Perfect 'Origin' and also 'End'. This is *Bindu*.

6. *Bindu* is Perfect Potency; this as Perfect Patency is *Nāda*.

7. Creative Process relates to, and is determined by, these two Perfect Limits. The relating and determining Function is also *Kalā* (in the 'deriving' sense).

8. What results or is produced is *Kalā* also (in the 'derived' sense).

9. So *Kalā* is the Evolvent, the Evolving and the Evolute.

10. As the first, *Kalā* is the Whole: as the second, Phase or Aspect: as the third, Partial or Component.

11. What links up and correlates what is 'given', or 'going to be' to its postulate, premise or pre-condition is *Setu*.

12. Brahman manifesting as One, Undivided, Omnipotent 'Measure' (*Mātrā*) is *Ekamātrā*.

13. The Measure as *Brahman* evolves (with the 'help' of *Setu* or the Principle of Basic Correlativity) as, and in, different aspects, of which one is *Homo* (Sarūpa), differentiating as *Somo* (Sama) and *Mono* (One): Ownness, Evenness (Uniformity) and Oneness (Unity).

14. Another is: *Pāda* (Range or Sphere), *Kalā* (Gradation), and *Kāshthā* (Limit or Culmination).

15. Still another is *Ṛju* (Straight), *Sushama* (Symmetrical) and *Vishama* (Eccentric).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

16. The Evolvent Principle, both as *Mātrā* and as *Setu* in all these is *Ardha-Mātrā*.

17. *Ardha-Mātrā* is, also, the *Setu* of withdrawal (upashama) from the creative *ensemble* (*prapanca*).

18. Besides as *Aspect*, A.M. also operates as *Function*: hence, *Mantram, Yantram* and *Tantram* (see Preface for explanation).

19. What co-ordinates (*i.e.* brings to a common 'point of reference') components and lines (axes) of Power-manifestation is Vyāhriti (*e.g.* a system of co-ordinate axes with reference to a 'origin' in *Yantram*).

20. This is, basically, threefold: 'This' (*Bhūr*); 'That' (*Svar*), and their correlating and interacting (not therefore 'void') 'Interval' (*Bhuvar*, neither 'This' nor 'That').

21. Creation is 'original', being the free manifestation of Ānanda (Basic Bliss and Joy); yet it looks like, and is analysable as, a 'pre-established' picture (of harmony and otherwise). It is so in the final emergences to logico-mathematical appreciation.

2. In these *Desha, Kāla,* and *Dik* descend into the realms of cosmic relativity analysis as space-time-direction.

23. The relativity analysis pictures point to a 'basic scheme' or, 'heart-throbbing' of things and relations; to *Hṛllekhā* and, foundationally, to *Bindu*.

24. To open up the 'direct home line' to this is *Sādhanā*.

25. There is an unlimited Reserve Bank Power given in everything evolved, which is *Kundalinī*.

26. The 'direct home line' of Power's ascent and descent between unlimited potentiality and limitless availability is the 'mystic path' *Sushumnā*.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

27. The ascending and descending control and co-ordinating Centres, corresponding to different orders of Power planes and dimensions, are the *Cakras*.

Note that all these are Cosmic Principles illustrated in various fields of experience.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (চ)

নামের কৃপা

(৺নামরসিকের ডায়েরির কয়েকটি ছিন্নপত্র)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

১৪ই অগষ্ট—প্রত্যুষ ৩টা

নাম নিতে নিতে একটা বড় সুখময় স্পর্শ অনুভব হ'তে লাগ্‌ল—হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে, রক্তের প্রতি উচ্ছ্বসনে, স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতি সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে, প্রতি ধ্বনিতে যেন সুরের কি এক অপূর্ব মধুর লহর ছুটিতে লাগিল, চক্ষু বহিয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিল, সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। তারপর নাভির তলে, কখনো বক্ষে, কখনো কণ্ঠে যেন সুর পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। শেষ, মৃদু গুঞ্জনে কণ্ঠ হইতে নাসারন্ধ্রের মূল পর্যন্ত যেন গতাগতি করিতে লাগিল।

রাত্র ৪টার সময়—তখন পিঙ্গলা চলিতেছে, নামের সুর লাগিয়া আছে, সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া নাম নিতে নিতে বেশ resonance হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু Continuous নহে, Spasmodic, উদয়-লয়, উদয়-লয় হইতে লাগিল। তখন Continuityর চেষ্টা না করিয়া নাম করিয়া চলিতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল যে যখনই resonance উদয় হয়, তখনই left ventricleটা যেন কি এক গম্ভীর নাদে ভরিয়া যায়। আলজিবের পাশ দিয়া বাম কর্ণপটহ স্পর্শ করিয়া যেন নাদ গিয়া বাম ventricleএ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সে স্থানটা যেন hollowed caveএর মত শূন্য ও নাদপূর্ণ অনুভব হ'তে লাগল। এক একবার দুই তিন second করিয়া এই নাদের continuous flow থাকিতে লাগিল ও স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্কে বড় একটা soothing effect হ'তে লাগল। তারপর পূজার ঘরে আসিতেই ইড়া খুলিয়া গেল। পূর্বে এই resonance উদয় হইলে একটু জোর দিয়া তাহাকে স্থায়ী ও দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু তাহাতে সময় সময় resonanceটা দীর্ঘ হইলেও কেমন যেন artificial হইত এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইজন্য আনন্দস্তর যেন ঠিক খুলিত না। আজ কিন্তু জোর না দিয়া তাহার স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় একটা বেশী আরাম মনে হইতে লাগিল।

* * * *

১৫।৮—আজ প্রথমে স্বর লাগিতেছিল না; তাহার পর নাম লইতে লইতে যখন একটু মিষ্ট লাগিতে লাগিল, তখন পিঙ্গলা হইতে ইড়ায় বদলাইয়া গেল। পরে সিঁড়িতে গান গাহিতে গাহিতে অনেকক্ষণ পরে একবার resonance উদয় হইল। আজ কিন্তু খাদে স্বর নামানোর সময় এটা আসিতে লাগিল, চড়ানোতে আসিল না। তারপর মনে হ'তে লাগল যেন pelvisএর দুই ধার হইতে স্বর আসিয়া মূলে মিলিত হইতেছে, আর অমনি গম গম করিয়া উঠিতেছে। ঐ স্থানটাতেই প্রথম একটা vibratory sensation হইতে লাগিল, তারপর erect হইয়া মূলবন্ধ করিয়া দাঁড়াইতেই কণ্ঠে আসিয়া অতি সহজ স্বাভাবিকভাবে নাদ উত্থিত হইতে লাগিল এবং মনে হইতে লাগিল যেন মস্তিষ্কের ঠিক মধ্যভাগেই অবকাশ মধ্যে নাদ পাকাইয়া উঠিতেছে।

* * * *

১৬।৮—রাত্র ৩টা হইতে ৩।২৫ মিনিট—পিঙ্গলা চলিতেছিল, যখন নাম প্রথম নিতে আরম্ভ করিলাম, স্বর লাগিল না। পরে হঠাৎ লাগিয়া গেল—কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া নাসিকামূলে যেন ঐ গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গত হইতে লাগিল। ধ্বনির যেন কণ্ঠের বহিরভিমুখে একটা ঝোঁক দেখা গেল এবং সেই point হইতে এত easeএর সঙ্গে উঠিতে লাগিল যেন মনে হইতে লাগিল অতি সহজ স্বাভাবিক, যেন কোনো চেষ্টা বা effort লাগিতেছে না। একটু আওয়াজ দিলেই মৃদঙ্গের বাঁওয়ার গম্ভীর আওয়াজের মত গম্‌গম্ করিয়া উঠিতেছে ও steam whistle যেমন একবার কেন্দ্রীভূত হয় আবার বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তেমনি অতি সহজে একবার করিয়া কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল ও আবার যেন বৃত্তাভিমুখে গিয়া faint হইয়া যাইতে লাগিল ও ঠিক যেন personal self impersonal selfএ প্রবেশ করিতেছে—এইরূপ মনে হইতে লাগিল। রেশটাও অধিক অধিকক্ষণ থাকিতে লাগিল। এই সময় শ্বাস পিঙ্গলা হইতে ইড়ায় বদলাইয়া গেল ও নাসামূলের নিকট যে গুরু গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিলিতেছিল, তাহা যেন ক্ষীণ হইল।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭।৮—আজ পিঙ্গলা চলিতেছিল। বসিয়া বসিয়াই আজ নাদ উত্থিত হইতে লাগিল। আজ বাম কি দক্ষিণ ventricleএ কোনো ক্রিয়া অনুভূত হইল না—আজ entire brainটাই যেন একটা uplift feel করিতে লাগিল এবং নূতন নূতন ভাব ফুটিতে লাগিল।

* * * *

১৮।৮—আজও পিঙ্গলা চলিতেছিল। আজ নাদ বিশেষ করিয়া যেন ভ্রূমধ্য স্থানেই উত্থিত হইতে লাগিল। উপর হইতে যেন এক একবার নাদের onrush অনুভব হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম যেন শ্বাসটা শীঘ্র ফুরাইয়া যাইতে লাগিল, দম ফুরাইয়া যাওয়ার মত ফস্ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু যেই resonanceটা ঘনীভূত হইতে লাগিল, অমনি সে-ভাবটা কাটিয়া একটা দমের পূর্ণতা অনুভব হইতে লাগিল। এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন মেরুর outer extremity স্পর্শ করিয়া নাদশক্তি আসিয়া নাসিকামূলে ঠিক যেন একটা funnelএর মুখ হইতে নির্গত গুরুগম্ভীর ধ্বনিরূপে পরিণত হইতে লাগিল। আজ আর একটা অনুভব হইল—Consciousnessএর side হইতে যেমন particular consciousness ক্রমশ উঠিতে উঠিতে একটা general consciousnessএ আসে এবং সেখান হইতে আরও general, আরও general স্তরে উঠিতে উঠিতে যেন universalএ আসিয়া দাঁড়ায়, বীজের দিক হইতে যেমন স্থূল concentrated ভাব, তার উপর জলীয় concentrated ভাব, তার উপর আগ্নেয় (শুধু উত্তাপ মাত্র) ঘনীভাব, তার উপর বায়বীয় ঘনীভাব, তার উপর আকাশীয় ঘনীভাব, তার উপর শক্তিমাত্রের ঘনীভাব, তার উপর আত্মিক ঘনীভাব—নাদও যেন এইরূপ particularity ছাড়িয়া ক্রমশ ক্রমশ উচ্চ উচ্চতর ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, higher synthesis reach করে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে একটা অপূর্ব শান্তি আসে।

* * * *

২০।৮—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ দেখিলাম খাদে সুর লাগিল না, চড়াতেও না, মধ্যতেই সুর লাগিল।

* * * *

২৩।৮—আজ পিঙ্গলা চলিতেছিল। আজ যেন উপর হইতে সুর নীচে নামিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫।৮—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ দেখিলাম স্বরের সঙ্গে শরীর ঊর্দ্ধ-অধোভাবে ঈষৎ আন্দোলিত করিতে করিতে একেবারে মূল হইতে শির পর্যন্ত যেন স্বরের একতান চলিল, শরীরও বেশ হালকা ও well-strung বোধ হইতে লাগিল।

* * * *

২৬।৮—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ গুরুধ্বনি হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া medulla বা মেরুর ভিতর দিয়া ঠিক skullএর নীচেটা ভরিয়া লইতে লাগিল ও একটানা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

* * * *

৩।৯—আজ ইড়া চলিতেছিল। অন্যদিন যেমন point of resonance medullaর ঠিক উপরেই মনে হইত, আজ যেন ঠিক বাম স্তনের নীচে মনে হইতে লাগিল এবং মেরুর মধ্য দিয়া অন্যদিন যেমন মূলের দিকে স্বরের প্রচার মনে হইত, আজ মেরুর বাহিরে বাম পাঁজরের দিক দিয়া যেন নামিতে লাগিল।

* * * *

৮।১১—আজ ইড়া চলিতেছিল। আজ নাম নিতেই মেরুর ভিতর resonance না হইয়া মুখবিবর হইতে inclined একটা line ধরিয়া যেন বাহিরে বাহিরে মেরুর মূল অভিমুখে resonance চলিতে লাগিল।

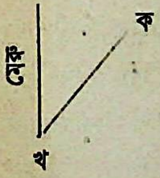

এই চিত্রের 'ক' হইতে যেন 'খ'এর দিকে বড় সুখপ্রদ, বড় আরামপ্রদ গুঞ্জনের মত নাদধারা ছুটিতে লাগিল, এবং কখনো নাভিদেশে, কখনো হৃদয়ে এবং কখনো কণ্ঠে যেন অধিক ঘন হইতে লাগিল। মস্তিষ্কের মধ্যে resonanceটা একবারও উঠিল না। এইরূপ কিছুক্ষণ চলার পর পেটটা যেন বেশ খালি বোধ হইতে লাগিল এবং সর্বশরীরে যেন একটা বলের সঞ্চার অনুভূত হইল। শুধু মাথায় হইলে কেমন কান ভোঁ ভোঁ করে ইহাতে সে sensationটা মোটেই হয় না। সেইজন্য প্রথম অবস্থায় নাদকে মস্তিষ্ক হইতে না উঠাইয়া মূল হইতে বা মূলের বাহির হইতে উত্থিত করিলে অধিক আনন্দ, অধিক সাধন সাহায্য মিলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

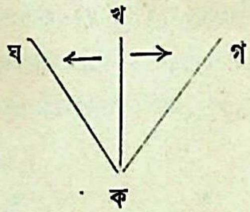

কখ রেখা হইল line of central concentrated vibration, আর খগ, খঘ হইল line of receding vibration, নাদ alternately এই কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসর্পী গতিতে চলে। কেন্দ্র স্পর্শ করিয়া তাহা বলশালী হয় এবং বলশালী হইলেই আবার ব্যাপ্তিতে ছোটে, আবার হৃতবল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে আসে। এই কেন্দ্রাভিমুখে আসিলে, এই কেন্দ্র স্পর্শ হইলেই ইহার শক্তি, সামর্থ্য, আনন্দ ও প্রকাশ উভয়ই বৃদ্ধি পায়, আর অপসর্পী হইলে ক্রমশ ক্ষীণ হয়। এই expenditure and imbursement ক্রমাগত জগতে চলিয়াছে। ইহাই সৃষ্টি ও লয়ক্রম—এইটিই বুদ্ধির বা মায়ার লীলাবিলাস। আত্মস্বরূপ কিন্তু এই উভয় বিলক্ষণ। এই সর্ববিলক্ষণ আত্মা সর্ববিলক্ষণ হইয়াও সর্বসম্বন্ধযুক্ত—ইহাই তাহার আশ্চর্য রহস্য, ইহাই তাহার বিচিত্রতা। বুদ্ধি এই সম্বন্ধ ধরিয়াই উঠে এবং পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায়, পূর্ণ শুদ্ধাবস্থায় নিঃসম্পর্ক হয়। কিরূপে সেই সর্বসম্বন্ধ-বিবর্জিত এই সর্বসম্বন্ধের মধ্যে আসে, সকল সম্বন্ধকে প্রকাশ করে—ইহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর। তাই ইহা অনির্বাচ্য, তাই এটা তা'র মায়া, তাই এটা তা'র লীলা, এটা তা'র খেলা। তাই এই শেষ ভূমিতে আসিয়া একটা axiom, একটা মহাসত্য মানিয়া লওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। তবে কেহ যদি বলেন যে যদি শেষে এই এক অচিন্ত্য শক্তি, অচিন্ত্য প্রভাব মানিতেই হইল তবে গোড়াতে মানিলেই তো সকল লেঠা চুকিয়া যাইত? না, তাহা হইত না—গোড়াতে মানিয়া লইলে বুদ্ধি পরিচালনের আর অবসর থাকিত না, আর বুদ্ধি পরিচালনা না হইলে পরিশুদ্ধ হইত না, পরিশুদ্ধ না হইলে এই স্ফুট বোধকে প্রাপ্তি করিতে পারিত না। তাই গোড়ায় না মানিয়া ইহার তত্ত্বান্বেষণ যতদূর পারা যায় করা আবশ্যক এবং ইহার ফলে বুদ্ধি চরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইলে 'তুবে জন্মে নিজ বোধ'—সে বোধটাই যথার্থ বোধ, আর সব আংশিক বোধ।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা
ভাস্কর	ভাস্বর	৮
ভানে	ভাবে	৫৪ (৪২নং শ্লোক)
তাঁই	তবু	৫৭ (১০ম লাইন উপর থেকে)
দ্যোতনকরী	দ্যোতনকারী	৫৮ (১৩র লাইন উপর থেকে)
বীজে	বীজং	৬০ (৪৮নং শ্লোক)
'পিয়ামুখ চন্দা' ;	'পিয়ামুখ চন্দা'	৬২ (১৭র লাইন)
শোধন	শোষণ	৬৩ (৪র্থ লাইন উপর থেকে)
সুমনাঃ	সুমনা	„ (১৫র লাইন)
পরাং গিরং	পরা গিরং	৬৯ (৪৮নং শ্লোক)
'যদা যদা মহাবাধা…'	'যদা যদা বাধা· ·'	৭৩ (২য় লাইন উপর থেকে)
রাগকুশলিনী	রাগকুশলিনী	৯৮ (৬ষ্ঠ লাইন উপর থেকে)
regressus ad infinitum	regress ad infinitum	১০২ (১৪ লাইন উপর থেকে)
রটন্তী	রটত্তী	১০৫ (২য় হেডিং)
Consummating harmony	Consumnatiny harmong	১০৬ (৪র্থ লাইন)
পাপ্ন্যা	পাপ্না	১১৬ (১ম লাইন হেডিং)
দৃষ্টান্তে।	দৃষ্টান্তে,	১২১ (৮ম লাইন নীচে থেকে)
এক মাত্রা	এক নাত্রা	১৪৪ (হেডিং)
continuum	continum	(১৪র লাইন উপর থেকে)
ওকারের	ওঁকারের	(৮ম লাইন নীচে থেকে)
যন্মুলত্বং	যন্মলত্বং	২২২ (১৷ সূত্র)
তন্মুলস্থ	তন্মলস্থ	২২৭ (২৷ সূত্র)
মূলযন্ত্র	মূলমন্ত্র	২৫৬, লাইন ২০
মূর্দ্ধন্য (২)	মূর্দ্ধণ্য	২৫৯ (৩য় ও ৫ম লাইন নীচে থেকে)

জপসূত্রম্ ৪র্থ খণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANAR..S

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi